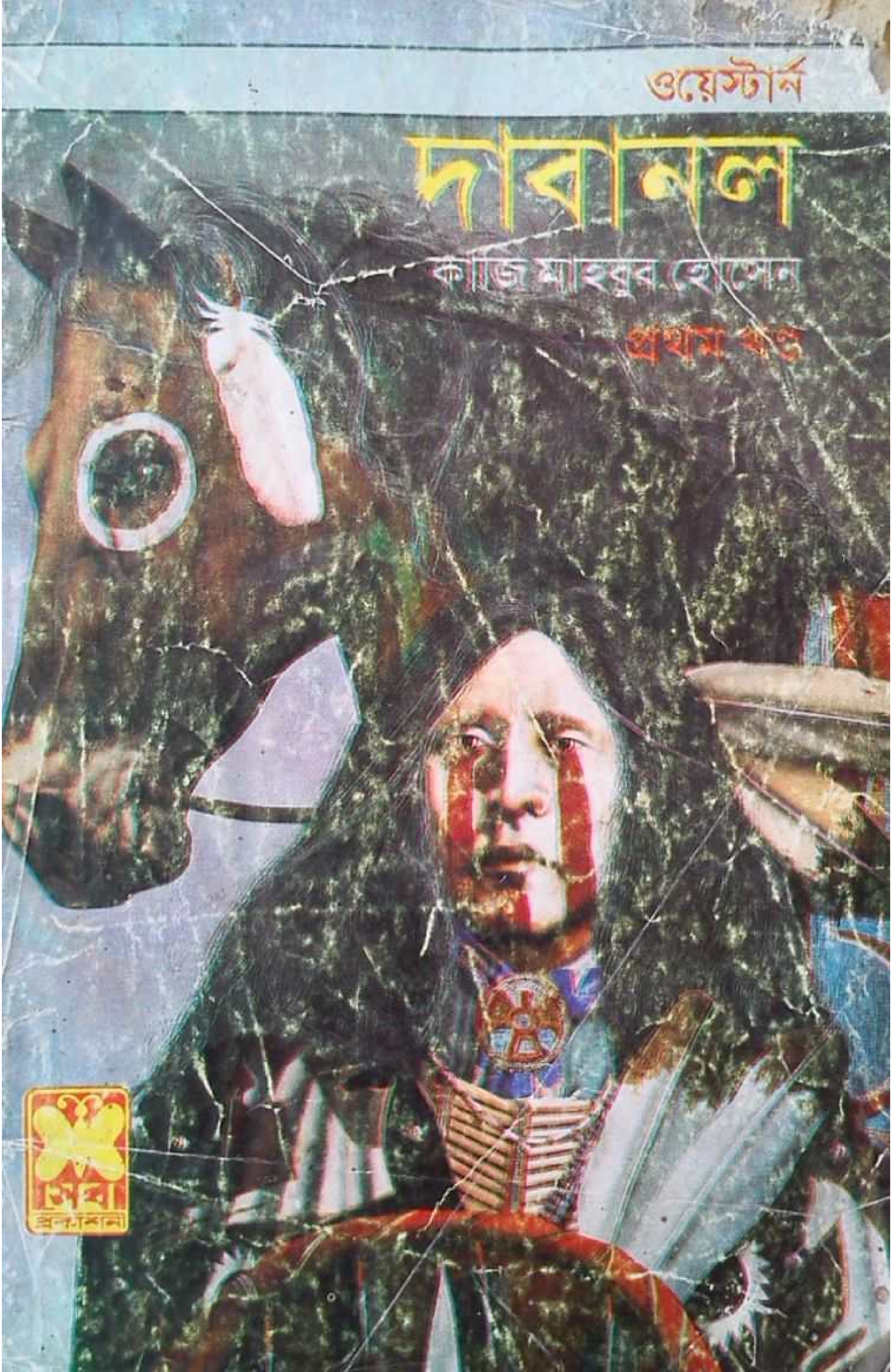

ওয়েস্টার্ন
দাবানল
কাজী মাহবুব হোসেন
প্রথম খণ্ড
সেবা
প্রকাশনী

দুই খণ্ডে সমাপ্ত ওয়েস্টার্ন রোমাঞ্চোপন্যাস

দাবানল

প্রথম খণ্ড

কাজী মাহবুব হোসেন

শক্তিশালী র‍্যাঞ্চার হিগিন স্পেন্সারের সব মতলব বানচাল করে দিয়ে এখন মহাবিপদে আছে সিডনি ব্যারন। ওর পিছনে সেরা কয়েকজন পিস্তলবাজ লাগিয়েছে স্পেন্সার—তারমধ্যে রয়েছে কুখ্যাত গুপ্তঘাতক সু মার্তিন, যাকে কেউ কোনদিন দেখেনি। বিগত পাঁচ বছরে কোন কাজ হাতে নিয়ে একটি বারও বিফল হয়নি এ-লোক।

চারদিকে শত্রু।

সিডনি কি পারবে টিকে থাকতে?

সেবা প্রকাশনী

ISBN - 984 -16 - 8096 -3
প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৯৩
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আলীম আজি
রচনা: বিদেশী কাহিনী অনুসরণে
মুদ্রাকর:
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০
যোগাযোগের ঠিকানা:
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০
দূরালাপন: ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স, নং ৮৫০
শো-রুম:
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলা বাজার, ঢাকা ১১
DABANOL
Part I
By: Qazi Mahbub Hussai

সেবা প্রকাশনী

তেইশ টাকা

ঘন আঁধার রাত। জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ খুলল সিডনি। বাতাসে আসন্ন বৃষ্টির ভেজা গন্ধ। ধোঁয়ার কালি আর ছাই মেখে ওর আধপোড়া দেহটাকে প্রেইরি ফায়ারে পোড়া এলাকাটার মতই কালো দেখাচ্ছে। আকাশের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ পড়ে রইল। ঠাণ্ডা মৃদু বাতাস মিষ্টি পরশে ওর দেহের জ্বালা জুড়িয়ে বয়ে চলেছে। অনুভব করছে প্রকৃতি যেন কোমল হাতের ছোঁয়ায় তাকে ভাল করে তুলছে।

রাতের আকাশ পুব দিকে পরিষ্কার, কিন্তু পশ্চিম দিক থেকে মাথার ওপর পর্যন্ত কালো। কিন্তু প্রেইরি আগুনের ধোঁয়ায় আকাশ কালো হয়নি এখন—মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে আকাশ। চাপা গুড়গুড় ডাকের সঙ্গে মেঘে-মেঘে চলেছে ঝিলিক দেয়ার খেলা।

আমি ভালই আছি মা, আনমনে ভাবল সে। সুস্থ দেহে মনের আনন্দে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। আশা করি তুমিও ভাল আছ।

মেঘ যেন নিজের ভাষায় ওর কথার জবাব দিল। নাকের দু'ইঞ্চি দূরে বৃষ্টির বড় একটা ফোঁটা পড়ল। ছিটকে আসা ছাইয়ের ঝাপটায় চোখের পাতা ফেলল সিডনি। আরেকটা ঠাণ্ডা ফোঁটা ওর কানের পিছনটা ভিজিয়ে দিল।

বুঝতে পারছে জ্ঞান হারিয়েছিল সে...সম্ভবত অক্সিজেনের অভাবে। আর সেই সঙ্গে আগুনের তাপে। ওর হাত, মুখ আর পায়ের কিছু অংশ বেশ কিছুটা পুড়েছে। পোড়া জায়গাগুলো এখন মৃদুভাবে দপ্‌দপ্‌

করছে। জানান দিচ্ছে আগামীতে ব্যথা আর জ্বালা বাড়বে। পোড়া ক্ষতগুলোর বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। তবে সময়ে ওগুলো সারবে। অন্য ক্ষতগুলো—বুলেটের আঘাতে যেসব জায়গা থেকে অনেক রক্ত ঝরেছে—ওর মনে হচ্ছে সেগুলোও সারবে। কারণ সারার মতো জখম না হলে আগেই তার মৃত্যু ঘটত।

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল জানে না। মাথা ফিরিয়ে পুব দিগন্তে একটু আলোর আভাস দেখতে পেল। দূরে ওখানে কি এখনও প্রেইরির আগুনটাই জ্বলছে? নাকি ওটা স ়াল হওয়ার পূর্বাভাস?

উঠে বসল সিডনি। তীব্র যন্ত্রণা আচ্ছন্ন করে ফেলল ওকে। দেহের প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ওর উঠে বসায় প্রতিবাদ জানাল। ককিয়ে উঠল সে। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে নিজেকে সামলে নিয়ে চারপাশে তাকাল। কালো ভেলভেটে ঢাকা একটা আজব মৃত-দেশে এসে পড়েছে ও। কোথাও কিছু নড়ছে না। বৃষ্টি এসে নতুন ঘাসের জন্ম দেবে—মৃত্যু প্রেইরিতে নতুন করে জীবনের শুরু হবে।

শেষে উঠে দাঁড়াল সে, সারা দেহেই ব্যথা। ব্যথা—কিন্তু বেঁচে আছে। ভারি সিরেপ্টা কাঁধ থেকে খসে পড়ে গেল। ছাই হয়ে গেছে ওটা। তলার কাপড়ও পুড়ে কালো হয়েছে।

যা ঘটে গেছে তা নিয়ে এখন ভাবছে না। পরে ভাবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। বর্তমানে সে যে বেঁচে আছে এইটুকুই যথেষ্ট। একবার আবছাভাবে মনে করার চেষ্টা করল আর কেউ বেঁচেছে কিনা। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা বাদ দিল। কারণ যেসব ছবি তার স্মৃতিতে ভেসে উঠছে সেগুলো মর্মান্তিক দুঃস্বপ্নের মত। শুকনো জমির ওপর দিয়ে বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলা আগুনের উঁচু দেয়াল। আগুনের ভিতর থেকেও যেন বাতাস উঠছিল। লেলিহান আগুনের শিখার মাঝে

আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ঘোড়ার পিঠে ছুটছে মানুষ। থেকে থেকে ওদের পিস্তল আর রাইফেলের মাথায় শব্দ তুলে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে উজ্জ্বল আগুন। সে সেই স্ফুলিঙ্গগুলো আবার দেখতে পেল—নতুন করে সেই গুলিগুলো গায়ে বিঁধছে অনুভব করল। তার পিস্‌মেকার অনবরত পাল্টা গুলি ছুঁড়ে চলেছে। প্রত্যেকটা গুলির সঙ্গে চোখের সামনে একে একে ওদের পড়তে দেখল।

সব শেষ হয়েছে কি? ভাবল সে। শেষ হওয়া উচিত। ডাবল স্টারকে সে ঠেকিয়েছে। কিন্তু তাতে সব শেষ হয়েছে কি? কোনকিছুই কি একেবারে শেষ হয় কখনও? একটা খুঁতখুঁতি ওর মনে থেকেই গেল। সেই নামটা…হ্যাঁ, সু মাতিন…লোকটা সাক্ষাৎ জমের দোসর। পেশাদার গুপ্তঘাতক। ওর সঙ্গে সিডনির বোঝাপড়া বাকি রয়ে গেছে। কিন্তু কে এই সু মাতিন?

এখন নয়, পরে বিষয়টা নিয়ে ভাবার সময় পাওয়া যাবে। সময় এলে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। এখনকার মত তার কাজ শেষ। তবু কিছু বোঝাপড়া বাকি রয়েই গেল।

লিসার কাছে ফেরাটা কি ঠিক হবে? মন চাইলেও ঝুঁকির কথা ভেবে ওটা নাকচ করল। মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে নিজের হাতে আগুন জ্বেলে মাটি পর্যন্ত পুড়িয়ে কালো করে সে ডাবল স্টারকে ঠেকিয়েছে। কিছু লোক বুঝবে এটা তারই কাজ। টেক্সাসের আইনে এটা অপরাধ। তাছাড়া সু মাতিনকে লাগানো হয়েছে তার পিছনে। লোকটার চেহারা কেউ কখনও দেখেনি। ওই পেশাদার খুনী আড়াল থেকে গুলি করে তার শিকারকে হত্যা করে। অব্যর্থ আর লক্ষ্য।

না, এখনও ফেরার সময় আসেনি। বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে পোড়া ছাই মাটির সঙ্গে মিশবে। জন্ম নেবে নতুন ঘাস। সবুজে ঢাকা পড়বে

অতীত। তখন হয়ত লোকে ভুলে যাবে আগুনের কথা—হয়ত ততদিনে অন্যান্য সমস্যারও একটা সমাধান হয়ে যাবে। সব বিপদ কাটলে সে প্রেমিকার কাছে ফিরবে। এখন ফিরে ওর জীবন বিপন্ন করবে না।

বাতাসের ঝাপটা সিডনির চারপাশে পোড়া ছাই নেড়ে দিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা বাতাসটা উপভোগ করল সে।

কি যেন নড়ে উঠল অন্ধকারে। ওদিকেই এগোল সিডনি। একটা ঘোড়া মাথা নিচু করে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। লাগামটা কালো মাটির ওপর হেঁচড়ে চলছে। ঘোড়ার পিঠে জিনটা গাঢ় রক্তে চটচট করছে। লাগামটা তুলে নিয়ে ঘোড়ার গলায় হাত বুলিয়ে আদর করে ওর ঠাণ্ডা চামড়ার ওপর আগুনে ঝলসানো মুখটা রাখল সিডনি। চেকোর ঘোড়া। প্রিয় বন্ধুর রক্তেই চটচটে হয়েছে ঘোড়ার জিন।

চেকো। নামটা কিছুক্ষণ আগে যেসব ঘটনা ঘটেছে তা আবার নতুন করে মনে পড়িয়ে দিল। প্রেইরি আগুনে কেবল শত্রুই মরেনি, একজন বন্ধুও মরেছে।

চেকো মরেছে বটে কিন্তু এতে শোকগ্রস্ত হওয়া কোমাঞ্চি ইণ্ডিয়ানের নীতি বিরুদ্ধ। সে যে লড়ে মরেছে এটাই তার কাছে বড়। কিন্তু আমি তো কোমাঞ্চি নই—ভাবল সে—তোমাকে হারিয়ে আমি কষ্ট পাচ্ছি।

ওর স্মৃতিতে সিডনির চোখের পাতা একটু যেন ভিজে উঠল। ঘোড়াটা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে চাইল সে। কিন্তু অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ল না। সদ্য বন্ধু বিচ্ছেদের ব্যথায় গলার কাছে কি যেন ঠেকে রয়েছে মনে হচ্ছে।

'যাও বন্ধু,' বিড়বিড় করে বলল সিডনি। 'তুমি চিতা বাঘই ছিলে।' ঠাণ্ডা বাতাসের একটা ঝাপটা এসে কথাগুলো বয়ে নিয়ে গেল।

এক

যাদের চোখ ভাল তারা সূর্যালোকে সাইনটা মালিন্‌স্‌ভিল বলে পড়তে পারবে। তবে বিকেলের দিকে বা মেঘলা দিনে ওক গাছে পেরেক দিয়ে গাঁথা সাইনটা সাদা পৃষ্ঠারই সামিল।

কিন্তু ঘোড়ার পিঠে একজন ক্লান্ত আরোহীর কাছে ওই সাইন অর্থবিহীন। জিনের ওপর কুঁজো হয়ে বসে আছে লোকটা। বৃষ্টিতে ভিজে হ্যাটের ধার থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছে। লাগাম ধরার ভঙ্গিতে বোঝা যায় লোকটা লম্বা ট্রেইল পাড়ি দেয়ায় অভ্যস্ত। এক হাতে লাগাম ধরেছে—অন্য হাত অলসভাবে পাশে ঝুলছে। ওর বিশাল হাত দুটোর একটা গ্রীজ মাখানো কাপড়ে পেঁচানো। অন্যটায় সম্প্রতি পোড়া দাগ।

সাইনের কিছুটা পরে রাস্তাটা দুভাগ হয়ে গেছে। আরোহী মুখ দিয়ে চ্যাকচ্যাক শব্দ করে লাগাম টানল। সামান্য সঙ্কেতেই অভিজ্ঞ ইণ্ডিয়ান পোনি কান খাড়া করে থেমে দাঁড়াল। মানুষ আর ঘোড়া দুজনেই কয়েক সেকেণ্ড হাওয়া বোঝার চেষ্টায় স্থির থাকল। ডান দিক থেকে শব্দটা আসছে।

এটা তার পুরানো অভ্যাস। না বুঝে পা বাড়ায় না। ট্রেইল ছেড়ে একটা সিডার ঝোপের আড়ালে সরে ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় রইল।

তিনজন লোক আসছে ঘোড়ায় চেপে। নিজেদের মধ্যে উত্তেজিত স্বরে কথা বলছে ওরা। চড়া গলার সুরেই বোঝা যাচ্ছে নেশা করেছে।

'আমাদের দেখে ব্যাটা কেমন আঁৎকে উঠেছিল দেখেছ?' বলে একজন খিঁকখিঁক করে হাসল।

'আমাদের দেখবে মোটেও আশা করেনি,' অন্যজনও হাসল। তৃতীয়জন একটু এগিয়ে গেছে। 'কত পাওয়া গেল?'

'জানি না, টাকা রডনির কাছে। এই রডনি...!'

ফর্কের কাছে এসে শহরের পথে এগিয়ে গেল লোকগুলো। ওরা দূরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে মাথা নেড়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোকগুলো যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে এগোল।

বেশিদূর যেতে হল না। অল্প খানিকটা গিয়েই ঘোড়া নজরে পড়ল। আতঙ্কিত বাদামী ঘোড়াটার পিঠে পুরানো ক্যাভেলরি-স্যাডল। ওকে এগোতে দেখে ভয়ে ঘোড়াটা প্রথমে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। কিন্তু শান্ত গলার স্বরে আশ্বস্ত হয়ে ধরা দিল। একটু পিছনেই কাদার মধ্যে লুটিয়ে পড়ে আছে ঘোড়ার মালিক। অল্পক্ষণ চেয়ে থেকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল সে। ব্যথায় মুখটা বিকৃত হল। অল্প নড়াচড়াতেও আধশুকানো পোড়া ক্ষতগুলো জ্বালা করে ওঠে কাপড়ের ঘসায়। এগিয়ে ধরাশায়ী লোকটার কাছে গিয়ে গোড়ালির ওপর বসল। মারা গেছে লোকটা, কিন্তু দেহ এখনও গরম আছে। পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে ওকে। বুটের লাথিতে পাঁজরের হাড় প্রায় সবকটাই ভেঙেছে, চেহারাটাও এখন চেনা কঠিন।

মৃত লোকটাকে তুলতে গিয়ে আবার ব্যথায় মুখ বিকৃত হল। বাম পা থেকে কাঁধ পর্যন্ত একটা তীক্ষ্ণ ব্যথা চিড়িক দিয়ে উঠল।

অনেক কসরত করে শেষ পর্যন্ত মৃতদেহটা বাদামী ঘোড়ার জিনে উপুড় করে ফেলে ঘোড়ার কাঁধে মাথা ঠেকিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল সে। ভাবল কয়েকদিন ফোর্ট ওয়ার্থে বিশ্রাম নিলেই হয়ত ভাল করত। কিন্তু জানে কোথাও চুপচাপ বিশ্রাম নেয়া তার কপালে লেখা নেই। এটা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। বর্তমানে তার দূরে সরে যাওয়া আর চিন্তা করার জন্যে কিছু সময় দরকার। জানে না কেউ তার পিছু নিয়েছে কিনা, তবে ওর মন বলছে লোক লেগেছে।

আরও একটা ব্যথা নিজের অস্তিত্ব জানানয় আবার মুখ কুঁচকাল সে। পঞ্চোর তলায় কাপড়ের ভিতর হাত দিয়ে বুলেটের ক্ষতটার ওপর সাবধানে হাত রাখল। রক্ত জমাট বেঁধে শক্ত আবরণ সৃষ্টি করেছে। মাত্র এক সপ্তাহ আগেই ওখান থেকে কিছুটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেছে তপ্ত সীসা। একটু চাপ দিল। ব্যথা এমন কিছু বাড়ল না। ক্ষতটা সেরে উঠছে। তবে পা আর কাঁধের ক্ষত দুটো এখনও নাজুক অবস্থায় রয়েছে।

'ডাক্তার ঠিক কথাই বলেছিল,' নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল সে। 'আমি এখনও চলাফেরা করে বেড়ানর মত সেরে উঠিনি।'

দুঃখের হাসিতে খোঁচাখোঁচা দাড়ি ভরা গালে একটু টান পড়ল। পারলে ভালই হত, ভাবল সে, কিন্তু বিশ্রাম নেয়ার উপায় নেই।

'সামনের শহরে মোটামুটি আইন শৃঙ্খলা থাকলেই বাঁচি,' চলতে চলতে ইণ্ডিয়ান পোনির উদ্দেশে বলল সে। মৃতদেহ বয়ে নিয়ে বাদামী ঘোড়াটা পিছন পিছন চলেছে। 'তারচেয়ে বড় কথা, একটা ভাল বিছানা দরকার।'

সামনে শহরটা এখন দেখা যাচ্ছে। ছড়ানো ছিটানো গুটি কয়েক বাড়ি। হাতে গোনা যায়। বেশিরভাগ বাড়ির বিপর্যস্ত চেহারা। বৃষ্টিতে

ভিজে আরও খারাপ দেখাচ্ছে।

শহরের মাঝামাঝি একটা নিচু দালান থেকে হারিকেন বাতির আলো জনহীন রাস্তায় এসে পড়ছে। অনেকগুলো খড়খড়ি যুক্ত চওড়া জানালা। সামনে ঘোড়া বাঁধার রেইল। কিন্তু কোন সাইন বোর্ড নেই। তবে একই রকম দালান সে বিভিন্ন শহরে আগেও দেখেছে। ঘোড়া থেকে নেমে রেইলে ঘোড়া দুটো বেঁধে খুঁড়িয়ে দরজার কাছে পৌঁছল সে। টান দিতেই দরজা খুলে গেল। ক্লান্ত চেহারার একজন লোক বসে আছে ভিতরে। ফ্ল্যানেল শার্টের হাতা গুটানো। লোকটার গোঁফ ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে নিচে নেমেছে।

ভিতরে ঢুকল আরোহী। 'আমি স্থানীয় মার্শালকে খুঁজছি।'

'আমিই মালিনস্‌ভিলের মার্শাল জনসন।' উঠে দাঁড়াল সে। 'বলো, তোমার কি অভিযোগ।' আগতকে যাচাই করছে ওর চোখ।

'মরা লোক নিয়ে এসেছি।' বুড়ো আঙুল দিয়ে পিছনে দরজার দিকে দেখাল সে। 'ওকে পিটিয়ে মারা হয়েছে, হয়ত টাকাও লুট করা হয়েছে। একটু উত্তরে যেখানে রাস্তা দুভাগ হয়েছে, তারই কাছে ওকে পেলাম। আমি যখন পৌঁছি তখনও ওর দেহ গরম ছিল। এটা তিনজন লোকের কাজ। ওদের একজন চিকন গড়ন—কারুকাজ করা হ্যাটব্যাণ্ডের হ্যাট পরে—নাম রডনি।'

'তুমি নিজে দেখেছ ওরাই মেরেছে?' জনসন তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'না, তবে ওদের কথা যতটুকু আমার কানে এসেছে তাতে আমি নিশ্চিত এটা ওদেরই কাজ।'

'চলো দেখি, কাকে তুমি নিয়ে এলে।'

বেরিয়ে এসে ঘোড়া আর মৃতদেহ দেখল মার্শাল।

'তুমি চেনো ওকে?' প্রশ্ন করল সিড্‌নি।

বিষণ্নভাবে মাথা ঝাঁকাল জনসন।

'জেমস ব্র্যাডলে। ওকে আমি অনেকবার সাবধান করেছি এত ক্যাশ টাকা সাথে নিয়ে ঘোরাফেরা ঠিক না। ওর এই অভ্যাসের কথা কারও অজানা নয়। নিজের দোষেই ওর আজ এই অবস্থা হয়েছে।'

'তা না হয় বুঝলাম লোকটা নিজের দোষেই মরেছে,' বলল সিডনি, 'কিন্তু যারা ওকে খুন করেছে তাদের কি হবে? ওরা কে?'

'তুমি যার বর্ণনা দিয়েছ ওর নাম রডনি কিঙ, বাকি দুজন ওরই ভাই। ওদের আমি চিনি।' মার্শালকে এখন আগের থেকেও ক্লান্ত দেখাচ্ছে। 'তুমি তাহলে যা দেখেছ আর শুনেছ তার লিখিত একটা স্টেটমেন্ট সই করে দিতে রাজি আছ, মিস্টার...?' পরিচয় জানার জন্যে অপেক্ষা করছে মার্শাল।

'ব্যারন। সিডনি ব্যারন আমার নাম। হ্যাঁ, আমি তোমাকে পুরো স্টেটমেন্টই দেব, কিন্তু তার আগে আমার এক রাতের বিশ্রাম দরকার। এখানে থাকার জায়গা কোথাও আছে?'

এতক্ষণে যেন মার্শাল খেয়াল করল লোকটা সত্যিই বিধ্বস্ত।

'তুমি ঠিক আছ তো? চেহারায় তোমার অবস্থা খুব ভাল ঠেকছে না।'

'ও কিছু না, একটু ঘুমালেই সব ঠিক হয়ে যাবে,' বলল সে। 'কিন্তু এই মুহূর্তেই সেটা দরকার।'

'তাহলে হাজতের সেল দুটোর যেকোনটা তুমি ব্যবহার করতে পারো—দুটোই খালি।' আঙুল তুলে ভিতরের একটা দরজা দেখাল মার্শাল। 'এই পোনিটা তোমার?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, আমি এর ব্যবস্থা করছি। তুমি ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম নাও। আমি শেরিফের কাছে খবর পাঠাচ্ছি, আগামীকাল সে তোমার স্টেটমেন্ট নেবে।'

'কিও গোষ্ঠি,' নিজের মনেই যেন বিড়বিড় করল মার্শাল। 'জানতাম একদিন এমনই ঘটবে...' রাস্তা ধরে এগোল জনসন।

বিশ্রামের জন্যে সেলের খোঁজে ভিতরে ঢুকল সিডনি।

বাইরে রাস্তায় লোকজনের সাড়া পেল সিডনি। জনসন...এবং আরও অনেকের স্বর ওর কানে এল। বৃষ্টির রাত হলেও ঘোড়ার পিঠে উপুড় করে বয়ে আনা মৃতদেহ উৎসুক মানুষের ভিড় জমাবে। এটাই স্বাভাবিক।

বিছানায় যাওয়ার আগে সেলের খোলা দরজার ওপর ভেজা পঞ্চো আর সেল লক করার বল্টুর ওপর নিজের তোবড়ানো হ্যাটটা ঝুলিয়েছে সিডনি। বিছানায় শুয়ে নিজের খোঁচাখোঁচা দাড়িভরা গালে একবার হাত বুলাল। তারপর নিজের মনেই বলল, 'ভালই হয়েছে তুমি আমার বর্তমান চেহারা দেখতে পাচ্ছ না, মা। সভ্য সমাজে দেখাবার মত চেহারা আর নেই।' ভাবল দু'একদিনের মধ্যেই মা'কে একটা টেলিগ্রাম পাঠাবে। যদিও মা তাকে অনেকবার জানিয়েছে তার জন্যে দুশ্চিন্তা করা বাদ দিয়েছে। তবু সে জানে মা চিন্তা করবেই।

সামনে পথে কোথাও 'ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন' পড়বেই। সেখান থেকে সে মেসেজ পাঠাবে, ' দেশ দেখে বেড়াচ্ছি, মা। সুস্থ আছি। চমৎকার সময় কাটছে।'

বাইরে এখন আরও অনেকের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। কোমর থেকে গুলির বেল্টটা খুলে সাবধানে ভাঁজ করে রাখল। তারপর কোল্ট ৪৫ পিসমেকারটা একবার চেক করে দেখল। ব্যবহারে কিছুটা জীর্ণ

হয়েছে, কিন্তু পরিষ্কার আছে। পরীক্ষা করে দেখল কলকজাগুলো সব ঠিক মত কাজ করছে।

ওটা আবার খাপে ভরে শক্ত বাঙ্কটার ওপর বসে বুট খোলায় ব্যস্ত হল। কোন বালিশ নেই। কিন্তু টেক্সাস বুটের লম্বা নরম অংশ দুটো বালিশের বদলে ব্যবহার করা যাবে।

বাঙ্কের ওপর টানটান হয়ে শুয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে চোখ বুজল সিডনি। ছাদের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা আর দূরের গলার স্বর। স্বরগুলো অস্পষ্ট হয়ে লেপটে ভিন্ন জায়গার ভিন্ন মানুষের স্বর হল। ঘুমাল সে।

অস্পষ্ট স্বপ্ন নাছোড়বান্দা হয়ে জ্বালাছে। কালো স্বপ্ন আগুন আর ধোঁয়া ভরা—উঁচু আগুনের দেয়াল কালো আকাশের নিচে কালো মাটির ওপর দিয়ে ছুটছে। মাঝেমাঝে আগুনের শিখার ভিতর মানুষের দেখা মিলছে। আরও উজ্জ্বল আগুন ঝিলিক দিচ্ছে ওদের পিস্তল আর রাইফেলের মুখে। বাজ পড়ার একটা শব্দ হল। এটা বাস্তব। সেলের জানালা দিয়ে দিনের আলো আসছে সেটাও বাস্তব। আর সেলের দরজায় যে কচি মুখটা দেখা যাচ্ছে সেটাও তাই...

'হায় আল্লা!' সেলের দরজাটা ককিয়ে উঠল। ছেলেটা ভয়ে হাত তুলে পিছিয়ে ওটার ওপর পড়েছে। 'গুলি কোরো না! আমি কিচ্ছু করিনি...!'

ছেলেটার স্বর ওকে পুরোপুরি জাগিয়ে তুলল। বাঙ্কের পাশে ওত পেতে তৈরি সিডনি। হাতের পিসমেকার ছেলেটার দিকে তাক করা। বয়স মাত্র বারো কি তেরো হবে। আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে ছেলেটা। পিস্তল নামিয়ে সাবধানে কক করা হ্যামারটা যথাস্থানে ফিরিয়ে একটা বড় শ্বাস নিল।

'এভাবে হুট করে কখনও কারও কামরায় ঢুকো না,' ধমক দিল

সিডনি। 'মারা পড়বে।'

গত রাতের মত সকালেও বাইরে থেকে লোকজনের গলার স্বর ভেসে আসছে। কিন্তু শব্দটা একটু অন্যরকম...উত্তেজিত...চড়া সুর।

উঠে দাঁড়াল সিডনি ব্যারন। ক্ষতগুলো থেকে তীব্র ব্যথা সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ল। একটা অস্ফুট শব্দ নিজের অজান্তেই বেরিয়ে এল মুখ থেকে। ছেলেটা এখনও আতঙ্কিত চোখে চেয়ে আছে ওর দিকে। বালিশের বিকল্প বুট জোড়া বাঙ্ক থেকে নামিয়ে পরল। নড়তে প্রতিবারই নতুন করে ব্যথা লাগছে।

'এবার বলো, কি চাই তোমার?'

'আমি...আমি জানতাম না এখানে কে আছে।' গলা দিয়ে অনেক কষ্টে স্বর বেরুল। 'তুমিই কি গতরাতে জেমস ব্র্যাডলের লাশ নিয়ে এসেছিলে?'

'হ্যাঁ। আজকে মার্শালের কাছে স্টেটমেন্ট দেয়ার কথা। কোথায় সে?'

ছেলেটার ঠোঁট কেঁপে উঠল।

'সে...সে মারা পড়েছে। রডনি কিঙ তাকে একটু আগেই রাস্তার ওপর গুলি করে মেরেছে।'

এক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে বসে রইল সিডনি। তারপর দাঁড়িয়ে গান-বেল্টটা কোমরে পরল।

'ঠিক আছে, বাছা, খবরটা জানাতে এসেছিলে, জানিয়েছ। এবার এখান থেকে সরে পড়ো।'

'ওরা তোমার কথা জানে, মিস্টার। তোমাকে খুঁজতে আসবে...'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কাঁধ উঁচিয়ে ব্যথা চাপতে মুখ কুঁচকাল সে।

'সে আমি জানি। তোমাকে যা বললাম তাই করো। ভাগো!'

'যাচ্ছি, সার!' ঘুরে দৌড়ে ছুটে পালাল ছেলেটা।

সেলের দরজা থেকে পঞ্চোটা তুলে নিয়ে মাথায় হ্যাটটা পরল।

'যত সব বাড়তি ঝামেলা,' বিড়বিড় করে আপন মনেই বলল সে। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ দুটো একটু ডলে কাঁধ ঘুরিয়ে আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে মুখ কুঁচকাল। তারপর বুক ভরে বাতাস টেনে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিছু লোকই থাকে এমন, ঝামেলা পাকাতে ওস্তাদ।

খোলা দরজার বাইরে রাস্তাটা এখন জনশূন্য। হঠাৎ সব চুপচাপ হয়ে গেছে। কেবল ঝটপট দরজা আর জানালা বন্ধ করার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। শূন্য রাস্তায় কয়েকটা বাঁধা ঘোড়া, একটা বিড়াল, আর একটা মৃতদেহ হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। লাশটার শার্টে মার্শালের ব্যাজ।

বড় একটা শ্বাস ফেলল সিডনি। কালো চোখ দুটোতে বিষাদের ছায়া পড়ল।

গতরাতের তিনজনের মধ্যে যে লোকটার হ্যাটব্যাণ্ডে কারুকাজ করা ছিল—রডনি—সেই সবথেকে ভয়ানক। সম্ভবত অন্য দুজনই ব্র্যাডলেকে হত্যা করেছে। ঘুসাঘুসি, বুটের লাথি, এটাই ওদের স্টাইল। কিন্তু রডনির চেহারায় পিস্তলবাজের ছাপ রয়েছে। ছেলেটাও বলল ওই রডনিই মার্শালকে গুলি করেছে।

উত্তর দিকে সামনেই বাতাসে বারের বাদুড়-ডানা দরজা ককিয়ে উঠল। ভিতর থেকে একটা বেপরোয়া হাসির শব্দ শোনা গেল।

'ওরা কি ওখানেই আছে?' শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল সে।

অল্পক্ষণ নীরবতার পর কিশোর কণ্ঠে জবাব এল।

'ওটা মারিওর সেলুন। ওরা ওখানেই ঢুকেছে। তুমি কি করে

জানলে আমি এখানেই আছি?'

'তোমার বয়সে আমিও তাই করতাম। কিন্তু এখন একটু আড়ালে থাকো—না হলে কচি বয়সেই মারা পড়বে।'

এগিয়ে গেল সিডনি। জানালার পিছন থেকে অনেক চোখ ওকে লক্ষ্য করছে অনুভব করতে পারছে সে। কিন্তু কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। কেবল বেওয়ারিস বিড়ালটা ওর সঙ্গে এগোচ্ছে। সকালে খাবারের খোঁজে ঘুরছে। বারের বাদুড়-ডানা দরজার ওপর একটা মুখ দেখা গেল। লোকটা আবার ভিতরে অদৃশ্য হল। অল্পক্ষণের মধ্যেই দরজা দিয়ে একজন স্বাস্থ্যবান লোক বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

'আরে দেখো, লেজলি, কে এসেছে। কাকতাড়ুয়া!'

আরেকজন লোক বেরিয়ে এল। রডনি কিঙের ভাই ওরা। দ্বিতীয়জন এক নজর সিডানকে দেখে ঘুরে খবরটা ভিতরে পৌঁছাল।

'খুঁজতে হল না, ব্যাটা নিজেই এসেছে।'

'হারামজাদাকে খতম করে দাও!' ভিতর থেকে গর্জে উঠল কেউ।

খুশিতে আত্মহারা হয়ে দাঁত বের করে হেসে নেমে এল ওরা।

হাঁটার গতি কমিয়ে পঞ্চো পিছনে সরাল সিডনি।

'কাকতাড়ুয়া ব্যাটা একটা বড় পিস্তলও এনেছে দেখছি,' ঠাট্টা করে বলল লেজলি।

'আমাদেরও আছে...' বলেই পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল অন্যজন।

দুজনেই পিস্তল বের করল, গুলিও করল...কিন্তু লক্ষ্যহীন, নিষ্ফল। গুলি ছোঁড়ার আগেই মারা পড়েছে ওরা। দুবার গর্জেছে সিডনির পিসমেকার। সুতোয় বাঁধা পুতুলের মত ঘুরে মাটিতে পড়ার আগেই মরল ওরা।

গুলির প্রতিধ্বনি মিলিয়ে নীরবতা নামল। সেলুনের ভিতর থেকে

রডনির স্বর শোনা গেল।

'কি হল? ব্যাটা মরেছে?'

মৃত লেজলির লাশটা টপকে সেলুনের দরজার দিকে এগোল সিডনি। পিসমেকারের নলের মুখ থেকে এখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। পিস্তলের দুটো তাজা কার্তুজ ভরে নিল সে।

'ওরা মিস করেছে, রডনি,' জবাব দিল ব্যারন। 'এখন বাকিটা তোমার ওপর নির্ভর করছে।'

সেলুনের বাদুড়-ডানা দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল সিডনি। একটা বুলেট দরজার কিছুটা ছাল তুলে নিল। আরেকটা তার পঞ্চোকে টান দিল। পিসমেকারটা জবাব দিল। তারপর আবার। রডনি কিঙ পিছিয়ে বারের সঙ্গে ধাক্কা খেল। বুনো বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে সে। পিস্তলটা অবাধ্য আঙুলের শাসন না মেনে মেঝেতে পড়ল। পা দুটো পিছলে সামনে এগোল। পড়ে গেল সে। ফ্যান্সি হ্যাটটা বারের সঙ্গে বেধে ডিগবাজি খেয়ে ওর বুকের ওপর পড়ে এক ইঞ্চি ব্যবধানে পাশাপাশি দুটো বুলেটের ক্ষত চিহ্ন ঢেকে ফেলল।

সেলুনের দেয়ালে হেলান দিয়ে পিসমেকারে আবার গুলি ভরে নিল ব্যারন।

বারের পিছন থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল একটা লোক।

'জনসন মারা যাওয়ার পর এখন কে চার্জে আছে?'

কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে সে বলল, 'জানি না...সম্ভবত শেরিফই এখন এসব দেখাশোনা করবে। কিন্তু সে তো এখন প্রস্তরে। ওটাই কাউন্টির অফিস।'

'তুমিই কি সেলুনের মালিক মারিও?'

'হ্যাঁ আমি...'

'ঠিক আছে। আমি মার্শালের অফিসে গিয়ে একটা স্টেটমেন্ট লিখে দিচ্ছি, ওটা যাতে শেরিফের হাতে পৌঁছায় এটা দেখার দায়িত্ব তোমার। বুঝেছ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু...'

'কি বললাম বুঝেছ?' ধমকে উঠল সিডনি ব্যারন।

'বুঝেছি,' বলল সে। দৃশ্যতই কাঁপছে লোকটা। 'কিন্তু রডনি কিঙের ভাই রন কিঙের কানে এই ঘটনার খবর পৌঁছবে। বর্তমানে সে আরকেনসতে জেল খাটছে। এরা ওরই ভাই।'

'তাহলে তো ঘটনা শুনে ওই লোকের খেপে ওঠাই স্বাভাবিক। কিন্তু ওকে অপেক্ষা করতে হবে। লাইনে ওর আগে আরও অনেকে আছে যারা আমাকে মারতে চায়।'

বাদুড়-ডানা দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল সিডনি। সেলুনের মালিকও ওর পিছন পিছন বের হল।

'তোমাকে খুব কাহিল দেখাচ্ছে,' মন্তব্য করল মারিও। 'গোলাগুলিতে জখম হওনি তো?'

'না, আগের কিছু ক্ষত আছে, একটু বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'তুমি আমার সেলুনে দিব্যি বিশ্রাম নিতে পারো,' প্রস্তাব দিল লোকটা। 'অন্তত শেরিফ আসা পর্যন্ত...'

'না,' বাধা দিয়ে বলে উঠল সিডনি। 'এই জায়গাটা আমার আর পছন্দ হচ্ছে না। তুমি শেরিফকে জানিও আমি যেখানেই থাকি না কেন ওর সাথে যোগাযোগ করব। তার কোন প্রশ্ন থাকলে তখন সেটা পরিষ্কার করে নিতে পারবে।'

রিপোর্ট লেখা হলে একটা ধোঁয়াময় ছোট্ট দোকানে বসে কিছু নাস্তা

খেল। সে যতক্ষণ ছিল তারমধ্যে আর কেউ ওখানে ঢোকেনি। ওখানে কেবল সে, রাঁধুনি আর রাস্তার সেই বিড়ালটা ছিল। কিন্তু সে টের পাচ্ছে খোলা দরজা আর ধুলোভরা জানালার ভিতর দিয়ে বাইরে থেকে লোকজন কৌতূহলী চোখে ওকে দেখছে। খাওয়া শেষ হলে রাঁধুনিকে বলে কিছু কাঁচা লিভার কুচিকুচি করে কাটিয়ে আনল, আর সেই সঙ্গে এক বাটি ছাগলের দুধ। এগুলো মেঝেতে রেখে বিড়ালের খাওয়া লক্ষ্য করল। বেচারি সত্যি ক্ষুধার্ত ছিল। হাত বাড়িয়ে ওকে ছোঁয়ার চেষ্টা করতেই বিড়ালটা ফোঁস করে উঠে থাবা চালাল। বুঝিয়ে দিল ওর সঙ্গে কোন আপোষ নেই। হেসে বিল মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল সে।

জেলখানার সামনে সেই ছেলেটা ব্যারনের ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছিল। আড়ষ্টভাবে ঘোড়ার পিঠে চড়ে নিচের দিকে তাকাল। 'ধন্যবাদ, বাছা,' বলল সে।

মালিনসভিল ছেড়ে বেরোবার পথে সে একবারও পিছন ফিরে চায়নি। প্রায় আধমাইল চলে আসার পর একটা শব্দ শুনে ফিরে তাকাল। সেই হলুদ বিড়ালের বাচ্চাটা পিছুপিছু আসছে। সিডনিকে ফিরে তাকাতে দেখে 'মিউ' করে একটু আওয়াজ করে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল।

আড়ষ্টভাবে বসে বিড়ালটার দিকে তাকিয়ে আছে ব্যারন। বিড়ালটাও তাকিয়ে আছে। আগের মত আবার একটু শব্দ করল। একটা নরম মিহি সুর। অভিযোগ জানাচ্ছে যেন।

'কাণ্ড দেখো,' বিড়বিড় করল সে। তারপর পঞ্চোটা খুলে ঝুলিয়ে দিল। প্রায় মাটি পর্যন্ত পৌঁছল ওটা। 'আমার সাথে যেতে চাও? তাহলে তোমাকেই বেয়ে উঠে আসতে হবে। আমি আর নিচে নামতে পারব না এখন।'

দুই

এনিস শহরটা বেশ জমে উঠেছে। ব্যস্ত রেল স্টেশন। আনকোরা নতুন অপেরা হাউজ, তিনটে শস্য ভাণ্ডার মিল। আনুসঙ্গিক সবকিছুই আছে।

সিডনি ব্যারনের চার রকম চাহিদা মেটাতে পারবে এই শহর। আশা করছে একটা লোককে এখানে পাওয়া যাবে। ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন টেলিগ্রাফ অফিস। একজন পরিচিত ডাক্তার, যার ওপর তার আস্থা আছে। আর চার নম্বর হচ্ছে একটা ভাল হোটেল যার কামরাগুলোয় দরজা আছে।

টেলিগ্রাফ অফিসেই সে প্রথমে গেল। রাস্তার লোকজন জিজ্ঞাসু চোখে ওর দিকে তাকাচ্ছে। ব্যারন জানে তাকে কেমন দেখাচ্ছে। প্রেইরির আগুন। ডাবল স্টারের বন্দুকবাজদের সঙ্গে মোকাবিলা—তারপর তিনশো মাইল যাত্রা—কাপড়চোপড়ের অবস্থা স্বভাবতই খুব খারাপ। তাছাড়া পোড়া দাগ আর বুলেটের গর্ত এসব লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই।

শপিঙ ব্যাগ হাতে দুজন মহিলাকে যেতে দেখে সুপ্রভাত জানিয়ে তোবড়ানো হ্যাটটা উঁচু করল ব্যারন। ভয় পেয়ে ওদের দ্রুত সরে যেতে দেখেও হাসল না। কিছুদূর গিয়ে আড়চোখে দ্বিতীয়বার তাকিয়ে ওরা জিনের ওপর ঘুমন্ত হলুদ বিড়ালটাকে দেখল। রাস্তা পার হয়ে

ঘোড়া রেখে টেলিগ্রাফ অফিসে ঢুকল সে। ডেস্কের পিছনে বসা লোকটার সামনে একগাদা কাগজ এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। ক্লার্ক মুখ তুলে ওকে দেখে মুখ বাঁকাল।

'তার করে ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট্‌ আনার কাজ তুমি বোঝো?' প্রশ্ন করল ব্যারন।

বিরক্তির সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল ক্লার্ক।

'যদি রেগুলেটেড ব্যাঙ্ক হয়। টেরিটোরিয়াল ব্যাঙ্ক থেকে ট্রান্সফার ভাউচার ছাড়া তার করে টাকা তোলা যাবে না।'

'ওটা স্টেট ব্যাঙ্ক। তবে টেক্সাসে নয় ক্যানসাসে।'

'ভাল কথা।' উঠে গিয়ে শেলফ থেকে একটা মোটা বই এনে টেবিলে রাখল। বইটা খুলে মুখ তুলে চাইল। 'চার্টার্ড ব্যাঙ্ক?'

'হ্যাঁ, দা ফার্স্ট স্টেট ব্যাঙ্ক অব হেজ। ক্যানসাস স্টেট রেজিস্টারে চোদ্দ নম্বর পাতায় দেখো।'

বই খুলে দেখে মাথা ঝাঁকাল ক্লার্ক। 'পেয়েছি।' সিধে হয়ে বসল লোকটা—নিঃসন্দেহ হতে পারছে না। 'তার করছি আমি, কিন্তু তোমার অ্যাকাউন্ট নম্বরটা আগে দাও, মিস্টার···?'

'ব্যারন। সিডনি ব্যারন।'

একটা ছোট কাগজে নম্বরটা লিখে নিল ক্লার্ক। তারপর আবার মুখ তুলে চাইল।

'তোমার কোড নম্বর?'

স্থির চোখে লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখল সিডনি।

'তুমি কি বণ্ডেড?' পাল্টা প্রশ্ন করল সে।

চোখের পাতা ফেলল লোকটা। 'অবশ্যই! ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের প্রত্যেক টেলিগ্রাফার বণ্ডেড।'

'তোমার নাম আর বণ্ড নম্বর দাও।'

'নাম ডেভিডসন। তুমি আমার বণ্ড নম্বর চাও?'

'দরকার নেই। কেবল বুঝিয়ে দিলাম তুমি যেমন আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না আমারও তেমনি তোমাকে বিশ্বাস করার বিশেষ কোন কারণ নেই।'

আবার চোখের পাতা ফেলল লোকটা। তারপর দাঁত বের করে হাসল। কোড নম্বরটা শুনে টুকে নিল সে।

'ড্রাফটের অঙ্ক হবে একশো ডলার—তার সাথে খরচটাও জুড়ে দাও।' অলসভাবে কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সিডনি। টরেটক্কা নিয়ে কাজে ব্যস্ত হল টেলিগ্রাফার।

জানালা দিয়ে বাইরে লোক চলাচল দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ ক্লান্ত পোনির জিনে বসা বিড়ালের বাচ্চাটাকে দেখে একটু থমকে আবার এগোচ্ছে। বিড়ালটা এখন চোখ খুলেছে। ঠাণ্ডা চোখে কৌতূহলী শহরবাসীদের কিছুক্ষণ দেখে আয়েশ করে আড়মোড়া ভেঙে একটা হাই তুলে সোজা হয়ে বসল। আশেপাশে মনোযোগ আকর্ষণ করার মত কিছু দেখতে না পেয়ে থাবা দিয়ে ঘসে মুখ পরিষ্কারে ব্যস্ত হল।

কয়েকজন আরোহী ঘোড়ার পিঠে চলতে চলতে হঠাৎ রাস্তার ওপর লাগাম টেনে থেমে দাঁড়াল। ওদের একজন কমবয়সী যুবক—লম্বা লাল চুল—একটা উঁচু গ্যাঁজ দাঁতও আছে ওর। জিনের ওপর বসা বিড়ালটাকে দেখেই থেমেছে ও। জানালা দিয়ে দূর থেকেও সিডনি স্পষ্ট দেখল লোকটার দেঁতো হাসি বিশদ হল। সঙ্গীদের ডেকে বিড়ালের দিকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাল সে।

'দেখো, আইভান! এমন দৃশ্য আর কখনও দেখেছ? ওকে একটা হ্যাট পরিয়ে কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে দিলেই কাউবয় হয়ে যাবে!'

হাসতে হাসতেই বিড়ালটার দিকে হাত বাড়াল যুবক। সঙ্গে সঙ্গেই হাত সরিয়ে নিল। কান দুটো মাথার সঙ্গে ভাঁজ করে বিদ্যুৎ গতিতে থাবা চালিয়েছে বিড়াল। যুবকের হাসি মিলিয়ে গেল। হাত সরিয়ে নেয়ার আগেই বিড়ালের তীক্ষ্ণ নখ গভীর লম্বা আঁচড় কেটে রক্ত বের করে দিয়েছে। কতক্ষণ বিড়ালটার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার পর নিজের পিস্তলটার দিকে হাত বাড়াল যুবক।

ওর পিছনদিকে টেলিগ্রাফ অফিসের দরজাটা খুলে গেল। নিচু শান্ত স্বরে কেউ বলে উঠল, 'ওটা বের করলে এদিকে গুলি ছোঁড়ার জন্যে তৈরি থেকো।'

ঝট করে ঘুরে তোবড়ানো হ্যাট পরা লোকটার মুখোমুখি দাঁড়াল লোকটা। ওর হাত প্রায় পিস্তলের বাঁট ছুঁই ছুঁই করছে।

'ভুলে যাও, সেটা সবদিক থেকেই ভাল হবে,' প্রস্তাব রাখল ব্যারন। 'মনে হয় না ওই বিড়াল মেলামেশা পছন্দ করে।'

যুবকের পাণ্ডুর চোখে মুহূর্তের জন্য একটা পাশবিক দ্যুতি জ্বলে উঠল। আশঙ্কাপূর্ণ যাচাই চলল এক-সেকেণ্ড। এমন চেহারা ব্যারন আগেও অনেকবার দেখেছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। যুবকের পেশী শিথিল হল, দেঁতো হাসিটা আবার ফিরে এল। আঁচড় খাওয়া হাতটা তুলে সে বলল, 'হয়ত তোমার কথাই ঠিক, মিস্টার। আসলে জীবজন্তুর কাছে অপদস্থ হওয়ায় আমি অভ্যস্ত নই। ওটা তোমার বিড়াল?'

'না, কিন্তু ঘোড়াটা আমার। ওকে বিরক্ত না করলেই আমি খুশি হব।'

হাসিটা আরও বিশদ হল। হাত ছড়িয়ে পিছিয়ে গেল যুবক। 'যাক, কোন ক্ষতি হয়নি, ঝামেলায় জড়ানর ইচ্ছা আমার নেই,' বলে হ্যাটের অগ্রভাগ ছুঁয়ে অভিবাদন জানিয়ে ঘুরে কয়েক পা এগোল।

তারপর আবার ফিরে তাকাল। ব্যারন জায়গা থেকে নড়েনি।

মুখে হাসি থাকলেও যুবকের চোখ দুটো উজ্জ্বল আর কৌতূহলপূর্ণ।

'তোমাকে দেখে তো মনে হয় না এই মুহূর্তে কারও মোকাবিলা করার সামর্থ্য তোমার আছে। আমি ড্র করে বসলে তুমি কি করতে?'

'তোমাকে মেরে ফেলতাম,' জবাব দিল ব্যারন।

'তুমি যদি ওই বিড়ালটার মত ফাস্ট হয়ে থাকো, তাহলে হয়ত পারতে।' কেন যেন নিজের কথাটা নিজেই খুব উপভোগ করল যুবক। হাসিটা মুখ ছেড়ে চোখে স্থানান্তরিত হল। 'হয়ত আগামীতে একদিন কথাটা যাচাই হয়ে যাবে।'

পায়ে হেঁটেই এগিয়ে গেল যুবক। সঙ্গের লোক দুজনও ওর পিছু নিল। কিন্তু ব্যারনের দিকে ওদের চাহনি মোটেও বন্ধুসুলভ মনে হল না। টেলিগ্রাফার জানালা দিয়ে পুরো ঘটনাই দেখেছে।

'কমবয়সী মাস্তান ওরা—তবে শক্ত গ্যাঞ্জাম,' বলল সে। 'বলতে হবে তোমার কপাল ভাল।'

'তাই নাকি?'

'আমি তো তাই বলব। কিছু কম বয়সী টাউটের এখানে যাতায়াত আছে যাদের কাছে মানুষের দিকে তাকানো আর গুলি ছোঁড়ার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। আমার মতে ওদের মধ্যে সবথেকে খারাপ হচ্ছে ওই ডিকি হেণ্ডারসন।'

টেলিগ্রাফের চাবিটা ঠকর-ঠকর শুরু করল। ক্লার্ক ডেস্কে ফিরে গিয়ে প্যাডে মেসেজটা লিখল।

'তোমার ড্রাফটটা পাস হয়েছে, মিস্টার ব্যারন। আমি তোমাকে ক্যাশিয়ারস অর্ডার লিখে দিচ্ছি, সামনের মোড়েই তুমি ওটা ব্যাঙ্কে ক্যাশ করতে পারবে।'

'তার মানে আজকাল আর তোমরা এখানে ক্যাশ রাখো না?'

'না। ইদানীং আর রাখছি না। ঝুঁকি বেশি। এনিস চমৎকার একটা সুন্দর শহর, কিন্তু এটা রেইল রোড-শহরও বটে।'

'তাহলে ক্যাশিয়ার্স অর্ডার থেকে দুটো টেলিগ্রামের দামও কেটে রাখো। মেসেজগুলো তোমারই লিখতে হবে,' ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত দেখিয়ে কাঁধ উঁচাল ব্যারন। কলম নিয়ে তৈরি হল ক্লার্ক।

'প্রথমটা রুবি ব্যারনের কাছে যাবে। কেয়ার অব রোজেনথাল ট্রাস্ট, বালটিমোর কনসারভেটরি অব...'

চমকে মুখ তুলে তাকাল ক্লার্ক। 'রুবি ব্যারন? গায়িকা?'

মাথা ঝাঁকাল ব্যারন। 'আমার মা। কনসারভেটরি অব মিউজিক, বালটিমোর, মেরিল্যাণ্ড। শুধু লেখো, "টেক্সাসে আছি। চমৎকার আছি। কোন ঝামেলায় জড়াচ্ছি না। একটু সুস্থির হয়ে বসলেই তোমাকে চিঠি দেব। শোনা কথায় কান দিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না। অনেক কান ঘুরে কথায় অনেক রঙ চড়ে। ভালবাসা নিয়ো। সিডনি।" লিখেছ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে শব্দ গুনল ক্লার্ক। 'আর অন্যটা?'

'লিসা রবার্টস, ফারগো স্প্রিংস, ক্যানসাস। মেসেজটা হচ্ছে, "যা শুনবে তার সবটা বিশ্বাস কোরো না। একটু অবসর হলেই আমি তোমার সাথে দেখা করব। নিশ্চিন্ত থাকো। সিড।" '

আবার শব্দ গুনে ক্যাশিয়ার্স অর্ডার লিখে বাড়িয়ে দিল ডেভিডসন। 'রুবি ব্যারন তাহলে তোমার মা,' বলল সে। 'ক্যালিফোর্নিয়ার নতুন অপেরা প্যালেসে সে গিয়েছিল না?'

'হ্যাঁ, স্যান ফ্র্যানসিসকোর দা প্যাভিলিয়নে। সে তো দু'বছর আগের কথা । তুমি তার গান শুনেছ?'

'না, সে সৌভাগ্য আমার হয়নি,' আক্ষেপ করল সে। 'কিন্তু গানের

সমঝদারেরা বলে সে...'

'ঠিকই বলে,' বলল সিডনি। 'সে তাই।' একটু থেমে নোট প্যাডের দিকে ইঙ্গিত করল। 'আরেকটা মেসেজ আছে। গ্রস্টরে কাউন্টি শেরিফের কাছে যাবে। লেখো, "এনিসে আছি। মালিনসভিল সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকলে তার কোরো। সিডনি ব্যারন।" ব্যস, এটাই শেষ।'

শেষ টেলিগ্রামের বিলটা ক্যাশ পয়সা দিয়েই মেটাল সিডনি। তারপর বলল, 'আমি ওই সামনের হোটেলটায় উঠব, এসবের কোন জবাব এলে ওখানে পাঠিয়ে দিয়ো।'

ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন অফিস থেকে বেরিয়ে প্রথমে একটা আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়ার থাকার ব্যবস্থা করল ব্যারন। বিড়ালটা সর্বক্ষণ জিনের ওপরই বসে ছিল। ঘোড়াটাকে স্টলে নেয়ার পর যখন জিন খুলতে শুরু করল, লাফিয়ে নেমে ছায়ার ভিতর অদৃশ্য হল সে।

'তুমি এই ঘোড়াটার ভাল যত্ন নিয়ো,' আস্তাবল রক্ষককে বলল সিডনি। 'অনেক পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে ও। আর ওর খুরে নতুন নাল লাগাবারও ব্যবস্থা কোরো।'

'আমি সব ব্যবস্থা করছি। কিন্তু তোমার বিড়ালটা কোনদিকে গেল? ও ঘোড়াগুলোকে চমকে দিলে আমার ঝামেলা বাড়বে।'

'বিড়ালটা আমার নয়। কিন্তু চিন্তা কোরো না, ঘোড়ারা সাধারণত বিড়াল পছন্দই করে।'

আস্তাবল থেকে বেরিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে জেনারেল স্টোর থেকে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নাপিতের দোকানে ঢুকল ব্যারন। দাড়ি কামানো হলে নাপিতের দোকানের পিছনে স্নান-ঘরে গোসল করতে ঢুকল। কাজের লোকটা গোসলের পানি এনে ব্যারনকে জামা খুলতে দেখে থমকে দাঁড়াল। নিজের অজান্তেই ওর মুখ থেকে

বেরিয়ে এল, 'ঈশ্বর!'

ফিরে তাকাল ব্যারন। 'কি?'

'কিছু না।' টবে গরম পানি ঢালল লোকটা। তারপর আবার ফিরে তাকাল। 'মিস্টার, গুলিতে আহত লোক আমি আগেও দেখেছি, কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে টার্গেট প্র্যাকটিস চালানো হয়েছে তোমার ওপর। এত গুলি তুমি কিভাবে খেলে?'

'গোলাগুলির মধ্যে সরে পড়িনি বলে ওগুলো উপহার পেয়েছি।' টবে নেমে ধীরে ধীরে কাঁধ পর্যন্ত দেহ পানিতে ডুবিয়ে দিল। 'চমৎকার,' বলল ব্যারন। 'তাড়াহুড়া করে ফেরার দরকার নেই। শরীরটা একটু ভালমত ভিজিয়ে নিতে চাই।'

মাথা নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে গেল অ্যাটেনডেন্ট। লোকটার বয়স হয়েছে। জীবনে অনেক বিচিত্র ঘটনা সে দেখেছে, কিন্তু কাউকে পিস্তল নিয়ে টবে নামতে কখনও দেখেনি।

পানি ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তোয়ালে দিয়ে গা মুছে সদ্য কেনা নতুন জামা-কাপড় আর বুট পরল ব্যারন। নতুন বুট এখন পায়ে একটু শক্ত ঠেকছে, কিন্তু পরতে পরতে ঠিক হয়ে যাবে। পিসমেকারটা ভাল করে মুছে লণ্ঠন থেকে একটু তেল মাখিয়ে খাপে ভরল। তারপর বেল্টটা কোমরে পরে নিল।

যে লোকটা রাস্তায় নামল, তাকে দেখে আগের সিডনি ব্যারন বলে চেনার উপায় নেই। ভিতরে ঢুকেছিল ছেঁড়া, নোংরা জামা পরা পথ চলার ক্লান্তিতে শ্রান্ত এক ভবঘুরে পথিক। কিন্তু বেরিয়ে এল পরিপাটি জামা-কাপড় পরা এক শক্তিশালী পেশীযুক্ত লোক। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। কালো চোখ—চুলও কালো, জুলপির কাছে সামান্য পাক ধরেছে। দু'সপ্তাহ জুড়ে অবাধে বেড়ে ওঠা গোঁফ ছাঁটার ফলে তাকে

এখন জংলীর পরিবর্তে ম্যানলি দেখাচ্ছে। স্নান সেরে দেহের অবসাদও যেন কেটে গেছে—অনেক ভাল বোধ করছে সে।

জেনারেল স্টোর থেকে একটা চামড়ার ব্যাগও কিনেছিল সিডনি। যা কিনেছে তার বাকি সব এখন ওই ব্যাগের ভিতরেই রয়েছে।

হোটেলে সে পিছন দিকের একটা কামরা চাইল। পেয়েও গেল। ব্যাগ হাতে দোতলায় ওঠার আগে সে ক্লার্ককে ডাক দিয়ে বলল, 'আমার কিছু মেসেজ আসতে পারে। এলে সেগুলো তোমার কাছেই রেখো। আমি এখন বিশ্রাম নেব।'

'বুঝেছি, স্যার,' হাত নেড়ে জবাব দিল সে। 'আপনি বিশ্রাম নেন, কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না।'

ধন্যবাদ জানিয়ে উপরে উঠে এল সিডনি। নিজের কামরাটা খুঁজে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। যা চেয়েছিল তাই পেয়েছে ও। কামরায় একটাই জানালা। ওখান থেকে পিছনের গলিটা দেখা যাচ্ছে। জানালা খুলে বাইরেটা ভাল করে একবার দেখে নিয়ে জানালা বন্ধ করে পর্দা ফেলে দিল সিডনি। চামড়ার ব্যাগ থেকে পুরানো তোবড়ানো হ্যাটটা বের করে জানালার পাশে টেবিলটার ওপর রাখল। তারপর বেড-কভার সরিয়ে বালিশ দুটোকে বিছানার ওপর শুইয়ে চাদর আর কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল। এক নজরে যে কেউ মনে করবে ওখানে কেউ শুয়ে আছে।

সন্তুষ্ট হয়ে চট করে কামরা থেকে বেরিয়ে দরজা লক করে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল। উল্টোদিকের একটা বোর্ডিঙ হাউজে সে মোবীটির ডন ফ্রীম্যান নামে একটা ঘর ভাড়া করল। পেশা ট্র্যাক সারভেয়িং। দোতলার কামরাগুলো একটা লম্বা হল-ঘরের সঙ্গে যুক্ত। হোটেলের দিকে একটা ছোট ব্যালকনি রয়েছে।

'আমি আসা-যাওয়ার মধ্যেই থাকব। বোঝই তো—আমাদের

কাজই এমন। তবে তোমার অন্যান্য বোর্ডারের কোন ব্যাঘাত আমি ঘটাব না। আর আমার খাওয়া নিয়েও তোমাকে কোন চিন্তা করতে হবে না—আমি বাইরেই খাব।' ল্যাণ্ডলেডিকে সব বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল সিডনি।

এমপোরিয়ামের দোতলায় দুটো কামরা নিয়ে ডক্টর জন ওয়াইলির অফিস। রাস্তার উল্টোদিকে অপেক্ষা করছিল সিডনি। গলার সঙ্গে বাঁধা হাত ঝুলিয়ে একজনকে বেরিয়ে আসতে দেখে রাস্তা পার হয়ে উপরে উঠল সিডনি।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই গরুর গলার ঘন্টার মত একটা ঘন্টা বেজে উঠল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তারের রিমের চশমা পরা একটা লোক ভিতরের দরজায় এসে দাঁড়াল। লোকটা কি যেন বলতে গিয়েও বিস্ময়ভরা চোখে নীরবেই তাকিয়ে রইল। 'তুমি,' শেষ পর্যন্ত বলল ডাক্তার।

'আমিই,' বলল সিডনি। 'তোমার দিনকাল কেমন যাচ্ছে, ডাক্তার?'

'এসো, ভিতরে এসো।' দরজাটা খুলে ধরে সরে দাঁড়াল ডাক্তার। 'অবাক করলে, সিড। আমি শুনেছিলাম তুমি মারা পড়েছ। প্রেইরিতে সেই বিরাট আগুন...'

ব্যারন রোগী দেখার কামরায় ঢুকলে দরজা বন্ধ করে দিল ডাক্তার।

'তোমার রোগীর খাতায় কিন্তু আমি মেবীটির ডন ফ্রীম্যান,' বলল ব্যারন। 'সাবধানের মার নেই।'

'ঠিক আছে, সিড।' একটু থেমে চোখ কুঁচকাল ডাক্তার জন ওয়াইলি। 'ফ্রীম্যান? ওই লোকের খোঁজেই না তুমি বেরিয়েছিলে? পেলে?'

'পেলাম, কিন্তু একটু দেরিতে।' কোট চেয়ারের পিছনে ঝুলিয়ে

শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করল ব্যারন। 'ওরা তাকে খুন করেছে, ডাক্তার। আমি কথা বলারও সুযোগ পাইনি।'

'খুব খারাপ কথা।' চাদরে মোড়া টেবিলটার ওপর ডাক্তারি যন্ত্রপাতি সাজাতে শুরু করল জন। 'তাহলে সে-ই কি...?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল সিডনি। 'আমার বাবা। রুবির প্রিয় যুদ্ধ-ফেরত নীল সৈনিক—হিউবার্ট ফ্রীম্যান।'

'মৃত্যুর খবরটা রুবি জানে?'

'জানে। আমি মায়ের পুরানো গানের খাতাটা ওর জিনিসপত্রের মাঝে পেয়ে ওটা মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। সে বুঝে নেবে।' শার্ট খুলে লণ্ড জনটা কোমর পর্যন্ত নামিয়ে একটা উঁচু টুলের উপর উঠে বসল সিডনি। 'হপ্তা দুই আগে তিনটে নতুন বুলেটের সাথে কিছু পোড়া ক্ষতও সংগ্রহ করেছি আমি। নেশনসের এক হাতুড়ে ডাক্তার যতটা পারে করেছে। তুমি একটু ভাল করে দেখে দাও। এখনও আমাকে অনেক দূর যেতে হবে।'

ঘুরে ওকে দেখে ঠোঁট ভাঁজ করে নিচু স্বরে একটা শিস দিল ডাক্তার। 'তুমি যে বেঁচে আছ এটাই একটা আশ্চর্য ব্যাপার।' পেটের কাছে বামপাশের ক্ষতটা পরীক্ষা করে ঘুরে গিয়ে পিছনে কাঁধের জখমটা দেখল ডাক্তার। 'আমি তো দুটো দেখছি—তৃতীয়টা কই?'

'বাম পায়ে। ওটা তেমন গভীর ছিল না। প্রায় সেরে এসেছে।'

অবিশ্বাসে মাথা নাড়তে নাড়তে সামনে এসে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করল। 'ওটাও আগে দেখিনি আমি। মনে হচ্ছে গত বছরের ঘটনা। বেঁচে আছ কিভাবে? ওটা তো সরাসরি হার্টের ওপর।'

'ভারি কাপড় পরা ছিলাম। পকেটে ছিল নোট বই। সম্ভবত ওতেই গুলির গতি কমেছে। তবে যে লোক গুলি করেছিল সে ভেবেছিল আমি

মারা গেছি। তাই আজও বেঁচে আছি।'

'বুঝলাম, কিন্তু সেই লোকের কি খবর?'

'মরেছে। সাথে ওর মত আরও কয়েকজন।

'ঘটনাটা কি, সিড?'

'নানান ধরনের জটিলতা রয়েছে ভিতরে। কিন্তু সোজা কথায় একজন লোভী লোক নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এসব ঘটিয়েছে। লোকটা কিছু জমি—হয়ত বা একটা স্টেটই নিজের দখলে নিয়ে আসতে চেয়েছিল। কোয়ারেনটিন (সঙ্গরোধ) আইন ভেঙে সে তার গরু নিয়ে স্ট্রিপ দিয়ে (ক্যানসাস আর টেক্সাসকে পৃথক রেখেছে ওকলাহোমার একটা সরু চিলতে জমি—ওটারই নাম স্ট্রিপ।) ক্যানসাসে ঢোকার মতলব করেছিল। ফলে অন্য সবার গরুও বিক্রির অযোগ্য হয়ে যেত। কিছু জজকেও সে টাকা খাইয়ে হাত করেছিল। ব্যাপারটা হিউবার্ড ফ্রীম্যান টের পেয়ে যাওয়াতেই বেচারা খুন হল।'

'আমি দুঃখিত, সিড। সত্যিই আমি দুঃখিত। কিন্তু তোমার হাত এভাবে পুড়ল কি করে?'

'আগুন নিয়ে খেলেছিলাম।'

'বুঝলাম। ঠিক আছে, এগুলো শুকিয়ে আসছে। সেই প্রেইরি আগুন...তাহলে কি...?'

'হ্যাঁ, ওটা আমারই কাজ। একমাত্র ওভাবেই ডাবল স্টারকে ঠেকানো সম্ভব ছিল।'

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল ডাক্তার। 'ডাবল স্টার? মানে খুঁটির বুড়ো হিগিন?'

'হিগিন স্পেন্সার,' মাথা ঝাঁকাল সিডনি। 'ওর ছকেই আমরা খেলছিলাম।'

'হায় আল্লা! হিগিন তো দারুণ প্রভাবশালী লোক। সবখানেই ওর দাপট। ওর সাথে টক্কর দিয়ে তুমি লুকোবে কোথায়?'

'হিগিন আর তার লোকজনের থেকে লুকাব?' ব্যারনের মুখের ভাব বেপরোয়া হল। 'তাহলে তো আমাকে সারাটা জীবন পালিয়ে পালিয়েই বেড়াতে হবে। না, সে চাইলে যেন আমাকে সহজেই পায় তার ব্যবস্থা আমি করব।'

'সে তো নিজে আসবে না—তুমি নিজেই ভাল করে জানো সে পয়সা দিয়ে তোমার পিছনে লোক লাগাবে।'

'জানি। সম্ভবত ইতিমধ্যেই একজনকে আমার পিছনে লাগানো হয়েছে। সু মাতিনের নাম শুনেছো?'

'না, ওই নাম আমার অপরিচিত।'

'ওকে না চেনাই ভাল। ক্যানসাসে আমি আভাস পেয়েছি ওই লোক এর সাথে জড়িত আছে। হয়ত এখনও সে সুযোগের অপেক্ষায় আমার জন্যেই কোথাও অপেক্ষা করছে।'

'তুমি পুবে চলে গেলেই তো পারো? ঝড়-ঝাপটা একটু শান্ত না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই কাটাও?'

'তুমি তো আমাকে চেনো, ডাক্তার।'

'হ্যাঁ, তা চিনি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রোগীর ক্ষতের পরিচর্যায় মন দিল ডাক্তার। 'সিডনি ব্যারন কেবল একটা পথই চেনে—সোজা সামনে,' একটু রাগের সঙ্গেই বলল সে। 'কিন্তু একদিন ওটাই তোমার কাল হয়ে দাঁড়াবে। একটা বাড়তি বুলেট ঠেকিয়ে বসবে—তখন জোড়াতালি দিয়ে ঠিক করারও আর কিছু থাকবে না। সেই দিনের কথা ভাবতেও খারাপ লাগে, কারণ রুবি তাতে একেবারে ভেঙে পড়বে।'

কাঁধ উঁচাল সিডনি। 'মা আমার স্বভাবের কথা জানে, ডাক্তার। সে

এটা স্বীকার করেই নিয়েছে।'

'হয়ত সে স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু আমি করি না!'

'এখনও তুমি ভালবাস, তাই না?'

'আমাকে চিরকাল দূর থেকেই ভালবেসে যেতে হবে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডাক্তার। 'রুবির মনে তোমার বাবা ছাড়া আর কারও স্থান কোনদিন হল না।' ব্যারনের পোড়া হাতের পট্টি বদলে কাঁধের ক্ষতটার ওপর মলম মাখা ড্রেসিঙ বসিয়ে বেঁধে দিল। 'আপাতত এর বেশি আর আমার করার কিছু নেই। ভিতরে তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি, হলে তুমি এখানে পৌঁছতে পারতে না। তোমাকে বলতে পারতাম ক্ষতের মামড়িগুলোতে বাঁক না ধরা পর্যন্ত শুয়ে বিশ্রাম নাও—কিন্তু জানি বলে কোন লাভ নেই—তাই বলব না।' ঘুরে কামরার ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল ডাক্তার। ব্যারন খেয়াল করল লোকটার চলাফেরায় আগের সেই সাবলীলতা আর নেই। বয়স হয়ে যাচ্ছে। আলাপের শেষে এবার বিস্তার ধরল ডাক্তার। 'মনে হয় না কেবল আমার সাথে দেখা করতে তুমি এনিসে এসেছ।'

হাসল সিডনি। 'শুনেছি মবীটির রিটায়ার্ড জাজ ফ্রেড কলিনস এখানে থাকে। তুমি চেনো ওকে?'

'চিনি। ভাল লোক। ইউনিয়নের এক ব্লক পরেই এলমে ওর বাসা। কিন্তু বর্তমানে সে শহরে নেই। সোশাল কল?'

'না কাজেই এসেছি···হিউবার্ট ফ্রীম্যানের ব্যাপার।'

'তাহলে এখানে কিছুদিন থাকছ না?'

'না, যত জলদি সম্ভব বেরিয়ে পড়ব। দেখতে চাই এখনও আমার পিছনে লোক লেগেছে কিনা।'

'সেটা কিভাবে জানবে?'

'আমি ঠিকই টের পাব।' শার্ট আর কোট পরে নিয়ে বেরিয়ে এল সিডনি। বাইরের কামরায় দুটো বাচ্চা নিয়ে অপেক্ষা করছে এক মহিলা। একবার মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে অভিবাদন জানিয়ে বাইরের দরজায় ঘুরে দাঁড়াল সে। 'আমাকে দেখার জন্যে ধন্যবাদ, ডাক্তার। আমি এখনই অনেক সুস্থ বোধ করছি।'

ওয়াইলি ওর দিকে চেয়ে হেসে মাথা নাড়ল। 'আমি যা বলেছি সেটা মনে রেখো মিস্টার...আহ্...ফ্রীম্যান। যে এলার্জিতে তুমি ভুগছ সেটা খুব সাংঘাতিক। যদি পারো এর মূল কারণটাকে এড়িয়ে যাওয়াই ভাল।'

তিন

স্টীল রেইল বারে সন্ধ্যায় অনেক লোকের ভিড় জমবে। কিন্তু বর্তমানে অল্প কয়েকজন রয়েছে। পিছনের একটা টেবিলে দুজন রেল কর্মচারী সেলারের ঠাণ্ডা বিয়ার উপভোগ করছে। কয়েকজন শহরবাসী আর দুজন ফার্মার জুয়া খেলার বড় কামরাটায় ছড়িয়ে আছে। কিছু কঠিন চেহারার লোক বারে দাঁড়িয়ে মদ খাচ্ছে।

জুয়ার কামরায় দুজন পিস্তলধারী লোক বারের ফারো ডীলারের বিরুদ্ধে প্রতি পয়েন্ট এক নিকেল (পাঁচ সেন্ট) হিসেবে তাস খেলছে। একজন জিতে কিছু কয়েন টেবিলের মাঝখান থেকে নিজের দিকে

টেনে নিল। কিন্তু ওর চেহারায় বিরক্তির চিহ্ন স্পষ্ট। সে বলে উঠল, 'ডিকি এখানে আমরা মিছে সময় নষ্ট করছি। চলো, রিয়েল অ্যাকশনের খোঁজে বেরোই।'

'একটু পরেই বেরোব,' লাল চুলওয়ালা যুবক বলল, 'আর একটা দান খেলে নিই।' ডিলারের দিকে চেয়ে ডিল করার ইঙ্গিত দিল সে। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার হাত উঁচিয়ে বলল, 'থামো! টেবিলের ওপর যা আছে সেটার জন্যে আমরা তিনজন তাস কাটব।'

'তা হয় না,' মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল ডীলার। 'এখানকার তাই নিয়ম। ট্রেইল ক্যাম্পের কোন খেলা এখানে চলবে না।'

লাল চুলের লোকটার দৃষ্টি কঠিন হল। হাসির চিহ্নমাত্র নেই সেখানে। 'আমি তোমার অনুমতি চাচ্ছি না,' গর্জে উঠল সে। 'কি করতে হবে সেটা জানালাম। আমরা তিনজনে তাস কাটব।'

নার্ভাসভাবে এদিক ওদিক তাকাল ডীলার। মাথার ওপর রেলিঙের শূন্য চেয়ারের ওপর থেকেও ওর চোখ একবার ঘুরে এল। ওখানে সন্ধ্যার পর ভিড় জমলে শটগান হাতে বারের লোক বসবে। 'একবারই কাটা হবে,' শেষে সম্মতি জানাল সে। 'তারপর খেলা শেষ। আমার সন্ধ্যার আগেই সব হিসাব বুঝিয়ে দিতে হবে।' নিপুণ হাতে দুবার তাস ফেঁটে টেবিলের ওপর রেখে উপরে টোকা দিল। 'নাও কাটো,' বলল সে।

'তুমি আগে,' দাঁত বের করে হাসল ডিকি।

'ঠিক আছে।' অল্প কিছুদূর আঙুল নামিয়ে একটু ইতস্তত করে তাস কেটে ওটা নিজের কাছে রাখল ডীলার।

বাকি তাস থেকে কেটে আইভান একটা তাস নিয়ে দেখে অস্থিরভাবে একটু নড়ে বসল।

'এবার আমি,' বলে প্রায় নিচের দিক থেকে কেটে একটা তাস নিয়ে টেবিলের ওপর উল্টে দিল ডিকি। হরতনের গোলাম। আইভান তার ইস্কাপনের আটটা চিত করে ফেলল ওটার পাশে। ডীলার নিজের তাসটা এক নজর দেখে উল্টে দিল। ইস্কাপনের সাহেব। টেবিলের ওপরকার কয়েনগুলো কাচিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

'এখনকার মত খেলা শেষ,' বলল সে। 'আবার সন্ধ্যা সাতটায় খেলা শুরু হবে।' হেঁটে চলে গেল ডীলার। দাঁত বের করে হাসতে হাসতেই ওর যাওয়া দেখল ডিকি।

'তুমি ওকে এত সহজে কেন ছেড়ে দিলে, ডিকি,' খেপে উঠল আইভান। 'কাটার সময়ে ওকে চুরি করতে তুমিও দেখেছ আমিও দেখেছি।'

'অবশ্যই দেখেছি। তাতে কি?'

'চুরি করার পরও তুমি ওকে পার পেতে দিলে কেন?'

'আমার ইচ্ছা।'

'আজকের সারাটা দিনই এমন গেল।' আইভানের চেহারায় বিদ্রূপের ভাব ফুটে উঠল।

'তার মানে? কি বলতে চাও তুমি?'

'আজ সকালেও তুমি এক ঠুনকো চেহারার লোকের ধমকে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে এলে। এটা তোমাকে সাজে না, ডিকি।'

'তোমার মনে হয় আমার ওখানে একটা বুলেট নষ্ট করা উচিত ছিল। সামান্য একটা বিড়ালের জন্যে?'

'এর থেকেও সামান্য কারণে তোমাকে গুলি ছুঁড়তে দেখেছি আমি।'

'তোমাকে নিয়ে মুশকিল হচ্ছে ট্রিগার টেপার জন্যে তোমার হাত

চুলবুল করে।' ঠাণ্ডা স্থির দৃষ্টিতে আইভানের দিকে তাকাল ডিকি হেণ্ডারসন।

'আমার বিশ্বাস, কারণে গুলি করা, আর ফুর্তির জন্যে গুলি করার মধ্যে যে তফাৎ সেটা তুমি বোঝো না। ফিরে আসার জন্যে এই শহরটা একটা ভাল আশ্রয়। এটাকে সেভাবেই আমি রাখতে চাই।'

'তুমি জানো ওই বাউণ্ডেলে চেহারার লোকটা ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় একশো ডলারের একটা ভাউচার ক্যাশ করেছে? তারপর নতুন জামা-কাপড় পরে বড় হোটেলে গিয়ে উঠেছে? শর্টি দেখেছে।'

'বুঝলাম। লোকটা তাহলে কোন ধান্দাবাজি নিয়ে আছে।' উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল ডিকি। 'ওসব চিন্তা ছাড়ো, আইভান। বেকার লোকের ভাবনা ছেড়ে কিসে বেশি লাভ হবে সেটা ভাবো।'

'ওদিকেও কিছু চিন্তা-ভাবনা আমি করেছি।'

'কি রকম?'

'আমি জেনেছি টাইটওয়াডের তুলোর বীজ ছাড়ানর মিল কখন তাদের ভাউচার পাবে—আর টাকাটা কিভাবে নেয়া হবে।'

'তুলোর টাকা?' নাক সিঁটকাল ডিকি। 'তুলো তোলার মৌসুম এখনও অনেক দেরি। তাছাড়া তুলোর মিলে ডাকাতির কথা কে কবে শুনেছে?'

'মিলে না।' চোরা চোখে চারপাশটা একবার দেখে নিল আইভান। 'আস্তে! কেউ শুনে ফেলবে! একজন—বড় জোর দুজন থাকবে। মিলের মালিক ওয়েক্সাহ্যাচিতে টাকা তুলতে যাবে। সেখান থেকে সে টাইটওয়াডে ফিরবে।

'বুঝলাম ওর কাছে কিছু টাকা থাকবে।' আবার নাক সিঁটকাল ডিকি। 'চিকেন ফীড। আমি বড় কিছুর কথা বলছিলাম।'

'চার-পাঁচ হাজার ডলার কি খুচরা পয়সা হল?'

'এত?'

'কমপক্ষে। আরও বড় কিছু আসা পর্যন্ত ওতেই কিছুদিন আমরা রাজার হালে চলতে পারব। তুমি কি বলো, ডিকি? প্রস্তাবটা খারাপ?'

'জানি না...' ইতস্তত করছে ডিকি।

আইভান তাকিয়ে আছে ওর দিকে। খুঁটিয়ে দেখছে। 'তুমি কি নরম হয়ে পড়ছ, ডিকি?'

'সন্দেহ থাকলে মীমাংসা হয়ে যাক, আইভান?' শান্ত স্বরে বলল ডিকি। ওর ডান হাতটা পিস্তলের ওপর তৈরি রয়েছে।

মাথা নেড়ে পিছিয়ে গেল আইভান। 'আমি সেরকম কিছু বলিনি ডিকি। আমি বলছিলাম, আমার প্রস্তাবটা একটু ভেবে দেখো।'

মাথা ঝাঁকাল ডিকি। 'ঠিক আছে, নিজে দেখে পরে সিদ্ধান্ত নেব। সবাইকে জানিয়ে দিও যেন সোবার থাকে—আগামীকাল আমরা একটু বেরোব।'

ইউনিয়ন স্ট্রীট ধরে এগিয়ে এল্‌মে এসে এক মহিলাকে ফ্রেড কলিনসের বাসার অবস্থান জিজ্ঞেস করল সিডনি ব্যারন।

মেয়েটা নিজের বাড়ির সামনের বারান্দা পরিষ্কার করছিল। আঙুল তুলে বাড়িটা দেখিয়ে সে বলল, 'ওই দোতলা লাল বাড়িটাই তার। কিন্তু সে তো বাড়ি নেই—ওয়্যাক্সাহ্যাচি গেছে। কবে ফিরবে ঠিক নেই। কি একটা কেস আছে।'

'কেস? সে রিটায়ার করেনি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু রিটায়ার করার পরও তার নিস্তার নেই। ওদিকে কাজের চাপ বেশি পড়লেই তার ডাক আসে। তুমি কি তার আত্মীয়?'

'না,' জবাব দিল সিডনি। 'আমি কেবল একটা জিনিস তার কাছে পৌঁছে দিতে এসেছিলাম। কিন্তু আমার কোন তাড়া নেই—ওটা পরে পৌঁছালেও চলবে। ধন্যবাদ,' বলে হ্যাট ছুঁয়ে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিয়ে ইউনিয়ন ধরেই ফিরে চলল সিডনি। একটা খড়খড়ি তোলা ঘোড়ার গাড়ি ওকে পার হয়ে গতি কমাল। আড়চোখে চেয়ে সিডনি দেখল গাড়িটা থেমে দাঁড়িয়েছে। যার সঙ্গে এইমাত্র কথা বলে এসেছে, তার সঙ্গেই কথা বলছে ঘোড়াগাড়ির আরোহী।

জাজ কলিনসকে না পেয়ে কিছুটা নিরাশ হলেও স্ট্রিপের প্রেইরি আগুনের পর ব্যারনের দক্ষিণে আসার আরও কারণ আছে। সে জানতে চায় ওই পক্ষের কেউ বেঁচে গিয়ে তাকে অনুসরণ করছে কিনা। এটাও জানা দরকার সু মাতিন তাকে হত্যা করার কাজটা হাতে নিয়েছে কিনা। দ্রুত কয়েকবার ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে অশুভ অনুভূতিটাকে ঝেড়ে ফেলল সে। সু মাতিন যদি পিছনে লেগেই থাকে, যখন মারতে আসবে তখনই সে জানবে…যদি ততক্ষণ বাঁচে।

তার বদ্ধমূল ধারণা সু মাতিন আসবে। নিছক অনুমান—কিন্তু পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে সে নিজের অনুমানকে দাম দিতে শিখেছে। একটা দ্বিতীয় ধারণা বলছে সু মাতিন পিছন থেকে অনুসরণ করে আসবে না। খোঁজ-খবর নিয়ে সে কোন পথে কখন আসবে জেনে সামনে কোথাও তার জন্যে অপেক্ষা করবে।

বাকি যারা তার পিছনে আছে বা আসবে তাদের চিনতে সুবিধামত সময় আর জায়গা বেছে নিয়ে নিজের অবস্থান জানালেই ওরা আত্মপ্রকাশ করবে। তখন বোঝা যাবে ওরা কে, আর ওদের কি মতলব। ক্যানসাসের খেলাটা শেষ হয়েছে। এখন হিগিন স্পেন্সার তার অগাধ টাকা আর প্রতিপত্তি খাটিয়েও প্যানহ্যাণ্ডল্ জমি বিভিন্ন স্টেট

থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজস্ব স্টেট তৈরি করতে আর সক্ষম হবে না।

পরে কোন সময়ে হয়ত আর কেউ চেষ্টা করতে পারে। ওকলাহোমার স্ট্রিপটার উত্তরে ক্যানসাস আর কলোরাডো—পশ্চিমে নিউ মেক্সিকো আর দক্ষিণে টেক্সাস। অর্থাৎ প্রত্যেক স্টেট থেকে সামান্য কিছু অংশ কেটে ওকলাহোমার স্ট্রিপটার সঙ্গে জুড়ে নিতে পারলেই পাঁচটা স্টেট হাতের মুঠোয় এসে যায়। এটা করে সুবিধা লুটবার ফন্দি আগেও অনেক লোভী লোকের মাথায় খেলেছে। কিন্তু এখন চট করে আর এমন ঘটার সম্ভাবনা রইল না। অন্তত স্পেন্সারের জীবদ্দশায় না।

তবু ডাবল স্টারকে ঠেকাতে গিয়ে অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নেশনস্-এ(ইণ্ডিয়ান এলাকাগুলোর নাম) প্রায় চার হাজার বর্গমাইল এলাকা পুড়ে কালো হয়ে গেছে। বেশিরভাগই নো-ম্যানস-ল্যাণ্ড—ক্যানসাস আর টেক্সাসকে পৃথক করেছে ওই স্ট্রিপটা—কোনও কোর্টের নিয়ম ওখানে খাটে না। মানুষ ওখানে একটা আইনই বাধ্য হয়ে মেনে নেয়—সেটা পিস্তলের আইন। তবে ক্যানসাস আর টেক্সাসেরও বেশ কিছু পুড়েছে। কম লোকই আছে যারা হয়ত বুঝবে আগুনটা প্রাকৃতিক ঘটনা নয়—ইচ্ছে করে লাগানো হয়েছিল। কিন্তু কিছু লোক বুঝবে, এবং জানতে পারলে প্রতিশোধ নিতে আসবে।

ডাবল স্টারের লোক যদি আসে তবে সেটা এক অর্থে ভালই হয়—ওদের সঙ্গে বোঝাপড়াটা শেষ করে নেয়া যাবে।

এতে ব্যারনের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু যারা আসবে তাদের একজন যদি সু মাতিন হয় তবে সে হয়ত সময় মত জানতেই পারবে না। সু মাতিন টাকার বিনিময়ে মানুষ হত্যা করে। যারা ওকে নিয়োগ করে তারা নিজেরাও জানে না লোকটা দেখতে কেমন। ওর সঙ্গে

একমাত্র ভূতেরই তুলনা হয়। কেবল একটাই অমিল—ভূত গুলি করে মানুষ মারে না।

'কোন কিছুর থেকে পিছিয়ে যাওয়া তোমার কোষ্ঠীতে লেখা নেই, সিড। আছে?' অনেকদিন আগে মা তাকে প্রশ্ন করেছিল। প্রশ্ন ঠিক নয়, আসলে সে একটা ধ্রুব সত্য কথা বলছিল।'তোমার মাঝে একটা ভীষণতা রয়েছে—এটা রাগ বা খেয়াল নয়—হয়ত এটাও তোমার সত্তার একটা অংশ—ঠিক বুঝি না আমি। কিন্তু স্বীকার করে নিয়েছি। তোমার মাঝে কি যেন রয়েছে যা তোমাকে অন্যায় দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তার সুষ্ঠু প্রতিকার করতে বাধ্য করে। হয়ত তোমার বাবাও এমনই ছিলেন, কিন্তু তাঁকে পুরোপুরি বুঝে ওঠার সুযোগ আমি পাইনি। তোমাকে আমি ভালবাসি, সিড, তাই তুমি যেমন সেভাবেই মেনে নেবো।'

মা তাকে তার নিজের মত করে স্বীকার করে নিয়েছে বটে। মায়ের জন্যে সেটাই স্বাভাবিক। মা যাকে পেটে ধরেছে তাকে ভালবাসবেই। কিন্তু সে জানে পৃথিবীতে নিজের ইচ্ছামত চলার যে কত দাম দিতে হয়। এটা তার মায়ের অজানা নেই। পথ চলতে চলতে অনেক স্মৃতিই মনে ভেসে উঠছে। আরেকটা সুন্দর চেহারা ভেসে উঠল। সেও তাকে স্বীকার করে নিয়েছে—বিশ্বাস করে। যে তাকে, আদর করে চুমো খেয়েছে—মোমবাতির আলোয় বসে কত গল্প করেছে। কিন্তু লিসাকে অপেক্ষা করতে হবে। মনে হচ্ছে সিডনি ব্যারন হওয়ার মাশুল হিসেবেই যেন তাকে প্রিয়জনদের থেকে দূরে থাকতে হচ্ছে। সিডনি ব্যারন হওয়ার মূল্য দিতেই নিঃসঙ্গ ভবঘুরে জীবন কাটাতে হচ্ছে ওকে।

লোকজন যদি প্রতিশোধ নিতে পিস্তল হাতে ওকে খুঁজতে

আসেই—সেই ঘটনা প্রিয়জনদের থেকে দূরেই ঘটা ভাল। নিষ্পাপ নির্দোষ মানুষ এসব ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রাস্তা ছেড়ে একটা পায়ে-হাঁটা পথ ধরেছে ব্যারন। পথটা আগাছায় ভরা একটা খালি জমির ভিতর দিয়ে কোনাকুনিভাবে চলে গেছে। বেলা পড়ে এসেছে। পশ্চিমের পাহাড়গুলোর মাথায় সূর্যটাকে একটা আগুনের গোলকের মত দেখাচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাস ছোট ঝোপগুলোকে দোল দিচ্ছে। পিছনে পায়ের শব্দে ফিরে তাকাল সে।

তিন-চার গজ দূরে থেমে দাঁড়িয়েছে লোকদুটো। ওকেই খুঁটিয়ে দেখছে—আর অবজ্ঞার সঙ্গে হাসছে। প্রথমে না চিনলেও এবার মনে পড়ল লাল চুলের যুবকের সঙ্গে ছিল এরা।

'কাপড়ে মানুষের চেহারাই পাল্টে যায়,' বিদ্রুপ করে বলল কাছের লোকটা। 'তুমি ঠিকই বলেছিলে, শর্টি, একে দেখে সকালের সেই চাঁড়াল বলে চেনাই যায় না।'

'তোমার কথা জানি না,' বলে উঠল শর্টি। 'আমার কাছে তো ওকে কাদামাখা শুয়োরের পাছার মতই দেখাচ্ছে। কিন্তু সেকথা থাক। আমরা যদি একটু বুঝিয়ে বলি তাহলে ভাল কাজের জন্যে কিছু চাঁদা দিতে সে অস্বীকার করবে না। তুমি কি বলো, চণ্ডাল?' লোকটার দৃষ্টিতে অমঙ্গল সঙ্কেত সুস্পষ্ট। 'ব্যাঙ্কের থেকে যে টাকাটা সকালে তুলেছ সেটা আছে তোমার কাছে?'

চোখ ফিরিয়ে একেএকে দুজনকেই যাচাই করে নিল ব্যারন। একজোড়া উশৃঙ্খল যুবক। দুজনের কোমরেই পিস্তল ঝুলছে, কিন্তু এরা কেউ গোলাগুলিতে যাবে বলে মনে হল না। ওদের উপেক্ষা করে ঘুরে আবার নিজের পথেই রওনা হল সে। ধীর পায়েই এগোচ্ছে, চলায় তাড়াহুড়া নেই।

'অ্যাই!' ডাক দিল শর্টি। অবাক হয়ে চটে উঠল সে। 'তুমি কি বয়রা নাকি? আমার কথা এখনও শেষ হয়নি!'

চলার গতি না কমিয়েই পিছন ফিরে সে বলল, 'বাছারা, সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তোমাদের মায়েরা দুশ্চিন্তা করবে।'

'হারামজাদা, বলে কি!' বলে উঠল একজন। দুপাশ থেকে দুজন ছুটে এগিয়ে এসে ওর পথ আটকে দাঁড়াল। একটু কুঁজো হয়ে মোকাবিলার জন্যে তৈরি হল ব্যারন। কাছের লোকটা মাত্র একহাত দূরে। ঘুসি পাকিয়ে আসছে। শক্ত হাতে পাঁজরের ওপর বাড়ি খেয়ে লোকটা দু'ভাঁজ হয়ে গেল। সোজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণকারীর বাম কব্জি সাঁড়াশির মত চেপে মুচড়ে ধরল ব্যারন। ডান হাতে পিসমেকার বের করে ওটার ভারি নল দিয়ে প্রচণ্ড বাড়ি দিয়ে ওর ডান হাতটা অকেজো করে দিল। ব্যথায় চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলতেই মুখে পিস্তলের নল ঢুকিয়ে দিল ব্যারন।

'আগেই সাবধান করেছিলাম যে সন্ধ্যার পর খোকাদের বাইরে ঘোরাফেরা করা বিপজ্জনক,' শান্ত কণ্ঠে বলল সে। 'এবার লক্ষ্মী খোকনের মত পিস্তলটা বের করে মাটিতে রাখো।'

কিছুক্ষণ মুখের দিকে চেয়ে থেকে ব্যারনের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করল শর্টি।

'এবার ওটার কাছ থেকে পিছিয়ে যাও,' বলল ব্যারন।

'মিস্টার, তোমার কপালে দুঃখ...'

'এক্ষুণি সরে না গেলে দুঃখের আসল মানে কি টের পাবে!' ধমকে উঠল ব্যারন।

পিছিয়ে গেল শর্টি। আক্রোশ উপচে পড়ছে ওর চোখ থেকে। ব্যারনের বজ্র-মুঠির থেকে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টায় বৃথা মোচড়া-মুচড়ি

করছে জর্ডি। পিসমেকারের ঠাণ্ডা ব্যারেল প্রায় পুরোটাই ওর মুখের ভিতর। ওর গলা থেকে আশঙ্কাজনক ঘড়ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে। পিস্তলটা বের করে ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ব্যারন। কিন্তু ও সরে যাওয়ার আগেই খাপ থেকে ওর পিস্তলটা তুলে নিল। জর্ডির পিস্তলটা বাম হাতে ধরে নিজেরটা খাপে ভরল সে। তারপর শর্টির পিস্তলটা তুলে নিয়ে দুটোই ছুঁড়ে দূরে পাঠিয়ে দিল। আগাছার ছায়ার ভিতর হারিয়ে গেল ওগুলো।

'বাছারা, এসব ভয়ানক জিনিস বয়ে বেড়ানো তোমাদের ঠিক হচ্ছে না,' সহজ স্বরেই বলল সে। 'নিজেরাই হয়ত চোট পাবে।'

একটু কুঁজো হয়ে জর্ডি তার ভাঙা হাতটাকে সামলাবার চেষ্টা করছিল। ব্যারনের কথার খোঁচায় রাগে অন্ধ হয়ে ছুটে এল শর্টি।

'তোর মত লোককে শায়েস্তা করতে আমার পিস্তল...।'

ঘুসিটা যে কোত্থেকে এল বোঝারও সুযোগ পেল না বেচারা। প্রচণ্ড মারে ওর দেহটা মাটি থেকে দু'ইঞ্চি উপরে উঠল। কথাটা আর শেষ করা হল না। ওর অচেতন দেহটা একটা আগাছার ঝোপ সমান করে দিয়ে মাটিতে পড়ল।

'ওকে সময়মত একটু বুঝিয়ে বোলো,' জর্ডিকে বলল ব্যারন, 'আজ তোমাদের কপাল ভাল ছিল বলেই বেঁচে গেলে। কিছু লোক আছে যারা ছোটদের বেয়াদপি একদম সহ্য করতে পারে না। ওদের কারও হাতে পড়লে আজ তোমাদের আর নিস্তার ছিল না। তোমার সাথীকে তুলে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাও। সামনেই একজন ভালো ডাক্তার আছে।' নিজের পথে হাঁটা ধরল ব্যারন।

'ওকে আমি তুলতে পারব না!'

ফিরে এল ব্যারন। 'তাহলে ওকে কি এভাবেই ফেলে রেখে যাবে

নাকি?'

'তুই আমার হাত ভেঙেছিস! বেজন্মা, হারাম...'

কথাটা শেষ করতে পারল না সে। চোয়ালের ওপর হাতুড়ির বাড়ির মত ঘুসি এসে পড়ল। সেও জ্ঞান হারিয়ে তার বন্ধুর পাশে ধরাশায়ী হল।

অজ্ঞান লোক দুটোর দিকে তাকাল ব্যারন। 'ঝামেলা!' মন্তব্য করল সে।

ওদের টেনে নিয়ে ডাক্তারের দরজার সামনে পৌঁছে দেয়ার আগেই চারপাশ অন্ধকার হয়ে এল।

ওদের সিঁড়ির গোড়ায় রেখে নিজের পথ ধরল সে।

পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নিজের কামরায় ফিরল। পুরানো হ্যাটটা যেখানে রাখা ছিল ওটা সেখানেই আছে। চাদরে ঢাকা বালিশ দুটোও যথাস্থানেই রয়েছে।

নতুন কোট আর হ্যাট খুলে রেখে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল ব্যারন। অন্য একজন ক্লার্ক ডেস্কের পিছনে বসে ঝিমাচ্ছে। দ্বিতীয় একটা লোকই রয়েছে ওখানে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। ব্যারনের সাড়া পেয়ে ঘুরে তাকালো। ওর কোটের কলারের ভাঁজ করা অংশ থেকে একটা উজ্জ্বল তামার ব্যাজ ঝিলিক দিয়ে উঠল। মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে স্বীকৃতি জানিয়ে ডেস্কের দিকে এগোল ব্যারন।

'আমি সিডনি ব্যারন,' বলল সে। 'আমার নামে কোন মেসেজ আছে?'

ক্লার্ক প্রথমে তার খাতা দেখল, তারপর পিছনের ফোকরগুলো চেক করে বলল, 'একটাই আছে বলে মনে হচ্ছে।' ভাঁজ করা একটা হলুদ

কাগজ বাড়িয়ে দিল ক্লার্ক। লিসার টেলিগ্রাম। মেসেজটা ছোট আর ইঙ্গিতময়ঃ 'তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে আশ্বস্ত হলাম। তুমি টেক্সাসে আছ জেনে আরও খুশি হলাম। এখানকার আবহাওয়া এখন খারাপ। নিজের পিছনে নজর রেখো। শুভেচ্ছা আর ভালবাসা নিয়ো। লিসা।'

সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময়ে সে অনুভব করল ব্যাজধারী লোকটার চোখ দুটো তাকে অনুসরণ করছে। কামরায় ঢুকে চেক করে দেখল সবকিছুই যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানেই আছে। গান-বেল্ট আর নতুন কোটটা পরে হ্যাটটা তাতে তুলে নিল সে।

'চতুর ধান্দাবাজ লোক,' আপন মনেই নিচের ব্যাজ পরা লোকটার সম্পর্কে মন্তব্য করল ব্যারন। ঘরের কোনায় রাখা হারিকেনটা দেখে হ্যাটটা মাথায় চাপিয়ে ওটা জ্বালাল। ফিতে নামিয়ে শিখাটাকে ছোট করে জানালার ধারে টেবিলটার ওপর রাখল। তারপর জানালার পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল।

বোর্ডিং হাউজের ল্যাণ্ডলেডি রাতের খাওয়ার শেষে টেবিল পরিষ্কার করছিল। সিডনিকে দেখে সে বলল, 'গুড ইভ্‌নিঙ, মিস্টার ফ্রীম্যান। একটুর জন্যে তুমি সাপার মিস করলে। তবে রোস্টবীফ আর রুটি আছে, কফিও গরম আছে। যা দরকার নিয়ে নাও।'

কফি আর স্যাণ্ডউইচ নিয়ে সে উপরে নিজের কামরায় চলে এল। সব ঠিক আছে দেখে ব্যালকনিতে বেরিয়ে বেতের চেয়ারে সুস্থির হয়ে বসল। পঁচিশ গজ দূরে হোটেলের জানালা। হারিকেনের আলোয় জানালার পাশে রাখা পুরানো হ্যাটটা ব্যারন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

বোর্ডিঙ হাউজের আর কারও ব্যালকনিতে সন্ধ্যা কাটানর অভ্যাস না থাকলেই ভাল—ভাবল সে। কিন্তু ওই ব্যাজধারী লোকটা—ওকে কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছে না। ব্যারনের মন বলছে লোকটা

অকারণে ওখানে ছিল না। এটাও অনুমান—কিন্তু ম্যালিনসভিলের গোলাগুলির ব্যাপারে শেরিফ কোন প্রশ্ন করল না—এটাও একটা কারণ।

ওখানে যে রিপোর্টটা সে দিয়েছে সেটা যথার্থ হলেও দু'একটা কথা সে ইচ্ছা করেই বাদ দিয়েছে। সৎ লোক হলে রিপোর্ট শেষ করতে ওইসব প্রশ্নের জবাব সে চাইবে।

হিগিন স্পেন্সারের প্রভাব কতটা এটা বিচার করে দেখার সময় আসন্ন।

চার

খাওয়া সেরে ওখানে বসে বসেই কয়েকবার ঝিমিয়ে উঠল ব্যারন। জখম আর ক্লান্তির বিরুদ্ধে যুঝছে সে। ঘুমে চোখ বুজে আসছে। দূরে রেল স্টেশন থেকে ট্রেনের হুইসেল মনটাকে আরও উদাস করে দিচ্ছে। সব ভুলে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ঘুমানো চলবে না। অনেক কাজ তার বাকি পড়ে আছে। সবগুলোর সুষ্ঠু সমাধান করতে হবে।

কিছুদিনের জন্যে গায়েব হয়ে বিশ্রাম নিলে মন্দ হত না, ভাবল সে। কঠিন কিছু না, কিন্তু তাতে কাজ পিছিয়ে যাবে। কেউ তার পিছু নিয়েছে কিনা জানতে পারবে না। আবার নতুন করে ট্রেইল বিছিয়ে দেখতে হবে কেউ অনুসরণ করে কি না। অনেক সময় লেগে যাবে।

প্রিয়জনের কাছে ফিরতে হলে এটার একটা সুরাহা করেই ফিরতে হবে। লিসা বোঝে। ওর টেলিগ্রাম থেকেও এটা বোঝা যায়। মা'ও বোঝে। ওরা জানে রক্ত-পিপাসু লোক পিছনে লাগলে কারও শান্তি নেই। সব শেষ না হলে সে ফিরতে পারবে না।

'বাড়ি।' শব্দটা একটা সুখের স্বপ্নের মত ব্যারনের ঘুম জড়ানো চোখের সামনে ভাসছে। তার মত ভবঘুরে লোকের কি ওই শব্দটার প্রকৃত অর্থ জানার সুযোগ কোনদিন হবে? বর্তমানে তার সঙ্গে ওই বিড়ালটার তফাৎ কি? ওর নির্দিষ্ট কোন ঠিকানা নেই—তারও নেই। কিন্তু নিজের বাড়ি থাকলেই বা মানুষ কি করবে? বারান্দায় রকিঙ চেয়ারে বসে দুলবে? কেউ আসবে সেই অপেক্ষায়? কিন্তু তাহলে পিস্তলটাকে তেল মাখিয়ে তৈরি রাখতে হবে। কারণ কেউ এলে তখন ওটার প্রয়োজন হবে।

বিষয়টা নিয়ে ভাবতে বেশ মজা পাচ্ছে ব্যারন। ঘুমঘুম ভাবটা দূর করতে এটা সাহায্য করছে।

জন ওয়াইলি মাত্র ঘুমিয়েছে, এই সময়ে দরজার ওপর দুমদাম করে কিল দিয়ে ডেপুটি মার্শাল রয় রজার্স ওর ঘুম ভাঙিয়ে দিল। অফিসের সঙ্গেই সংলগ্ন একটা কামরায় থাকে চিরকুমার ডাক্তার। রুবির মন জয় করতে পারেনি বলে সে আর বিয়েই করেনি। আবার দরজায় করাঘাতের শব্দ শোনা গেল, সেই সঙ্গে রয়ের গলাঃ 'দরজা খোলো ওয়াইলি, এখানে তোমার দুজন কাস্টমার আছে।'

পুরানো একজোড়া জুতোয় পা গলিয়ে বিরক্তিতে বিড়বিড় করতে করতে তেলের বাতি জ্বালাল সে। রয় রজার্সকে একেবারেই পছন্দ করে না ওয়াইলি। ও একটা গুণ্ডা প্রকৃতির লোক। মানুষকে উত্ত্যক্ত করাতেই

তার আনন্দ। রাস্তার গুণ্ডা-বদমাশের থেকে সে কোন অংশে ভাল নয়। তফাৎ একটাই—ওর ব্যাজ আছে। লোকটাকে ঘেন্না করে ওয়াইলি। মুখের ওপর সেটা বলতেও ছাড়েনি। এমনকি সিটি আর কাউন্টির কর্মকর্তাদের কাছে ওর বিরুদ্ধে কয়েকবার নালিশও জানিয়েছে। ডাক্তার হিসেবে সে দেখেছে যাদেরই লোকটা অ্যারেস্ট করেছে তাদের কি দশা হয়েছে। লোকটা যে ঘুষ খায় এ ব্যাপারে ওয়াইলি নিশ্চিত। চারটা হত্যার ব্যাপারে সে জানে টাকা খেয়েই রজার্স শান্তি রক্ষার অছিলায় লোকগুলোকে খুন করেছে।

বাতি হাতে এগিয়ে এসে দরজা খুলল ওয়াইলি। 'কয়টা বাজে সে খেয়াল আছে? কি চাই তোমার?'

কটমট করে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে এক পা পিছিয়ে আঙুল তুলে দেখাল। বাতি উঁচিয়ে ওয়াইলি দেখল সিঁড়ির গোড়ায় দুটো লোক পড়ে আছে। ওদের একজন গড়াগড়ি খেয়ে কাতরাচ্ছে। নিচে নেমে ভাল করে দেখে ওদের চিনল ডাক্তার। গত কয়েক মাস হল ওরা স্টীল রেইলে আড্ডা গেড়েছে—কমবয়সী টাউট।

দুজনই জখম হয়েছে। একজনের ডান হাতটা বিকৃত, বেশ ফুলে উঠেছে। হাতের একটা হাড় ভেঙেছে—বুঝল ডাক্তার। বাম কাঁধেও ব্যথা আছে বলছে—কিন্তু ওটা মচকেছে মাত্র। কাঁধের জোড়াটা প্রায় খুলে পড়ার জোগাড় হয়েছিল—শেষ পর্যন্ত খোলেনি।

দ্বিতীয় জনের চোয়ালের হাড়টা ভেঙেছে—সম্ভবত মালটিপল্ ফ্র্যাকচার। বাতির আলো চোখে পড়ায় আইরিস ছোট হওয়ায় বোঝা গেল বেশি ক্ষতি হয়নি। আঘাত খাওয়া জায়গাটা থেঁতলে নীল হয়ে রয়েছে। ভুরু কুঁচকাল ওয়াইলি। একে যে মেরেছে সে হয় একে মেরে ফেলতে চেয়েছিল নয়ত হত্যা না করে কত জোরে মারা যায় জানে।

রজার্সের দিকে তাকাল ডাক্তার। 'এটা তোমার কাজ? তোমাকে শহর থেকে বের করে দেয়া উচিত!'

'আমি মোটেও ওদের ওপর হাত তুলিনি,' রেগে উঠে জবাব দিল রয়। 'সন্ধ্যার সময়েই লক্ষ করেছিলাম ওরা সিঁড়ির গোড়ায় শুয়ে আছে। ভেবেছিলাম মাত্রা বেশি হয়ে গেছে—ঘুমিয়ে কাটাচ্ছে। তারপর অন্যদিকে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় আর এদিকে আসতে পারিনি—এইমাত্র এলাম। তোমার ফি কিন্তু তোমাকেই আদায় করে নিতে হবে। ওদের কারও পকেটে কোন টাকা নেই।'

নিশ্চয় না, ভাবল ওয়াইলি। যদি থেকেও থাকত সেটা এতক্ষণে তোমার পকেটে চলে গেছে। কিন্তু মনোভাবটা কথায় প্রকাশ করল না। শুধু বলল, 'যাক, অন্তত ওদের আমার চেম্বারে নিতে সাহায্য করো।'

'ওটা আমার সমস্যা নয়, ডক্।' লোক দুজনকে ডিঙিয়ে পার হল রজার্স। 'আমার যা করার আমি করেছি, এখন সব তোমার হাতে।' ওপাশে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল সে। 'ভাল কথা, গত দুদিনের মধ্যে তুমি নতুন কোন রুগী দেখেছ?'

'প্রত্যেকদিনই আমার কাছে নতুন রুগী আসে।'

'আমি যাকে খুঁজছি সে ছয় ফুট লম্বা, শক্ত লোক। বুলেটের ক্ষত আর আগুনে পোড়া দাগ আছে ওর গায়ে। লোকটার নাম ব্যারন। ওকে দেখেছ?'

আড়ষ্ট হল ওয়াইলি। 'আমার রুগীর রোগ তাদের নিজস্ব ব্যাপার। এখানে নাক গলাবার অধিকার তোমার নেই। তোমাকে লোকজনের খোঁজ দেয়ার দায়িত্ব আমার নয়।'

'আরে না, ওর খোঁজ আমি জানি। সামনের হোটেলেই উঠেছে সে। ওর মোকাবিলা করার আগে ওর শারিরীক অবস্থা জানতে পারলে

আমার একটু সুবিধা হয়।...কিন্তু তুমি আমার কথার জবাবটা দাওনি।'

'ওই নামের কাউকে আমি দেখিনি,' প্রায় ধমকের সুরে বলল ডাক্তার।

দেঁতো হাসির সঙ্গে একটা অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠল। 'না, হয়ত দেখনি,' বলল রজার্স। সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে নিজের পথ ধরল সে।

হিঁচড়ে টেনে আহত লোক দুটোকে চেম্বারে নিয়ে এল ডাক্তার। খেয়াল করল দুজনের কোমরেই গান-বেল্ট রয়েছে, কিন্তু খাপ দুটো শূন্য—পিস্তল নেই।

'ওজন না বুঝে ভুল লোকের সাথে লাগতে গেছিলে,' বিড়বিড় করে বলল ডাক্তার। 'উচিত শিক্ষা হয়েছে।' হঠাৎ আর একটা চিন্তা এল ওর মাথায়। ভুল লোকটা সিডনি ব্যারন নয় তো? অন্য এক শহরে—মনে পড়ছে ওর—একজনের চিকিৎসা সে করেছিল—সেও ভুল করে সিডনি ব্যারনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। ফল শুভ হয়নি।

তোমার ছেলে তোমারই মত নিষ্ঠুর, রুবি। কিন্তু ছেলেটা সৎ। বুঝি না পরীর মত মানুষের পেটে এই ছেলে কিভাবে জন্ম নিল।

জখম লোক দুটোর জন্যে যতটুকু করা সম্ভব করে ওদের শুইয়ে রেখে নিজের কামরায় ঢুকল ডাক্তার। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাপড় পাল্টে রাস্তায় নেমে পুব দিকে রওনা হল।

কাপড়ের খসখস শব্দ আর পায়ের আওয়াজে পুরোপুরি জেগে সোজা হয়ে বসল ব্যারন।

'হ্যালো?' একটা মহিলা কণ্ঠ শোনা গেল। 'এখানে কে?'

আশ্বস্ত হল সে। 'আমি, মিসেস রবার্ট। ডন ফ্রীম্যান।'

হাতের বাতিটা উঁচু করে ওর দিকে ফিরল মহিলা। ওর পরনে সুতো দিয়ে আঁটা পাতলা রাতের জামা। 'মিস্টার ফ্রীম্যান? আমি ভাবতেই পারিনি কেউ এখনও জেগে আছে। তুমি ঠিক আছ তো?'

'চমৎকার আছি, মিসেস রবার্ট।' হাই তুলল সে। 'রাতের বাতাসটা একটু উপভোগ করছি। হয়ত কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়েও পড়েছিলাম,—তোমাকে বিরক্ত করিনি তো?'

'না, না। আমি আমার স্বামীর জন্যে ওষুধ আনতে উঠেছিলাম, দেখলাম এদিকে একটা ছায়া দেখা যাচ্ছে। রাত হয়েছে...তাই...।'

'তা হয়েছে, ম্যাম। তোমাকে বিরক্ত করেছি বলে আমি দুঃখিত। গুড নাইট, মিসেস রবার্ট।'

'তুমি মোবীটি থেকে এসেছ না?' কথা বাড়াল ল্যাণ্ডলেডি।

'হ্যাঁ। কেন?' প্রশ্ন করল ব্যারন।

'না, কিছু না। কিন্তু মোবীটি তো এখান থেকে অনেক দূরে। কিন্তু ওই নামটা আজকেই আমি দুবার শুনলাম। তুমি এখানে পৌঁছার পরপরই এখানকার ডেপুটি মার্শাল একটা টেলিগ্রাম পেয়েছে। সেটাও ওখান থেকেই। অদ্ভুত ঘটনা চক্র, তাই না?'

'নিশ্চয়। কিন্তু ডেপুটি মার্শালকে আমি চিনি না। সে কি এখানে থাকে?'

'না, রয় রজার্স থাকে পাশের বাসায় জেঙকিন্‌সের ওখানে। বাসায় কেউ তখন ছিল না তাই আমিই ওটা সই করে রেখেছিলাম।'

'তাই? টেলিগ্রামটা তাহলে সে এতক্ষণে পেয়ে গেছে?'

'আমি নিজের হাতেই ওটা তাকে দিয়েছি। মনে হয় সে ওটা আশা করেছিল। কারণ ওটা আসার অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ফিরেছিল। লোকটা ওকে না দিয়ে আমার কাছে কেন টেলিগ্রামটা দিল এ নিয়ে

বেশ রাগারাগি করল। আমার কি দোষ? আমি তো তার ভালর জন্যেই ওটা রেখেছি। ওই লোকটাই যেন একটু কেমন—বেশি শক্ত—শহরের শান্তি রক্ষার জন্যে হয়ত অমন কড়া লোকই দরকার।'

'অনেক পদের মানুষ নিয়েই এই পৃথিবী,' স্বীকার করল ব্যারন। দূরে একটা নড়াচড়া ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। একজন তার হোটেলেরই পিছনের সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে। 'হ্যাঁ, অদ্ভুত মিল। কিন্তু মোবীটিতে রজার্স বলে কেউ আছে বলে মনে হয় না।'

'আরে না, ওটা ওর কোন আত্মীয়ের কাছ থেকে আসেনি। তার কেউ আপনজন আছে বলে মনে হয় না। ওটা স্পেন্সার না কি ওই রকম নামের কেউ পাঠিয়েছে। হ্যাঁ, স্পেন্সারই ওর নাম। আমি কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে চাই না। কিন্তু খামের ওপর যা আছে সেটা তো যে কেউ পড়তে পারে।'

'নিশ্চয়।' সামনে হোটেলের পিছনের দরজা খুলে আবার বন্ধ হল। দরজার ফাঁক দিয়ে কিছুটা আলো দেখা গেল। 'গুড নাইট, মিসেস রবার্ট। আশা করি মিস্টার রবার্ট শীঘ্রি ভাল হয়ে উঠবে।'

'আমিও তাই চাই। গুড নাইট, মিস্টার ফ্রীম্যান। যাওয়ার সময়ে ব্যালকনির দরজাটা লক করতে ভুলো না কিন্তু।'

'ভুল হবে না, মিসেস রবার্ট। গুড নাইট।'

মহিলা খেয়াল করেনি বটে, কিন্তু কথার মাঝে এক মুহূর্তের জন্যেও ব্যারনের চোখ হোটেলের পিছনে অন্ধকার গলি থেকে সরেনি। এখনও ওর চোখ ওখানেই নির্দিষ্ট রয়েছে। প্রথম আলোর ঝলকের পর দরজাটা আবার খুলল। একটা কালো আকৃতি প্রথমটার পিছু নিয়ে ভিতরে ঢুকল।

এর অর্থ অনেক কিছুই হতে পারে...আবার কিছু নাও হতে পারে।

কিন্তু এই ধরনের কিছু ঘটার অপেক্ষাতেই সে জেগে বসে আছে। এবার ওর চোখ দুটো নিজের কামরার আলোকিত জানালাটার ওপর স্থির হল। চোখ থেকে ঘুমের ভাব এখন পুরোপুরি কেটে গেছে। তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে কিছু ঘটার অপেক্ষায় আছে ব্যারন।

এটাই স্বাভাবিক যে হিগিন স্পেন্সার যতদিন বেঁচে থাকে—তার খোঁজ করবেই। এখন আর সন্দেহ নেই। নিজের অস্তিত্ব গোপন করেনি ব্যারন। এখন স্পেন্সারের ভাড়া করা লোক ওর ট্রেইল অনুসরণ করে এগোচ্ছে। প্রভাবশালী লোক স্পেন্সার। ডাবল স্টারের মালিক সে। আর ডাবল স্টার প্রায় একটা সাম্রাজ্যই।

হারিকেনের আলোয় আলোকিত কামরাটায় কিছু ঘটছে। হলের দিক থেকে কামরায় ঢোকার দরজাটা বন্ধই রয়েছে। কিন্তু দরজার তলা দিয়ে সাদা একটা কিছু দেখা গেল। এক টুকরো কাগজ, আঁচ করল সে। বাইরের হল থেকে কেউ কাগজটা ঠেলে দিয়েছে। কোন মেসেজ? ওদিকে সতর্ক নজর রেখে অপেক্ষা করছে সে।

সিঁড়ির দরজাটা আবার খুলল। অল্প আলোয় দূর থেকেও ডাক্তারকে চিনতে পারল ব্যারন। অস্থিরতায় ওর মুখ বিকৃত হল। তুমি কেন এর মধ্যে জড়াতে এলে? ভাবছে সে। এটা আমার নিজস্ব ব্যাপার। আমি সামলাব। কতদিকে নজর রাখব আমি? চোট পেলে তোমাকে এখন কে বাঁচাবে?

দোতলার জানালা দিয়ে ভিতরে একটু নড়াচড়া লক্ষ করা গেল। দরজাটা সামান্য খুলল। পর মুহূর্তেই দরজা পুরো খুলে একটা লোক ঝাঁপিয়ে ভিতরে ঢুকে বিছানার বালিশ দুটোর দিকে পিস্তল তাক করে দাঁড়াল। মাথা ঝাঁকাল ব্যারন। ওই তামার ব্যাজ পরা লোকটাই। ডেপুটি মার্শাল রয় রজার্স। ওকেই হোটেলের লবিতে আজ দেখেছে

সে।

লোকটা বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে চাদরটা তুলল। তারপর ঝট করে ঘুরে কামরার বাকি অংশ এক নজরে যাচাই করে দেখল। নিচু হয়ে দরজার গোড়া থেকে কাগজের টুকরোটা তুলে নিয়ে পড়ে দেখল। এবার জানালার ধারে এসে জানালা খুলল। ডাক্তার অন্ধকার রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরছিল। জানালা খোলার শব্দে ফিরে তাকাল। পিস্তল তুলল ডেপুটি মার্শাল। সিডনি উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল, 'ডাক্তার! সাবধান!'

কিন্তু ওর সাবধান বাণী হারিয়ে গেল ডেপুটি মার্শালের কর্কশ গুলির আওয়াজে। পিস্তলের মুখে একটা আগুনের শিখা ঝিলিক দিল। অসহায়ভাবে ছিটকে হাত তুলে উল্টে পড়ল ওয়াইলি। রজার্স ছুটে হল ঘরে বেরিয়ে এল। আড়চোখে লক্ষ করে ব্যালকনি থেকে সোজা নিচে ঝাঁপ দিল ব্যারন। উবু হয়ে নিজের পতন রোধ করল সে। হোটেলের আরও দুটো জানালা খুলেছে। লোকজন কৌতূহলী চোখে বাইরে তাকাচ্ছে। ব্যারন ওখানে পৌঁছার আগেই ওখানে দুজন লোক ডাক্তারের ওপর উবু হয়ে দেখছে। কাছে গেল না সে। একটু দূরে আড়ালে দাঁড়াল। চোখ কান খোলা।

'মরে গেছে,' বলল কেউ। আশপাশ থেকে আরও কয়েকজন এগিয়ে এসেছে।

'লোকটা কে?' একজন প্রশ্ন করল।

'আরে! এতো আমাদের ডাক্তার! কেউ ওকে গুলি করে মেরে ফেলেছে!'

'সরে যাও!' হোটেলের সামনের রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেরিয়ে এল রজার্স। 'লোকটা...মরে গেছে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ঘটনাটা কি?' প্রশ্ন করল একজন।

'কেউ ওকে গুলি করেছে—সরাসরি বুকে!' বলল আরেকজন। 'সবটাই আমি দেখেছি,' ঘোষণা করল রজার্স। আমি মুরের স্টোরে ঠিকমত তালা বন্ধ হয়েছে কিনা দেখছিলাম। একজন পিছনের দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল—ওই খোলা জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে ওকে মেরেছে কেউ। কিন্তু ওখানে এখন কেউ নেই—আমি চেক করে দেখেছি।'

একটু পিছনে আড়াল থেকে সব শুনল ব্যারন। তাহলে এভাবেই তাস সাজানো হয়েছে। একজন নির্দোষ লোককে মরতে হল। এখন নিজেকে বাঁচাতে লোকটা তার ওপরই দোষ চাপাতে চাইছে। অসৎ ডেপুটি মার্শাল স্পেন্সারের পক্ষ নিয়ে কাজ করছে।

কিন্তু তোমার এই পরিণতি কেন হল, ডাক্তার? ব্যথায় ওর ভিতরটা মুচড়ে উঠছে। কিছু একটা ব্যাপার সাবধান করতে এসেই নির্দোষ ডাক্তার শুধুশুধু মারা পড়ল।

আমি এই শহরে এলাম কারণ যাদের পছন্দ করি তাদের যেন ক্ষতি না হয় তাই। অথচ এখানে মৃত্যু আমাকে অনুসরণ করে এসে তোমাকে ধরে বসল। এটা মোটেও তোমার প্রাপ্য ছিল না। পিছিয়ে আরও অন্ধকারে সরে গেল সে। তারপর ঘুরে দ্রুত এগোল। পিছন থেকে গলার সরগুলো ওর কানে আসছে। কিন্তু ওদের কথা শোনার আর প্রয়োজন নেই। সে জানে খেলাটা এখন কিভাবে এগোবে। কার কামরা ওটা? নাম সিডনি ব্যারন। মাত্র আজই এসেছে। ওয়ারেন্ট দরকার হবে আমাদের... ডাক্তার ভাল লোক ছিল। ওর খুনীকে আমরা ঠিকই খুঁজে বের করব।

যারা তাকে অনুসরণ করছে তারা শিকারী কুকুরের মতই তার গন্ধ

টের পেয়েছে। তাকে বেশ কিছু অসুবিধাতেও ফেলে দিয়েছে। আইনের চোখে সে দোষী। সুতরাং তাকে জীবিত ফেরত না আনলেও চলবে।

নিঃশব্দে আস্তাবলে পৌছে বিল মিটিয়ে পোনিটাকে নিয়ে রেল ইয়ার্ডের পিছনে একটা নির্জন গলিতে রেখে আবার অন্ধকার শহরে ঢুকল সিডনি। বেয়ে মিসেস ক্রদার্সের ব্যালকনিতে উঠে দরজা লক করে নিজের কামরায় ঢুকল। ওখানের জিনিসপত্রগুলো থেকে তার যা দরকার তুলে নিয়ে ন্যায্য ভাড়া টেবিলের ওপর রেখে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরে বেরিয়ে এল। এখানে ওখানে বিভিন্ন দূরত্ব থেকে লোকজনের গলার স্বর ওর কানে আসছে—লোকগুলো তাকেই খুঁজছে।

অনেক রাতে শহর যখন নিশ্চুপ হয়েছে তখনও সে রয় রজার্সকে একা পাওয়ার আশায় রয়েছে। সবাই খোঁজাখুঁজি বাদ দিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেও রজার্সের তাকে খুঁজে পেতেই হবে। সে আগে থেকে প্ল্যান করে কিছু করেনি—ঘটনাচক্রের সুযোগ নিয়েছে। এখন ব্যারনকে আর কেউ খুঁজে পাওয়ার আগেই ওর ওকে খুঁজে বের করতে হবে। তার ব্যারনকে ফাঁসাবার প্ল্যানটা সফলভাবে কাজে লাগাতে হলে ব্যারনের লাশ তার চাই।

মুহূর্তের জন্যে ডেপুটির জন্যে ওর একটু খারাপই লাগল। লোকটা ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করে ফেলে ওকে এখন উপস্থিত বুদ্ধিতে প্ল্যান তৈরি করে এগোতে হচ্ছে। সুষ্ঠুভাবে কাজ সারার মত বুদ্ধি ওর নেই।

'তোমার থেকে কিছু প্রশ্নের জবাব আমি চাই, খুনী,' বিড়বিড় করে বলল সিডনি। 'হয়ত যা জানতে চাই তার জবাব তোমার কাছে নেই, কিন্তু যা জানো সেটা বের করতেও আমি আনন্দ পাব।'

অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হাঁটছে ব্যারন—আর সাবধানে নজর রেখেছে। একটা মোড়ে তার মনে হয়েছিল লোকটাকে হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু পরে দূরে ওকে দেখল। অন্ধকারে ছায়ার মত। রেল ইয়ার্ডের দিকে যাচ্ছে। কেবল ছায়ার মত সামান্য একটু নড়াচড়া। রেল ইয়ার্ডের টিমটিমে বাতি আর লোডিঙ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো ঘোড়ার গাড়ির লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল। কিন্তু গাড়িটা খালি।

নজর রেখেছে সিডনি। কিন্তু বুঝতে পারছে এভাবে অন্ধের মত অনুসরণ করে কোন লাভ হচ্ছে না। সময় বেশি নেই, সকাল হয়ে আসছে। এখন আর কিছু জানার সুযোগ থাকবে না।

এক ব্লক পিছিয়ে পোনিটার কাছে চলে এল ব্যারন। ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে তৈরি করে ওকে হাঁটিয়ে রেল ইয়ার্ডের দিকে এগোল।

এভাবে সমস্যার কোন প্রকৃত সমাধান না করে মাঝপথে পিঠটান দেয়া ব্যারনের অসহ্য ঠেকে। কিন্তু সময় বড় অল্প। যাওয়ার আগে রেল ইয়ার্ডটা একটু চক্কর দিয়ে দেখে যাবে।

ভাগ্যের জোরেই বলতে হবে আর কেউ দেখার আগে রয় রজার্সের দেখা পেল ব্যারন।

আসন্ন ভোরের কিছু আগেই রয় রজার্সের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তার পাশে দাঁড়াল ব্যারন।

'আমাকে কিছুই বললে না, আগেই শেষ হয়ে গেলে,' আপন মনেই বলল সে। 'না, তা কেন? তোমার এভাবে মরায় বেশ কিছু জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। বেশি চালাক হতে যাওয়াটা তোমার উচিত হয়নি ডেপুটি। কম পয়সাতেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা ভাল ছিল। কিন্তু বড় পার্টির পথের কাঁটা হয়েই তুমি মারা পড়লে।'

মিডল্যাণ্ড জাংকশন রেলওয়ে কম্পানির মাল গুদামের সামনে যখন,

এসে দাঁড়াল ব্যারন তখন পুব আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। ওদিকে যেখানে রয় রজার্স মরে পড়ে আছে ওখানে কিছু লোককে ছুটাছুটি করতে দেখা যাচ্ছে।

'আমি একটা পার্সেল পাঠাতে চাই,' ঘুমে কাতর ক্লার্কটাকে বলল সিডনি।

'আমাদের শিপিঙ অফিস তো শহরে,' মনে করিয়ে দিল ক্লার্ক।

'আমি জানি। কিন্তু ওটা খুলতে এখনও অনেক দেরি। একটা ছোট্ট জিনিস এখান থেকে পাঠানো যাবে না? আমি টাকা দেব।' একটা ছোট প্যাকেট বাড়িয়ে দিল সে। চার ইঞ্চি পাশ আর ছয় ইঞ্চি লম্বা একটা সরু প্যাকেট। পরিষ্কার অক্ষরে নাম ঠিকানা লেখা আছে ওর ওপরে।

প্যাকেটটা পরীক্ষা করে ক্লার্ক বলল, 'মবীটি? ঠিক আছে। আমিই এটা পাঠিয়ে দিতে পারব। সকাল সাতটা দশের গাড়িতে যাবে। দুই ডলার দিলেই চলবে।'

দুটো ডলার বের করে ওকে দিল সিডনি। 'ওখানে এত গ্যাঞ্জাম কি হচ্ছে?' শান্টিঙ ইয়ার্ডের দিকে দেখিয়ে বলল সে।

'একটা লোক ওখানে মারা পড়েছে। লোকটা রেল লাইনের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছিল। পাঁচটা বগি আর একটা ইঞ্জিন ওর ওপর দিয়ে গেছে। ওকে চেনারই উপায় নেই, বলছিল চার্লি।

'খুব খারাপ কথা।'

'এসব ঘটে। সম্ভবত কোন মাতাল।'

'যাক, ধন্যবাদ,' বলে পিছনে অন্ধকারে সরে গেল ব্যারন। কিন্তু যাওয়ার আগে দেখল তার পার্সেলটা সকালের ট্রেনে তোলার জন্যে ছালার ভিতর রাখা হল।

প্যাকেটের ভিতর যা রয়েছে সেটা এক সময়ে ছিল ডেপুটি

মার্শালের তামার ব্যাজ। কিন্তু এখন ওটা শান্টিঙ করা বগির চাকার নিচে পড়ে একটা সরু চ্যাপ্টা পাতে পরিণত হয়েছে। ভিতরে একটা ছোট্ট নোট। 'এই ব্যাজটা তুমি কিনে নিয়েছিলে,' নোটে লেখা হয়েছে, 'তাই এটা তোমারই প্রাপ্য।'

পার্সেলটা যাচ্ছে মবীটির হিগিন স্পেন্সারের ঠিকানায়।

এনিস থেকে প্রায় মাইলখানেক পশ্চিমে আসার পর কনুইয়ের কাছে কি যেন নড়ে উঠল। চমকে পিছন দিকে ফিরে তাকাল ব্যারন। তারপর দাঁত বের করে হাসল। 'ও, তুমি!' বলল সে। 'এতক্ষণ স্যাড্‌ল্ ব্যাগের ভিতর ঢুকে ঘুমাচ্ছিলে?'

হাত বাড়াতেই বিড়ালের কান দুটো মাথার সঙ্গে সেঁটে গেল। ফোঁস করে তীক্ষ্ণ দাঁত বের করল সে।

'ঠিক আছে,' কাঁধ ঝাঁকাল ব্যারন। 'মাঝেমাঝে আমার মনের অবস্থাও ওরকম হয়।'

সামনের দিকে ফিরল সিডনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই জিনের পিছনে কম্বলের ওপর আয়েশ করে গা এলিয়ে শুয়ে পড়ল বিড়ালটা।

পাঁচ

আইভানের সঙ্গে আরও দুজন যুবক পানির ট্যাঙ্কের কাছে অপেক্ষা করছিল। এই সময়ে ডিকি হেণ্ডারসন ওখানে এসে হাজির হল। ওদের

মুখোমুখি হয়ে সে প্রশ্ন করল, 'শর্টি আর জর্ডি কোথায়?'

'জানি না। গতকাল থেকেই ওরা লাপাত্তা,' জবাব দিল আইভান।

'ওরা কি আমাদের সাথে যাচ্ছে না?'

'আমার ধারণা ছিল যাবে,' বাকি দুজন যুবকের একজন মুখ খুলল। 'আমি নিজে ওদের জানিয়েছি আমরা আজ একটু ঘুরতে বেরোব।'

'দুজনকেই বলেছিলে তো? ওই জর্ডি ছেলেটা একদিনের কথা পরদিন আর মনে রাখতে পারে না।'

'দুজনকেই বলেছি। ওরা গত সন্ধ্যায় বিয়ার খাওয়ার জন্যে কিছু টাকা জোগাড় করতে বেরিয়েছিল। কিন্তু ওরা আর "স্টীল রেইলে" ফিরে আসেনি।'

বিরক্তিতে মুখ বাঁকিয়ে শহরের দিকে ফিরে তাকাল ডিকি। এক বছরের উপরে হয়ে গেল সে এই দলটাকে চালাচ্ছে। সঠিক বর্ণনা দিতে গেলে বলতে হয় এই দলটাই ওর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে। যেদিন ইগনেশিয়ো ওকে অপমান করে পিস্তল বের করে স্যান অ্যান্টোনিয়োতে মারা পড়েছিল—তারপর থেকেই কেউ আর ওর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি। আইভান হয়ত উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় আছে—কিন্তু এখন পর্যন্ত ওর মোকাবিলা করার সাহস তার হয়নি। উনিশ বছর বয়সেই সে এখন দলনায়ক। দলটা কোথাও গেলে সবার যাওয়াটাই নিয়ম।

'হয়ত ওদের কিছু ঘটেছে,' বলল স্টার্কি। 'শুনেছি গত রাতে নাকি শহরে কিছু গোলাগুলি হয়েছে।'

'হ্যাঁ,' গত রাতে এক ডাক্তারকে কেউ গুলি করে মেরেছে—কিন্তু ওটা আমাদের কোন ব্যাপার না।' ব্যাখ্যা দিল ডিকি।

'হয়ত ওরা নিজেরাই কোথাও গেছে,' বলে উঠল আইভান। 'জর্ডি

আমার মতই ও-ই শহরে এতদিন পড়ে থাকা ঠিক পছন্দ করছিল না।'

'হয়ত গেছে।' আইভানের দিকে ফিরল ডিকি। ওর চোখ দুটো আইভানকে ভেদ করে ফেলতে চাইছে। কম বয়সেই এটা সে শিখে ফেলেছে–কারও দিকে কঠিন চোখে তাকালে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সে কুঁকড়ে পিছিয়ে যায়—সংঘর্ষে আসে না। 'আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটাও ওদের বলেছ নাকি?'

অল্পক্ষণ চেয়ে থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল আইভান।

'আমি তোমাকে ছাড়া কাউকেই কিছু বলিনি।' পিছন ফিরে অন্য দুজনের দিকে তাকাল সে। 'কি? তোমরাই বলো, আমরা কোথায় যাচ্ছি তোমাদের বলেছি?'

'আমাকে বলোনি,' জবাব দিল স্টার্কি। 'এখনও আমি জানি না।'

'আমিও না!' ওকে সমর্থন করল হার্ডি। 'তুমি চাইলে শহরে ফিরে আমি ওদের খুঁজে দেখতে পারি।'

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ডিকি।

'ওরা যখন আসেনি। ওরা এটার কোন ভাগ পাবে না।' একে একে সবার দিকে চাইল সে। 'আমি যতক্ষণ দলনেতা আছি, কেউ না এলে সে বাদ পড়বে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল সবাই।

'কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়?' প্রশ্ন করল হার্ডি।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল আইভান। 'ওয়্যাক্সাহ্যাচি,' বলল সে।

'না, আমরা টাইটওয়াডে যাচ্ছি,' আগের সিদ্ধান্ত নাকোচ করে দিয়ে ঘোষণা করল ডিকি। ঘোড়ার পেটে গুঁতো দিয়ে পশ্চিম দিকে এগোল সে।

এনিসের জন্যে সরগরম একটা দিন। গত সন্ধ্যায় মারা পড়েছে

ডাক্তার। অনেক প্রশ্নেরই জবাব পাওয়া যায়নি। আজ সকালেই দিনের আলোয় আবার একটা মৃতদেহ সনাক্ত করার জন্যে লোকজন জড়ো হয়েছে। 'এটা, রজার্সই,' রায় দিল মেয়র জিম রাইলি। 'ওটা তারই বুট—আর ওই হাতের আঙুলে পরা আঙটি...' দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হাতটার দিকে নির্দেশ করে শিউরে উঠল সে। 'ওটা সে...লেফটি মরগ্যানের থেকে কিনেছে বলেই দাবি করেছিল। তাছাড়া ওটা যে তারই পিস্তল এতে কোন সন্দেহ নেই। বুলডগ '৪১... এই কাউন্টিতে অমন আরেকটা পিস্তল আছে কিনা সন্দেহ।'

'এদিকে সে কি করতে এসেছিল?' একজন প্রশ্ন করল।

আড়চোখে লোকটার দিকে তাকাল জিম। ডেইলি হেরল্ডের পাবলিশার। 'জানি না,' মাথা নেড়ে বলল সে, 'তবে আইন অনুযায়ী দরকার বোধ করলে ডেপুটি মার্শালের এখানে আসতে কোন বাধা নেই।'

'আমি তো শুনেছিলাম যে লোকটা ডাক্তারকে খুন করেছে তাকে ধরার জন্যে সার্চ পার্টির ব্যবস্থা করেছিল ও।'

'সাবধান, হোমার,' মাথা নেড়ে বলল বুড়ো জিম। 'ডাক্তারকে কে খুন করেছে তার জবাব এখনও আমরা পাইনি। আন্দাজে কাউকে দোষারোপ করা ভুল হবে।'

'কেন? রজার্স বলেনি সে পুরো ঘটনাটাই দেখেছে?'

'বুঝলাম, কিন্তু প্রমাণ কোথায়? প্রধান সাক্ষীই তো খতম। এখন কে বলবে কে মেরেছে?'

'কেন? আর প্রমাণের কি দরকার? রজার্স তো বলেই গেছে খুনী কে?'

'কিন্তু আমি তো আর কোন প্রত্যক্ষদর্শীকে এখানে দেখছি না।

একজনের কথায় কি হবে? কোর্টে টিকবে?'

'আর কত প্রমাণ চাই তোমার?'

'কাউকে নিশ্চিতভাবে দোষী সাব্যস্ত করা একজনের কথায় হয় না। আশা করি দিন ফুরাবার আগেই আরও তথ্য আমরা জানতে পারব।'

আর বেশি কিছু বলল না মেয়র। শহরের শান্তি রক্ষার জন্যে সৎ কাউকে কাজে নিলেই হয়ত ভাল হত, ভাবল সে। রজার্স ভাল না জেনেও শক্ত লোক বলে ওকে কাজটা দেয়া হয়েছিল।

গত রাতে মেয়র জিমের কানে গুলির যে শব্দটা পৌঁছেচে সেটা কোল্ট '৪৫ থেকে আসেনি এ বিষয়ে সে নিশ্চিত। অথচ সবাই বলছে হোটেলে যে লোকটা উঠেছিল তার কোমরে ছিল পিসমেকার। তার অভ্যস্ত কানে শব্দটা বুলডগ '৪১ এর আওয়াজ বলেই মনে হয়েছে। ডক্টর রোজেনথালকে সে খবর পাঠিয়ে আনিয়েছে। ডাক্তারের মৃতদেহটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। শীঘ্রি সে জানতে পারবে তার অনুমানটাই ঠিক কিনা। তারপর শেরিফ রেনির সঙ্গে আলাপ করবে—দরকার হলে ডিসট্রিক্ট জাজের সঙ্গেও কথা বলবে। রয় রজার্সের সম্পর্কে অনেক গোপন তথ্যই তার ফাইলে আছে। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে হয়ত সাপ বেরিয়ে পড়বে, এই ভয়েই এতদিন এ নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করেনি জিম রাইলি।

কিন্তু রজার্স এখন গত। আগে যা হবার হয়েছে—এখন সে আর আগের ভুলটা করবে না। এনিস চমৎকার শহর, এর ভালমন্দ দেখার দায়িত্ব তারই। মনেমনে সে সিদ্ধান্ত নিল ডক্টর রোজেনথালকে রজার্সের লাশটাও ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে বলবে। তদন্তটা চূড়ান্ত হওয়াই উচিত।

*

এনিস থেকে ওয়্যাক্সাহ্যাচি প্রায় বিশ মাইল। জমিটা মৃদু ঢেউ খেলানো। পথের দুপাশে তুলোর চাষ। বুনো পশ্চিমের সেই চিসম ট্রেইল এখনও দক্ষিণ থেকে ফোর্ট ওয়ার্থে গরু আনার কাজে ব্যবহৃত হয়।

কিছু লোকের কাছে এলিস কাউন্টির কোর্ট হাউজটাই ওয়্যাক্সাহ্যাচির অষ্টম বিস্ময়। কিন্তু শেরিফ কোলম্যান বাস্তব মানুষ—তার কোন বিভ্রম নেই। কাউন্টি সম্পর্কেও না—এতে যারা বাস করে তাদের সম্পর্কেও না।

সকালের সূর্যটা পুবের ছোট টিলাটার ওপর মাত্র এক হাত উঠেছে। পিছন ফিরে ডেপুটি দুজনকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিল শেরিফ।

হেনরি একটু ভারি চেহারার হাসিখুশি যুবক। বয়স বিশও হয়েছে কিনা সন্দেহ। টেলর কাউন্টি কমিশনারের ভাগনে—সেও একই বয়সী। দুজনেই কাঁচা। কাজ বুঝতে ওদের এখনও অনেক সময় লাগবে।

দুজনেই প্রোবেশনে আছে। ওদের কাজ শিখিয়ে যোগ্য ডেপুটি তৈরি করার দায়িত্ব কোলম্যানের।

'তোমরা ওদিকে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছিলে?' বকা দিল শেরিফ।

ঘোড়া এগিয়ে শেরিফের পাশাপাশি চলে এল ওরা। 'আমি খড়ের গুদামটা চেক করে দেখতে গেছিলাম,' বলল টেলর। আশায় উদ্দীপ্ত ওর চোখ—সমর্থন চাইছে।

'কেন?' শেরিফ স্থির চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'বুঝছ না? হাফ মুন ক্রসের ওরা শক্ত লোক। ভাবলাম যদি ওদের খারাপ কোন মতলব থাকে...সাবধান থাকাই ভাল।'

'বুঝলাম!' মন্তব্য করল শেরিফ। দ্বিতীয় ডেপুটির দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'তুমি কোথায় গেছিলে?'

সুন্দর সরল একটা হাসি দিল হেনরি। 'আমি খেয়াল করলাম সেই ইণ্ডিয়ান লোক আর ছেলেটাকে আশপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না—ওরা কোথায় খোঁজ করতে গেছিলাম।'

'আমি তোমাকে ওই কাজ করতে বলেছি?'

'না, স্যার, কিন্তু আমি ভাবলাম ক্যাপ্টেন রিচার্ড এভাবে মারা পড়ল—তুমি তদন্তে এসেছ। সবার সাথেই তোমার কথা বলা দরকার...'

'ওদের দেখা পেলে?'

'টিকিটাও দেখলাম না,' জবাব দিল হেনরি।

'চমৎকার!' উপহাস করল শেরিফ কোলম্যান। 'এখন ভাল করে শুনে রাখো—আমি তোমাদের দিয়ে কিছু করাতে চাইলে বলব। নিজে থেকে তোমাদের কিছু করার দরকার নেই।'

'ইয়েস, স্যার।' দুজনেই একসঙ্গে বলল। কিন্তু চেহারা দেখে মনে হল কাউন্টি কমিশনারের ভাগ্নে এ-ব্যাপারে একটু অনিশ্চিত।

সরাসরি টেলরের দিকে তাকাল কোলম্যান। 'তোমার কেন মনে হল ওরা হামলা করতে পারে?'

'জানি না...ভাবলাম তুমি হচ্ছ শেরিফ...ক্যাপ্টেনের আকস্মিক মৃত্যুতে তদন্তে এসেছ...ওদের ভিতর যারা পিস্তলবাজ...'

'পিস্তলবাজ?' শব্দটার মানে বোঝো?'

'নিশ্চয়। এটা তো সবাই জানে। পিস্তলবাজ হচ্ছে...'

'যে পিস্তলের ব্যবহারে ওস্তাদ,' বাধা দিয়ে বলে উঠল কোলম্যান। 'এর বেশি কিছু নয়।'

'সিডনি ব্যারনের মত? প্রন্টরের শেরিফ যার ব্যাপারে তোমাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল?' উৎসাহের সঙ্গে বলল হেনরি।

'তুমি ওই টেলিগ্রামের কথা কিভাবে জানলে, ডেপুটি?'

'পড়েছি। উচিত হয়নি? ওটা তো ডেস্কের ওপরই ছিল।'

'আমার ডেস্কের ওপর ছিল। যাক, ঠিক আছে। হ্যাঁ, সে একজন দক্ষ গানফাইটার সন্দেহ নেই।'

'আমরা কি তাহলে এনিসে তাকে ধরে আনতে যাব?'

'কোন দোষে?'

'কেন? গানফাইটার হওয়ার দোষেই! টেলিগ্রামে লেখা ছিল সে মালিন্স্ভিলে তিনজনকে মেরে ফেলেছে!'

বড় একটা শ্বাস নিয়ে দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়ল কোলম্যান।

'আচ্ছা, হেনরি, তুমি আমার একটা কথার জবাব দাও। মনে করো এই মুহূর্তে কেউ ওই সামনের ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে তোমার দিকে গুলে ছুঁড়তে শুরু করে—তুমি কি করবে?'

কাঁধ উঁচিয়ে হাসল হেনরি। 'তাহলে আমিও পাল্টা গুলি করব।'

'তুমিও পাল্টা গুলি ছুঁড়বে। কিন্তু বুঝতে পারছ তুমি কি হয়ে দাঁড়ালে?'

'কি?'

'একজন গানফাইটার! এখন চুপ থাকো। আমি যখন কথা বলছি তখন কথার মাঝে কথা বোলো না!'

'ইয়েস, স্যার।'

ভুরু কুঁচকে কথাগুলোর অর্থ বোঝার চেষ্টা করল টেলর। তারপর প্রশ্ন করল, 'তুমি কি কোন কারণে আমাদের ওপর রেগে আছ, শেরিফ?'

উত্তর দিতে কিছুটা সময় নিল কোলম্যান। শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল। 'না, আমার বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত তোমরা ঠিকই শিখবে। কিন্তু অনেক কিছু তোমাদের শিখতে হবে।'

'ইয়েস, স্যার।'

'প্রথমত, আমি কোন তদন্ত করতে হাফ মুন ক্রসে যাইনি।' হাত তুলে রোদ থেকে চোখ আড়াল করে সামনের দিকে তাকাল শেরিফ। ওয়্যাক্সাহ্যাচি দেখা যাচ্ছে সামনে। 'আমি জানতাম ক্যাপ্টেন রিচার্ড কিভাবে মারা গেছে। ওটা ছিল একটা অ্যাক্সিডেন্ট। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ওখানকার লোকজন কঠিন বলে নাম থাকলেও তার মানে এই না যে ওরা খারাপ লোক। ক্যাপ্টেন কোন আউটলকে তার র‍্যাঞ্চে জায়গা দেয়নি।'

'তাহলে ওখানে আমরা কি করতে গেছিলাম?'

'তোমরা দুই পাখি যদি এদিক ওদিক উড়ে না বেড়িয়ে আমি ওদের কি বলেছি শুনতে তাহলে জানতে। ক্যাপ্টেনের লাশ দাফন করার সময়ে কোন ঝামেলা হোক এটা আমি চাই না। আর তৃতীয় কথা সিডনি ব্যারন যদি অন্যায় কিছু করেও থাকে, সে খবর আমার জানা নেই। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার বা তোমাদের কিছু করণীয় নেই। সে তার নিজের পথে চলবে, আমরা চলব আমাদের পথে...তবে...' থুতনির ওপর খোঁচাখোঁচা দাড়ি চুলকাল সে।

'তাহলে ওকে নিয়ে এত চিন্তা করছ কেন?' প্রশ্ন করল হেনরি।

'কারণ ওকে আমি চিনি। অন্তত ওর কথা বিভিন্ন সূত্রে অনেক শুনেছি। লোকটা যেখানেই যায় সেখানেই কিছু না কিছু ঝামেলা ঘটে। সবাই বলে ওর ছায়া আর ঝামেলায় কোন তফাত নেই।'

পিছনে তাকাল হেনরি। আধমাইল দূরে পিছনে কিছু লোকজন

ঘোড়ায় চড়ে আসছে। জনা-বারো হবে। এতদূর থেকে গোনা কঠিন। ওরা সবাই যাবে। ক্যাপ্টেন রিচার্ডকে সবাই ভালবাসত—তারা সবাই শেষ বিদায় জানাতে নিশ্চয় আসবে।

ছয়

জিঞ্জারব্রেড হিল টপকানর পর সিডনির ছায়াটাই ওর আগে আগে চলল। কাঁধের ওপর সকালের রোদটা বেশ মিষ্টি ঠেকছে। রাস্তাটা এখন চওড়া হয়েছে। দুপাশে সেলুন আর ডান্স হলের সারি। তিনটে কাউন্টির পুরুষ লোকের চাহিদা মেটাচ্ছে ওগুলো। চিসম্ ট্রেইল আর জিঞ্জারব্রেড হিল এসব টেক্সাসের সব থেকে আনন্দমুখর জায়গা। রাস্তার দুপাশে দুই সারি করে বিভিন্ন রকম আনন্দ লুটবার জায়গা রয়েছে। সবই আকর্ষণীয় ছকে তৈরি—নতুন করে উজ্জ্বল রঙে রাঙানো।

রাস্তার দুপাশে সবথেকে বড় দালান দুটো নিজেদের মধ্যেই পাল্লা দিয়ে বড় হয়েছে, কিন্তু কেউ কাউকে হারাতে পারেনি। কোথায় যেন বিষাদের সুরে পিয়ানোতে টোকা দিচ্ছে কেউ। দোতলার জানালা থেকে সল্প কাপড় পরা কিছু মহিলা উঁকি দিয়ে সিডনির দিকে চেয়ে হাত নাড়ল। ছুটির দিনে অন্য রকম হত, কিন্তু আজকে কাজের দিন তাই সব একটু স্তিমিত।

মেয়েদের হাত নাড়তে দেখে একটু হেসে হ্যাটের কোনা ছুঁয়ে ওদের স্বীকৃতি জানাল ব্যারন।

'আরে, দেখো, দেখো!' একজন চেঁচিয়ে উঠল। 'ওর পিছনে একটা বিড়ালের বাচ্চা দিব্যি নিশ্চিন্তে শুয়ে ঘুমাচ্ছে!'

আরও স্বর শোনা গেল। 'ইশ্, কি সুন্দর বিড়াল! কিটি, কিটি কিটি।'

'আরে, একটু থামো, মিস্টার! আমি তোমার আর কিটির দুজনেরই যত্ন নেব!'

এবার একটা পরিচিত কণ্ঠ সিডনির কানে এল। 'আরে! সিড্ ব্যারন না? সত্যিই তো তাই!'

লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়াল সিডনি। সামনেই বিরাট সাইনবোর্ডে বড়বড় অক্ষরে লেখা আছে, 'কটিলিয়ন ক্লাব।'

জানালা দিয়ে প্রথমে একটা সুশ্রী নগ্ন পা দেখা গেল। তার পিছনে একটা লাল চুলের মাথা প্রকাশ পেল। 'তোমাকে আগের চেয়ে একটু বয়স্ক দেখাচ্ছে। কেমন আছ সিড?'

'তোমার সম্পর্কে একই কথা বলতে পারলাম না,' জবাব দিল সিডনি। 'তুমি ঠিক আগের মতই আছ। এখানে কি করছ তুমি?'

'লেডভিলে যা করছিলাম এখানেও তাই করছি,' বলে জানালা গলেই বেরিয়ে এল মেয়েটা। 'যা জানি সেটাই তো করব? তবে এখানকার পরিবেশটা ভাল।'

জানালা দিয়ে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়লে ওকে ঘোড়ার পিঠে বসেই লুফে নিল ব্যারন।

'ইশ্! কতদিন পরে দেখা!'

'প্রায় পাঁচটা বছর কেটে গেছে শার্লি। সময় কোনদিক দিয়ে যায়

হিসেব পাওয়া যায় না।' সদ্য মাখা হাল্কা একটা পারফিউমের গন্ধ ব্যারনের নাকে আসছে।

দু'হাতে মাথাটা ধরে ওকে খুঁটিয়ে দেখছে শার্লি। 'গোঁফটা নতুন দেখছি। আগে ওটা ছিল না। ভালই দেখাচ্ছে—বেশ মানিয়েছে। আচ্ছা, লেডভিল থেকে তুমি কোথায় গায়েব হয়েছিলে? আমি তো মনে করেছিলাম তুমি মরেই গেছ, পরে শুনলাম...' চট করে থেমে গিয়ে হাসল সে। 'আমার কথা শোনো, পালাও! লেডভিলের ঘটনায় তোমাকে ভাল করে ধন্যবাদ জানানরও সুযোগ পাইনি।'

'অনেক আগের কথা—ওসব ভুলে যাও, শার্লি,' শান্ত স্বরে বলল ব্যারন। 'ওটা মনে রাখার মত কিছু না।'

'কিন্তু আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলে তুমি! শয়তানটা আমাকে মেরেই ফেলত—আমার প্রিয় বান্ধবীকে সে আগেই খুন করেছিল।'

'ও কিছু না, ভুলে যাও। যা হোক, আমি তো শুনেছিলাম লোকটা ওই ঘটনার পরপরই মারা গেছে। কেউ ওকে পিছন থেকে গুলি করে মেরেছে।'

'হ্যাঁ, ভারি রাইফেল দিয়ে। উচিত সাজাই পেয়েছে হারামজাদা।' পুরানো স্মৃতিতে মেয়েটার চোখ মুহূর্তের জন্যে হিংস্র হয়ে জ্বলে উঠল।

'এখন তোমার কি খবর? নতুন কোন দাবিদার জুটেছে?'

'ওই ঘটনার পরেও আবার? অসম্ভব! এই যে বাড়িটা দেখছ—কটিলিয়ন ক্লাব—ওটার মালিক আমি। কিন্তু আমার মালিক কেউ নয়। আর কোনদিন না।' ইঙ্গিতময়ভাবে কিলবিল করে নড়ে উঠে ওকে জড়িয়ে ধরল শার্লি। 'অবশ্য তুমি চাইলে আমি বিবেচনা করে...'

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল ব্যারন। 'এই ভাল আছ, শার্লি। আমার জীবনের কোন অংশেই তোমার প্রয়োজন নেই।'

'জানলে হয়ত অবাক হবে তুমি।' ঘুরে জিনের পিছনে বসা হলুদ বিড়ালটাকে দেখল শার্লি। 'দেখছি পাঁচ বছরে অনেক কিছুই বদলে যেতে পারে। তোমার পার্টনারটা কে?'

'বিড়ালটা আমার না,' কাঁধ উঁচাল ব্যারন। 'উত্তরের এক রাস্তার বিড়াল। ওকে খাইয়েছিলাম—পরে ঘোড়ার পিঠে রাইডও দিতে হল।'

'ওর নাম কি?'

'জানি না ওর কোন নাম আছে কিনা। কথা বলে না ও। কিন্তু সাবধান...' ঘুরে পিছনে তাকাল সে। 'আশ্চর্য!' শ্বাসের সঙ্গে কথাটা বেরিয়ে এল। শার্লি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে গলা চুলকে আদর করছে। চোখের মণিটাকে ছোট করে চেয়ে আছে বিড়ালটা। ওর নাক আর লেজ মৃদু মৃদু লাফাচ্ছে। অদ্ভুত একটা আত্মরক্ষামূলক ভঙ্গিতে ওত পেতে বসেছে সে। ওর চোখ দুটো শার্লির প্রত্যেকটা নড়াচড়া লক্ষ করছে। কিন্তু আদরটা নেয়ার জন্যে স্থির রয়েছে।

শার্লি আবার একবার ব্যারনকে জড়িয়ে ধরে আদর জানিয়ে খালি পায়েই নিচে নামল। 'তোমাদের দুজনের কারই নিশ্চয় এখনও নাস্তা করা হয়নি? আমার বাবুর্চি দারুণ রান্না করে।'

'আজ সকালে এই প্রস্তাবটাই আমার কাছে সব থেকে উত্তম মনে হচ্ছে।' ঘোড়ার পিঠ থেকে নামার সময়ে পিছন থেকে অস্ফুট কণ্ঠে মেয়েলী স্বরটা অস্পষ্টভাবে ওর কানে পৌঁছল।

'না, তা ঠিক নয়, কিন্তু এটা তুমি কোনদিনই বুঝবে না।' তারপর জোর গলায় বলল, 'ভিতরে এসো, সিড। পিছনের জানালার ধারে টেবিলে বসো। আমি জামা পাল্টে এখনই আসছি।'

খোলা সদর দরজা দিয়ে অদৃশ্য হল মেয়েটা। ঘোড়াটাকে এগিয়ে নিয়ে পানির টবের পাশে নিয়ে নড়াচড়ার সুযোগ রেখে বেশ খানিকটা

লাগাম ছেড়ে বাঁধল। বিড়ালটা ঘাড় কাত করে তাকিয়ে ব্যারনকে দেখছে। চোখে এখনও অবিশ্বাস, কিন্তু আত্মরক্ষার ওত পাতা ভঙ্গিটা এখন আর নেই।

'প্রস্তাবটা তো তুমিও শুনলে,' বলল সে। 'চলো খাই।'

ভিতরে ঢুকল ব্যারন। বিড়ালটাও নিঃশব্দ পায়ে ওর পাশেপাশে এগোল। বিড়ালটাও বোঝে কোথায় একটু ফ্রী খাবার মিলবে, ভাবল সে।

বিরাট কামরাটা চমৎকার ভাবে সাজানো। দেয়ালে এখানে সেখানে সুন্দর কারুকাজ করা কাপড় ঝুলছে। জানালা আর দরজায় ভারি লাল ভেলভেটের পর্দা। মোম পালিশ করা বারের লম্বা তক্তা। উপরে তিনটে ক্রিস্টালের ঝকঝকে ঝাড়বাতি ঝুলছে। কাঠের মেঝেটা মাত্র মুছে পরিষ্কার করা হয়েছে। জায়গাটার চেহারা দেখেই বোঝা যায় এখানে প্রতি সন্ধ্যাতেই প্রচুর ক্যাশ হাত বদল করে।

ঢোকার পথেই উলের গেঞ্জি পরা একটা লোক দরজার কাছে একটু থেমে বেরিয়ে গেল। ভিতরে দুঁজন রেগুলার মাতাল, একজন বিশাল আকৃতির বাউন্সার আর একজন ঘুমে কাতর বারটেণ্ডার ছাড়া আর কেউ নেই।

বারের মাসলম্যান বাউন্সার লোকটার পরনে পরিপাটি পোশাক— কিন্তু চেহারাটা খোয়া বিছানো রাস্তার মত অমসৃণ। ওর চেহারাটা যেন আগেও দেখেছে বলে ব্যারনের মনে হল। আবছা একটা আভাস মাত্র।

বারের পিছনে একটা সিঁড়ি বাঁক নিয়ে ঘুরে উপরে উঠেছে। এক নজরে সে আন্দাজ করল চোদ্দটা নম্বর লেখা কামরার দরজা দেখা যাচ্ছে ওখানে।

'ক্যাটহাউসে কোন পুরুষকে ক্যাট নিয়ে ঢুকতে দেখিনি!' খসখসে

স্বরে মন্তব্য করল কেউ।

ঘুরে চেয়ে দেখল বাউন্সার লোকটাই মন্তব্য করেছে। কথায় শ্লেষের ভাবটা ব্যারনের সহ্য হল না। ঝট করে ঘুরেই ওর ডান হাতটা মুচড়ে পিঠের কাছে ঠেসে ধরল। 'বাউন্সার হয়ে মাস্তানি—না? হাতটা ভেঙে দেব?'

'মিছেই চটছ, তোমাকে অপমান করার জন্যে আমি কথাটা বলিনি।' মিছে কথা বলল হার্ডি। আসলে গায়ে পড়ে ব্যারনের সঙ্গে শার্লির মাখামাখির চেষ্টা দেখে ওর গায়ে জ্বালা ধরে গেছে। পাত্তা না পেলেও শার্লিকে সে মনে মনে ভালবাসে। শার্লির দেহরক্ষী হয়ে কাজ করে বলে ওর ধারণা এটা তার ন্যায্য অধিকার।

সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে শার্লি। এক নজরে ঘটনা আঁচ করে নিয়ে হার্ডিকে ধমক দিল সে।

'অতিথির সাথে এ তোমার কেমন ব্যবহার, হার্ডি?'

হাত ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ব্যারন।

'সবার সাথে যে ঠাট্টা-ইয়ার্কি চলে না এটা ওকে বুঝিয়ে দিলাম।'

মুচড়ানো হাতটা ডলতে ডলতে বারের দিকে সরে গেল হার্ডি।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে টেবিলের কাছে এগিয়ে এল শার্লি। গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা গোলাপী রঙের গাউনে ওকে সুন্দর মানিয়েছে।

মোহিত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে এগিয়ে এল হার্ডি। ব্যারনের টেনে ধরা চেয়ারে বসল শার্লি।

'গুড মর্নিঙ...মিস্। আমি জানতাম না লোকটা তোমার বন্ধু। তুমি কখনও বলোনি।'

'অবশ্যই সে আমার বন্ধু, হার্ডি। যখন লেডভিলে ছিলাম, তখন থেকেই সে আমার খুব ভাল বন্ধু।'

এক মুহূর্ত হতবুদ্ধি হয়ে চেয়ে থেকে ব্যারন্রের দিকে ফিরল সে।

'তাহলে তো তুমি আমারও বন্ধু। তুমি যখন ঢুকলে তখন একটা লোক বেরিয়ে যেতে দেখেছিলে?'

'দেখেছি।'

লোকটা এই শহরের ল'ম্যান। জ্যাক বুল। ওর থেকে সাবধান।'

'আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি না, হার্ডি।'

'ভাল কথা, কিন্তু দেখলাম তোমার ব্যাপারে ওর খুব কৌতূহল।' ঘুরে বারের কাছে ফিরে গেল সে।

নাস্তার জন্যে এল বেকন, ডিম ভাজি, বিস্কিট (প্রায় কাপ-কেক সাইজের মাখন দিয়ে মাখিয়ে তৈরি করা রুটি), পীচ ফল আর ক্রীম। টেবিলের তলায় বিড়ালটার জন্যেও খাবার এল রান্নাঘর থেকে—ছোট টুকরো করে কাটা মাংস, তার সঙ্গে এক বাটি দুধ।

পাশে কাত হয়ে বিড়ালটাকে এক মিনিট দেখল শার্লি। মুখে হাসি।

'ওকে তুমি কোত্থেকে তুলে এনেছ?'

'মালিন্স্ভিল। রাস্তায় বেকার ঘুরছিল। তুমি এখানে কতদিন?'

'দুবছর হবে—কিংবা তিন। কিছুদিন এদিক-ওদিক ঘোরার পর ওয়্যাক্সাহ্যাচি দেখে আমার পছন্দ হল। হাতে কিছু টাকাও ছিল। এখানেই থেকে গেলাম। সুন্দর শহর। চিসম ট্রেইল পাশেই থাকায় ব্যবসায় নিয়মিত ভাল লাভ হচ্ছে। এখন আমি আমার ইচ্ছেমত যখন যেখানে খুশি যেতে পারি—যা খুশি করতে পারি।'

প্যারিস থেকে আমদানি করা গাউন, কব্জির দামী ব্রেসলেট, গলায় পরা মুক্তার মালা—সবকিছুতেই স্বচ্ছলতার ছাপ।

'এখান থেকে তাহলে ভালই রোজগার হচ্ছে?'

'ঝুঁকি নিয়ে আরও কিছু কাজ আমি করছি—তাতেও অনেক টাকা আসে। কিন্তু আমার কথা অনেক হল, এবার তোমার কথা বলো। কোথায় ছিলে, কি করছ, এখানে কিজন্যে এসেছ...সব!'

'বলার মত তেমন কিছুই নেই। এদিক ওদিক ভেসে বেড়িয়েছি। হাতের কাছে যা এসেছে তাই করেছি। আর চলার পথেই এখানে থেমেছি।'

জবাব শুনে প্রথমে অবাক, পরে নিরাশ হল মেয়েটা।

'তুমি তাহলে থাকছ না?'

'না, থাকার ইচ্ছে নেই। শহরটা একটু দেখে আবার বেরিয়ে পড়ব।'

'কোথায় যাবে?'

'জানি না। সম্ভবত পশ্চিমে।'

'তুমি আর বদলাবে না, সিডনি।' নিরাশ ব্যথিত চোখে ওর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সে আবার বলল, 'ঠিক আছে, আমি আর কিছু জানতে চাইব না। তোমার ক্ষত-চিহ্নগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি। যা দেখতে পাচ্ছি না সেগুলোও। আগের মতই অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার অভ্যাস তোমার যায়নি।'

'ঠিক অন্যের না,' বলল সে। 'আমার নিজেরই।'

'তোমার জীবনে একটা মেয়েও আছে নিশ্চয়?' কথাটা ঠিক প্রশ্ন নয়—উক্তি।

ওর কথায় হাসির ভঙ্গিতে ওর ঠোঁটের কোনাদুটো একটু ভাঁজ হল। 'হ্যাঁ, আছে।'

'তাহলে তুমি তার সাথে নেই কেন?'

'শত্রু। ওর নয় আমার। ওকে বিপদে ফেলতে চাই না আমি। সব

শেষ করেই ওর কাছে ফিরতে চাই।'

'কে সে? ওর সম্পর্কে কিছু বলো?'

'না।'

কিছুক্ষণ নিজের খাবার নাড়াচাড়া করে সে বলল, 'পুরুষদের এটাই স্বভাব—মেয়েদের কিছু বলতে চায় না। হয়ত তারা চিরকাল এমনই থাকবে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার বলল, 'তুমি বলছিলে শহরটা একটু ঘুরে দেখবে—মানে বিশেষ কোন কারণে এখানে এসেছ?'

'এমন কিছু না। একটা ব্যাপারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার কিছু জিনিস আমার কাছে আছে। সেটা পৌঁছে দিয়েই আমি এখান থেকে সরে যাব।'

'কিন্তু সাবধানে থেকো, সিডনি।'

'নিশ্চয়, সাবধান থাকি বলেই তো এখনও বেঁচে আছি।'

'হ্যাঁ, এখনও বেঁচে আছ।' মেয়েটার স্বর একটু অন্যরকম শোনাল। 'কিন্তু মরতে কতক্ষণ? জানি তুমি সাবধানী লোক। কিন্তু আমার বিশ্বাস তোমার কিছুদিন ডাক্তারের চিকিৎসায় থাকা...'

কথাটা শেষ হল না। ব্যারনের ঠাণ্ডা চাহনির সামনে আপনা-আপনি মিইয়ে গেল। 'ভাল ডাক্তারের কাছেই আমি গিয়েছিলাম—কিন্তু ডাক্তারই মারা গেল।'

আর কোন ব্যাখ্যা দিল না ব্যারন। মুহূর্তে ওর চেহারা থেকে কঠিন ভাবটা কেটে গেল। এরপর খাওয়ার মাঝে মামুলি কিছু কথা হল যাবার জন্যে সে যখন উঠে দাঁড়াল ওকে থামিয়ে সরাসরি ঠোঁটের ওপর একটা লম্বা চুমো খেল শার্লি। একটু অদ্ভুত, যেন এটাই শেষ বিদায়। চুমোর শেষে ঘুরে সোজা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল মেয়েটা।

একবারও পিছন ফিরে তাকাল না।

আশ্চর্য। ভাবল সে, কিভাবে ঘুরেফিরে একই লোকের সঙ্গে মানুষের চলার পথে বারবার দেখা হয়। শার্লি...কি? ওর পুরো নামটাও সে জানে না। বেশ্যা—কিন্তু মেয়েটা জীবনে অনেক উন্নতি করেছে। টাকা-পয়সাও অনেক কামিয়েছে। এখন সে সচ্ছল। দুনিয়ার চাল-চলনই আলাদা। সে যেমন চায় সেভাবে কেউ চলে না। নিজের তালেই চলছে পৃথিবী।

আর হার্ডি—ওকে হয়ত লেডভিল ছাড়ার আগেই নিযুক্ত করেছে শার্লি। খারাপ করেনি। সুন্দরী মহিলা—বয়স হয়ত তিরিশ হয়েছে—কিন্তু বোঝার উপায় নেই। ওকে এখনও ষোড়শীর মতই দেখায়। একজন শক্তিশালী লোক ওর প্রয়োজন। বুদ্ধিতে একটু খাটো—সেটা আরও ভাল।'

সে আশা করেছিল আদর পেয়ে বিড়ালটা হয়ত এখানেই থেকে যাবে। কিন্তু ওটা টেবিলের তলায় বসেই শার্লিকে উপরে উঠতে দেখল। ব্যারনের পিছন-পিছনই বেরিয়ে এল সে। ওকে না নিয়েই ঘোড়ার পিঠে উঠতে দেখে 'মিয়াও' শব্দে প্রতিবাদ জানাল সে। একটু ঝুঁকে কোটের হাতা বেয়ে বিড়ালটাকে উঠে জিনের পিছনে নিজের জায়গায় বসতে সাহায্য করল ব্যারন।

'এই ফ্রী রাইড কিন্তু বেশিদিন চলবে না,' বলল সিডনি। 'তুমি আমার বিড়াল না। আমার কোন বিড়াল নেই।'

রাস্তার শেষ মাথায় সেলুনের বারান্দা পরিষ্কার করছে একটা লোক। লাগাম টেনে ওর সামনেই ঘোড়া থামাল ব্যারন।

'জাজ-ফ্রেড কলিনসকে কোথায় পাওয়া যাবে জানো?'

মুখ তুলে তাকাল লোকটা।

'ওই নামের কাউকে আমি চিনি না,' জবাব দিল সে। 'তবে জাজ হলে সম্ভবত কোর্ট হাউজেই ওকে পাবে। কিন্তু রাখো, আজকে একটা বড় ফিউনারেল আছে। ক্যাপ্টেন রিচার্ডের দাফনে অনেক লোক আসবে। ওখানেও তার দেখা পেতে পারো। ভাল লোক ছিল ক্যাপ্টেন। ওখানে অনেক লোক আসবে আজ।'

লোকটা আবার নিজের কাজে মন দিল। পশ্চিমে রওনা হল সিডনি। ওয়্যাক্সাহ্যাচি শহরের কেন্দ্রটা ওদিকেই।

কটিলিয়ন ক্লাবের বাড়িতে শার্লিকে আবার নিচে নামতে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল হার্ডি। আবার কাপড় পাল্টেছে মেয়েটা। ওর পরনে এখন দিনের পোশাক। খুব স্মার্ট দেখাচ্ছে। হার্ডি তাকিয়ে আছে।

'আমার গাড়িটা সামনের দরজায় লাগাতে বলো, হার্ডি। আমি আজকে একটু বেরোব—কাজ আছে।'

'নিশ্চয়, ম্যাম।' বেরিয়ে গেল হার্ডি।

সাত

জিঞ্জারব্রেড হিল থেকে ওয়্যাক্সাহ্যাচি মাত্র এক মাইল। ক্যাটল ট্রেইলের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা উত্তর দিকে চলে গেছে। ডান দিকে কবরস্থান। ওখানে শ'খানেক লোক জড়ো হয়েছে, আন্দাজ করল

ব্যারন। লোকটা ভাল ছিল। তাকে সম্মান দেখাতে অনেক লোক এসেছে।

লোকটার সঙ্গে পরিচয় নেই ব্যারনের, কিন্তু নাম শুনেছে। হাফ মুন ক্রসের যথেষ্ট সুনাম আছে। ব্রেজো কাউন্টিতে ওদেরই আদি বাস। তুলোর মাঠের ভিতর দিয়ে একটা রাস্তা ফোর্ট ওয়ার্থের দিকে গেছে। তুলোর চাষ এদিকে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও হাফ মুন ক্রস শেষ পর্যন্ত গরুর ব্যবসাই টিকিয়ে রেখেছিল।

একটা ভাল লোক মারা গেছে। খুব কঠিন আর চালাক লোক ছিল ওই বুড়ো। এখনও ওয়্যাক্সাহ্যাচির দিক থেকে আরও লোক আসতে দেখা যাচ্ছে। পালিশ করা ঝকঝকে কালো একটা ঘোড়ার গাড়ি লাশটা বয়ে আনছে। ওটার পিছন-পিছন আসছে জনা বিশেক শক্ত চেহারার কাউবয়। প্রত্যেকেই শক্ত—কাজের লোক।

ঘোড়ার গাড়িটা মোড় নিয়ে উত্তরে গ্রেস সেমিট্রির দিকে এগোল। সম্মান দেখাতে হ্যাটটা মাথা থেকে নামাল ব্যারন। লোকগুলো ওকে দেখল। কেউ-কেউ একটু বেশিক্ষণ ধরেই দেখে মনে মনে ওকে যাচাই করে নিচ্ছে। চোখ নামিয়ে নিল ব্যারন। সে জানে ওরা কি দেখছে। ওরা কি ধাতুতে গড়া তাও জানে। একাধিকবার সে নিজেও ওই কাজ করেছে। কাউবয়। শব্দটা কিছু লোকের কাছে অপমানজনক হলেও তার কাছে নয়।

মিছিলটা ধীর গতিতে এগিয়ে গেল কবরখানার দিকে। তাকিয়ে লোকগুলোকে দেখছে আর ভাবছে এদের মধ্যে কোন্ বুড়োটা ফ্রেড কলিন্স্। লোকটাকে আগে কখনও দেখেনি সে।

সারির শেষ দিকে তিনজন আরোহী ওকে দেখে একটু থামল। ওদের একজন মাঝবয়েসী—বাকি দুজন তরুণ। তিনজনেরই পরনে

চকচকে ব্যাজ। হ্যাটটা আবার মাথায় পরে ঘোড়া নিয়ে ওদিকেই এগোল ব্যারন।

'গুড মর্নিঙ, শেরিফ,' বলল সে, 'বলতে পারো জাজ ফ্রেড কলিনস আজ এখানে এসেছে কিনা?'

অভিজ্ঞ ল'ম্যানের মতই লোকটা ব্যারনকে খুঁটিয়ে দেখল। শেষ পর্যন্ত বলল, 'তোমার পরিচয়টা জানতে পারি?'

'আমার নাম ব্যারন,' বলল সে। 'সিডনি ব্যারন।'

ডেপুটি দুজনের চোখগুলো বিস্ফারিত হল। সামনের জন পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল। 'ধৈর্য ধরো, হেনরি,' পিছনে না ফিরেই বলল শেরিফ। তারপর ব্যারনকে বলল, 'আমিও তাই ধারণা করেছিলাম। তুমি এই কাউন্টিতেই আছো খবর পেয়েছি। জাজের সাথে তোমার কি দরকার?'

'একটা জিনিস দিতে এসেছি,' বলল সিডনি। 'পুরানো বন্ধুর স্মৃতি চিহ্ন। লোকটা এখানে আছে?'

'আছে। সে তোমাকে চেনে?'

'না।' আড়চোখে ডেপুটি দুজনের দিকে তাকাল ব্যারন। 'কি ব্যাপার? তোমাদের খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে?'

ঘুরে তাকাল শেরিফ। 'তোমরা মিছিলের সাথে এগোও।'

'কিন্তু, শেরিফ...' টেলর বলতে শুরু করল।

'যা বলছি, তাই করো!'

এগিয়ে গেল ওরা।

'যতসব...' বিড়বিড় করে বলল শেরিফ। 'আমি ম্যাট কোলম্যান। আর ওরা আমার ডেপুটি, কিন্তু একেবারে কাঁচা।'

ঘোড়াটা আরও একটু আগে বাড়িয়ে এলিস কাউন্টির শেরিফের

দিকে হাত মেলাল ব্যারন। ওর পিছনে বসা বিড়ালটাকে দেখে অবাক হলেও কোন মন্তব্য করল না কোলম্যান।

'তুমি বলছিলে আমি এদিকে এসেছি সেই খবর তুমি পেয়েছ—কিন্তু কার কাছ থেকে শুনলে জানতে পারি?'

'প্রস্টরের শেরিফের কাছে জেনেছি। ওদিকে কিছু গোলাগুলিও হয়েছে শুনলাম।'

মাথা ঝাঁকাল ব্যারন। 'কথাটা ওর থেকে জেনেছ শুনে খুশি হলাম। আশা করেছিলাম সে আমার সাথে যোগ যোগ করবে—কিন্তু করেনি। হ্যাঁ, ওখানে মালিন্‌স্‌ভিলে চারজন মরেছে...আসলে পাঁচজন। কিঙ পরিবারের তিন ভাই একজনকে খুন করে টাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল—পরে টাউন মার্শালকেও হত্যা করল। আমি সাক্ষী আছি জেনে ওরা আমাকেও মারতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওরাই মারা পড়েছে।'

'তিন জনই?'

'হ্যাঁ। নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে ওদের মেরেছি। ওরাই আগে গুলি ছুঁড়েছিল। সাক্ষী আছে। ওখানকার সেলুনের মালিকের কাছে আমি একটা লিখিত রিপোর্ট রেখে এসেছি।'

'সেটাও শুনেছি। কিন্তু কিছু কিছু জায়গা ছেড়ে গেছ।'

'হ্যাঁ, ইচ্ছে করেই। সেই জন্যেই ভেবেছিলাম সে যোগাযোগ করবে।'

ঘোড়ার পিঠে স্থির বসে কতক্ষণ ব্যারনের দিকে তাকিয়ে থাকল কোলম্যান। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'পরীক্ষা করে দেখছ?'

'না, সাবধান থাকছি। এনিস থেকে কোন খবর পেয়েছ?'

'কেন, খবর আসার কথা?'

মাথা ঝাঁকাল ব্যারন। 'গত রাতে ওখানে একটা খুন হয়েছে। এক

ডাক্তার মারা পড়েছে। ওকে গুলি করে মেরেছে রয় রজার্স—ডেপুটি টাউন মার্শাল। দোষটা সে আমার ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছিল, কিন্তু কাজটা সে-ই করেছে।'

ভুরু কুঁচকাল শেরিফ। 'তুমি রয় রজার্সকে চেনো?'

'গতকালের আগে চিনতাম না।'

'তাহলে সে তোমাকে ফাঁসাতে চাইবে কেন?'

'টাকা খেয়ে। একটা লোক বস্তা ভরা টাকা খুলে বাঁটছে। আমার মৃত্যু চায় সে।'

'তোমার যদি অসুবিধা না হয় আমার অফিসে একটু আসবে?'

'না ডাকলেই অবাক হতাম,' বলল সিডনি। 'নিশ্চয় যাব, কিন্তু তার আগে আমি যে জন্যে এসেছি—ফ্রেড কলিনসের সাথে একটু দেখা করতে চাই।'

'ঠিক আছে, কিন্তু আমিও তোমার সাথে যাব।'

হাসল ব্যারন। 'আমার পিস্তলটা তুমি রাখতে চাও?'

'না, আমার জানামতে অ্যারেস্ট করার মত অভিযোগ তোমার বিরুদ্ধে আমি পাইনি। কিন্তু আছে?'

'এসব ব্যাপার বলা কঠিন। তবে আমার বিশ্বাস আমার বিরুদ্ধে কোন হুলিয়া বের হয়নি।'

'না, নেই,' জবাব দিল শেরিফ। 'গতকালই আমি চেক করেছি।'

ফ্রেড কলিনসের বয়স সম্ভবত সত্তর পেরিয়েছে। কিন্তু চোখ দুটো উজ্জ্বল আর তীক্ষ্ণ। ওই চোখের পেছনে যে মানুষটা রয়েছে সে যে অনেক দেখেছে, অনেক জানে, বোঝা যায়।

পরিচয় করিয়ে দিল শেরিফ।

'চেহারাটা পরিচিত মনে হচ্ছে, কিন্তু তোমাকে আগে দেখেছি বলে

মনে পড়ছে না।'

'না, দেখেননি,' জবাব দিল ব্যারন। 'কিন্তু আমার বিশ্বাস আপনি আমার বাবাকে চিনতেন। ফ্রীম্যান—মনে পড়ে?'

'ফ্রীম্যান?' জাজের উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ চোখ কিছুক্ষণ ওকে দেখল। 'নিশ্চয়, হিগিন স্পেন্সারের মেয়েকে বিয়ে করেছিল—ওর আগের পক্ষের একটা ছেলেও ছিল—নাম সিডনি ফ্রীম্যান।'

অদ্ভুত স্মরণশক্তি লোকটার। এসব প্রায় পঁচিশ বছর আগের কথা।

'তাঁকে চেনার সুযোগ আমার হয়নি, স্যার। মায়ের নাম ব্যারনটাই আমি এখন ব্যবহার করি। মাত্র গতবছরই আমি জানতে পারলাম আমার বাবা কে—এবং কোথায় থাকে।'

'শেষ পর্যন্ত দেখা পেলে?'

'না, স্যার। আমার খুব ইচ্ছা ছিল—কিন্তু দেরি হয়ে গেল।'

'কী? হিউবার্ট নেই?' লোকটার চোখে বিষণ্ণতার ছায়া ভেসে উঠল। 'আমি দুঃখিত। সত্যিকার অর্থেই ব্যথা পেলাম। লোকটা ভাল ছিল। যোগ্য ল'ম্যান ছিল সে। কিন্তু এটা কিভাবে ঘটল?'

'তাঁকে খুন করা হয়েছে, স্যার। হিগিন স্পেন্সারই লোক পাঠিয়ে খুন করিয়েছে।'

সদ্য খোঁড়া কবরের ওপর আড়াআড়ি ভাবে পাতা দুটো কাঠের তক্তার ওপর কফিনটা রাখা হয়েছে। লোকজন সবাই চারপাশে জড়ো হয়েছে। 'ওরা অনুষ্ঠান শুরু করতে যাচ্ছে, জাজ,' বলল শেরিফ কোলম্যান।

'তাহলে পরে আবার কথা হবে?'

'আপনি যেমন বলবেন, তাই হবে।' পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট প্যাকেট বের করল ব্যারন। 'আমি আপনার কাছে এটা পৌঁছে

দেয়ার জন্যেই এসেছিলাম।'

ওটা হাতে নিয়ে মোড়ক খুলল জাজ। ভিতরে একটা ল'ম্যানের ব্যাজ। ওখানে খোদাই করে লেখা আছেঃ মার্শাল—মবীটি, টেক্সাস।

'একদিন আপনিই এটা বাবার বুকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। তাই ভাবলাম তাঁর মৃত্যুর পরে আপনার কাছে এটা পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আমারই।'

'হ্যাঁ, এই ব্যাজটা আমিই তার বুকে পরিয়ে দিয়েছিলাম। এর যোগ্য মর্যাদাই সে দিয়েছে। আমি নিজে তার সাক্ষী।'

দাফনের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই। কোলম্যানের ডেপুটিদের একজন চেয়ার এনে জাজকে সামনের সারিতে বসাল।

'আমি শুনেছি কিছুদিন আগে ক্যানসাসে শেরিফ ফ্রীম্যান মারা পড়েছে। ব্যক্তিগতভাবে ওকে আমি চিনতাম না—তবে অনেক সুনাম শুনেছি। তোমার বাবা?'

'হ্যাঁ।'

'আমি দুঃখিত।'

হেনরি খবর দিল সেই ইণ্ডিয়ান লোক আর ছেলেটা এসে হাজির হয়েছে।

যেদিকে নির্দেশ করা হল সেদিকে তাকাল ব্যারন। সদ্য খোঁড়া কবরটার পাশে হাফ মুন ক্রসের লোকজন সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। কাজ করে কড়া পড়া হাতে ওদের হ্যাট। খালি মাথায় ওদের একই গোত্রের লোক বলে চেনা যাচ্ছে। কপালের যে অংশ হ্যাটে ঢাকা থাকে সেটা মাছের পেটের মত সাদা দেখাচ্ছে, মুখের বাকিটা রোদে পুড়ে বাদামী হয়েছে।

কাউবয়। সকালে প্রথম হ্যাটটাই ওদের মাথায় চড়ে, আর রাতে

ওটাই সবথেকে শেষে খোলা হয়।

কয়েক পা পিছনে আরও দুজন দাঁড়িয়ে আছে। পোশাকে বোঝা যায় ওরাও র‍্যাঞ্চে কাজ করে—কিন্তু আর সবার থেকে এক্টু আলাদা। চোখ সরু করে তাকাল ব্যারন। লোকটা ইণ্ডিয়ান, কিন্তু টঙ্কাওয়া নয়। বেশি লম্বা নয়, তবে বোঝা যায় শক্তিশালী। বুকটা ব্যারেলের মতই বেরিয়ে আছে। গালের হাড় চওড়া আর উঁচু। ঝাঁটার কাঠির মত সোজা চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমেছে। কপালে একটা রঙ ফিকে হয়ে আসা কাপড়ের হেড-ব্যাণ্ড। লোকটা যেন কেউ তাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছে টের পেয়েই ফিরে তাকাল। মুহূর্তের জন্যে ব্যারনের কাঁধ দুটো একটু আড়ষ্ট হল। চেকো, ভাবল সে।

কিন্তু চেকো মারা গেছে। স্মৃতি হিসেবে ওর পোনিটাই কেবল রয়েছে।

'এই অঞ্চলে কোমাঞ্চি ইণ্ডিয়ান কি করছে?' কোলম্যানকে জিজ্ঞেস করল ব্যারন।

'ওর নাম পাখির গান। ক্যাপ্টেন রিচার্ডের র‍্যাঞ্চে কাজ করত। ওর পাশে যে ছেলেটা আছে, তার নাম যে কি কেউ জানে না। সে কখনও বলেনি।'

হাড্ডিসার চেহারার একটা ছেলে। বয়স পনেরো বা ষোলো হবে। ওর চুলের রঙ ফ্যাকাসে—প্রায় সাদা। ওর চোখ আর দেহের রঙও ফ্যাকাসে। উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় ছেলেটার চেহারা কারও মনেই দাগ কাটবে না। ব্যারন এমন চেহারা আরও দেখেছে—টুম্বস্টোন, উইচিটা, টাসকোসা—চলার পথে অনেক জায়গাতেই দেখেছে। ওদের কেউ প্রথম দৃষ্টিতে পাত্তা দেয় না। কিন্তু পরে টের পায় পাত্তা দিলেই ভাল হত।

পশ্চিমে এমন ছেলে অনেক আছে। আধপেটা খাওয়া চেহারা—কোন নাম নেই—ঠিকানাও না। এমন ছেলে ভালও হতে পারে, আবার বিপজ্জনকও হতে পারে।

একটু উঁচু হয়ে সবাইকে এক নজর দেখে নিয়ে শেরিফ বলল, 'ওদিকে টাইটওয়াড থেকেও কিছু লোক এসেছে। তুমি আর টেলর ওদের ওপর একটু নজর রেখো। এদিকটা আমি সামলাব।'

'ঝামেলা?' শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল ব্যারন।

'সেটাই ঠেকাতে চেষ্টা করছি,' বলে দুজন নবাগতের দিকে এগোল শেরিফ। ব্যারনও ওদিকেই এগোল।

অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। একজন ধর্ম-যাজক বাইবেল থেকে কিছু ধর্ম-কথা পড়ে শোনাচ্ছে। সবাই মাথা হেঁট করে শুনছে। কোলম্যান ইণ্ডিয়ান দুজনের পিছনে এসে দাঁড়াল। ওরা দুজনই বুঝছে শেরিফ ওদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ধর্ম-যাজক পাঠ শেষ করে 'আমেন' বলার আগে কেউ মাথা তুলল না।

'তোমরা এসেছ দেখে আমি খুশি হয়েছি,' নিচু স্বরে বলল শেরিফ। 'বোঝা যায় ক্যাপ্টেনকে তোমরা ভালবাসতে।'

'বড় ভাল লোক ছিল,' বলল পাখির গান।

'চমৎকার কথা,' মাথা ঝাঁকি দিল শেরিফ। 'একটা ভাল লোকের ফিউনারেল |ও হোক এটা নিশ্চয় চাও না?'

'গোলমাল পাকাতে আমরা এখানে আসিনি,' ছেলেটা জবাব দিল। 'অন্যদের মনে কি আছে জানি না।'

'আমি র‍্যাঞ্চের সবার সাথে আজ সকালে কথা বলেছি। তোমাদের দুজনকে পাইনি। কারও প্রতি আক্রোশ নিয়ে আসোনি তো?'

'আক্রোশ আছে,' জবাব দিল ইণ্ডিয়ান লোকটা। 'কিন্তু রাগ-ঝাল

মেটাবার সময় বা জায়গা এটা নয়।'

'টাইটওয়াডের লোকজন মিস্টার রিচার্ডের অনেক গরুই খেয়ে হজম করেছে—পয়সা দেয়নি,' বিড়বিড় করে বলল ছেলেটা। ওর চোখ ওপাশে দাঁড়ানো জনা বিশেক লোকের ওপর। দুজন তরুণ ডেপুটি দুপাশে রয়েছে। ওই দলটা ওয়্যাক্সাহ্যাচির লোকজন থেকে একটু আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'কিন্তু পাখির গান ঠিকই বলেছে, হিসাব-নিকাশের সময় এটা নয়।'

'ভাল,' বলল শেরিফ। 'তাহলে তো কোন সমস্যাই নেই।'

ইণ্ডিয়ান লোকটা এবার স্থির চোখে ব্যারনকে যাচাই করে দেখল। ছেলেটাও ঘুরে ওকে দেখল।

'তোমার সাথের লোকটা কে? পরিচয় পেলাম না,' জিজ্ঞেস করল ছেলেটা।

'ওকে না চিনলেও তোমাদের চলবে,' জবাব দিল কোলম্যান।

ওরা দুজনেই ফিরে ফিউনারেল অনুষ্ঠানে মনোযোগ দিল।

হাফ মুন ক্রসের লোকজন থেকে সরে কয়েক পা পিছিয়ে এল শেরিফ। ব্যারনও ওর সঙ্গেই সরে এল—কিন্তু ভুরু উঁচাল।

'ক্যাপ্টেন রিচার্ডের আপন বলতে কেউ নেই,' ব্যাখ্যা দিল কোলম্যান। 'সুতরাং কর্মচারীরাই তার আপন লোক। তাই এখানে যা করণীয় সব ওরাই করবে।'

সমস্যাটা বুঝে মাথা ঝাঁকাল ব্যারন। ওর দুচোখ উপস্থিত সবাইকে এক নজর দেখল। এটা তার পুরানো অভ্যাস। কে কোথায় দাঁড়িয়েছে—কার মন কোনদিকে, দেখল।

অনুভব করল কাছেই উলের গেঞ্জি পরা একটা লোক তার ওপর কড়া নজর রেখেছে—কিন্তু ভাব দেখাচ্ছে সে কিছুই লক্ষ করছে না।

এই লোকটা সম্পর্কেই হার্ডি কটিলিয়ন ক্লাবে তাকে সাবধান করেছিল।

'এক্সকিউজ মি,' বলে কোলম্যানের কাছ থেকে সরে ওই লোকটার দিকে এগোল ব্যারন। 'আমার পিছনে কেন লেগেছ তুমি?' নিচু স্বরে প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সে। 'কোন বিশেষ কারণ—নাকি নিছক কৌতূহল?'

অপ্রস্তুত হল লোকটা। 'আমি...'

'জানি। তুমি জ্যাক বুল। কৌতূহলী হওয়ার জন্যেই তোমাকে বেতন দিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু পিছন থেকে নজর রাখলে আমি নার্ভাস বোধ করি। যা-ই করো সামনা-সামনি কোরো।'

'তোমাকেও আমি ভাল করেই চিনি, সিডনি ব্যারন,' সরাসরি বলল সে। 'তুমি যেখানে যাও সেখানেই লোক মারা পড়ে। তাই আমার শহরে তোমাকে আমি চাই না।'

'সহজ সরল কথা,' বলল ব্যারন। 'কিন্তু কিছু করার আগে ওর সাথে আলাপ করে নিয়ো।' মাথা হেলিয়ে কাউন্টি শেরিফের দিকে ইঙ্গিত করল সে। ম্যাট কোলম্যান ওর বস্। ব্যারন এগিয়ে লোকজনের ভিড়ে মিশল। অল্পক্ষণ পরেই কোলম্যান ওর পাশে এসে দাঁড়াল।

'কি ব্যাপার?' প্রশ্ন করল সে।

'কিছু না। কেউ আমার দিকে তাকিয়ে থাকবু এটা আমি পছন্দ করি না। একটু নার্ভাস টাইপের লোক ও।'

'জ্যাক বুল? লোকটা খারাপ না। ওকে নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই।'

'চিন্তা করছি না,' বলল ব্যারন। 'কিন্তু মনে হয় লোকটার মনে কোন অশান্তি আছে। যা সে ভুলতে পারছে না।'

'ঠিকই ধরেছ। ওর যাকে বিয়ে করার কথা ছিল সে গানম্যানের

ক্রস ফায়ারে পড়ে মারা গেছে। সেই থেকেই গানম্যানের প্রতি ওর আক্রোশ।'

ঠাণ্ডা বাতাসটা এখন একটু জোরে বইতে শুরু করেছে। পশ্চিমের আকাশে কালো মেঘ করেছে। ধর্ম-যাজক এতক্ষণ ক্যাপ্টেন রিচার্ড যে কত ভাল লোক ছিল তারই ব্যাখ্যা দিচ্ছিল। কেউ মারা গেলে ফিউনারেলে একটু মাত্রা ছাড়িয়েই গুণগান গাওয়া হয়। মাথার ওপর মেঘের গর্জন শুনে উপর দিকে চেয়ে অনুষ্ঠান তাড়াতাড়ি শেষ করার দিকে মন দিল প্রীচার। বাইবেল থেকে সংক্ষিপ্ত একটা প্রার্থনা সেরে বই বন্ধ করল সে। কবরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে কয়েকজন দড়ি দিয়ে কফিনটাকে কয়েক ইঞ্চি উঁচু করল—দুজন লোক নিচে থেকে তক্তা সরিয়ে ফেলল। শেষ বিশ্রাম নিতে ক্যাপ্টেনকে কবরে নামানো হল। হাফ মুন ক্রসের লোকদের দিকে চেয়ে সম্মতি জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল প্রীচার। একজন লম্বা-চওড়া গড়নের লোক এগিয়ে গোড়ালির ওপর বসে একমুঠো মাটি কবরে ফেলল।

'ডেভ ফোলজার্স,' নিচু স্বরে ব্যারনকে বলল শেরিফ। 'হাফ মুন ক্রসের ফোরম্যান। ভাল লোক।'

ফোলজার্সকে অনুসরণ করে র‍্যাঞ্চের আর সব কর্মচারীও একমুঠো মাটি ফেলে ক্যাপ্টেনকে শেষ বিদায় জানাতে এগোল। ইণ্ডিয়ান লোকটা আর সেই ছেলেও লাইনে দাঁড়িয়েছে। টাইটওয়াডের লোকজন যেখানে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে একটু চড়া গলায় কথাবার্তা শোনা গেল। ব্যারন লক্ষ করল ডেপুটি দুজনকে নার্ভাস দেখাচ্ছে। একে একে সবাইকে যাচাই করে দেখল। বারো জন লোক—সবাই কঠিন প্রকৃতির—টাউট। ঝামেলা পাকানো আর গুণ্ডামি ওদের জীবনের একমাত্র লক্ষ। বেশ কিছুটা উত্তেজিত ওরা—মনে হচ্ছে কিছু একটা

ঘটার অপেক্ষায় আছে।

পাখির গান কবরের কাছে পৌঁছলে ওদের গলার স্বর আরও জোরালো হল।

ব্যারনের ভুরু কুঁচকাল। ধীরে সরে লোকগুলোর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল সে।

কোমাঞ্চি লোকটার সুযোগ এলে সে কবরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে একমুঠো মাটি তুলে নিল। কবরের ভিতর কালো চোখে চেয়ে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল। তারপরেই শেষ সম্মান দেখাতে মুঠো খুলে মাটিটুকু ভিতরে ছেড়ে দিল।

টাইটওয়াড দলের একটা বিশাল লোক সবাইকে শুনিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'চোখের সামনে এমন জিনিস আমি সহ্য করব না!'

ওর কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল টেলর। সে ওর দিকে ঘুরে প্রশ্ন করল, 'কি সহ্য করবে না?'

'কেন, ওই লাল মুখো অসভ্য ইণ্ডিয়ান কেন একজন সাদা লোকের কবরে মাটি ফেলবে? এটা আমি সহ্য করব না!'

লোকটা হয়ত আরও কিছু বলত, কিন্তু পারল না। একটা শক্ত হাত নেকড়ের ফাঁদের মতই ওর কাঁধে এঁটে বসল। অন্য হাতটা চিবুকের পাশে চোয়াল দুটোর ওপর এঁটে বসে ওকে শূন্যে তুলে ফেলেছে। ওর কানের কাছে কেউ শান্ত স্বরে বলল, 'ফিউনারেলে কেউ বাধ সাধলে সেটা আবার আমি সহ্য করি না।' লোকটার চোখের সামনে পৃথিবীটা ঘোলা হয়ে এল—মুহূর্তের জন্যে একটা লাল টানেল দেখল—তারপরেই সব অন্ধকার হল।

সাবধানে অচেতন দেহটা মাটিতে নামিয়ে রাখল ব্যারন। আশপাশের লোকজন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে। বোঝার চেষ্টা

করছে চোখের সামনে এটা কি ঘটল।

তরুণ ডেপুটি এগিয়ে এসে অবাক চোখে ব্যারনকে একবার দেখে অচেতন দেহটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। 'ওর কি হয়েছে?'

'অজ্ঞান হয়ে পড়েছে,' শান্ত স্বরে জবাব দিল ব্যারন। 'মাথায় যদি রক্ত ঠিকমত না পৌঁছায় তাহলে এমন হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেই ও আবার উঠে বসবে।'

'তুমি ওকে তুলে ধরেছিলে,' বলল তরুণ। 'কিন্তু কি করেছ?'

'ওকে সাবধানে নামিয়েছি যেন না মরে।' অজ্ঞান লোকটাকে চিত করে শুইয়ে হাত দুটো পেটের ওপর ভাঁজ করে রেখে সে আবার বলল, 'তুমি যা করছিলে তাই করো গিয়ে, ডেপুটি। এখানে আর কোন গোলমাল হবে না। একটুও না।'

আট

এলিস কাউন্টির কোর্টহাউসটা যখন ওদের নজরে এল তখন একটানা বৃষ্টি পড়ছে। চারতলা কোর্টহাউসের মাথায় শোভা পাচ্ছে উঁচু একটা ক্লক টাওয়ার।

'এটাই আমাদের কোর্টহাউস,' একটু গর্বের সঙ্গেই ঘোষণা করল শেরিফ কোলম্যান। ফেরিস স্ট্রীটের দরজায় এসে থেমেছে ওরা। 'হেনরি, তুমি ঘোড়াগুলোর যত্ন নাও। এসো, ব্যারন, তোমার সাথে কিছু কথা বলা দরকার। টেলর, তুমিও সাথে এসো।'

শেরিফের সঙ্গে ভিতরে ঢুকল ব্যারন। নবাগত লোকটার সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে টেলর অনুসরণ করছে। দুই ডেপুটির কেউই ফিউনারেলের পর বলার মত কথা খুঁজে পায়নি। টাইটওয়াডের হাঙ্গামাকারী লোকটাকে কিভাবে ঠাণ্ডা করা হয়েছে এটা ওরা দুজনেই দেখেছে—কিন্তু এমন কাণ্ড আর আগে দেখেনি।

ব্যস্ত একটা বড় কামরায় শেরিফের ডেপুটিরা বসে—শেরিফের অন্যান্য কর্মচারী আর ডিসট্রিক্ট কোর্টের কেরানিরাও একই কামরা ব্যবহার করছে। ওটারই পিছনে শেরিফের বিলাসী অফিস।

'ভিতরে এসো,' দরজা খুলে ধরে ইশারা করল কোলম্যান। 'তুমিও, টেলর।'

ভিতরে চামড়ায় মোড়া সোফায় ব্যারনকে বসিয়ে ডেপুটির দিকে ফিরল শেরিফ। 'এবার বলো ওখানে কি ঘটেছিল।'

ঢোক গিলল টেলর। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রিপোর্ট দিতে শুরু করল, 'তোমার আদেশ মতই আমরা টাইটওয়াডের দলটার ওপর নজর রেখেছিলাম। কিন্তু ইণ্ডিয়ান লোকটাকে কবরে মাটি ফেলতে দেখে টম স্মিথ খেপে উঠল। দুই দলে একটা মারপিট বাধার জোগাড় হল...'

নিজের ডেস্কের পিছনে গিয়ে বসল শেরিফ। 'বাড়তি কথা ছেড়ে কি ঘটেছিল তাই বলো।'

'কি যে ঘটেছে তা আমি নিজেও ভাল করে জানি না। যা দেখলাম তা হচ্ছে মিস্টার ব্যারন লোকটার পিছনে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধ আর গলায় হাত রাখল—লোকটা ঘুমিয়ে পড়ল।'

'টম স্মিথের অভিযোগ করার কোন কারণ ছিল?'

'সাদা লোকের কবরে ইণ্ডিয়ান লোকের শ্রদ্ধার সাথে মাটি ফেলা

যদি অন্যায় হয়...

'আমি আইনসঙ্গত অভিযোগের কথা বলছি, ডেপুটি! এই ডিপার্টমেন্ট বা মিস্টার ব্যারনের বিরুদ্ধে সে কোন নালিশ অথবা অভিযোগ আনতে পারে?'

'না, স্যার! আমার কাছে তো মনে হলো ওরা একটা দারুণ মারের হাত থেকে বেঁচে গেছে। ক্যাপ্টেন রিচার্ডের ফিউনারেলে গোলমাল বাধলে হাফ মুন ক্রসের লোকজন ওদের পিটিয়ে লাশ করে দিত। মিস্টার ব্যারন কি করেছে জানি না—কিন্তু তাতে একটা বিচ্ছিরি হাঙ্গামা থেকে সবাই বেঁচেছে।'

'ঠিক আছে, টেলর। তুমি বাইরে অপেক্ষা করো।'

'ইয়েস, স্যার।' ছাড়া পেয়ে চট করে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করল ডেপুটি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কোলম্যান। 'নেহাত কাঁচা,' বিড়বিড় করল সে।

'সময়ে এও শিখবে,' মন্তব্য করল সিডনি ব্যারন।

'লোকটাকে আসলে কি করেছিলে তুমি?'

'গোলমাল করছে দেখে কয়েক মিনিট ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্যে মগজে রক্ত যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম।'

'এই ধরনের অনেক কৌশল ইণ্ডিয়ানরা জানে,' বলল শেরিফ। 'ওদের থেকেই শিখেছ?'

'না। নিউ মেক্সিকোর এক ফ্রেঞ্চ ক্রিওল জুয়াড়ীর কাছে শিখেছি।'

ধীরে এপাশওপাশ মাথা নাড়ল কোলম্যান। 'যাক, তুমি একটা বড় উপকার করেছ আমার। টম স্মিথের তুলোর বিচি ছাড়াবার মিল্ আছে। টাইটওয়াডের সবকিছুরই মালিক সে। মারপিট, ঝামেলা আর গোল-মাল পাকানোই লোকটার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। ওখানকার আর

সবাইও ওরই মত। ওটা একটা চোরের আড্ডা। ওদের আমি অনেক আগেই সাফ্ করে ফেলতাম—কিন্তু কমিশনারদের জন্যেই পারিনি।... টাইটওয়াডের লোকজনের সাথে হাফ মুন ক্রসের ঝগড়া নতুন কিছু নয়। আমি ভয় পাচ্ছিলাম ক্যাপ্টেনের ফিউনারেলে ঘুসাঘুসি বা খুনাখুনিও হয়ে যেতে পারে।'

'যাক, তুমি বলছিলে আমার সাথে কি কথা আছে?' কাজের কথায় এল ব্যারন। 'ডাক্তার ওয়াইলির মৃত্যুর একটা লিখিত রিপোর্ট চাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তার আগে বলো রয় রজার্স সম্পর্কে তুমি কি জানো।'

'তোমাকে যা বলেছি তার বেশি কিছুই নয়। ওকে আমি হোটেলের দোতলার জানালা দিয়ে ডাক্তারের পিঠে গুলি করে মারতে দেখেছি। পরে নিজের কানেই শুনেছি দোষটা সে আমার ঘাড়ে চাপানর চেষ্টা করেছে। কেন সেটাও আমি বেশ আন্দাজ করতে পারছি। আমার ধারণা মোবীটির হিগিন স্পেন্সারের সাথে ওর যোগাযোগ ছিল। সম্ভবত আমি এনিসে আছি জেনে স্পেন্সার ওকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল। ওতে কি লেখা ছিল তা আমার জানা নেই। কিন্তু স্পেন্সারের নির্দেশেই এটা সে করেছে। তবে আমি যা দেখেছি আর শুনেছি সেগুলো ছাড়া বাকি সবটাই আমার অনুমান—এর কোন প্রমাণ আমার কাছে নেই।'

'আপাত দৃষ্টিতে অলীক কল্পনা বলেই মনে হয়,' মন্তব্য করল শেরিফ।

'ঠিক তা নয়। স্পেন্সার কি ধরনের লোক তা আমি জানি। আমাকে খুন করাবার জন্যে সে উঠে-পড়ে লেগেছে।'

'কথাটা আমাকে তুমি আগে বলোনি।'

'না, বলিনি। কিন্তু রয় রজার্সের কথায় তোমার মুখের ভাব দেখে বুঝেছি এ-সম্পর্কে তুমি নিজেও কিছু জানো।'

'রয় রজার্সের সাথে তোমার সম্পর্ক কি?'

'কিছুই না। লোকটাকে আগে কখনও দেখিনি। কিন্তু ওর সাথে হিগিন স্পেন্সারের যোগাযোগ ছিল। এসবে আমার নিজের কোন স্বার্থ নেই। বেঁচে থাকাটাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।'

'তোমার সম্পর্কে আমি যা শুনেছি তাতে বুঝি ওটা তোমার জন্যে কোন সমস্যাই নয়। স্পেন্সারকে নিয়ে এত চিন্তা কেন?'

'লোকটা প্রভাবশালী বড়লোক, শেরিফ—এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ। সু মাতিনের নাম নিশ্চয় শুনেছ?'

'মাতিন?' শেরিফের চোখ বিস্ফারিত হল। তারপর টেবিলের ওপর কনুই রেখে আগ্রহভরে সামনে ঝুঁকে এল। 'হ্যাঁ। বলে যাও।'

বিষণ্নভাবে একটু হেসে মাথা নাড়ল ব্যারন। 'না, ওর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কোন তথ্য আমার জানা নেই। কোথায় থাকে, বা কেমন চেহারা—তাও জানি না। শুধু জানি বেশকিছু লোককে সে খুন...'

'গুপ্তহত্যা,' বাধা দিয়ে বলে উঠল কোলম্যান। 'সু মাতিন সাধারণ ভাড়াটে খুনী নয়। গুপ্তঘাতক সে।'

মাথা ঝাঁকাল ব্যারন। 'এটা জানি স্পেন্সারের সাথে তার যোগাযোগ আছে। তিন মাসও হয়নি সে ক্যানসাস আর নো-ম্যানস-ল্যাণ্ডে হাজির ছিল। খুব সম্ভব সে আমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'তুমি কিন্তু এখনও বলোনি কেন।'

'না, বলিনি।'

দরজায় নক্ শোনা গেল। পরক্ষণেই দরজাটা সামান্য ফাঁক করে মাথা ঢুকাল ডেপুটি টেলর।

'এক্সকিউজ মি, স্যার। তোমার সাথে দেখা করার জন্যে এখানে অনেক মানুষের ভিড় জমে গেছে। জাজ কলিনস, আমার আঙ্কেল

শেলি, ডেভ ফোলজার্স, আর...' ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিয়ে বলল, 'এনিসের মার্শাল। সে বলছে ওখানে একজন ডাক্তার খুন হয়েছে আর ডেপুটি মার্শাল ট্রেনের তলায় চাপা পড়ে মারা গেছে।'

'ডেপুটি রয় রজার্স?' প্রশ্ন করল শেরিফ।

'হ্যাঁ, স্যার। সে তাই বলল।'

উঠে দাঁড়াল শেরিফ। 'মার্শাল ক্লিসবিকে ভিতরে পাঠিয়ে দাও,' বলল সে। 'আর বাকি সবাইকে বলো অল্পক্ষণের মধ্যেই ওদের সাথে আমি দেখা করব।' ব্যারনের দিকে ফিরল সে। 'ডাক্তার হত্যা আর মালিনসভিলের ঘটনা—দুটোরই পুরো রিপোর্ট আমার দরকার। ডেপুটি টেলর তোমাকে নির্দিষ্ট ক্লার্কের কাছে নিয়ে যাবে। এবারে কিন্তু কিছু বাদ দিয়ো না।'

বেরিয়ে এল সিডনি ব্যারন। বাইরের অফিসটা এখন আরও কর্মব্যস্ত হয়েছে। হেনরি ওকে নিয়ে কামরার উল্টোপাশে বসা ক্লার্কের দিকে এগোল। মাঝপথে জাজ কলিনস ব্যারনকে থামাল।

'আশা ছিল তোমার সাথে আলাপ করব,' বলল সে। 'কিন্তু বর্তমানে আমি খুব ব্যস্ত। পরে কি তোমার সময় হবে?'

'মনে হয় না, স্যার,' বলল ব্যারন, 'শেরিফ ডাক্তার ওয়াইলির খুনের ব্যাপারে আমার থেকে একটা লিখিত স্টেটমেন্ট চায়। ওটা দিয়েই আমি নিজের পথ ধরব।'

'ওয়াইলি? হ্যাঁ, একটু আগেই আমি খবরটা পেলাম। চমৎকার লোক ছিল। তুমি কি ঘটনাস্থলে ছিলে?'

'হ্যাঁ, আমি নিজের চোখে দেখেছি রয় রজার্স ওকে গুলি করে মেরেছে।'

'রজার্স?'

'হ্যাঁ, শেরিফকে আমি সব কথাই জানিয়েছি।'

'কিন্তু তুমি সাক্ষী হলে তোমাকে কোর্টে...'

'আদালতে এর কোন বিচার হবে না, কারণ রজার্সও মারা গেছে।'

ভুরু কুঁচকে সিডনির দিকে তাকাল জাজ। 'আমি খবরটা এখনই পেয়েছি—কিন্তু তুমি কিভাবে...?'

'এই ডেপুটির মুখেই মিনিটখানেক আগে শুনলাম।' ধুরন্ধর বুড়োকে আর জেরা করার সুযোগ না দিয়ে পাশ কাটিয়ে এগোবার আগে হাত বাড়িয়ে দিল ব্যারন। 'আপনি আমার বাবার বন্ধু—আপনার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য।' তাড়াতাড়ি হাত মিলিয়ে দ্রুত এগোল ব্যারন।

পিছন ফিরে তাকিয়ে ওর দ্রুত প্রস্থান লক্ষ করল জাজ কলিনস। তারপর ঘুরে শেরিফের অফিসের দিকে রওনা হল। কি ঘটছে তা এখনই জানা দরকার।

টাইটওয়াডের বড় রাস্তার ওপর ট্রেইল হাউজ সেলুনের সামনে বারো জন আরোহী ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। কারও মুখেই কথা নেই—চাপা রাগে সবার মুখ গোমড়া।

হিচরেইলের সঙ্গে ঘোড়া বেঁধে লক্ষ করল ওখানে আরও চারটে ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। ভিতরে খালি টেবিল তিনটে দখল করে বসল ওরা।

বারের পিছনের লোকটার উদ্দেশে একজন চেঁচিয়ে বলল, 'হুইস্কি, ম্যাক। গ্লাস খালি হলেই আবার ভরে দিয়ে যাবে।'

চতুর্থ টেবিলে বসা চারজনের ওপর দিয়ে কয়েকজনের বিরক্তিভরা চোখ ঘুরে গেল। নেহাতই বাচ্চা। হয়ত রঙবাজ—কিন্তু কাঁচা বয়স।

ঝামেলার কোন আশঙ্কা নেই বুঝে চোখ ফিরিয়ে নিল।

যাকে অনুসরণ করে আর সবাই ভিতরে ঢুকেছে, সেই বিশাল লোকটাকেই লক্ষ করছে ওরা চারজন। মনে হচ্ছে লোকটা রেগে আগুন হয়ে আছে। একহাতে গলার পাশে বাম কাঁধটা মালিশ করছে সে।

'এখনও কি ব্যথা আছে, টম?' প্রশ্ন করল একজন। 'তোমাকে একটু নিস্তেজ দেখাচ্ছে।'

'প্রচণ্ড ব্যথা।' প্রকাণ্ড দেহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গমগম করে উঠল ওর স্বর। 'হারামজাদা আমার কলার বোনটাই খুবলে তুলে নিয়েছে মনে হচ্ছে। আর হাঁদারামের দল, তোমরা কেউ দেখতেই পেলে না ব্যাটা আমাকে কি দিয়ে কাবু করল।'

চোখ নামিয়ে মাথা নাড়ল সবাই। একজন বলল, 'তোমাকে তো আগেই বলেছি, টম—দেখলাম লোকটা তোমার কাঁধে হাত রাখল—তুমি ঝুলে পড়লে—যাতে পড়ে না যাও সেজন্যে সে তোমাকে অন্য হাতে ধরে রেখেছিল। এছাড়া আমরা আর কিছুই দেখিনি।'

'কিছু নিশ্চয় করেছিল,' হিসহিসিয়ে বলল টম। 'মনে হচ্ছিল আমি মরতে চলেছি। তোমরা কি হাঁ করে তামাশা দেখছিলে? কিছু করতে পারোনি?'

'এত দ্রুত সব ঘটে গেল যে আমরা বুঝতেই পারিনি কি হচ্ছে।'

'এর প্রতিশোধ আমরা নেব—কি বলো?' আর একজন বলল।

'খুঁজে পেলে হারামজাদাকে আমি খুনই করে ফেলব। কিন্তু তোমরা কি ধরনের বেকুব, লোকটা কে সেটা পর্যন্ত জেনে রাখোনি?'

'তুমি জ্ঞান ফিরে পেয়ে বলার আগে আমরা কেউ বুঝতেই পারিনি। আমরা ভেবেছিলাম তোমাকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে দেখে লোকটা তোমাকে ধরে যত্ন করে শুইয়ে দিল।'

এক ঢোকে দ্বিতীয়বার গ্লাসের নির্জলা হুইস্কি শেষ করল বিশাল লোকটা। কাঁধের ব্যথাটা মালিশ করতে করতে সে বলল, 'এই ঘটনা না ঘটলে ওই ইণ্ডিয়ান লোকটার চামড়া আমি তুলে নিতাম। সাদা লোকের কবরে মাটি ফেলা! ওকে উচিত শিক্ষাই আমি দিতাম।'

'হ্যাঁ,' বলে উঠল আরেকজন, 'আমিও ওই হাড়গিলে ছোঁড়াটার ওপর কড়া নজর রেখেছিলাম। তোমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেই গুলি করে ওর বুক আমি ছ্যাঁদা করে দিতাম।'

দলপতি এবার চারপাশে চেয়ে দেখল। মনে হল চতুর্থ টেবিলে বসা চারজনকে যেন সে এই প্রথমবারের মত দেখতে পেল। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাল সে। লাল চুলওয়ালা ছেলেটা ওর দিকে চেয়ে বিনীতভাবে একটু হেসে চোখ ফিরিয়ে নিল। টম একটু ঝুঁকে পাশের লোকটাকে নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'ওদের চারজনকে তোমরা কেউ চেনো?'

কয়েকজন আবার আড়চোখে ওদের দেখল। একজন মন্তব্য করল, 'আমল দেয়ার মত কেউ নয়। ফুর্তিবাজ ছোঁড়া। ওদের দু'একজনকে আমি এনিসে দেখেছি।'

আবার ওদের দিকে ফিরল টম। 'এই! তোমরা আর কোথাও গিয়ে মদ খাও। এখানে তোমাদের আমি দেখতে চাই না।'

ওদের মধ্যে দুজনকে একটু উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখা গেল—কিন্তু ডিকি হেণ্ডারসন হাসি মুখেই উঠে দাঁড়াল। 'হ্যাঁ স্যার, আমরা ওঠার জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছিলাম। আমাদের নিয়ে তোমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই।'

অনিচ্ছার সঙ্গে বাকি তিন জনও উঠে দাঁড়াল। মনের অসন্তোষ মনেই চেপে ডিকিকে অনুসরণ করে ওরা বার ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় নেমে ডিকির ওপর রেগে উঠল আইভান। 'তুমি একেবারে কেঁচো হয়ে গেছ, ডিকি।' থুতু ফেলল সে। 'এমন অপমান তুমি কিভাবে সহ্য করলে? ওরা আদেশ করল, আর তুমিও বাধ্য ছেলের মত সুড়সুড় করে বেরিয়ে এলে?'

'তোমাকে সহ্য করতে বলেছি? কিন্তু তুমিই বলো এখন ওকে মেরে আমাদের কি লাভ হতো?'

'তার মানে?'

'একটু সুস্থির হয়ে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে। আমাদের এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য কি ছিল? ওর মিলের থেকে বিচি আলাদা করা তুলো যখন ওয়্যাক্সাহ্যাচি পৌঁছবে তখন না সে টাকা পাবে—তার আগে ওকে মেরে তোমার কি লাভ হবে? মাঝেমাঝে আমার মনে হয় তোমার মাথায় মগজ বলতে কিছু নেই—সবই গোবর।'

ওদিকে ট্রেইল হাউজ সেলুনে কাঁধে হাত বুলাতে বুলাতে টম তার অনুচরদের বলল, 'আমি ঠিক করেছি মঙ্গলবার পর্যন্ত আর অপেক্ষা করব না। কালই আমি ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে টাকা তুলতে যাব। হয়ত ওখানে ওই লোকটার দেখা মিলতে পারে। উইল আর জো আমার সাথে থাকবে—তোমরা আলাদাভাবে ওখানে পৌঁছে লোকটার খোঁজ করবে। হারামজাদাটা কে, কোথায় থাকে, এসব খবর আমার চাই।'

'তুমি কি ওকে শহরেই হত্যা করতে চাও? ওখানকার আইন বড্ড কড়া।'

'ওর খোঁজটা আগে বের করো,' খেঁকিয়ে উঠল টম। 'বাকি যা করার তা আমি করব।'

নয়

ফাইল রাখার অফিসের সঙ্গেই কোনার দিকে ক্লার্কের ছোট ডেস্ক। পাশেই কাঠের রেলিঙে ঘেরা জায়গায় কয়েকজন যুবতীয় পরিপাটি হয়ে সেজে টাইপের কাজ করছে। কাঁচের জানালায় অনবরত ছোট সাইজের শিল পড়ার মত আওয়াজ হচ্ছে। মাথ থেকে হ্যাট নামিয়ে ওদের দিকে চেয়ে মাথা ঝোঁকাল ব্যারন। কয়েকজন মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদনের জবাব দিল। দুজন লজ্জায় একটু রাঙা হল। বাতাসে পারফিউমের গন্ধ ছড়াচ্ছে।

কমিশনারের ভাগ্নে টেলর যুবতী মহিলাদের সান্নিধ্যে এসে মুহূর্তের জন্যে ব্যারন-ভীতি ভুলে গেল। 'হাওডি, (টেক্সাসে হাউ ডু ইউ ডু-কে ওরা নিজেদের মত করে সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছে) মিস জোলিন,' বলল সে। 'মিস ক্লারা···মিস সেডি···মিস সাটন।'—হঠাৎ সঙ্গীর কথা মনে পড়তেই সে তাড়াতাড়ি পরিচয় করিয়ে দিল। 'ইনি হচ্ছেন মিস্টার সিডনি ব্যারন—আর এরা সবাই টাইপিস্ট।'

দ্বিতীয়বার মাথা ঝুঁকিয়ে ওদের সম্মান জানাল ব্যারন। তারপর বড় কামরাটার চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে দেখল্। অন্তত চল্লিশ জনকে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে। সবাই ব্যস্ত।

ট্র্যান্সক্রিপ্ট ক্লার্ক মহিলাদের সঙ্গে খোশগল্পে রত ডেপুটির দিকে

ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'তোমার কি এখানে বিশেষ কোন কাজ আছে, হেনরি?'

কাজ ভুলে গল্পে মেতে ওঠার অপরাধে প্রথমে একটু অপ্রস্তুত হলেও পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল ডেপুটি।

'হ্যাঁ, স্যার।' শেষ বারের মত একবার মেয়েগুলোর দিকে, বিশেষ করে জোলিনের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে মুখ ফেরাল টেলর। 'শেরিফের মিস্টার ব্যারনের এফিডেভি এখনই দরকার।'

'অ্যাফিডেইভিট,' তিক্ততার সঙ্গে সংশোধন করল ক্লার্ক।

'স্যার?'

'শব্দটা অ্যাফিডেইভিট, ডেপুটি। এফিডেভি নয়। ভিট! ভিট!'

'ইয়েস, স্যার। ভিট। যাহোক, শেরিফের ওটা এখনই দরকার।'

বোলার হ্যাট পরা কেতাদুরস্ত একজন লোক গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকল। 'হেনরি, তুমি এখানে কি করছ?'

'হাই, আঙ্কেল শেলি,' দাঁত বের করে হাসল যুবক। 'মিস্টার ব্যারন, ইনি আমার আঙ্কেল—একজন কাউন্টি কমিশনার।'

আড়চোখে ব্যারনকে একবার দেখল সে। 'হাউ ডু ইউ ডু।' জবাবের অপেক্ষা না করে ভাগ্নেকে হাত ধরে একপাশে টেনে নিয়ে গেল শেলি। 'বেলা দুটো থেকে আমি শেরিফের সাথে একটা দরকারী কাজে দেখা করার জন্যে অপেক্ষায় আছি—তুমি তাকে জানাওনি?'

'বলেছি, আঙ্কেল, কিন্তু শেরিফ এখন ভীষণ...'

ওদিকে আর কান না দিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসে বলল, 'তুমি আমার স্টেটমেন্ট নেয়ার জন্যে তৈরি?'

'কি...ও, হ্যাঁ। কিন্তু তোমার পুরো নামটা আমার সবথেকে প্রথমে দরকার।'

'ব্যারন,' সহজ স্বরে বলল সে। 'সিডনি ব্যারন।'

দ্বিতীয় ডেপুটি ঘোড়াগুলোর ব্যবস্থা করে ফিরে এসেছে। রেলিঙে হেলান দিয়ে সুন্দরী মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে মহা আনন্দে সময় কাটাচ্ছে সে এখন।

শেরিফের অফিসে বেশ ভিড় জমেছে। দুজন সিনিয়র ডেপুটি, চীফ ডেপুটি, জ্যাক বুল, জাজ মেনডিস, জাজ কলিনস, এবং হাই শেরিফ নিজে। এত লোক থাকায় কামরাটাকে আগের চেয়ে ছোট দেখাচ্ছে।

'ওই লোকের এই শহরে থাকার ঘোর বিরোধী আমি,' বলছিল জ্যাক বুল। 'ঝামেলা বাধানোয় ওস্তাদ। সিডনি ব্যারনের নাম নাশা ব্যারন হলেই বেশি মানাত। তোমরা সবাই জানো সে একজন নামজাদা খুনী। কয়েকদিন আগেও মালিনসভিলে তিন জন লোককে হত্যা করেছে ও। ওর ফাইল খুললেই ওখানে আরও অনেক নাম দেখতে পাবে। লোকটা একজন পিস্তলবাজ। ওকে থাকতে দিলে বিপর্যয় ঘটতে বাধ্য।'

'আজ সকালে যার সাথে পরিচয় হল তার সাথে এসবের কোন মিল খুঁজে পাচ্ছি না আমি,' নিজের মত প্রকাশ করল জাজ কলিনস। 'ওকে নম্র আর ভদ্র বলেই মনে হল। ওকে দেখে ওর বাবার কথাই আমার মনে পড়ছিল—আদর্শ লোক ছিল সে।'

'ভয়ানক উগ্র লোক ব্যারন। আমরা সবাই দেখেছি কবরস্থানে আজ টম স্মিথের কি অবস্থা সে করেছে।' নিজের যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে বুল স্থির প্রতিজ্ঞ।

'মিস্টার স্মিথই একটা গোলমালের সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছিল, জ্যাক,' বলল শেরিফ কোলম্যান। 'ব্যারনই শান্তি রক্ষা করেছে—নইলে

দুই দলে তুমুল দাঙ্গা বেধে যেত।'

'একজন বিশিষ্ট নাগরিককে পিছন থেকে আক্রমণ করে অজ্ঞান করার নামই কি শান্তি রক্ষা?' প্রতিবাদ করল বুল।

'আমি নিজেও দু'একবার দাঙ্গাবাজ মাতালের পাগলামি থামাতে তাই করেছি,' ব্যারনের পক্ষে যুক্তি দেখাল শেরিফ। বন্ধ দরজার পাশে দাঁড়ানো সিনিয়র ডেপুটি নিঃশব্দে দাঁত বের করে হাসল। কয়েকবারই কানের পাশে কোলম্যানের পিস্তলের বাঁটের আঘাতে অবাধ্য মাতাল নাগরিককে অজ্ঞান অবস্থায় জেলে ভরেছে সে।

'তোমার কথা আলাদা—তুমি আইন রক্ষক।' নিজের যুক্তিতে অটল রইল জ্যাক। 'কিন্তু ব্যারন হচ্ছে একজন বেয়াড়া আউটল টাইপের দাঙ্গাবাজ লোক। আর মিস্টার স্মিথ একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী।'

'চোরের আখড়া টাইটওয়াডে...' নিচু স্বরে কেউ বলল।

'...আমার ভগিনীপতির ব্যাঙ্কে তার নামে বড় অঙ্কের টাকা জমা আছে—সম্মানিত একজন...'

জাজ মেনডিস হাত তুলতেই সবার গুঞ্জন থেমে গেল। এলিস কাউন্টির প্রধান জাজ সে। কোর্টহাউসে সবার শীর্ষে তার স্থান।

'এসব অবান্তর আলোচনা ছেড়ে আসল ঘটনা কি বলো,' কাজের কথা পাড়ল সে। 'প্রথমে বলো, এই...আ...ব্যারনের বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি? কি অপরাধ করেছে সে?'

'আমার জানামতে কোন অপরাধই সে করেনি,' জবাব দিল কোলম্যান। 'অন্তত টেক্সাসে নয়।'

'তার নামে হুলিয়া নেই কোথাও,' একটু উত্তেজিত স্বরে বলল জ্যাক। 'কিন্তু ও যেখানেই থাকে লোক মারা পড়ে।'

'ব্যারনের নাম চারদিকেই বেশ ছড়িয়ে পড়েছে,' ব্যাখ্যা করল

শেরিফ। 'টেলিগ্রাফ সিসটেম চালু হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন কাউন্টি শুধু নয় বিভিন্ন স্টেটের খবরও আমরা এখন পাই। ফেডারেল...'

'ওসব আমি জানি। আসল কথায় এসো।'

'কথা হচ্ছে এই লোকের নামে প্রায়ই খবর আসে। টেক্সাস, অ্যারিজোনা, আরকেন্‌স, লুইজিয়ানা...ইত্যাদি কয়েক জায়গায় ব্যারন ভয়ানক অনেক কাণ্ডই ঘটিয়েছে...কিন্তু সে আউটল নয়। যদি হয়ও...কেউ তার প্রমাণ দিতে পারেনি। কয়েকবার সন্দেহের বশে তাকে হাজতেও ভরা হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যেকবারই বিচারে তার কোন দোষ খুঁজে পাওয়া যায়নি—বেকসুর খালাস পেয়েছে সে। অনেক মানুষকেই সে মেরেছে বটে, কিন্তু প্রত্যেকটাই আত্মরক্ষার জন্যে। এবং যাদের মেরেছে তারা নরকের কীটের চেয়েও অধম। জ্যাক বুলের ভাষায় সে একজন পিস্তলবাজ—কিন্তু আমি বলব পিস্তলে ভয়ানক রকম পটু হলেও ব্যারন আউটল নয়। জীবনে অনেক রকম কাজই করেছে ও—কাউবয়ের কাজ থেকে শুরু করে গার্ড, সেলুনের জুয়ায় চুরি ধরা, এমনকি বাজি ধরে অনেক নামকরা মুষ্টিযোদ্ধাকেও হারিয়েছে—কিন্তু কখনও টাকার বিনিময়ে পিস্তল সে ব্যবহার করেনি।'

'এটা একটা সুন্দর শান্তিপ্রিয় শহর,' বিড়বিড় করে বলল বুল।

'কিন্তু কাউন্টিটাকে ঠিক তা বলা চলে না,' মন্তব্য করল এনিসের মার্শাল ক্রিসবি। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'আমার হাতে একজন মৃত ডাক্তার আর ডেপুটি পড়ে আছে এনিসে।'

'তোমার কি মনে হয় রয় রজার্স ডাক্তারকে খুন করে ট্রেনের তলায় পড়ে আত্মহত্যা করেছে?'

'আমার বিশ্বাস ডাক্তারকে রজার্সই খুন করেছে—কিন্তু তারপরে কি ঘটেছে তা আমি জানি না।'

'ব্যারন কিন্তু এর সাথে জড়িত ছিল,' মনে করিয়ে দিল বুল।

'ওই খুনের একজন প্রত্যক্ষদর্শী আর সাক্ষী হচ্ছে ব্যারন,' কথাটা সংশোধন করল শেরিফ। 'এ ব্যাপারে বাইরে ক্লার্কের কাছে সে এই মুহূর্তে একটা স্টেটমেন্টও দিচ্ছে।'

'খুব ভাল কথা,' বলল জ্যাক বুল। 'স্টেটমেন্টটা দিয়ে সে বিদায় হোক—সেটাই সবদিক থেকে ভাল হবে।'

'ওর বিরুদ্ধে কি তোমার কোন অভিযোগ আছে, শেরিফ?' প্রশ্ন করল জাজ মেনডিস।

'মোটেও না।'

'তাহলে বলো ওকে তুমি ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে রাখতে চাচ্ছ কেন?'

বড় একটা শ্বাস নিয়ে ডেস্কের ড্রয়ার খুলে একটা মোটা হলুদ ফাইল বের করে মেনডিসের হাতে তুলে দিল শেরিফ। ওটার প্রথম পাতাতেই ফোর্ট ওয়ার্থ হেরল্ড কাগজের একটা ক্লিপিঙ রয়েছে। 'ওই খবরটা নিশ্চয় মনে আছে তোমার?'

'রেঞ্জারকে খুন করা হয়েছিল।' মাথা ঝাঁকাল মেনডিস। 'মনে আছে।'

'রেঞ্জার?' মাথা বাড়িয়ে মেনডিসের হাতে ধরা ফাইলটা দেখল ক্রিসবি। 'ওকে এই শহরেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল না?'

'ঠিক তাই,' মাথা ঝাঁকাল শেরিফ। 'রেঞ্জার বেকার ১৮৮৯ সনের তেসরা জুন দুপুর তিনটের সময়ে অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছিল। সুন্দর ঝামেলা মুক্ত শান্ত শহর এই ওয়্যাক্সাহ্যাচি।' জ্যাক বুলের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে কথাগুলো উচ্চারণ করল শেরিফ ম্যাট কোলম্যান। 'একজন টেক্সাস রেঞ্জার প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হয়ে গেল, এরপর তিন বছর পার হয়ে গেছে, অথচ এখনও আমরা কোন

হদিসই পেলাম না খুনী কে, কোথায় থাকে বা সে দেখতেই বা কেমন।'

'তোমার ধারণা এর সাথে ব্যারনের কোন যোগাযোগ...'

'অবশ্যই না। কিন্তু আমি জানতাম রেঞ্জার বেকার সু মাতিন নামের একজন ভাড়াটে গুপ্তঘাতককে ধরার কাজে উঠে পড়ে লেগেছিল। এখন সিডনি ব্যারন এখানে আছে—ওর দৃঢ় বিশ্বাস তাকেও হত্যা করার জন্যে সু মাতিনকে লাগানো হয়েছে। এই কারণেই আমি ওকে এখানে রাখতে চাচ্ছি। তোমার এই সুন্দর নিরিবিলি শহরে যে লোক বেকারকে খুন করেছে তাকে ধরার একটা সুযোগ আমি চাই। এইখানেই আমার কাউন্টিতে।'

প্রায় এক মিনিট সময় কেটে গেল। কেউ কোন কথা বলল না—মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে ওরা। তারপর বুড়ো জাজ কলিনস বলল, 'রেঞ্জার বেকারকে আমি চিনতাম। উঁচু দরের লোক ছিল—ওকে আমি সম্মানের চোখে দেখতাম।'

জ্যাক বুল মাথা নেড়ে বলল, 'বুঝতে পারছি তুমি বেকারের খুনীকে ধরার জন্যে ব্যারনকে টোপ বানিয়ে একটা ফাঁদ পাততে চাইছ। কিন্তু তাতে ওয়াক্সাহ্যাচি একটা শূটিঙ গ্যালারি হয়ে দাঁড়াবে। এতে অনেক নির্দোষ লোকজন মারা পড়বে। প্ল্যানটা আমি মোটেও সমর্থন করতে পারছি না।'

'ঘটনাটা যেন শহরের ভিতরে না ঘটে আগে থেকে প্ল্যান করে তারও ব্যবস্থা করা যায়,' যুক্তি দেখাল কোলম্যান। 'ব্যারন যদি রাজি হয় তবে চিন্তা-ভাবনা করে আমরা নিজেদের সুবিধা মত জায়গায় ফাঁদ পাতব। আমি জানি রেঞ্জাররাও এতে আমাদের সাহায্য করবে।'

'কিন্তু ব্যারন যদি এখানে থাকতে রাজি না হয় তাহলে ইচ্ছার

বিরুদ্ধে ওকে কি করে ঠেকাবে?' প্রশ্ন তুলল জাজ মেনডিস।

'ভাবছিলাম আপনি হয়ত আমাকে একটা "হোল্ড অর্ডার" দিতে পারবেন, ইওর অনার।'

'প্রত্যক্ষদর্শী, সাক্ষী?' প্রস্তাব দিল মার্শাল ক্রিসবি।

'কথায় মনে হচ্ছে ওকেই তোমরা তোমাদের প্রতিনিধি বানাতে পারলেই খুশি হও,' বিরক্ত সুরে বলল বুল। 'ব্যাপারটা আমার মোটেও পছন্দ হচ্ছে না।'

চীফ ডেপুটি দাঁত বের করে হাসল। 'ওকে যদি এখানে কিছুদিন রাখতে চাও, শেরিফ, মুখে একবার বলো, বাকি ব্যবস্থা আমরা করব।'

চামড়া কুঁচকানো সরু হাত তুলে ওদের কথা থামিয়ে শেরিফের দিকে বুদ্ধিদীপ্ত চোখে চেয়ে কলিনস বলল, 'এতসব না করে ওকে সরাসরি থাকতে বললেই তো পারো?'

এক মুহূর্ত নীরব থেকে হাসল কোলম্যান। 'আসলে এই সহজ কথাটা আমার মাথাতেই আসেনি, জাজ কলিনস। স্টার্কি, তুমি বাইরে গিয়ে মিস্টার ব্যারনকে অনুরোধ জানাও সে যেন কোর্টহাউজ থেকে বেরোবার আগে আমার সাথে একটু আলাপ করে যায়।'

'যাচ্ছি, কিন্তু কোথায় পাঠিয়েছ ওকে—হোমারের ডেস্কে? আমি ওর কাজ শেষ হলেই ওকে নিয়ে আসছি।' চীফ ডেপুটি কামরা থেকে বেরিয়ে দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিল।

'আমাদের এখন ওর সাথে একটা সমঝতায় আসা দরকার,' বলল কোলম্যান। 'আপনি কি বলেন, জাজ মেনডিস?'

'আমিও তোমার সাথে একমত,' জবাব দিল মেনডিস। 'কিন্তু প্ল্যানটা এমন হতে হবে যেন নির্দোষ লোকের কোন ক্ষতি না হয়।'

জ্যাক বুলের দিকে ফিরল শেরিফ। 'এই শর্তে তুমি রাজি আছ

তো, জ্যাক?'

'নিরীহ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষা করার একটাই মাত্র উপায় আছে, সেটা হচ্ছে ওকে আমার এলাকার বাইরে কোথাও নিয়ে টোপ হিসেবে ব্যবহার করো—এতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

বড় একটা শ্বাস ফেলল শেরিফ। 'শহরের বাইরে ফাঁদ পাতা হলে তোমার লোকজন কড়া নজর রেখে সাহায্য করবে তো? সু মাতিনকে আমরা কেউ চিনি না, তাই ওর গতিবিধির ওপর আমরা নজর রাখতে পারছি না—কিন্তু ব্যারনকে যেসব সুবিধামত জায়গায় পাওয়া যেতে পারে সেসব জায়গায় আমরা ছদ্মবেশী গার্ড পাহারায় রাখতে পারি।'

এক মুহূর্ত ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকে কাঁধ উঁচাল জ্যাক। 'আমার যা বলার তা আমি আগেই বলেছি। অঘটন কিছু ঘটলে সে দায়িত্ব এখন তোমার—আমার নয়। তাছাড়া সু মাতিন এখান থেকে হাজার মাইলের মধ্যেও আছে কিনা সন্দেহ। ওই গানম্যানের মুখের কথা ছাড়া সু মাতিনের এই এলাকায় আসার আর কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।'

'হয়ত তোমার কথাই ঠিক,' বলল কোলম্যান। তারপর জাজ মেনডিসের দিকে ফিরল সে। 'সম্ভবত রেঞ্জাররা এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারবে। গত তিন বছর ধরে ওরা বেকার হত্যার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। সু মাতিন সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যা জানা গেছে তা ওরা বলতে পারবে।'

'তুমি চাইলে আমি ওয়েকোতে ওদের সাথে যোগাযোগ করতে পারি,' বলল মেনডিস।

'সেটা করলে খুব ভাল হয়, জাজ। আর একটা কথা আমি সবাইকে বলে রাখতে চাই—আজ এখানে যেসব কথা হল সেসব যেন এই

কামরার বাইরে কারও কানে না যায়। অবশ্য ব্যারন যদি থাকতে রাজি হয় তবে সব কথা তাকে আমার জানাতে হবে।'

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চেহারা দেখা গেল দরজার মুখে। ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল ডেপুটি স্টার্কি।

'লোকটা এখানে নেই, শেরিফ। হোমার ওর স্টেটমেন্ট নেয়া শেষ করার সাথে সাথেই সে কোর্টহাউস থেকে বেরিয়ে গেছে। আস্তাবলে পৌঁছবার আগেই ওকে ঠেকাবার জন্যে আমি হেনরিকে পাঠিয়েছি—রেস্তোরাঁ আর হোটেলগুলো চেক করে দেখতে টেলরকে পাঠিয়েছি। ওরা নিশ্চয়...'

দরজায় নক করার শব্দে প্রথমে সামান্য ফাঁক করে হেনরিকে দেখে ওকে ভিতরে ঢুকতে দিলো স্টার্কি। 'ওকে পেলে?'

'চলে গেছে, স্যার।' হাঁপাচ্ছে হেনরি। 'আমি পৌঁছানর আগেই ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে আস্তাবল থেকে বেরিয়ে গেছে।'

বাইরে মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। আকাশটা মেঘে আরও অন্ধকার হয়েছে। থেমে থেমে বৃষ্টি পড়ছিল এতক্ষণ—এবারে বেশ জোরেই নামল।

কোর্টহাউসের পশ্চিমে কয়েকটা সেলুন পেরিয়ে আস্তাবল। এগুলোকে ঘিরে রয়েছে কয়েকটা মিল, রেইলের বগি শান্টিঙের জায়গা, রেইল ডিপো। এর পরে কিছু তুলোর মিল—তুলোই ওই সময়ে টেক্সাসের সবথেকে চালু কাঁচা পয়সার ব্যবসা। রাস্তাটা ছোট একটা শাখা নদী পার হয়েছে। ওপাশে বিভিন্ন দোকান, হাট-বাজার, মিউজিক হল্। আরেকটু এগোলে বসতবাড়ির সারি।

মেঘ বেশ নিচে নেমে এসেছে দেখে জেনারেল স্টোরের সামনে

ল্যাগাম টেনে থামল ব্যারন। ঘোড়ার মাথার কাছে এগিয়ে নাকের পাশে হাত বুলিয়ে একটু আদর করে দিয়ে বলল, 'এখানে বিশ্রাম নেয়া আমাদের কপালে নেই; বাছা। কিছু দরকারী জিনিসপত্র কিনে নিয়েই আমরা আবার রওনা হব। এই শহরের লোকজন আমাদের পছন্দ করে না।' লাগামটা হিচিঙ রেইলে বাঁধার সময়ে একটা বাজ পড়ার শব্দের সঙ্গে বৃষ্টির বেগ বাড়ল।

স্যাডলব্যাগের ঢাকনাটা খোলার সঙ্গেসঙ্গেই একটা হলুদ রঙের বিড়াল লাফিয়ে নেমে দোকানের ভিতরে অদৃশ্য হল। কেন যেন পানিতে ভেজা মোটেও পছন্দ করে না ওরা।

স্টোরে ঢুকে টিনে ভরা মাংস আর তরকারি, মোম মাখানো মোড়কে আটা, কফি...দূরের যাত্রীর জন্যে যা যা দরকার সবই কিনল। পিসমেকারের জন্যে দুই বাক্স '৪৫ কার্তুজ।

কার্তুজের বাক্স দুটো কাউন্টারের ওপর রেখে আড়চোখে দোকানি ওর কোমরে ঝোলানো পিস্তলটার দিকে তাকাল। 'এমন ভারি পিস্তল আর আজকাল সচরাচর দেখা যায় না,' বলল সে। 'এদিকে প্রায় সবই পকেট পিস্তল। থারটি-টু বা ওই রকম। তুমি কি ট্রেইল ড্রাইভার?'

'ওই কাজও মাঝে-মধ্যে করেছি।' দোকানের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে দেখল ব্যারন। 'আমার একটা স্লিকার (আমেরিকার এক বিশেষ ধরনের বর্ষাতি) দরকার। তোমার কাছে আছে...?' বলেই ভাঁজ করা স্তূপটার দিকে ওর নজর পড়ল। এগিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখল...উঁচু মেসার ইণ্ডিয়ানদের হাতে বোনা 'V' আকৃতির সিরেপ গুলো। 'এসব কি টেরিটরি থেকে তুমি নিজেই আমদানী করো?'

হেসে উঠল দোকানদার। 'আগে তাই করতাম। কিন্তু নদীর ধারের

কিছু টঙ্কাওয়া ওগুলো দেখে নিজেরাই এখন এই ব্যবসায় নেমেছে। বুড়ো বাক আমাকে এগুলো সাপ্লাই দেয়। ও বলে অ্যাপাচিরা যা বানায় টঙ্কাওয়ারা সেগুলো ওদের থেকে অনেক ভাল বানাতে পারে। হ্যাট নামিয়ে একটা ভারি সিরেপ পরল ব্যারন। ভাঁজ পড়া কাধের কাছটা সমান করে নিয়ে হ্যাট পরল ব্যারন। 'স্লিকারের দরকার নেই, এতেই চমৎকার কাজ চলবে।'

সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে ঝিরঝিরে বৃষ্টি উপেক্ষা করে বেরিয়ে এল ব্যারন। বোঝাটা স্যাডল রিঙের সঙ্গে ঝুলিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে রওনা হয়ে রাস্তার মাঝখানে চলে এল সে। ঘোড়ার খুরের পাশ দিয়ে একটা কি যেন ছুটে সামনে এগিয়ে গেল। তারপর হলুদ চোখে রাগের সঙ্গে ফিরে তাকাল।

'আমি তো ভেবেছিলাম তুমি স্যাডলব্যাগের ভিতরেই। তুমি...'

বিড়ালটা ভিজে এমনিতেই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে রয়েছে। ঘোড়াটা আরও দু'কদম আগে বাড়তেই বিড়ালটা ঝাঁপ দেয়ার ভঙ্গিতে কুঁজো হয়ে জিন লক্ষ্য করে লাফ দিল। সামনের পা দুটো স্যাডল-হর্ন পর্যন্ত পৌঁছল ঠিকই, কিন্তু পিছনের পা দুটো ভিজে চামড়ায় পিছলে ঘোড়ার কাঁধে তীক্ষ্ণ নখের আঁচড়ে কেটে রক্ত বের করে দিল।

ঘোড়াটা চমকে পিছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে ঝটকা দিয়ে ব্যথার উৎসটাকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল। পরমুহূর্তেই ঘোড়াটা নেতিয়ে মাটির ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল। ঘোড়ার তলায় পড়ে চ্যাপ্টা হওয়া থেকে বাঁচার জন্যে ব্যারন পাদানি থেকে পা বের করে নিয়ে বাম দিকে পড়ল। দেহের বাম পাশে ব্যথা আর গরম বোধ হচ্ছে। কয়েকবার গড়িয়ে আড়ালে চলে এল ব্যারন। ঘোড়াটা যেখানে পড়েছে সেখানেই রয়েছে। থরথর করে কেঁপে উঠল ওর দেহ। একবার মাথা তুলতে চেষ্টা

করল। ওর গলার কাছে বড় গর্তটা থেকে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। আর একবার কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল ওর দেহ। সেই সঙ্গে দূর থেকে একটা ভারি রাইফেলের আওয়াজের প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

গুলির শব্দ শোনা যাওয়ার আগেই মৃত ঘোড়াটার পিছন থেকে কাদা-মাখা জিনের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে বৃষ্টিতে ভেজা জনশূন্য রাস্তাটা এক নজরে খুঁটিয়ে দেখেছে ব্যারন। গুলিটা পশ্চিম দিক থেকেই এসেছে, কিন্তু চোখে পড়ার মত কিছুই দেখতে পেল না সে। একটা তুলোর ওয়্যাগন রাস্তাটা পার হওয়ার সময়ে ওর দৃষ্টি পথে বাধার সৃষ্টি করল। ছুটে একটা বাড়ির দরজার আড়াল নিয়ে পশ্চিম দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখল সিডনি। গাড়িটা পার হয়ে গেল কিন্তু যে গুলি করেছে তার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। দেখা যাবেও না। গুলির শব্দে লোকজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে এদিক-ওদিক দেখতে শুরু করেছে।

কোল্টটা খাপে ভরে রাখল ব্যারন। গুলিটা যে কে করেছে এ সম্পর্কে তার মনে কোন সন্দেহ নেই।

শিকারীর ভারি রাইফেলের আওয়াজ ওটা। শার্পস কিংবা একটা ৪৫-৯০ হবে আন্দাজ করল সে। দূর পাল্লার রাইফেল—সম্ভবত একটা টেলিস্কোপও ফিট করা ছিল ওর ওপর। অব্যর্থ অস্ত্র। দৃষ্টির আড়াল থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে মৃত্যু ঘটায়।

গুপ্তঘাতকের অস্ত্র।

সু মাতিন তার খোঁজ পেয়ে কাজে নেমেছে।

ওই মুহূর্তে বিড়ালের খামচি খেয়ে ঘোড়াটা লাফিয়ে না উঠলে আজ ঘোড়াটার বদলে ওর লাশই পড়ে থাকত ওখানে।

ঘোড়ার চারপাশে দর্শকের ভিড় জমেছে। এত লোকের ভিতর সু মাতিন আর দ্বিতীয়বার গুলি করার ঝুঁকি নেবে না। কাছে এগিয়ে

ঘোড়াটার দিকে তাকাল সিডনি। হলুদ বিড়ালটা ওর খুরের কাছে বসে মৃত ঘোড়াটাকে পাহারা দিচ্ছে। কেউ কাছে এগোতে গেলেই আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ফোঁস করে উঠছে।

পোনি। ইণ্ডিয়ান পোনি। চেকোর ঘোড়া। এখন হয়ত সে স্বর্গে চেকোর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

একটা পোনি। আরোহীর উদ্দেশে যে গুলি করা হয়েছিল ঘটনাচক্রে সেটাই ঠেকিয়ে বেচারা মারা পড়ল।

ব্যারনকে ঘিরে এখন অনেক লোকের ভিড় জমেছে। কেউ পায়ে হেঁটে এসেছে, ঘোড়ার পিঠে চড়েও এসেছে অনেকে। ওদের বিভিন্ন রকম কথাবার্তার মধ্যে একটা স্বর সিডনির কাছে পরিচিত মনে হল।

শেরিফ কোলম্যানের চোয়াল দুটো দাঁতে দাঁত চাপায় শক্ত হয়ে উঠল। উলের গেঞ্জি পরা লোকটার দিকে চেয়ে সে বলল, 'তোমার কি এখনও মনে হচ্ছে সু মাতিন হাজার মাইলের মধ্যেও নেই, জ্যাক? আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না।'

'ওকে আমার শহর থেকে বের করে দাও, শেরিফ। ওর আরেক নাম হচ্ছে নাসা ব্যারন। ও যেখানেই যায় সেখানে নাশ ঘটবেই। ভাল চাইলে ওকে এখনই শহর থেকে বের করে দাও!'

তরুণ ডেপুটি দুজন ভিড় ঠেলে ঘোড়ার পিঠে রাস্তার দুপাশ দিয়ে পশ্চিম দিকে এগোল খুনীর খোঁজে।

'ওদের ফিরে আসতে বলো, স্টার্কি,' চীফ ডেপুটিকে আদেশ দিল কোলম্যান। 'এখন আর কাউকে খুঁজে পাবে না ওরা।'

কথাগুলো ভাসাভাসাভাবে ব্যারনের কানে আসছে। কয়েক মুহূর্ত আগের কঠিন উত্তেজনা এখন শিথিল হয়েছে। দুঃসহ একটা ক্লান্তি ভর করেছে ওর ওপর। মনে হচ্ছে অতীতের যত জখম যত বিরোধ সব এই

মুহূর্তে একসঙ্গে ওকে চেপে ধরেছে। ক্লান্ত, অত্যন্ত ক্লান্ত সে। কিন্তু দেহের এই অবসন্ন অবস্থার ভিতরেও একটা রাগের জন্ম নিচ্ছে ওর মনে। ধীরে রাগটা বাড়ছে।

মৃত ঘোড়াটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পুরানো স্মৃতি ওর মনে পড়ছে আর সেইসঙ্গে রাগও তেতে উঠছে।

ঘোড়ার পাশে বসে আনাড়ির মত জিনের পেটি খোলার চেষ্টা করছে সিডনি। ওর হাত ব্যথা করছে—কাঁপছেও। এই সময়ে কে যেন ওকে ঠেলে একটু সরিয়ে দিয়ে পেটিটা খুলে দিল। চোখ তুলে তাকাল ব্যারন। চওড়া গাঢ় রঙের একটা মুখ আর দুর্বোধ্য কালো দুটো চোখের সঙ্গে ওর চোখাচোখি হল।

'আমি সামান্য একটু সাহায্য করছি মাত্র,' বলল পাখির গান নামের ইণ্ডিয়ান লোকটা। 'মানুষের পক্ষে সবসময়ে সবকিছু নিজে করা সম্ভব হয় না।'

দশ

মনে হচ্ছে ও যেন একটা ওয়াগনে তুলোর কুশনে শুয়ে আছে। খসখসে একটা কম্বল দিয়ে ওর দেহটা ঢাকা রয়েছে। ছোট্ট একটা রোমশ কিছুর স্পর্শ গালের ওপর টের পাচ্ছে। কাউকে ওর কাছে ভিড়তে দিচ্ছে না।

কপাল, ভাবল সে—স্রেফ কপাল।

সময় কেটে যাচ্ছে। ঘুমাচ্ছে সে। কিন্তু ঘুমের মধ্যেও বিভিন্ন চেহারা—বিভিন্ন জায়গা—টুকরো টুকরো কথাবার্তা—কথাগুলোর মানে হয় ঠিকই, কিন্তু সব মিলিয়ে সম্পূর্ণ কোন অর্থ হচ্ছে না—অনেক ফাঁক থেকে যাচ্ছে।

কে যেন ওর ওপর ঝুঁকে পড়ল। ব্যারনের হাতটা নিজের পিস্তলের বাঁটের দিকে এগোল। ওকে ছুঁয়েছিল লোকটা—কিন্তু কারও সাবধান বাণী শুনে এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে নিল। 'সাবধান! ওর গান-হ্যাণ্ড কখনও ধোরো না!'

কয়েকবার চোখের পাতা ফেলে জেগে উঠল সিডনি। একটা সরু বিছানায় শুয়ে আছে সে। কড়ি কাঠ বসানো ছাদটা প্রথমেই ওর চোখে পড়ল। জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে এক চিলতে রোদ ঢুকেছে ঘরে। সবথেকে কাছের লোকটার গোঁফ পেকে সাদা হয়েছে—দাঁতগুলো সামনের দিকে কিছুটা বেরিয়ে রয়েছে—তারের ফ্রেমের চশমা ওর চোখে। মোটা কাঁচের লেন্সের পিছনে ওর চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম বড় দেখাচ্ছে।

'ডাক্তার—ওভাবে ওর দিকে চেয়ে থাকাটা ও অপছন্দ করে। ও একজন...গানফাইটার।' গানহ্যাণ্ড ধরার ব্যাপারেও ওই একই স্বর লোকটাকে সাবধান করেছিল।

কয়েক ফুট দূরে একটা টুলের ওপর বসে ছিল হেনরি। 'এখন কেমন বোধ করছ, মিস্টার ব্যারন?'

'জেগে উঠেছে,' চশমা পরা লোকটা জবাব দিল। তারপর সিডনিকে বলল, 'উঠে বসে কিছু খেয়ে নাও, তোমার দেহের কিছু পুষ্টি দরকার,' চশমা পরা লোকটা বলল।

দু'হাতে তর্জনীর উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ দুটো একটু ডলে নিয়ে

চারপাশে তাকাল ব্যারন। কোমাঞ্চি লোকটা ধৈর্য ধরে দরজার কাছে স্থির হয়ে বসে আছে। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আরেকজন লোক। একটু পরেই মনে পড়ল শেরিফ বলেছিল এই লোকটাই হাফ মুন ক্রসের ফোরম্যান ডেভ ফোলজার্স।

গায়ের ওপর ঢাকা চাদরটা তুলে নিজেকে দেখল সিডনি। একটা জাঙ্গিয়া ছাড়া ওর পরনে আর কিছুই নেই। নতুন একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছে ওর বুকের একটু নিচে। 'কি ঘটনা?' প্রশ্ন করল সে।

'কে যেন তোমার ঘোড়াকে গুলি করে মেরে ফেলেছে,' বলল হেনরি।

'সেটা আমি জানি, আমি জানতে চাচ্ছি আমার কি হয়েছে।'

চশমা পরা লোকটা মাথা নাড়ল। 'এবারে তেমন কিছুই হয়নি। গুলিটা শক্তি হারিয়ে পাঁজরের নিচের অংশে কিছুটা ক্ষত করেছে। তোমার কপাল ভাল বুলেটটা প্রথমে তোমার ঘোড়ার ভিতর দিয়ে পার হওয়ার পর তোমাকে আঘাত করেছে। তোমার ভারি সিরেপটাও ভিজে থাকায় বুলেটের গতি আরও কমেছে। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খাওয়া ছাড়া আর কোন ক্ষতি হয়নি তোমার।'

'তবে আমি জ্ঞান হারালাম কিভাবে?'

চশমাটা খুলে ডাক্তার রুমাল বের করে ওটা পরিষ্কার করল। 'আমি যতটা বুঝি তাতে মনে হচ্ছে নতুন জখমটা তোমার পুরানো ক্ষতগুলোর বিলম্বিত একটা প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছে। এর নাম হচ্ছে "লেটেন্ট অ্যানিওপ্যাথিক শক্"। সোজা কথায় এর অর্থ হচ্ছে তোমার দেহ আগের ক্ষতগুলোকে সারাবার জন্যে প্রায় মাত্রা ছাড়িয়ে যুঝছিল—কিন্তু এই নতুন জখমটায় উটের পিঠে বাড়তি একটা খড় চাপানর মতই অবস্থা হয়েছে তোমার। তোমার সুস্থ হয়ে ওঠার শক্তি চলাফেরা করে

তোমাকে শক্তি খরচ করতে না দিয়ে তোমাকে অজ্ঞান রেখে পুরো শক্তি ক্ষত সারিয়ে তোলার কাজে লাগিয়েছে।'

'এত বিভিন্ন রকম ক্ষত চিহ্ন আমি কখনও কারও দেহে দেখিনি,' অবাক চোখে তাকিয়ে মন্তব্য করল হেনরি। 'মনে হচ্ছে তুমি যুদ্ধে গিয়ে ক্রসফায়ারের মধ্যে পড়েছিলে। এত জখম তুমি কিভাবে হলে?'

'বেশিরভাগই একটা একটা করে সংখ্যায় বেড়েছে।' উঠে বসল সিডনি। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। 'আমার পিস্তলটা কোথায়?'

'তোমার পিছনেই বিছানার খুঁটির সাথে ঝুলছে। কতবার গুলি খেয়েছ তুমি? কমপক্ষে সাত-আটবার হবে—ভাবতে অবাক লাগে এখনও তুমি বেঁচে আছ।'

দেয়ালে হেলান দেয়া লোকটা ডেভ ফোলজার্স। হেনরির দিকে কড়া চোখে চেয়ে সে ধমক দিল, 'ভদ্রতা তুমি আজও শিখলে না!' তারপর ব্যারনকে বলল, 'তুমি এখন হাফ মুন ক্রসে আছ। এটাই প্রধান র‍্যাঞ্চ হাউস। আমি ডেভ ফোলজার্স, এখানকার ফোরম্যান। ব্যাংক আর কোর্ট ক্যাপ্টেন রিচার্ডের সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত আমাকেই এর দেখাশোনা করতে হচ্ছে। তুমি যতদিন সুস্থ না হও ততদিন তোমার দেখাশোনার ভার আমাদের।'

ডেপুটি স্টার্কি একটু ইতস্তত করে শেষে বলেই ফেলল, 'তোমাকে শহরে রাখার ব্যাপারে জ্যাক বুল এমন ঘোর আপত্তি তুলল যে তোমাকে শহরে রাখা সম্ভব হল না।'

'তোমাকে এখানে নিয়ে আসার পরামর্শের মূলে হচ্ছে পাখির গান,' মাথা হেলিয়ে দরজার কাছে বসা ইণ্ডিয়ান লোকটার দিকে ইঙ্গিত করল ফোরম্যান।

হেনরি আর চুপ করে থাকতে পারল না। 'তোমাকে এখানে আনার

সময়ে সবথেকে বেশি ঝামেলা করেছে তোমার ওই বিড়ালটা। কিন্তু ওই ইণ্ডিয়ান লোকটা...মানে, মিস্টার পাখির গান ছাড়া আর কাউকেই সে তোমার কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। কেউ গেলেই সে যেভাবে ফোঁস করে উঠছিল যে কেউ এগোতে সাহস পায়নি। আমি জানতাম না বিড়ালকে কেউ কোনদিন কিছু শেখাতে পারে—পাহারাদার কুকুরের মত পাহারা দেয়া তুমি ওকে কিভাবে শেখালে?'

'আমি শেখাইনি,' বলল ব্যারন। হাত বাড়িয়ে বিছানার খুঁটিতে ঝোলানো পিসমেকারটা বের করে প্রথমে গুলি ভরা আছে কিনা দেখে ওটা ঠিক মত কাজ করছে কিনা সেটাও পরীক্ষা করে দেখল সে। 'ওটা আমার বিড়াল নয়। আমার জামাকাপড়গুলো কোথায়? আমার এখনই...'

'এই মুহূর্তে বিছানা ছেড়ে তোমাকে কোথাও যেতে দেয়া হবে না,' কঠিন স্বরে বলল ডাক্তার। 'বিড়ালের মত তোমারও নয়টা জীবন থাকতে পারে—কিন্তু তার আটটাই তুমি খরচ করে ফেলেছ—আছে মাত্র একটা।'

'কেউ জানে না তোমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে,' উৎফুল্ল স্বরে বলল হেনরি। 'শেরিফ আর এখানকার এই কয়জনই মাত্র জানে। কেউ যদি মারার জন্যে তোমার পিছনে লেগেও থাকে—তুমি কোথায় আছ জানবেও না সে।'

যুবকের দিকে ফিরে তাকাল ব্যারন। রাগও হচ্ছে আবার মায়াও হচ্ছে। শিশুর মত অন্ধ বিশ্বাস। জীবনে টিকে থাকতে হলে ওকে অনেক কিছুই শিখতে হবে।

ব্যারনকে উঠতে বাধা দেয়ার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল ডাক্তার। হাতটাকে ঠেলে সোজা হয়ে বসে গানবেল্টটা কোলে রেখে পালিশ করা

মেঝেতে পা রাখল। বেড-স্ট্যাণ্ডে ঝুলানো টুপিটা নিয়ে মাথায় পরল ব্যারন। হেনরি চোখ দুটো সরু করে কৌতূহলী চোখে ব্যারনের প্রত্যেকটা গতিবিধি লক্ষ করে দাঁত বের করে হাসল সে। লক্ষ করল ব্যারন যা কিছুই করছে পিস্তলের বাঁটটা সবসময়েই ওর হাতের কয়েক ইঞ্চির মধ্যেই থাকছে।

দরজার গোড়ায় বসা লোকটা উঠে দাঁড়াল। ওর মুখে ব্যঙ্গাত্মক হাসি। 'তুমি যত কথাই বলো, ডেপুটি, ও ঠিকই জানে সু মাতিনকে ফাঁকি দেয়া এত সহজ না। ওর জামা-কাপড়গুলো এনে দিতে বলো।'

অবাক হয়ে ইণ্ডিয়ান লোকটার দিকে তাকাল ব্যারন। 'সু মাতিনকে তুমি চেনো?'

'ওই লোকটাই তো তোমার পিছনে লেগেছে, তাই না? ওকে কেউই চেনে না। মানে জীবিত কেউ না। ওকে দেখিনি কিন্তু ওর কথা আমি অনেক শুনেছি।'

'কি শুনেছ?' প্রশ্ন করল সিডনি।

'শুনেছি লোকটা টাকার বিনিময়ে গোপনে হত্যা করে। আজ পর্যন্ত সে পঞ্চাশ থেকে একশো জনকে খুন করেছে। মোটা টাকা নেয় সে—

ওর কাজে সে কখনও বিফল হয়নি। গ্যারান্টি দিয়ে কাজ করে ও। ভূতের মতই ওর চলাফেরা। যখন যেখানে খুশি যায়—যাকে দরকার তাকে মেরে আবার ভূতের মতই অদৃশ্য হয়। কেউ জানে না সে কোথা থেকে আসে, কোথায় যায় বা কোথায় থাকে।'

মাথা ঝাঁকাল ব্যারন। এসব সে আগেও শুনেছে। 'আর কিছু?'

'লোকে বলে ওকলাহোমার স্ট্রিপে ওর কোন গোপন আস্তানা আছে। নইলে কেউ না কেউ ওকে নিশ্চয় দেখতে পেত। কোন মানুষই অদৃশ্য না।'

স্টার্কি কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেছিল। ব্যারনের ধোয়া জামা-কাপড়, মোজা আর বুট নিয়ে ফিরে এল সে। 'তোমার বাকি জিনিসপত্র সব বারান্দায় আছে।'

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে ড্রেসআপ করতে শুরু করল ব্যারন। দুর্বলতায় মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছে। স্রেফ মনের জোরেই সে নিজেকে সচল রেখেছে। জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে সে বলল কিছুদিন আগেই আমি স্ট্রিপে ছিলাম—ওখানকার হাওয়ায় বুঝলাম টাকার বিনিময়ে ওকেই আমার পিছনে লাগানো হয়েছে।'

'ওরা বলে টাকাই ওর হত্যা করার একমাত্র কারণ। তোমার শরীরে কিছু পোড়া দাগও দেখতে পাচ্ছি,' ইন্ডিয়ান লোকটা ফালতু আলাপের ছলেই কথাটা বলল। 'প্রেইরি ফায়ারে পোড়া দাগের মত। শুনলাম কয়েক সপ্তাহ আগে নো ম্যান্‌স্ ল্যাণ্ডে আগুন লেগেছিল। পুরো স্ট্রিপটাই প্রায় পুড়ে গেছে।'

'আগুন তো অনেক কারণেই লাগে।'

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল কোমাঞ্চি। 'অবশ্য কেউ ইচ্ছে করে লাগালেও লাগে।'

শার্টের বোতাম লাগিয়ে প্যান্টে গুঁজে পিস্তলের বেল্টটা কোমরে পরল ব্যারন। 'ওই কথাটার কি বিশেষ কোন মানে আছে?'

'গুজব ছড়ায়,' কাঁধ উঁচাল প্যাখির গান। 'শুনলাম চেকো নামের একটা ছেলের কাছে শাইয়্যান এক লোক কিছু ঘোড়া রাখতে দিয়েছিল। প্যানহ্যাণ্ডলের (প্রেইরি এলাকাটা এই নামেই বেশি পরিচিত) একটা র‍্যাঞ্চের বিরুদ্ধে একটা সাদা লোকের আক্রোশ ছিল—আক্রোশ চেকোরও ছিল। চেকোর সাথে লোকটার বন্ধুত্বও ছিল। শাইয়্যান লোকটা বলল প্রেইরি ফায়ারে ওই র‍্যাঞ্চের বিরাট গরুর পাল

মারা গেছে—ওদের যে বদ উদ্দেশ্য ছিল সেটা আর সফল হয়নি। কিন্তু চেকোও আর ফেরেনি।'

ইণ্ডিয়ান লোকটার চোখে চোখ রাখল ব্যারন। 'অনেক কথাই তোমার কানে যায় দেখছি।' কথাগুলো সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

'কথাগুলো শাইয়্যান লোকটা ভবঘুরে এক পওনি ইণ্ডিয়ানকে বলেছিল—ক্যাম্প ফায়ারের ধারে দুজন কিওয়া ফ্যর শিকারীকে খাবার খাওয়ার সময়ে সব বলেছে। ওদের আবার ব্রেজোর টঙ্কাওয়াদের সাথে ব্যবসা আছে...' আবার কাঁধ উঁচাল পাখির গান। 'এইভাবেই গুজব ছড়ায়।'

ইণ্ডিয়ান লোকটার চোখের দিকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নিল ব্যারন। 'চেকো মারা গেছে,' নিচু স্বরে বলল সে। 'আমার ঘোড়া—যেটা ঘাতকের গুলিতে মারা গেছে—ওটা চেকোর ঘোড়া। পরে ওটাকে আমি পেয়েছিলাম।

সমঝদারের মত মাথা ঝাঁকাল পাখির গান। 'ও কি মরার আগে প্রতিশোধ নিতে পেরেছিল?'

'হ্যাঁ, তার কাজ সে শেষ করেই গেছে,' বিড়বিড় করে বলল সিডনি। 'এখন সে সূর্যাস্তের দিকে হাঁটছে—ঈগলের পালক ওর পায়ের পিছন পিছন যাচ্ছে।'

মাথা কাত করল পাখির গান। 'এসব ইণ্ডিয়ান রীতির কথা তুমি জানো?'

জোর করে টেনে পায়ে বুট পরল সিডনি। কথাটার কোন জবাব দিল না।

হেনরির চোখ দুটো বিস্ময়ে ছানা-বড়ার আকার নিয়েছে। 'তুমি ইচ্ছে করে প্রেইরি জ্বালিয়ে দিয়েছ? কি ধরনের মানুষ তুমি?'

ওর চিন্তাধারাটা আঁচ করে নিয়েই যেন পাখির গান জবাবটা দিল। 'ইণ্ডিয়ান লোকও যথেষ্ট কারণ থাকলে এই রকমই কিছু করত।'

ডাক্তার যন্ত্রপাতি, মলম, ব্যাণ্ডেজের রোল, সব তার ব্যাগে ভরে ফেলল। ব্যাগের স্ট্র্যাপটা এঁটে সে ঘুরে দাঁড়াল। 'বুঝতেই পারছি তুমি আমার উপদেশ মানবে না। তবু বলছি সেরে না ওঠা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে তোমার বিশ্রাম নেয়া উচিত।'

হেসে নড় করল ব্যারন। 'তোমার পাওনা কত হয়েছে?'

'কিচ্ছু না—আমার পাওনা আমি আগেই পেয়ে গেছি।'

'কে দিল—কাউন্টি?'

মাথা নাড়ল ডাক্তার। 'আমার নাম রোজারিও। নিকোলাস রোজারিও। নামটা চেনা ঠেকছে?'

'না, ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'ছয় বছর আগে তুমি মিসৌরির সেইন্ট লুই-তে ছিলে। আঠারোশো ছিয়াশি সালের চতুর্থ যে গাড়িতে করে লিপটন থিয়েটারে যাচ্ছিলে তুমি। ওই সময়ে গলিতে একটা গোলমাল তোমার চোখে পড়ে।'

'ওই সময়ে আমি সেইন্ট লুই-তে ছিলাম এটা ঠিক। কিন্তু আমি...'

'অনেক লোকই পথ দিয়ে যাচ্ছিল—গোলমালটা ওদের চোখেও পড়েছে। কিন্তু কেউ থামেনি। ঝামেলায় জড়াতে চায়নি কেউ। কিন্তু তুমি থেমেছিলে।'

'মনে পড়েছে, কয়েকজন গুণ্ডা একজন বিদেশীকে পিটাচ্ছিল। ওটা এমন কিছু না।'

মাথা নাড়ল রোজারিও। 'পাঁচজন টাউট ছুরি-ডাণ্ডা নিয়ে একজনকে আক্রমণ করেছে আর তুমি বলছ কিনা ও কিছু না!'

'আমি বলছিলাম এই ধরনের ঘটনা আমি সহ্য করতে পারি না।'

'ওগুমি আমিও পছন্দ করি না—কিন্তু এসব অহরহ ঘটছে। ওই বিদেশী লোকটা ছিল আমার ভাই। তুমি না এগোলে সে ওই গলিতেই মরে পড়ে থাকত।'

'ওর নামটা আর আমার জানা হয়নি।'

'তুমি জিজ্ঞেস করলেও ওর নাম সম্ভবত তুমি জানতে পারতে না। পিউস ডি রোজারিও তখন এক অক্ষরও ইংরেজি জানত না। কেবল হিব্রু আর ইড্ইশ জানত সে।

নামটা শুনে ডাক্তারের দিকে ফিরল সিডনি। 'পিউস? পিউস ডি রোজারিও?'

'হ্যাঁ।' হাসল ডাক্তার। বালটিমোর কনসারভেটরি অব মিউজিকের যাবতীয় খরচ সে-ই চালায়। তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে পারেনি বটে কিন্তু তোমার সম্পর্কে সে খোঁজ-খবর ঠিকই নিয়েছিল। তোমার মাকে সে তার নিজস্ব পদ্ধতিতে ধন্যবাদ জানিয়েছে।'

'কই মা তো আমাকে কখনও এ ব্যাপারে...'

'বলবে কি করে? পিউস তোমার মাকে ওই ব্যাপারে কিছু বলেইনি। আর বলবেই বা কিভাবে? অমন মার্জিত মহিলার ছেলে হয়ে তুমি ওই পাঁচজনের যে দুরবস্থা করেছিলে—কোন ভদ্রমহিলার কাছে সেসব কথা কি বলা যায়? বালটিমোরে পিউস ব্যবসায়ে ভাল উন্নতি করেছে—তাছাড়া উঁচু দরের সঙ্গীতের একজন সত্যিকার সমঝদার সে।'

'তুমি এখানে টেক্সাসে কি করছ?'

'তোমার মায়েরই এক বন্ধু আমাকে এখানে ডাক্তার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছে। ডাক্তার জন ওয়াইলি। চমৎকার লোক। ঈশ্বর তার মঙ্গল করুক।' ব্যাগ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল

ডাক্তার। 'তার খুনী রয় রজার্সকেও আমি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি। ওয়্যাগনের লোহার চাকা যে মানুষের আকৃতি কতটা বদলে দিতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। তবে চাকার তলায় পড়ে তার মৃত্যু ঘটেনি। ওর পাঁজরের ভিতর সাত ইঞ্চি লম্বা একটা স্টিলেটো (সিক কাবাবের সিকের মত ধারাল স্টীলের পাত) ঢুকিয়ে আগেই কেউ ওকে হত্যা করেছিল।'

ব্যাগটা তুলে নিয়ে ঘুরে বেরিয়ে গেল নিকোলাস। ফোরম্যান কোলজার্সও ওর পিছন-পিছন বেরোল। মুচকি হাসিতে পাখির গানের ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দাঁতের একটু অংশ দেখা গেল।

'ছোট্ট পৃথিবী, তাই না?' মন্তব্য করল সে।

'আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না কেউ ইচ্ছে করে প্রেইরিতে আগুন লাগাতে পারে,' বিড়বিড় করে বলল হেনরি। তারপর ব্যারনকে দরজার দিকে এগোতে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

'শোনো...রাতের খাবার তৈরি হয়ে গেছে মিস্টার ব্যারন। আমরা এখনই খেতে বসব। তাছাড়া শেরিফ তোমার সাথে কিছু কথা বলবে—আমার ওর কড়া নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে না পৌছানো পর্যন্ত তুমি যেন কোথাও না যাও।'

'কখন আসবে সে?'

'ঠিক জানি না। কিন্তু সন্ধ্যার আগেই ফিরবে। টেন মাইল ট্যাঙ্কের স্টেশনে গেছে শেরিফ—কার যেন আসার কথা।'

১৮৪২ সালের সামারে লো নামের এক লোক মাইল্যাম মিউনিসিপ্যালিটির ব্ল্যাকল্যাণ্ড স্ট্রিপে সার্ভে করছিল। ওই এলাকাটাই পরে এলিস কাউন্টি নামে পরিচিত হয়েছে। কিছু বেদুইন ধরনের

কিওয়া ইণ্ডিয়ান শিকারী দলের পাশে পাহাড়ের ওপর ক্যাম্প করেছিল লো। সন্ধ্যায় উপহার বিনিময়ের আর শিষ্টাচারের শেষে উত্তর দিকে যে নদীটা বাঁক নিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে সেদিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওই জায়গাটার নাম কি?'

লোর টঙ্কাওয়া ইন্টারপ্রেটার প্রশ্নটাকে কিওয়া ভাষায় অনুবাদ করল। কিওয়া সর্দার হাত চিত করে কাঁধ উঁচাল।

'ওয়া'কসা-হ্যাটসি,' বলল সে।

নির্ভুল অনুবাদের কাজটা এমনিতেই কঠিন। কিওয়া সর্দার শুনল ওকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'ওটা কি?'

এমন বোকার মত প্রশ্ন সম্ভবত সে আর কখনও শোনেনি। কিন্তু সেটা বলা নেহাতই অভদ্রতা হয়। তাই সে কেবল প্রশ্নটারই জবাব দিল, 'ওয়া'কসা-হ্যাটসি।' কথাটার মানে হচ্ছে "ওটা একটা খাঁড়ি(ঝর্না)।"

লো তার রেকর্ডে জায়গাটার নাম লিখল ওয়্যাক্সাহ্যাচি। আর ওই ক্রীক বা খাঁড়িটার ওয়্যাক্সাহ্যাচি ক্রীক। ওখানে যখন শহর গড়ে উঠল—নামটা থেকেই গেল।

ওই ক্রীক নামের ক্রীকেরই যেপাশে জঙ্গল আছে, সারাদিন ক্রীক নামের শহরটাকে চষে বেড়িয়ে, সেখানেই ক্যাম্পে ফিরল ডিকি হেণ্ডারসন আর তার সঙ্গীরা।

'টম স্মিথ এখনও শহরেই আছে,' রিপোর্ট দিল আইভান। 'হোটেলে একটা কামরা ভাড়া নিয়ে রাতটা এখানেই কাটাবে মনে হচ্ছে। টাকা তুলতে ব্যাঙ্কে যায়নি সে।'

ওদের দলের হাইন্স নামের লোকটা বলল, 'টাইটওয়াডে যাদের দেখেছি এখানেও তাদের কয়েকজনকে ঘোরাফেরা করতে দেখলাম।

একটা লোককে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা—এনিসে পোনির পিঠে বিড়াল নিয়ে যে লোকটা এসেছিল, এরা তাকেই খুঁজছে।'

হ্যাণ্ডি বলল, 'ওর পোনিটা এখন আর নেই—কে যেন পোনিটাকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। দিনের বেলায়—একেবারে রাস্তার মাঝখানে।'

'ওসব ঘটনা আমি আগেই জেনেছি,' একটু বিরক্ত সুরেই বলল ডিকি। 'প্রথমে আমি ভেবেছিলাম এটা স্মিথেরই কাজ। কিন্তু দুয়ে দুয়ে চার করে বুঝলাম এটা ওর কাজ না। শুনলাম দূর পাল্লার রাইফেল ব্যবহার করেছিল কেউ। টাইটওয়াডের কারও কাছে আমি ওই রকম রাইফেল দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

'তাহলে আমাদের এখনকার প্ল্যান কি?'

'আমার মতে ব্যাঙ্কের চারপাশে আমাদের নজর রাখা দরকার। স্মিথ টাকা নিয়ে বেরোলেই ওর কাছ থেকে টাকাটা ছিনিয়ে নেব,' প্রস্তাব দিল আইভান।

'ওইখানে? শহরের একেবারে মাঝখানে?' নাক সিঁটকাল ডিকি। 'তোমার মাথায় আসলেই মগজ বলতে কিছু নেই।'

'মুখ সামলে কথা বলো, ডিকি,' ধীরে ধীরে কথাগুলো উচ্চারণ করল আইভান। 'প্রত্যেক মানুষেরই একটা সহ্যের সীমা আছে।'

'যদি মনে করো আমার মুখ বন্ধ করার ক্ষমতা তোমার আছে, যখন খুশি চেষ্টা করে দেখতে পারো,' উত্তর দিল ডিকি। ওর ডান হাতটা পিস্তলের বাঁটের কাছে মুহূর্তে অ্যাকশনে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। 'আমরা এখন অপেক্ষা করব। টম স্মিথকে টাকা নিয়ে টাইটওয়াডে ফিরতে হবে। সময়মত পথে ওকে ধরব আমরা। সহজ-সরল কাজ।'

আইভান ওর হুমকির মুখে পিছিয়ে গেল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অসন্তোষের আগুন জ্বলছে ওর মনে। 'বেশি সাবধানী' বিড়বিড় করল আইভান। 'সাবধানী লোক আমি দেখতে পারি না। অল্পদিনের মধ্যেই একটা পরিবর্তন ঘটার সময় ঘনিয়ে এসেছে।'

কেবল হ্যাণ্ডি ওর কথাটা শুনতে পেল।

হাফ মুন ক্রসে একটা হলুদ বিড়াল খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে লোকগুলোকে দেখল। একজন জখম লোক বিছানায় শুয়ে আছে। আর দ্বিতীয়জন ইণ্ডিয়ান, পাখির গান।

আহত লোকটা কনুইয়ে ভর করে একটু উঁচু হয়ে বিড়ালটাকে দেখল। তারপর ইণ্ডিয়ানের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল, 'এ-ই কি সিডনি ব্যারনকে মরার হাত থেকে বাঁচিয়েছে?'

'হ্যাঁ, প্যাডি, এটাই সেই লাকি বিড়াল।' উঠে বসে কাছে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে হাত বাড়াল পাখির গান।

বিড়ালটা স্থির দাঁড়িয়ে কতক্ষণ চোখ সরু করে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে ওর দিকে এগোল। আহত লোকটার বাঙ্কের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে প্যাডি (যেকোন আইরিশ লোককে ওই নামে ডাকা হয়) ওকে আদর করার জন্যে হাত বাড়াল। পরক্ষণেই চিৎকার করে দ্রুত হাত সরিয়ে নিল। ওর দুটো আঙুলে খামচির দাগ পড়েছে। বিড়ালটা নিঃশব্দে পাখির গানের দিকে এগিয়ে ওর হাঁটুতে গা ঘষছে—ইণ্ডিয়ান লোকটা ওকে আদর করে গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

'ও তোমার কাছে গেল, আমার কাছে এল না কেন?' ক্ষুব্ধ স্বরে প্রশ্ন করল প্যাডি।

আড়চোখে প্যাডির দিকে চেয়ে সে জবাব দিল, 'চরিত্র বিচার

করার ক্ষমতা নিয়েই জন্মায় বিড়াল। কে বিশ্বাসযোগ্য আর কে নয় তা ওরা বুঝতে পারে।'

এগারো

মিডল্যাণ্ড এক্সপ্রেস ট্রেনটা টেন মাইল ট্যাঙ্কের মত ছোট স্টেশনে থামার নিয়ম নেই। প্রতি দশ দিনে ট্রেনটা একবার হিউস্টন থেকে প্যানহ্যাণ্ডেলে কাঠ বয়ে নিয়ে যায়। পৌঁছতে সময় লাগে নয় দিন। ট্রেনটাকে ঘুরাতে সময় লাগে চব্বিশ ঘন্টা। তারপর ফিরতি পথে চামড়া, তুষ আর কোয়ারি থেকে পাথর বোঝাই করে হিউস্টনে ফিরে আসে। শীতের আগের তিন মাস আর পুরো শীতকালটা ওই ট্রেন কেবল তুলো বয়ে নিয়ে যায়।

আজ কিন্তু ট্রেনটা টেন মাইল ট্যাঙ্কে থামল। ট্রেনের পিছনে প্যাসেঞ্জার কোচ থেকে কেবল একজন যাত্রী নামল। ওর চুলে পাক ধরেছে—হ্যাটের তলা থেকে যেটুকু বেরিয়ে আছে তা থেকেই সেটা বোঝা যায়। পোর্টার একটা স্যুটকেস আর দুটো ব্যাগ নামিয়ে আনল ওর পিছন পিছন। দুই বগি সামনে জীব-জন্তু রাখার বগি থেকে নামানর সুবিধার জন্যে কাঠের বিশেষ তক্তা বসিয়ে বিশাল আকারের একটা খয়েরি রঙের ঘোড়া নামানো হল।

আগন্তুক আড়চোখে তার জন্যে যারা অপেক্ষা করছে তাদের এক

নজর দেখে নিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে ওদের দিকেই এগোল। র‍্যাম্প তুলে নিয়ে গেট বন্ধ করা হলে ট্রেনটা আবার তার গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হয়ে গেল।

ডেপুটি টেলর এর আগে কখনও কোনো রেঞ্জার ক্যাপ্টেন দেখেনি। কৌতূহলী চোখে সে নবাগত লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখছে। লোকটা লম্বা, আর মুখ গম্ভীর।

শেরিফ রেঞ্জার ক্যাপ্টেনকে আমন্ত্রণ জানাতে এগিয়ে গেল। কিন্তু হ্যাণ্ডশেক করার জন্যে হাত বাড়াল না—শুধু একটা নড করে বলল, 'তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম। অনেকদিন পরে আবার দেখা হল।'

'তিন বছর,' বলল রেঞ্জার। 'তোমার সাথের লোকটা কে?'

টেলরের দিকে ফিরল শেরিফ। 'আমার একজন ডেপুটি—কাজ শিখছে। ওর নাম টেলর। টেলর, এ হচ্ছে টেক্সাসের রেঞ্জারদের ক্যাপ্টেন, মিস্টার জারভিস থমাস।' পরিচয়ের পালা শেষ হল।

টেলরকে খুঁটিয়ে দেখল থমাস। টেলরের মনে হল তার কতগুলো দাঁত আছে সেটাও যেন লোকটার গোনা হয়ে গেল। 'হাওডি', বলল থমাস।

অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল টেলর। 'হাওডি।'

'তুমি ওয়েকো থেকে আসনি দেখে অবাক হচ্ছি—কাজে বেরিয়েছিলে নাকি?'

'মোবীটিতে কিন্তু অনুসন্ধান চালাচ্ছিলাম।' ব্যাগ দুটো জিনের পিছনে ঝুলিয়ে আবার বলল, 'কয়েক সপ্তাহ আগে ডাবল স্টারের বিরাট ক্যাটল্ ড্রাইভ সম্পর্কে তুমি কিছু জানো?'

'শুনেছি ওগুলো ক্যানসাস পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি,' বলল কোলম্যান। 'প্রেইরির আগুনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।'

'ওই সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন উঠছে,' বলল থমাস। 'অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল জানতে চায় কোয়ারেনটিন আছে জেনেও হিগিন স্পেন্সার কিজন্যে এত গরু নিয়ে বর্ডার পার হওয়ার চেষ্টা করেছিল। পুরো ব্যাপারটাই ধোঁয়াটে। অর্থহীন।'

'কোন অর্থই কি নেই?'

'সম্ভবত আছে। আজকালকার রাজনীতির যা অবস্থা, তাতে এর অনেক রকম উদ্দেশ্যই থাকতে পারে। স্পেন্সার বোকা লোক নয়।' ঘোড়ার জিনটা ঠিকমত বসিয়ে পেটিটা ভাল করে এঁটে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল রেঞ্জার। 'ওই এলাকায় কোনটার মালিক যে কে সেটা পাকাপাকিভাবে এখনও নির্ধারিত হয়নি। পিস্তলবাজ গ্রে সিমন্সের নাম কখনও শুনেছ?'

'ওর কথা কে শোনেনি? সবাই বলে ওই নাকি পৃথিবীর সব থেকে সেরা পিস্তলবাজ। কলোরাডোয় থাকে ও।'

'এখন সে আর কলোরাডোতে নেই।' ঘোড়ার ডানপাশে ঝোলানো রাইফেলটা খাপ থেকে বের করে সব ঠিক মতই কাজ করছে কিনা চেক করে আবার খাপে পুরল রেঞ্জার।

'সবথেকে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এখন সে ডাবল স্টারের ফোরম্যান হয়েছে।'

হেনরিকে পুরানো পানির ট্যাঙ্কের ছায়ায় বাঁধা ঘোড়া দুটোকে নিয়ে আসতে পাঠাল শেরিফ।

'জাজ আমাকে জানাল এদিকে ইন্টারেস্টিঙ কিছু ঘটনা ঘটেছে— ব্যাপারটা কি?'

'সিডনি ব্যারন এখানে এসেছে। ওকে তুমি চেনো।'

'নাম শুনেছি। কি করেছে ও?'

'এখানে? না, এখানে সে কিছু করেনি। এনিসে সে ডাক্তার ওয়াইলিকে খুন হতে দেখেছে। তারপর ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে ওকে লক্ষ্য করে কেউ গুলি ছুঁড়েছিল। আমার ধারণা এটা সু মাতিনের কাজ।'

'ভুরু কুঁচকে শেরিফের দিকে তাকাল রেঞ্জার। 'ব্যারন মারা গেছে?'

'কপালের জোরে বেঁচে গেছে। ওর ঘোড়াটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠেছিল বলে ব্যারনের বদলে ঘোড়াটাই মারা পড়েছে। কিন্তু এটা যদি মাতিনের কাজই হয়ে থাকে তবে আমার বিশ্বাস সে আবার চেষ্টা করবে। সু মাতিনকে আমার চাই। ওকে না ধরতে পারলে আমি মরেও শান্তি পাব না।'

'শুধু তুমি কেন আরও অন্তত শ'খানেক লোক আছে যারা তোমার সাথে একমত। কিন্তু তুমি কিভাবে নিশ্চিত হলে সে এখানেই আছে?'

'ব্যারনের ধারণা তাকে হত্যা করার জন্যে সু মাতিনকে লাগানো হয়েছে।'

'সু মাতিন কেন ওর পিছনে লেগেছে তার কোনো ব্যাখ্যা দিয়েছে সে?'

মুচকি হাসিতে শেরিফের গালে টোল পড়ল। 'ব্যারনই স্ট্রিপে ওই আগুনটা জ্বালিয়েছিল। হয়ত সে তোমার কাছে সেটা স্বীকার করবে—আবার নাও করতে পারে। টেক্সাসের বাইরে হওয়ায় এক্ষেত্রে টেক্সাস ল খাটবে না। কিন্তু ওটা তারই কাজ। এইজন্যেই হিগিন স্পেন্সার ওকে খুন করাতে চায়। প্রতিশোধ।'

'মাতিন তাই তিন বছর পর আবার ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে ফিরে এসেছে?'

'ওকে আমার চাই,'থমাস। এসো, এবার আগে থেকে প্ল্যান করে ওই শয়তানটাকে এমন জালে ফেলি যেন কোনমতেই পালাতে না পারে।'

ঘোড়াদুটো নিয়ে ফিরে এল হেনরি। ঘোড়ায় চড়ে শেরিফ বলল, 'হেনরি, তুমি সোজা শহরে ফিরে চীফ ডেপুটি স্টার্কির কাছে রিপোর্ট করো। আর মনে রেখো সিডনি ব্যারন কোথায় আছে বা ক্যাপ্টেন সিমন্সের এখানে আসার কথা যেন কেউ জানতে না পারে। যাদের জানানো দরকার তাদের আগেই জানানো হয়েছে।'

'ইয়েস, স্যার। ডেপুটি টেলরের কি ফিরতে দেরি হবে?'

'আমি হয়ত হাফ মুন ক্রসে পৌঁছেই ওকে পাঠিয়ে দেব। কেন?'

'এমনি—কোন কারণ নেই।' ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পুবের ট্র্যাক ধরে শহরের দিকে রওনা হল হেনরি।

'একেবারে কাঁচা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল শেরিফ।

জিজ্ঞাসু চোখে ওর দিকে তাকাল থমাস।

'ও আর টেলর,' ব্যাখ্যা দিল শেরিফ। 'দুজনেরই কাঁচা বয়স, সুযোগ পেলেই ওরা কোর্টহাউসের টাইপিস্ট মেয়েগুলোর সাথে ভাব জমানর চেষ্টা করে। বিশেষ করে জলিন নামের এক সুন্দরী টাইপিস্টের সাথে ভাব জমানর জন্যে ওদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে।' মাথা নেড়ে আপত্তি প্রকাশ করল শেরিফ। 'আমি জানি মেয়েদের টাইপ আর টেলিগ্রাফের কাজ শেখানোই এখনকার আধুনিক রীতি। এই ব্যাপারে আমি ঠিক "ওল্ড ফ্যাশণ্ড" নই। কিন্তু আমার বিশ্বাস মেয়েদের কোন "পাবলিক প্লেসে" কাজ করতে দেয়া একটা বিরাট ভুল। এর ফল কখনও ভাল হতে পারে না।'

যেকোন দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হোক না কেন হাফ মুন ক্রসকে কোনমতেই বড় র‍্যাঞ্চ বলা যাবে না। টাইটওয়াডের উত্তর-পশ্চিম থেকে এবড়োখেবড়ো পাথুরে পাহাড়ে ভরা র‍্যাঞ্চটা এলিস কাউন্টির

বর্ডার পর্যন্ত গিয়েই শেষ হয়েছে। আয়তনে র‍্যাঞ্চটা তিন হাজার একরের বেশি হবে না। কিন্তু ক্যাপ্টেন রিচার্ডের সুষ্ঠু চালনায় ছোট হলেও যথেষ্ট সুনাম আছে ওটার।

ক্যাপ্টেন রিচার্ডের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। সমুদ্রের পাড়ের গরম, মশা, মাছি আর ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে ফাইট করে জঙ্গলের ঝোপঝাড় থেকে মসহর্ন গরু তাড়িয়ে ট্রেইল ধরে উত্তরে নিয়ে আসাই ছিল তার প্রধান কাজ। সময় বদলে গেল। যুদ্ধ লাগল—সাধারণ সৈনিক হিসেবে যোগ দিয়ে নিজের কৃতিত্বে অল্পদিনের মধ্যেই ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত হল। যুদ্ধের শেষে দুর্দশার দিনগুলোতে এলিস আর জনসন কাউন্টিতে ব্রেজোর পুবে, যেখানেই টুকরো টুকরো জমি পেয়েছে, কিনেছে। জমির সঙ্গে হাফ মুন ক্রসের কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ার পর সে দক্ষিণের কিছু শক্ত বুনো গরু কিনল। শেটল্যাণ্ড দ্বীপ আর স্কটল্যাণ্ড থেকে উন্নত মানের ষাঁড় আমদানি করে উঁচু জাতের গরুর-পাল তৈরি করল।

প্রথমে লোকে ভেবেছিল ক্যাপ্টেনের মাথায় দোষ আছে—কিন্তু পরে ওদের মত পাল্টাতে হয়েছে। ক্যাপ্টেনের গরু বাজারে অন্যান্য গরুর চেয়ে এখন অনেক বেশি দামে বিক্রি হয়।

ডেভ ফোলজার্স সিডনিকে পুরো র‍্যাঞ্চ-বাড়ির চারপাশ ঘুরিয়ে দেখাল। টেলর সর্বক্ষণ ওদের সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। শেরিফ তাকে আদেশ দিয়ে গেছে ব্যারনকে যেন সবার দৃষ্টির আড়ালে রাখা হয়…কিন্তু লোকটা যদি ঘরে বসে থাকতে না চায় সে কি করতে পারে? যে গানফাইটারের কোমরে পিস্তল ঝুলছে তাকে সাহস করে কে আদেশ দেবে?

'গরুগুলোর কানে লাগানো ট্যাগগুলো লক্ষ করেছ?' একটা গরুর

খোঁয়াড় পার হওয়ার সময়ে গর্বের সঙ্গে বলল ডেভ। 'গরুর পাছায় গরম শিকের ছ্যাঁকা দিয়ে ব্র্যাণ্ড করলে গরুও কষ্ট পায় চামড়াটাও নষ্ট হয়। ক্যাপ্টেন বলত, "এই গরু আর ষাঁড় কেবল মাংস নয় ভালজাতের গরুর জন্ম দেয়াই এদের আসল কাজ। এরই নাম প্রোগ্রেস।" '

'স্মার্ট ক্যাটলম্যান,' মন্তব্য করল সিডনি। 'আমি যাদের চিনি আর যাদের জন্যে কাজ করেছি তাদের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান।'

'কোথায় কোথায় কাজ করেছ তুমি?' প্রশ্নটা কাউবয়দের ক্ষেত্রে বলা যায় নির্দোষ। কিন্তু পশ্চিমে কারও নাম জিজ্ঞেস করা, বা সে কোথা থেকে এসেছে—অতীতে কি করেছে, এসব প্রশ্ন করা রীতিমত অপরাধ। এই ধরনের প্রশ্ন করলে গানফাইট হয়ে যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়।

'এদিক ওদিক অনেকখানেই কাজ করেছি। কিছুদিন লেজি কে র‍্যাঞ্চে ছিলাম—ওটা মেসিলাসে। কিছুদিন ডায়মণ্ড টাই-এর ট্রেইল-বসের কাজও...'

'ডায়মণ্ড টাই?' বাধা দিয়ে বলে উঠল ডেভ। 'এই পেশায় ওখানেই আমার হাতেখড়ি। হান্ট মিচামকে চেনো তুমি?'

'সে'ই ছিল আমার বস্। দু'একবার ওর সাথে স্টাড পোকারও খেলেছি।'

'নিশ্চয় যা ছিল সবই হেরেছ? পাকা খেলোয়াড় সে।'

'সত্যি কথা বলতে কি একটা ভাল ঘোড়া আর ওয়াইওমিঙ জিন সে আমার কাছে হেরেছে।'

'হান্ট মিচামের থেকে?' ভুরু কুঁচকাল ডেভ। 'স্টাড পোকারে সে সব সময় চুরি করে।'

'জানি। তাতে আমার সুবিধাই হয়েছে। আরও বড় ঠগবাজদের

সাথেও আমি খেলেছি।'

'অবাক করলে,' বলল ডেভ। 'কখনও শ্যাংহাই পিয়ার্স ব্র্যাণ্ডের সাথে তোমার পরিচয় হয়েছিল?'

সুক্ষ্ম একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল সিডনির ঠোঁটে। 'একবার। কিন্তু আমি ওদের হয়ে কাজ করিনি।'

'আর কোথাও?'

'একবার বার কে-তে। টুসনের ফোর স্টারেও ছিলাম কিছুদিন।'

'অনেক জায়গাতেই তাহলে ঘুরেছ তুমি।'

'হ্যাঁ, বেশ কিছু ঘুরেছি বলা চলে।' সিডনি নিজের গাল ঘষে বুঝল তার শেভ করা দরকার। 'বুঝতে পারছি তোমার মনে প্রশ্ন জাগছে আমি পিস্তল ব্যবহার করে কখনও টাকা কামিয়েছি কিনা। জবাবটা হচ্ছে, না। এটা,' পিসমেকারের বাঁটে হাত রাখল সে, 'আমি তিরিশ ডলার দিয়ে কিনেছি। শুধু নিজের ব্যবহারের জন্যে—আর কারও জন্যে নয়।'

'প্রশ্নটা মনে জাগলেও আমি কিন্তু জিজ্ঞেস করিনি,' স্মরণ করিয়ে দিল ডেভ।

ঘোড়া রাখার কোরালের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল ওরা। হঠাৎ সিডনি থেমে দাঁড়াল। 'বর্তমানে আমার কোন ঘোড়া নেই। কিনতে হলে তোমার সাথে দাম-দস্তুর করা যাবে?'

'ব্যাঙ্ক বা কোর্টের কোন রায় না পাওয়া পর্যন্ত আমিই সবকিছুর চার্জে আছি। তোমার কাছে ঘোড়া বেচলে আইনগতভাবে কেউ বাধা দিতে পারবে না। কোনটা পছন্দ হচ্ছে তোমার?'

ঘোড়াগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে দেখে বলল, 'পিছন দিকের ওই সাদা-কালো ঘোড়াটা বেশ ভাল। প্রায় পনেরো হাত উঁচু

হবে—কি বলো?' ঘোড়ার মাপ কব্জি থেকে আঙুলের মাথা পর্যন্ত এক হাত।

'আমাদের স্টকের ওটাই যে সবথেকে ভাল ঘোড়া,' বলল ডেভ।

'কিন্তু সব ঘোড়ারই এক-একটা যোগ্য মূল্য থাকে।'

'আমি একটু ভেবে দেখি।'

ঘোরা শেষ হলে ফেরার পথে চারপাশটা আর একবার চেয়ে দেখল। দুঃখজনক, ভাবল সে। এমন একটা র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলতে একটা মানুষকে কত কীই না করতে হয়েছে। মানুষটা মরে গেছে বটে, কিন্তু এর সবকিছুর সঙ্গেই তার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। মনে হয় লোকটা এখনও এখানেই রয়েছে। ক্যাপ্টেন রিচার্ডকে সে কখনও দেখেনি—তবু মনে হচ্ছে ওকে যেন চেনে সিডনি।

'ক্যাপ্টেনের মৃত্যুর পর এখন র‍্যাঞ্চের কি হবে?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ উঁচাল সে। 'ব্যাঙ্ক আর উকিলরা যা ব্যবস্থা করে তাই হবে। পুবের দিকে ক্যাপ্টেনের কিছু আত্মীয়-স্বজন আছে বলে শুনেছি! কিন্তু তাদের কেউ এদিকে কখনও আসেনি। হয়ত এটা নিলামে বিক্রি করা হবে অথবা নতুন পরিচালকের হাতে তুলে দেয়া হবে।'

'তুমি আর তোমার লোকজনের কি অবস্থা দাঁড়াবে?'

'আমার বিশ্বাস বিদায় করে দেয়া হবে।' নিচু হয়ে একটা আগাছা শিকড় সহ উপড়ে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল ডেভ। 'বেশির ভাগ লোকের সহজেই অন্য কোথাও কাজ মিলে যাবে। ওদের প্রত্যেকেই যে কাজের লোক এটা সবাই জানে। ক্যাপ্টেন কখনও আনাড়ি লোককে কাজে নিত না। তবে ইণ্ডিয়ান দুজনের জন্যে কাজ পাওয়া কঠিন হবে। যত ভাল কাজই জানুক টেক্সাসের কোন র‍্যাঞ্চার ওদের কাজে নেবে না।

আর বাঙ্ক-হাউসে যে লোকটা ক্যাপ্টেনকে ষাঁড়ের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে জখম হয়ে পড়ে আছে...প্যাডি...ওর সেরে না ওঠা পর্যন্ত ওর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। লোকটা ক্যাপ্টেনকে বাঁচাতে বুনো ষাঁড়টাকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছিল। ওকেও ভালমত মাড়িয়ে দিয়েছে ষাঁড়টা।' উদাস দৃষ্টিতে দূরের দিকে বিষণ্নভাবে চেয়ে থাকল ডেভ। 'শেষ পর্যন্ত প্রত্যেককেই নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিতে হবে।'

খড়ের গাদার ওপর থেকে একজন চিৎকার করে জানাল, 'দুজন লোক এদিকে আসছে, ডেভ।'

দূরের বেড়ার কাছে বাঁক নিয়ে দুজন আরোহীকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। মেইন গেইটের দিকে এগোচ্ছে ওরা। এত দূর থেকেও শেরিফ কোলম্যানকে চিনতে পারল ব্যারন। দ্বিতীয় লোকটা লম্বা, শক্ত গড়ন, বিরাট উঁচু একটা ঘোড়ার পিঠে কাঁধ একটু কুঁজো করে বসে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে ঘোড়া চালাচ্ছে সে। বোঝা যায় দূর দূরান্তরে ভ্রমণে লোকটা অভ্যস্ত।

'ওই ঘোড়াটার জন্যে তুমি কত চাও?' ডেভকে জিজ্ঞেস করল সিডনি।

'তুমি কি সত্যিই সিরিয়াস?' মাথাটা একটু কাত করল ফোরম্যান। 'আরও অনেক ঘোড়া রয়েছে যেগুলো খুব ভাল। ওই ঘোড়াটা...'

'আমি জানি কোনটা কেমন ঘোড়া। চোখ আছে আমার, কিন্তু তর্কে যেতে চাই না আমি। ওটাই সবার সেরা ঘোড়া। কত চাও?'

'আমাকে একটু ভেবে দেখার সময় দাও।'

'না, এখনই। দামটা বলো, আমি তোমাকে একটা ব্যাঙ্ক ড্রাফট দেব—প্রয়োজন মনে করলে তুমি এনিসের ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের সাথে

যোগাযোগ করে এটা বৈধ কি'না জেনে নিতে পারো। কিন্তু ঘোড়াটা আমি এখনই কিনতে চাই।'

'শেরিফকে আসতে দেখেই কি তোমার তাড়া বেড়ে গেল?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি পালাচ্ছ?'

'শেরিফের থেকে পালাচ্ছি না। কিন্তু যার ঘোড়া নেই তার চেয়ে ঘোড়াওয়ালা লোকের সুবিধা অনেক বেশি।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ব্যারনের দিকে তাকিয়ে কথাটার মানে বোঝার চেষ্টা করছে ডেভ।

'আচ্ছা, শেরিফ যদি আমাকে ঘোড়া দিতে নিষেধ করে তাহলে তুমি কি করবে?'

'তাহলে তো আমি আর তোমাকে ঘোড়া দিতে পারব না।'

'শেরিফ কি তোমাকে তেমন কোন নির্দেশ দিয়েছে?'

'না, দেয়নি।'

'তাহলে ওরা এসে পৌঁছবার আগেই ঘোড়াটা আমার কাছে বিক্রি করো।'

রাতের মৃদু বাতাস হাফ মুন ক্রসের লম্বা বারান্দাটার ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। বুনো ফুল, ক্লোভারের পাতা, আর দূরের বৃষ্টির একটা ভেজা মিষ্টি গন্ধ বয়ে আনছে বাতাস। রাতের খাওয়া শেষ হয়েছে—কর্মচারীরা কয়েকজন রাতের পাহারার কাজে গেছে—বাকি সবাই বাঙ্ক-হাউসে ঘুমাতে গেছে। বারান্দায় বসে আছে মাত্র তিন জন লোক। কফিতে চুমুক দিচ্ছে আর শূন্য দৃষ্টিতে রাতের অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে।

তিনজন লোক আর একটা হলুদ বিড়াল। ব্যারনের জিনিসপত্রগুলো যেখানে জড় করে রাখা হয়েছে সেখানেই জিনের ওপর শুয়ে আছে ওটা।

'এখানে কিছুদিন থাকার প্রতিশ্রুতি আমি তোমাকে দেবো না, শেরিফ,' তৃতীয়বারের মত কথাটা বলল ব্যারন। 'স্বীকার করছি তুমি ইচ্ছা করলে হাজারো রকম আইনের প্যাঁচে ফেলে আমাকে এখানে আটকে রাখতে পারো। কিন্তু স্বেচ্ছায় আমি থাকব না। তোমার "ফাঁদে" এতসব ফাঁক রয়ে গেছে যে একটা লঙহর্ন গরুও ওর ভিতর দিয়ে অনায়াসে হেঁটে বেরিয়ে যেতে পারবে। এবং কিছু লোক এতে মারাও পড়বে।'

'কাউকে যদি তোমার কাছে আসতে না দেয়া হয় তাহলে সু মাতিনই বা কিভাবে আসবে? ক্যাপ্টেনের কর্মচারীরা সবাই চারিদিকে খেয়াল রাখবে—ওদের নজর এড়িয়ে মাতিন কিভাবে তোমার কাছে ঘেঁষবে?'

সু মাতিন যদি এক এক করে ক্যাপ্টেনের নির্দোষ কর্মচারীদের মারতে শুরু করে, ওরা কতদিন টিকবে বলে তোমার মনে হয়? ফাঁদ নয়, এটা তখন হয়ে দাঁড়াবে শূটিঙ গ্যালারি।'

টেক্সাস রেঞ্জার কফিতে একটা চুমুক দিয়ে মাথা নাড়ল। 'ও ঠিক কথাই বলছে, ম্যাট। এই ফাঁদে কোন কাজ হবে না। মাতিন এই ফাঁদে পা দেবে না। এই ধরনের চেষ্টা আগেও করা হয়েছিল—কাজ হয়নি।'

নিরাশ হয়ে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলল শেরিফ। 'প্ল্যানটা নিখুঁত হয়ত হয়নি। কিন্তু ব্যারন, এর বদলে তোমরা কি করতে চাও শুনি? এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে একাই তুমি ঝুঁকি নেবে? হ্যাঁ, আমি জানি আমাদের আসতে দেখে তুমি ডেভের কাছ থেকে একটা ঘোড়া

কিনেছ। আগেই টের পেয়েছিলে আমার মাথায় কোন প্ল্যান ঘুরছে, তাই না?'

'এই রকমই কিছু আঁচ করেছিলাম।'

'ঠিক আছে, তাহলে বেরিয়ে পড়ো। তুমি মারা পড়বে এতে কোন সন্দেহ নেই। মাতিন যেকোন সময়ে যেকোন দিক থেকে আসতে পারে—তুমি জানবেও না—ও যে কে তা কেউ জানে না। ওই হারামজাদাটা যে কেউ হতে পারে!'

'উপায় নেই, আমাকে একটু একটু করে এই সমস্যার সমাধানের কাজে এগোতে হবে,' বলল ব্যারন। রেঞ্জারের দিকে ফিরল সে। 'একটা জিনিস আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকছে, যারা ওকে কাজে নিয়োগ করে তাকে ওর সাথে কিভাবে যোগাযোগ করে?'

'সহজ-ব্যাপার,' জবাব দিল রেঞ্জার, 'অ্যাডভারটাইজ করে সে।'

চমকে মুখ তুলল শেরিফ। 'বিজ্ঞাপন দেয় সে? আমি তো এ ব্যাপারে কিছু জানি না?'

'কথাটা একটু অবাস্তব মনে হলেও সত্যি।' রেঞ্জারের স্বরটা একটু নিরাশ শোনাল। 'আমরাও আগে টের পাইনি, কিন্তু এখন জানি। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় সে। বিজ্ঞাপনগুলো কেটে ফাইলও তৈরি করা হয়েছে। পাঁচ বছর হল এর শুরু। বিজ্ঞাপনের মূল কথাগুলো হচ্ছেঃ "পেশাদার নির্মূলকারি...সন্তোষ নিশ্চিত...রেট জানতে বুধবারে ডালাসে তার করো...সু মাতিন।" যাদের দরকার তারা গূঢ় অর্থটা ঠিকই বুঝে নেয়।'

'কিন্তু টেলিগ্রাফ করতে হলে নাম, ঠিকানা এসব দিতে হবে না? তাহলে তোমরা কেন...'

শেরিফের কথাটা শেষ হওয়ার আগেই জারভিস থমাস ওকে বাধা

দিয়ে বলল, 'প্রাইভেট টেলিগ্রাফ যন্ত্র। যে কেউ যন্ত্র, দুটো ক্লিপ আর একটু জ্ঞান থাকলেই যেকোন টেলিগ্রাফ তার ট্যাপ করে মেসেজ নিতে পারে, এবং জবাবও দিতে পারে। নাকোগডচেসে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়া হয় সেখানে খবর নিয়ে জানা গেছে ফি সহ বিজ্ঞাপনটা ওদের কাছে ডাকে পাঠানো হয়। সারা ডালাসে আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি—সু মাতিন নামে ওখানে কেউ থাকে না। লোকটা নিশ্চয় বুধবারে মাঝপথে কোথাও ট্যাপ করে সরাসরি যোগাযোগ করে। হয়ত সারা দেশে অনেক জায়গায় ওর ট্যাপিং পয়েন্ট রয়েছে—আর যদি ওর সাথেই টেলিগ্রাফ যন্ত্র থাকে তাহলে মোটামুটি যেকোন জায়গায় থেমে সে লাইন ট্যাপ করেতে পারে।'

'তাহলে তাকে কনট্যাক্ট করা হয়েছিল?'

'হয়েছিল। এক সপ্তাহ পর সেনেটর রুবেনকে অস্টিনের কাছাকাছি গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মৃত পাওয়া গেল। রুবেন নাকোগডচেসের সেনেটর ছিল।'

'তুমি নিশ্চিত এটা সু মাতিনেরই কাজ?'

'কোন সন্দেহ নেই। শয়তানটা তার খুনের খবরগুলোও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানায়। "রুবেনকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে...সু মাতিন।" এতে আমাদের ফাইলে ওর হাতে খুন হওয়া লোকেদের সম্পূর্ণ লিস্টই আছে।'

'কিন্তু টাকাটা কিভাবে পৌঁছানো হয়?' প্রশ্ন করল ব্যারন।

'অ্যাডভান্স পেমেন্ট আর যাকে হত্যা করতে হবে তার নাম কোন নির্দিষ্ট গাছের তলায় বা কোন পরিত্যক্ত গুদামে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। আমরা ওই পথেও চেষ্টা করে দেখেছি—নজর রাখা হলে সে টাকা নিতে আসে না। কিভাবে যেন সে আগে থেকেই জেনে ফেলে।

প্রত্যেকবার।'

'তাহলে যে তাকে নিয়োগ করেছে সেও জানে না কাজটা কাকে দেয়া হল। কোন সূত্রই থাকছে না।'

'কিচ্ছু না। আমরা ওর সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি।'

শিউরে উঠল কোলম্যান। 'এ তো দেখছি ভূতকে ধরার মতই শক্ত।' তারপর ব্যারনের দিকে ফিরে বলল, 'অন্তত কয়েকটা দিন থাকো। কঠিন হলেও আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই।'

'আরেকটা ব্যাপারে আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই, ব্যারন,' বলল রেঞ্জার। 'তুমি যা-ই করো না কেন তোমার কিছুটা আইন সম্মত অধিকার থাকা দরকার বলে আমি মনে করি।'

'যতটা দরকার সেই অধিকার আমার আছে,' শান্ত স্বরে বলল ব্যারন। 'সেটা হচ্ছে আত্মরক্ষা।'

'আমি সেকথা বলছি না। তুমি ভূতের পিছনে না দৌড়ে যে ওকে টাকা দিয়ে তোমার পিছনে লাগিয়েছে তারই মোকাবিলা করতে পারো।'

অন্ধকার ভেদ করে রেঞ্জারের দিকে তাকিয়ে ওর মুখের ভাব বোঝার চেষ্টা করল ব্যারন। 'আমি কি প্ল্যান করছি সেটা আঁচ করার চেষ্টা করছ?'

'তোমার জায়গায় আমি হলে তাই করতাম।'

গুদামঘরের দিক থেকে কেউ চিৎকার করে উঠল, 'সাবধান! কে যেন জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে।'

এক মুহূর্ত পরেই ওরা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল। মিনিটখানেকের মধ্যেই বারান্দার সামনে হঠাৎ করে থামতে গিয়ে একটু পিছল খেল। আরোহী, লোকগুলোকে চেনার জন্যে অন্ধকারে উঁকি

দিল। 'শেরিফ? তুমি কি এখানে আছ?' তরুণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল কেউ।

'আমি এখানেই আছি, হেনরি। কি ব্যাপার?'

'চীফ স্টার্কি তোমাকে খবরটা দেয়ার জন্যে পাঠাল, শেরিফ। একটু আগেই খবর এসেছে এনিসে আর একজন খুন হয়েছে।' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সেভ। 'লোকটা এনিসের টেলিগ্রাফার ডেভিডসন। একটু আগেই খবরটা এসেছে।'

বারো

'ডিকি এটা পছন্দ করবে না, আইভান,' বলে কোটের হাতায় নাক মুছে শব্দ করে নাক টানল হ্যাণ্ডি। 'আমাদের ওদিকে দূরে অপেক্ষা করতে বলেছে সে।'

'আর অপেক্ষা সহ্য হচ্ছে না আমার,' খেঁকিয়ে উঠল আইভান। কিন্তু চোখ ফেরাল না। একদৃষ্টে রাস্তার উল্টোপাশে লিবার্টি বুল সেলুনে ঢোকার দরজার দিকে চেয়ে আছে সে। 'ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলেছে স্মিথ, তাই না?'

'হ্যাঁ ব্যাঙ্কে ওকে টাকা গুণে নিতে দেখেছি আমি,' জানাল বাড। কিন্তু আজকে টাইটওয়াডে ফেরার ইচ্ছা থাকলে এতক্ষণে রওনা হয়ে যেত। এখন দেরি হয়ে-গেছে।'

'তাহলে স্মিথ বেরোলে এখানেই ওর কাছ থেকে টাকাগুলা ছিনিয়ে

নেব। ডিকি কিছুদিন হল বুড়ির মত ব্যবহার করছে—তেজ নেই।'

'কিন্তু শহরের ভিতর কাজ করার পক্ষপাতী সে নয়—বলে এতে ঝুঁকি বেশি,' হাইন্স মন্তব্য করল।

'বুড়ি মেয়ের মতই কথা,' পুনরাবৃত্তি করল আইভান।

ওরা কোর্ট হাউস স্কোয়ারের অপেক্ষাকৃত অন্ধকার একটা জায়গায় দু'ঘন্টা যাবত অপেক্ষা করছে। দুবার কাছে গিয়ে লিবার্টি সেলুনের জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে হ্যাণ্ডি দেখে এসেছে স্মিথ ভিতরেই বসা। ওখানে দুজন অনুচরের সঙ্গে বসে সে মাঝেমাঝে মদের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। কোন তাড়া নেই।

অপেক্ষারত তিনজনের কারও জানা নেই ডিকি কোথায় গেছে। শহরের কাছাকাছি ক্রীকটার কাছেই ওদের ছেড়ে একাই অন্য পথে শহরে ঢুকে হালচাল বুঝে দেখতে গেছে সে।

কিন্তু আইভান মনেমনে প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। গত দুদিন যাবত কেবল অপেক্ষা করা আর লক্ষ রাখা। কোন অ্যাকশন নেই। ডিকির নির্দেশ মেনে চলতে চলতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সে।

'আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না,' বিড়বিড় করে বলল আইভান। 'সন্ধ্যার ভিড় পাতলা হয়ে আসছে।'

দু'জন তিনজন করে লোক লিবার্টি বেল থেকে বেরিয়ে স্বল্পালোকিত রাস্তায় নেমে নিজের নিজের গন্তব্যস্থানে যাচ্ছে। দেহের ভর অন্য পায়ে রেখে চারপাশটা একবার ভাল করে দেখে নিল। স্কোয়ারটা ল্যাম্প-পোস্টের কাছে ছাড়া বাকিটা প্রায় অন্ধকার। কেবল লিবার্টি বেলের সিঁড়ির কাছে আর রাস্তার ক্রসিঙে কিছুটা আলো আছে। সারা সন্ধ্যায় টাউন মার্শালকে কেবল একবারই টহল দিতে দেখেছে ও। আশা করেছিল ডেপুটি শেরিফদেরও দেখতে পাবে—কিন্তু আজ

ওদের কাউকে দেখতে পায়নি।

হাইন্সও ব্যাপারটা খেয়াল করেছে। 'এই শহরে ব্যাজ পরা লোক সবসময়েই গিজগিজ করে,' ফিসফিস করে বলল সে। 'কিন্তু আজ তারা গেল কোথায়?'

উত্তরটা আইভানের জানা নেই। এ'নিয়ে মিছে দুশ্চিন্তায় নেই সে। বরং এতে ওর মনে হচ্ছে ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে ও। মনে মনে স্থির করল দলনেতা হওয়ার সময় তার এসেছে।

'ডিকি হেণ্ডারসনের কোন কথা আর আমি শুনতে চাই না,' বাকি দুজনকে বলল সে। 'এখন থেকে আমার কথায় সব চলবে।'

চোখ কুঁচকে তাকাল হ্যাণ্ডি। 'ডিকির বদলে তুমি চার্জ নিচ্ছ?'

'হ্যাঁ,' দাঁত বের করে হাসল আইভান। 'তাই করছি।'

'তোমার মনে হয় ওকে তুমি গানফাইটে হারাতে পারবে?'

'সম্ভবত পারব। কিন্তু তার দরকার পড়বে না। কারণ আমি নিশ্চিত আমরা তিন জনে মিলে ওকে কাবু করতে পারব।'

'কেন?'

'কেন কি?'

একটা বড় শ্বাস নিল হাইন্স। 'কেন ভাবছ আমরা তোমাকে সাহায্য করব?'

ধীরে ওর দিকে ফিরল আইভান। 'কারণ তা যদি না করো, আমার গুলিতে সে মারা গেলে পরে তোমাদের দুজনকেই আমি খুন করব। হ্যাঁ, আরও একটা কথা জেনে রাখো—আমি নেতা হলে বুড়ি মেয়েলোকের মত অপেক্ষা করে মিছে সময় নষ্ট করব না। একটু ঝুঁকি নিয়ে আমরা বড় অঙ্কের টাকা কামাব—টাকা আসতেই থাকবে।'

কোন মন্তব্য করল না ওরা। আইভান জানল পরিষ্কারভাবে কথাটা

সে বোঝাতে পেরেছে।

সেলুনের ব্যাট-উইঙ দরজা ঠেলে দুজন লোক বের হয়ে এল। ফিসফিসিয়ে আইভান বলল, 'ওরা টম স্মিথের লোক! তার মানে স্মিথ এখন একা!'

টাইটওয়াডের লোক দুজন জনশূন্য রাস্তায় নেমে রাস্তার দুদিকটা একবার ভাল করে দেখে নিল। ওদের একজন অন্যজনকে কি যেন বলল—তারপর দুজনেই হেঁটে এগিয়ে গেল পুব দিকে।

'মনে হচ্ছে আজকে ওরা শহর ছেড়ে যাচ্ছে না,' মন্তব্য করল আইভান। 'সুতরাং স্মিথ বেরিয়ে ওই পথে হোটেলে ফিরবে।' পশ্চিম দিকটা দেখাল আইভান। ওই রাস্তাটার ক্রসিঙ বেশ খানিকটা দূরে। রাস্তার মোড়ে বাতি রয়েছে বটে কিন্তু মাঝখানের জায়গাটা বেশ অন্ধকার। একদিকে রয়েছে তুলোর গুদাম আর অন্যপাশে কয়েকটা আস্তাবল। 'তোমরা দুজন মাঝামাঝি একটা অন্ধকার জায়গা বেছে নিয়ে লুকিয়ে থাকো। স্মিথ বেরোলে আমি ওর পিছু নেব। সুবিধামত অন্ধকার জায়গায় পৌঁছলেই আমরা ওর থেকে টাকা ছিনিয়ে নেব।'

একটু ইতস্তত করল হাইন্স। 'আমরা কি ওকে গুলি করব, আইভান?'

'জানি না, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। আর কথা বাড়িও না, যা বললাম তাই করো।'

ওরা চলে গেল। আইভান তার পিস্তলের বাঁটে আঙুল বুলাচ্ছে। চোখ দুটো লিবার্টি বেলের দরজার ওপর স্থির।

রাগে ফেটে পড়ছে ডিকি। ক্রীকের ধারে ক্যাম্পে ফিরে দেখল ওখানে কেউ নেই। ওয়্যাক্সাহ্যাচির সম্ভাব্য বারগুলোতে সে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও

দলের লোকগুলোর দেখা পেল না। সে জানে এর অর্থ কি। 'গোল্লায় যাও তুমি, আইভান,' ওয়্যাক্সাহ্যাচির নির্জন রাস্তায় ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে যেতে নিজের মনেই বলল সে। 'ক্ষমতার লোভে তোমাকে এটা করতেই হল। তুমি মারা পড়বে আর আমাকে তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে।' নির্বোধ, ভাবল সে। 'বুদ্ধির অভাবে র‍্যাটল্ সাপের আড্ডার দিকে স্বেচ্ছায় পা বাড়ালে।'

যা জানতে শহরে গেছিল তা জেনেছে ও। টম স্মিথ কেবল দুজন নয়, দশ বারো জন লোক সঙ্গে নিয়ে শহরে এসেছে। এটাই ডিকিকে চিন্তিত করে তুলেছে। ব্যাঙ্কে যাওয়াটা একটা ভাঁওতা। টাইটওয়াডের লোকগুলো হন্যে হয়ে ব্যারনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। স্মিথ প্রতিশোধ নিতেই এসেছে।

সে আরও একটা ব্যাপার জানতে পেরেছে। শহরে কি যেন একটা ঘটতে চলেছে। আইনরক্ষাকারী লোকজন সবাই ব্যতিব্যস্ত। সব ডেপুটিকে কারও অপেক্ষায় সজাগ নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছে শেরিফ। ওরা সবাই শহরে ঘাঁটি গেড়ে অপেক্ষা করছে। কিছু বাড়তি লোককেও কাজে নামানো হয়েছে। সবাই এমন সব জায়গায় লুকিয়ে বসে আছে যে কেউ ওদের দেখতে পাবে না। এতসব প্রস্তুতি কেন নেয়া হয়েছে জানে না ডিকি, কিন্তু এটা বুঝতে পারছে তুলো বিক্রির টাকা লুট করার সময় এটা নয়।

আর এই সময়েই কিনা আইভান বিগড়ে গেল...

তেলের বাতির আলোয় একটা কোনা কিছুটা আলোকিত হয়েছে। ওর কাছেই পাশাপাশি দুটো সেলুন অন্ধকার কোর্টহাউসের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ধীরে রাস্তার মাঝখানে চলে এল ডিকি—মাঝখানেই আলো সবচেয়ে কম। বাতির আলো এড়িয়ে চলে বামদিকে

মোড় নিল সে। আইভান আর তার সঙ্গীরা যদি এখানে থাকে তবে লিবার্টি বেলের ওপর নজর রাখবে ওরা—কারণ টম স্মিথ ওখানেই আছে। ওর এক ব্লক (এক চৌরাস্তার মোড় থেকে পরের চৌরাস্তা পর্যন্ত দূরত্বকে ব্লক বলা হয়) পিছনে দুজন লোক আইরিশ প্যালেসে ঢুকল এবং এক মুহূর্ত পরেই আবার বেরিয়ে এল। ওদের সঙ্গে আরও কয়েকজন বেরোল। ওরা হিচিঙ রেইলের সঙ্গে বাঁধা ঘোড়া খুলে জিনে চেপে বসল। আরও কয়েকজন বেরোল পাশের প্রেয়ারি রোজ সেলুন থেকে।

ডিকি একটু ঘাড় ফিরিয়ে ওদের আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে এগোল। 'যীশু,' আওড়াল সে। চোখ কুঁচকে অন্ধকার ভেদ করে আইভান আর তার সঙ্গীদের খুঁজল ডিকি—ভাবছে ওরা গেল কোথায়। ওদের ফেলে সরে পড়াটাই ভাল। উচিত সাজা হবে ওদের। গাধার দল।

লিবার্টি বেলের ব্যাটউইঙ দরজা ঠেলে একটা ষাঁড়ের মত লোক বেরিয়ে রাস্তায় নামল। প্রায় এক ব্লক দূর থেকেও টম স্মিথকে চিনতে পারল ডিকি। লোকটা বেরিয়ে পশ্চিম দিকে হাঁটতে শুরু করল। একটু এগিয়ে যাবার পরেই কোর্টহাউসের অন্ধকার ছায়া থেকে একটা লোক ওর পিছু নিল। আলো খুব কম থাকলেও ওকে চিনতে পারল সে। 'আইভান!' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল ডিকি। 'বোকা পাঁঠা...' ঘোড়ার পেটে স্পারের খোঁচা দিয়ে রাস্তার ডান দিক দিয়ে বেগে ঘোড়া ছুটাল হেণ্ডারসন।

পিছন থেকে উত্তেজিত চিৎকার ওর কানে এল, সামনে এগিয়ে চলল সে।

'আইভান,' চিৎকার করে ডাকল ডিকি। 'থামো, কিছু...' কিন্তু

দেরি হয়ে গেছে। চৌরাস্তার ওপারে পিস্তলের মুখে আগুনের ঝিলিক দেখা গেল। বাজ পড়ার মত শব্দে দালানের জানালা আর দেয়ালের কাছ থেকে গর্জন উঠল। অনেকগুলো গান। অসংখ্য। লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে আরও ডানপাশে সরে এল ডিকি। ওপাশে কি ঘটছে দেখার চেষ্টা করছে ও। আরেকটা গুলির শব্দ—পরে আরও দুটো। বিশৃঙ্খলার ভিতর একটা স্বর শোনা গেল, 'ওকে মারতে পেরেছ?'

'ওখানে একজনের বেশি ছিল—মনে হল তিনজন।'

'ওরা কাকে ঘেরাও করেছিল—ব্যারনকে?'

'জানি না, জো! জলদি একটা বাতি আনো।'

ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে বসে আছে ডিকি। পিস্তলটা ওর হাতে। বুঝছে লিবার্টি বেলের বাতিতে তাকে দেখা যাচ্ছে। পঞ্চাশ গজ পিছন থেকে মানুষের চিৎকার আর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ আসছে।

'ওই যে আরেকটাকে দেখা যাচ্ছে,' চিৎকার করে উঠল কেউ। 'মার শালাকে!'

কয়েকটা পিস্তল একসঙ্গে গর্জে উঠল। কাঁধে যেন একটা ধাক্কা অনুভব করল ডিকি...বাম হাতটা অবশ হয়ে গেল।

পিস্তল ওদের দিকে ফিরাতে শুরু করে শুনল আশপাশ দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট ওকে পেরিয়ে যাচ্ছে। রেগে ওঠা ভ্রমরের মতই শব্দ উঠছে।

'থামাও গুলি,' কেউ সামনে থেকে চেঁচিয়ে আদেশ দিল। 'ওই লোকটা আবার কে?'

ঘোড়ার পিঠের সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটাল ডিকি। ওদের মাঝখান দিয়ে ঘোড়া ছুটাবার সময় আড়চোখে দেখল লোকগুলো ছিটকে পাশে সরে গেল। আলোকিত জানালাগুলো একের

পর এক দ্রুত পিছনদিকে সরে যাচ্ছে। অন্ধকার জায়গার নিরাপত্তায় চলে এসেছে সে। সামনের চৌরাস্তায় পৌঁছে ডান দিকে মোড় নিয়ে পরেরটাতে বাঁয়ের রাস্তা ধরে ছুটে চলল ডিকি।

ঘোড়ার গতি যখন কমল শহরটা তখন ওর অনেক পিছনে। তবু চলা থামাল না, পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলল সে।

'শেরিফ কোথায় আছে আমি জানতে চাই না!' টেবিলের ওপর সশব্দে চাপড় দিয়ে বলল জ্যাক বুল। কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে চীফ ডেপুটি স্টার্কির দিকে। 'সে যদি জাহান্নামেও গিয়ে থাকে, কাউকে পাঠিয়ে তাকে খবর দিয়ে আনাও। ওকে এখনই আমার দরকার!'

কোর্টহাউসের পুরো দক্ষিণ দিকটা বাতির আলোয় এখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। লোক গিজগিজ করছে ওখানে—ব্যাজ পরা লোক, পিস্তলধারী লোক, কিছু মানুষ পুরো কাপড়চোপড় পরা আর কিছু রাতের পোশাক পরা। দু'জন মহিলা টাইপিস্ট খটখট শব্দে একের পর এক লোকের স্টেটমেন্ট টাইপ করে চলেছে।

ট্র্যান্সক্রিপ্ট ক্লার্ক তার বোতাম আঁটা কোটের নিচে শার্ট পরেনি। পায়ে রয়েছে উলের চটি।

'আমি বারবার তোমাকে বলছি অল্পক্ষণের মধ্যেই শেরিফ এখানে পৌঁছে যাবে—খামোকা তুমি উত্তেজিত হচ্ছো,' টাউন মার্শালের কথার জবাবে বলল স্টার্কি। 'ওকে অন্য একটা ব্যাপারে খবর দিয়ে এখানে নিয়ে আসার জন্যে অনেক আগেই ডেপুটি হেনরিকে পাঠানো হয়েছে।'

'আমার হাতে ওয়্যাক্সাহ্যাচিতেই রয়েছে চারটে লাশ, আর তিনজন জখম হয়েছে। এর সবটাই কোলম্যানের দোষে ঘটেছে।'

'আমি তো বুঝতে পারছি না এতে কোলম্যানের দোষটা কোথায়।

সে তো শহরেই নেই...টেলর! তুমি টাইপিস্টদের কাছে ঘুরঘুর করছ কেন? তোমার কি কোন কাজ নেই?'

'আছে, স্যার।' রেইলিঙ এক লাফে টপকে টাইটওয়াডের যে লোকটা বিশৃঙ্খলার সুযোগে পালাচ্ছিল তাকে ঠেকাল সে।

কোনার দিক থেকে অস্থির স্বরে কেউ চেঁচিয়ে বলল, 'আমি জানি ও কে ছিল। ওই লোকই মিস্টার স্মিথের গলা টিপে ধরেছিল—সিডনি ব্যারন!'

ডিউটি ডেপুটি হাত নেড়ে ওকে থামাল। 'তোমার কেন মনে হচ্ছে ওই লোকটাই ব্যারন? তুমি ওকে নিজের চোখে দেখেছ?'

'দেখিনি বটে, কিন্তু ওখানে একজনকে ওর নাম উচ্চারণ করতে শুনেছি। আর আমি ভাল করেই জানি আমরা যে ওকে খুঁজছি এটা সে জানে।'

মুখ বাড়িয়ে স্টার্কির মুখের দু'ইঞ্চির মধ্যে মুখ এগিয়ে এনে বুল বলল, 'দেখলে তো? আমি শেরিফকে আগেই সাবধান করেছিলাম যে লোকটা বিপদ ডেকে আনতে ওস্তাদ। তাই অনেকে ওকে নাশা ব্যারন বলেই মনে করে। এখন হাতেনাতে তার প্রমাণ পেলে তো?'

'সিডনি ব্যারন এই শহরেই নেই, জ্যাক,' আবার ওকে বোঝাবার চেষ্টা করল স্টার্কি। 'সে কিভাবে এর জন্যে দায়ী?'

একজন ডেপুটি স্টার্কির পাশে এগিয়ে এসে এক গাদা টাইপ করা কাগজ ওর হাতে তুলে দিল। 'সবাইকে জেরা করে যতটা জানা গেছে তাতে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায়, চীফ,' উপরের কাগজটা দেখিয়ে বলল সে। 'টম স্মিথ টাইটওয়াড থেকে একদল লোক নিয়ে সিডনি ব্যারনের খোঁজে এখানে এসেছিল। ওকে মারধর করা, নাকি খুন করাই উদ্দেশ্য ছিল, সেটা এখনও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। স্মিথের সাথে

অনেক ক্যাশ টাকা ছিল, কেউ টাকা লুট করার উদ্দেশ্যে ওর পিছু নিয়েছিল। আমাদের কয়েকজন স্পটার ব্যাপারটাকে ভুল বুঝল। তারা শুনেছে একজন পেশাদার খুনী শহরে আছে। অন্ধকারে ওদের ধারণা হয়েছিল হয় স্মিথ, নয়ত ডাকাতদের কেউ সেই ভাড়াটে খুনী হতে পারে।' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ উঁচাল ডেপুটি। 'এমন ঘটনা ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে আর ঘটতে দেখিনি।'

'স্মিথ কোথায়?'

'জানি না। সবাই বলছে সে নাকি একটা ঘোড়া আর কয়েকজন লোক নিয়ে কার পিছনে ধাওয়া করে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। টাকাটা অবশ্য আমরা উদ্ধার করেছি—একজন মৃত লোকের কাছে ওটা পাওয়া গেছে। মিস্টার পিয়ার্স ওটা গুনতে বসেছে—প্রায় হাজার পাঁচেক ডলার—আগামীকাল ব্যাঙ্কে খোঁজ নিলেই জানা যাবে।'

'লাশ সনাক্ত করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, স্যার। ওদের মধ্যে দুজন টাউট, একজনের নাম হাইন্স, অন্যজন হ্যাণ্ডি। এনিসের আশেপাশে ওদের দেখা গেছে। মনে হচ্ছে স্মিথ ওদের একজনকে গুলি করে মেরেছে, অন্যজন আমাদের লোকের হাতে মারা পড়েছে। বাকি দুজন আমাদের বাড়তি ডেপুটি হিসেবে কাজ করছিল—একজন স্মিথের গুলিতেই মারা পড়েছে, অন্যজনের কথা ঠিক বলা যাচ্ছে না। জায়গাটা খুব অন্ধকার ছিল।'

'এসব ব্যারনেরই কাজ,' বলে উঠল জ্যাক বুল। 'এই সবকিছুর পিছনে ওই লোকটাই আছে। আমার মনে কোন সন্দেহ নেই।'

'এসবের সাথে ব্যারনের কোন সম্পর্ক নেই,' ধৈর্য হারিয়ে খেঁকিয়ে উঠল স্টার্কি। 'সে এই শহরেই নেই।'

'ছেলে-ভুলানো কথায় কাজ হবে না। শেরিফ নিশ্চয় তাকে

কোথাও লুকিয়ে রেখেছে।'

'লুকানো আছে এটা ঠিক, কিন্তু এখানে নয়—সে আছে হাফ···মানে এই শহরে ধারেকাছে কোথাও নেই। এবার যাও, আমাদের হাতে এখন অনেক কাজ···টেলর! টাইপিস্ট মেয়েদের কাছ থেকে সরো!'

অসন্তুষ্টভাবে চীফ ডেপুটির দিকে কতক্ষণ কড়া-চোখে চেয়ে থেকে কোর্টহাউস থেকে বেরিয়ে গেল জ্যাক বুল। যাওয়ার পথে জাজ মেনডিসের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার মত অবস্থা হয়েছিল। কোনমতে এড়িয়ে গেল সে। মেরুন রঙের ওভারকোট পরেছে জাজ—মাথায় টুপি নেই—চুল এলোমেলো।

বাইরে বেরিয়ে জ্যাক বুল চারপাশে তাকিয়ে দেখল রাস্তাগুলো আবার আগের মত নির্জন। ভাবছে, কাউন্টি ডেপুটি শেরিফ যে-নামটা প্রায় বলে ফেলেছিলঃ হাফ মুন ক্রস। হ্যাঁ, সেটাই একমাত্র সম্ভাবনা। ঘোড়াটা যখন মারা পড়ল তখন ব্যারনের পাশে সে পাখির গানকে দেখেছে। তারপর শেরিফ কোলম্যান কোন ফাঁকে কেমন করে যে ব্যারনকে কোথায় সরিয়ে ফেলল তা কেউ বলতে পারে না।

ওর সন্দেহ হচ্ছে শেরিফ ওয়্যাক্সাহ্যাচি থেকে গোপনে সরিয়ে ফেলে সবাইকে এমন ভাব দেখিয়েছে যেন সে শহরেই কোথাও লুকিয়ে আছে। বুল জানে সু মাতিনকে টোপ ফেলে বের করে আনার এমন সুন্দর সুযোগ কোলম্যান কিছুতেই ছাড়বে না।

'তোমার কাউন্টির বদনাম ঘুচাতে সু মাতিনকে ধরে ফাঁসিতে ঝোলাতে চাও, তাই না?' বিড়বিড় করে নিজেনিজেই কথা বলে চলল বুল। 'ভেবেছ সু মাতিনের ওপর টেক্কা মেরে বুদ্ধির খেলায় ওকে হারাবে না? ভাবছ খুনীটা ব্যারনের পিছু নিয়ে এই শহরেই এসেছে? হয়ত তোমার ধারণাই ঠিক। কিন্তু আমার মনে হয় না তুমি সু মাতিনকে

কুপোকাত করতে পারবে, বরং উল্টোটা ঘটারই সম্ভাবনা বেশি।'

সিডনি ব্যারন এখন হাফ মুন ক্রসে আছে। কথাটা কয়জন লোক জানে? হাতে গোনা কয়েকজন, সন্দেহ নেই।

উত্তর দিকে হাঁটতে শুরু করল জ্যাক। এক ব্লক গিয়ে একটা বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি মোড় নিয়ে ওকে দেখে থামল। তর্জনী দিয়ে হ্যাটের কার্নিস ছুঁয়ে জ্যাক বলল, 'গুড ইভনিঙ, মেয়র। কোর্টহাউসে যাচ্ছ?'

ভাল করে লোকটার দিকে চেয়ে সে বলল, 'কে? জ্যাক না? ওদিকে কি ঘটছে? শুনলাম গোলাগুলি হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হয়েছিল। কিন্তু এখন থেমে গেছে। আমার মনে হয় না এখন আর গোলাগুলি হবে—অন্তত শহরে হবে না।'

'ঘটনাটা কি?'

এগিয়ে গিয়ে গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল মার্শাল। বাতির আলো পালিশ করা গাড়িতে পড়ে ঝিলিক দিচ্ছে। 'ঘটনাটা একটু জটিল। শেরিফের অফিসের লোকজন সব কথা জানাতে চাচ্ছে না। আমি যেটুকু বুঝলাম শেরিফের কিছু লোক আর এনিসের কিছু পিস্তলবাজ টাউটের মধ্যে গোলাগুলি হয়েছে। ওরা কয়েকজন টম স্মিথের তুলো বিক্রির টাকা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল। তুমি কি আসার পথে মিজ্ শার্লি ব্যানারের বাড়ির পাশ দিয়ে এসেছ?'

নাক সিঁটকাল মেয়র। 'হ্যাঁ।'

'বাড়িতে কি কোন বাতি জ্বলছে?'

'আমি লক্ষ করিনি। কেন?'

'না, ভদ্রমহিলাকে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।'

'ভদ্রমহিলা!' ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল মেয়র। 'সব থেকে বড় বেশ্যাবাড়ির মালিককে তুমি ভদ্রমহিলা বলছ? আমার উপদেশ যদি

চাও, ওর থেকে দূরে থাকাই তোমার উচিত। লোকে ওর সাথে তোমাকে দেখলে কি ভাববে?'

'তোমার কথাই ঠিক, মেয়র। কিন্তু লোকনিন্দার ভয় থাকলেও আমার ডিউটি আমাকে করতেই হবে। হ্যাঁ, আরেকটা কথা, তোমার থেকে, কিংবা দরকার হলে সিটি কাউন্সিল থেকে একটা এমারজেন্সি অর্ডার আমার চাই। আমি শহরের ভিতর আগ্নেয়াস্ত্র সাথে রাখার ওপর একটা লিখিত নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চাই।'

'শোনো, জ্যাক, তুমি নিজেও ভাল করেই জানো আমাদের কিছু…আ…নাগরিক এটা কিভাবে নেবে।'

'তাহলে একটু নরম করেই না হয় ওটা লেখা হোক। কিন্তু ওই রকম একটা অর্ডার আমার দরকার। আমি কয়েক দিনের জন্যে বাইরে যাব ভাবছি—কিন্তু যাওয়ার আগে অর্ডারটা শহরের নোটিশ-বোর্ডে টাঙিয়ে যেতে চাই।'

'তুমি যদি শহরে আরও বেশি সময় কাটাও, আর নিজের ডিউটি…'

'আমার কাজ আমি ঠিকই করি,' মেয়রের চোখের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল জ্যাক। 'অবসর সময়ে আমি কি করি সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। শুধু নিষেধাজ্ঞাটা আমাকে দাও। আর আজকের ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলে কোর্টহাউসে ওদের জিজ্ঞেস কোরো। এটা সম্পূর্ণ ওদের ব্যাপার, আমার নয়।'

আবার হ্যাটের কার্নিস ছুঁলো জ্যাক। 'গুড ইভনিঙ, মেয়র। আমাকে এবার কাজে যেতে হচ্ছে,' বলে বিদায় নিয়ে দ্রুত হেঁটে এগিয়ে গেল সে।

তেরো

প্রতিবেশীরা এখনও ম্যাকিনটায়ার বাড়ি বলেই ওটার উল্লেখ করে। বাড়ির মালিকানা যে তিন বছর আগেই বদলে গেছে, এটা ওরা স্বীকার করতে রাজি নয়। এবং নতুন মালিকের সঙ্গে কোনরকম সম্পর্কও রাখতে চায় না। সবাই ভীষণ ক্ষুব্ধ, যেটা ওয়্যাক্সাহ্যাচির সবথেকে সম্ভ্রান্ত এলাকা ছিল সেটা ওই মহিলা নষ্ট করে দিয়েছে। এমন লোকও অনেক আছে যারা টোবি ম্যাকিনটায়ারকে বাড়িটা নিলামের জন্যে রেখে মরার জন্যে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না।

বাড়িটা সুন্দর। বাইরেটা সুন্দর থাকে একজন বোবা-কালা মালীর যত্নে, আর ভিতরটা পরিচ্ছন্ন রাখে এক চীনা পরিচারিকা। চীনা মেয়েটা বাজার করার আর কোন খদ্দের এলে দরজা খুলে দু'একটা জবাব দেয়ার মত ইংরেজি জানে। সুতরাং ওদের কেউই কিছু কিছু কৌতূহলী প্রতিবেশীর প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না।

নিচের তলার জানালায় বাতির আলো দেখা যাচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজার বেল বাজাল জ্যাক। একটু পরেই চীনা মহিলা দরজাটা সামান্য ফাঁক করে জিজ্ঞেস করল, 'ইয়েস, প্লীজ?'

'শার্লি ব্যানারের সাথে দেখা করতে এসেছি,' বলে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ল বুল। হ্যাটটা খুলল না।

হল ঘরের খোলা দরজা দিয়ে সে শুনতে পেল, 'লোকটা কে, লিঙ? আমি...' কথাটা মিলিয়ে গেল। ভিতরের দরজার মুখে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। পুরোপুরি পোশাক পরা। হয় এইমাত্র বাইরে থেকে ফিরেছে অথবা বাইরে বেরোচ্ছে, ভাবল জ্যাক।

'ও, তুমি?' বিতৃষ্ণায় নাক কুঁচকাল শার্লি। 'এই সময়ে তুমি আবার কি চাও?'

'ইভনিঙ, শার্লি,' ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে বলল জ্যাক। 'ইদানীং ঘনঘন আমাদের সাক্ষাত হচ্ছে, তাই না?'

'হার্ডি বলছিল তুমি ঘনঘন টিলার ওপর আমার ব্যবসার ক্লাবটার আশেপাশে ঘোরাফেরা করছ—তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু এখানে আমার বাসায় আসাটা আমি মোটেও পছন্দ করি না। কি চাও তুমি?'

'কিছু তথ্য আমার দরকার। তুমি ব্যারনকে নিয়ে যেমন করলে তাতে বোঝা যায় তোমাদের আগে থেকেই পরিচয় আছে। ঠিক কি না?'

'আমি কাকে চিনি আর কাকে চিনি না এটা তোমার জানার কোন...'

'আইনের লোক দরকার পড়লে অনেক কিছুই করতে পারে, শার্লি। সোজাসুজি আমার কথার জবাবগুলো দিলে মিছে হয়রানির হাত থেকে তুমি রক্ষা পাবে। এখন বলো সিডনি ব্যারনকে তুমি কবে থেকে চেনো আর কতখানি চেনো।'

'ওকে আসলে আমি ভাল করে চিনিই না। একবার পাঁচ বছর আগে আমাদের দেখা হয়েছিল। তারপর ওর সাথে আর সেদিনের আগে দেখা হয়নি।'

'আশ্চর্য ব্যাপার! একজন লোক যার সাথে তোমার পাঁচ বছর দেখা

নেই, হঠাৎ এতদিন পরে বেশ্যালয়ে তোমার সাথে দেখা করতে এল—অবাক করলে, শার্লি!'

'আমার সাথে দেখা করতে সে আসেনি। ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। কিন্তু এসব প্রশ্নের অর্থ কি?'

'এখনও ঠিক জানি না। তবে সিডনি ব্যারন আজকাল বেশ নামকরা লোক হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন আছে যে ওকে পৃথিবী থেকে সরাবার জন্যে অনেক টাকা ঢালছে।'

'এসবের আমি কিছুই জানি না। ওর খোঁজে এখানে এসে থাকলে ভুল জায়গায় এসেছ। ও এখানে নেই। কোথায় আছে তাও জানি না।'

'কোথায় আছে তা আমি জানি,' মৃদু হাসল জ্যাক। 'শেরিফ ওকে হাফ মুন ক্রস র‍্যাঞ্চে লুকিয়ে রেখেছে। আমি জানতে চাই সেখান থেকে ও কোন দিকে যাবে।'

'সেটা আমি কি করে জানব?'

'হয়ত তোমাকে বলে থাকতে পারে।'

'আমাকে কিছুই বলেনি। আমি সত্যি কথাই বলছি, তোমার বিশ্বাস না হলে ক্ষমতা খাটিয়ে আমাকে ঝামেলায় ফেলার চেষ্টা করে দেখতে পারো। কিন্তু দেখো, আমাকে হয়রানি করতে গিয়ে নিজেই বিপদে পড়ে যেয়ো না।'

ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে মাথা নাড়ল জ্যাক। সুন্দর কাঠামোর এক সুন্দরী মহিলা। প্যারিস থেকে আমদানি করা ইভনিঙ ড্রেসে ওকে আরও আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে। লোকে বলে ওর নাকি অনেক টাকাও আছে। কিন্তু ধনী হলেও নিছক বেশ্যাই। 'আমাকে হুমকি দিয়ো না, শার্লি,' কঠিন স্বরে বলল জ্যাক। 'ওটা আমি মোটেও পছন্দ করি না।'

'বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে,' কর্কশ স্বরে আদেশ দিল শার্লি। 'বেরোও, নইলে শেরিফকে এখানে আনিয়ে তোমাকে বের করব।' আড়চোখে বসার ঘরের দক্ষিণ দেয়ালের দিকে তাকাল মেয়েটা। ওখানে জানালার পাশে আখরোট কাঠ আর পিতলের তৈরি একটা দামী টেলিফোন সেট দেয়ালে ঝুলছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে যাওয়ার জন্যে ঘোরার সময়ে সে বলল, 'একটু সতর্কতার সাথে বন্ধু বাছাই করলে তোমার মত বেশ্যাও উন্নতি করতে পারত বলে আমার বিশ্বাস। পিস্তলবাজ আউট'ল গোছের লোকের সাথে বেশি মাখামাখি করলে তোমার চোট খাওয়ারই সম্ভাবনা বেশি।'

মেয়েটার চোখ দুটো রাগে আর ঘৃণায় যেন আগুন ছড়াচ্ছে। 'বেরিয়ে যাও!'

এক মুহূর্ত শার্লির দিকে চেয়ে থেকে দরজার দিকে এগোল জ্যাক। 'তুমি একটু মনে করার চেষ্টা করে দেখো। হয়ত তোমার মনে পড়বে ব্যারনের ঘোড়াটা কারও গুলিতে মারা যাওয়ার সময়ে সে কোথায় যাচ্ছিল। মনে পড়লে আমাকে বলতে হবে—এই আমার শেষ কথা।'

'বেরোও বলছি!'

আর দ্বিরুক্তি না করে বেরিয়ে এল জ্যাক। প্রয়োজনীয় কিছুই জানতে পারেনি সে। কিন্তু আরও সুযোগ আসবে। মেয়েটা যা বলল তার থেকে অনেক বেশি সে জানে—এ বিষয়ে সে নিশ্চিত।

বসার ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে লোকটা চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকল—তারপর পর্দা টেনে দিল।

'বাস্টার্ড,' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল সে। ওর সুন্দর চোখ দুটো এখন ভয়াবহ দেখাচ্ছে।

[প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]


ওয়েস্টার্ন
দাবানল
কাজি মাহবুব হোসেন
দ্বিতীয় খণ্ড

দুই খণ্ডে সমাপ্ত ওয়েস্টার্ন রোমাঞ্চোপন্যাস

দাবানল

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজি মাহবুব হোসেন

শক্তিশালী র‍্যাঞ্চার হিগিন স্পেন্সারের কুমতলব বানচাল করে দিয়ে এখন মহাবিপদে আছে সিডনি ব্যারন। ওর পিছনে সেরা কয়েকজন পিস্তলবাজ লাগিয়েছে স্পেন্সার—তারমধ্যে রয়েছে কুখ্যাত গুপ্তঘাতক সু মাতিন, যাকে কেউ কোনদিন দেখেনি। বিগত পাঁচ বছরে কোন কাজ হাতে নিয়ে একটি বারও বিফল হয়নি এ-লোক।

চারদিকে শত্রু।

সিডনি কি পারবে টিকে থাকতে?

সেবা প্রকাশনী

তেইশ টাকা

ISBN - 984 - 16 - 8097 - 1

প্রকাশক:
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৯৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: আলীম আজিজ

রচনা: বিদেশী কাহিনী অনুসরণে

মুদ্রাকর:
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা:
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো-রুম:
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

DABANOL
Part II
By: Qazi Mahbub Hussain

এক

মলম আর বিশ্রামে সিডনির ক্ষতগুলোর ব্যথা অনেক কমে এসেছে। পাঁজরের কাছে নতুন ক্ষতটাই কেবল নির্দয়ভাবে ওকে জ্বালাচ্ছে। আগেকার বুলেটের ক্ষত, হাতে আর গালের পোড়া ঘা শুকিয়ে নতুন চামড়া গজিয়েছে।

'তুমি আশ্চর্য রকম দ্রুত সেরে ওঠো,' এক ডাক্তার একবার তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল...কোথায়? আধো-ঘুম আধো-জাগা অস্বস্তিকর ঘুমের মাঝে বিশৃঙ্খলভাবে বিভিন্ন চিত্র ভেসে উঠছে। জুলিয়ান রোজারিও, জন ওয়াইলি, নেশনসের হাতুড়ে ডাক্তার, ক্যানসাসের মেডিক্যাল ক্লিনিক—সব মিলে আবার একাকার হয়ে গেল। মনে পড়ছে না ওদের মধ্যে কে ওকে বলেছিল তাড়াতাড়ি সেরে ওঠার আশ্চর্য ক্ষমতার কথা। স্বপ্নের সেই স্বরটা আবার বলল, 'যেদিন ঠিকমত সেরে উঠতে দেরি হবে সেদিন সম্ভবত তোমার মরণ ঘটবে।'

স্বপ্নের ঘোরে বিভিন্ন চিত্র ক্রমান্বয়ে ভেসে উঠছে। আমি ভাল আছি, মা। চমৎকার সময় কাটছে আমার। আশা করি তুমিও ভাল আছ। কালো চোখ, অন্তর্ভেদী চোখ। সুন্দর ভাষাময় চোখ—উজ্জ্বল আর আকর্ষণীয়। আমি তোমার কাছে ফিরে যাব লিসা। বিপদ কেটে গেলেই ফিরে আসব।

চোখ। আরও চোখ। চেহারার সাথে সমন্বয় রেখে বেশ দূরে সেট করা চোখ। উৎসুকভাবে যে চোখ তার দিকে চেয়ে বলেছিল, 'তোমার জীবনে আর একজন মেয়ে আছে।' যে চোখ অনেক অতীতের—প্রায় ভুলেই গেছিল সে।

উৎসুক চোখ, আশ্চর্য ঘটনাচক্র। কিন্তু কি যেন একটা ঠিক মিলছে না। কি সেটা?

একটা মৃত পোনি ভেজা রাস্তার ওপর গুলি খেয়ে মরে পড়ে আছে। কোথাও একজন গুপ্তঘাতক দূর পাল্লার রাইফেল নিয়ে তাকে মারার চেষ্টায় আছে। খুব কাছেই কোথাও—কিন্তু কোথায়?

একটা খড়খড়ি তুলে বন্ধ করা ঘোড়ার গাড়ি। কোথায়? অন্ধকার রাস্তায়? অন্ধকার রেইল ইয়ার্ডে স্টীলের চাকার তলায় চেপ্টে বিকৃত। কিন্তু স্টিলেটোর গর্ত ছিল বাম পাঁজরে। লোকটা কারও পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হ্যাটের ছায়ায় ঢাকা চোখ। কঠিন আর অভিজ্ঞ চোখ। টেক্সাস রেঞ্জার···ওরা বলেছে তিন বছর আগে আরও একজন টেক্সাস রেঞ্জার ছিল। পোনি ঘোড়াটার মত সেও মরে রাস্তার ওপর পড়ে ছিল। খুনীর সন্ধান তাকে ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে টেনে এনেছে—কিন্তু কেন?

অস্পষ্ট ব্যথা, অন্ধকারে শত্রুর প্ল্যান ভণ্ডুল করার জন্যে ইচ্ছে করে জ্বালানো প্রেইরি দাবানল। দেহের মাংস ছিঁড়ে নেয়া পিস্তলের গুলি। বাজ পড়ার শব্দ···অযোগ্য টাউন মার্শালের তার প্রতি আক্রোশ।

'দাঁড়াও মেরো না। ওহ্, তুমি কি এভাবেই ঘুম থেকে ওঠো?'

পিস্তলের মুখ নিচু করে হ্যামারটা নামিয়ে ফেলল সিডনি।

'আর কখনও তোমাকে এভাবে হঠাৎ জাগাব না,' বলল পাখির গান। 'পিস্তলটা কখন তোমার হাতে চলে এল দেখতেই পাইনি। এমন

'ফাস্ট ড্র তুমি কেমন করে শিখলে?'

'দিনের পর দিন প্র্যাকটিস করে। তুমি দরজায় নক করলেই তো পারতে?'

'দরজা ফুটো করে গুলি খেয়ে মরার জন্যে?' বিছানার পাশে এগিয়ে এল ইণ্ডিয়ান লোকটা। 'তোমার জন্যে কফি তৈরি করে এনেছিলাম,' বলল সে। 'কিন্তু এমন চমকে দিলে কফির বেশিরভাগই চলকে মেঝেতে গড়াচ্ছে এখন।'

'মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।' আড়মোড়া ভাঙল সিডনি। কিছু ক্ষত, যেগুলো এখনও ভাল মত শুকায়নি সেগুলো ওকে জানিয়ে দিল 'আমরা এখনও পুরো বিদায় নিইনি।' অভ্যাস-বশেই সে এটা করে—কিন্তু ব্যথা কখনও ওর গতি ধীর করতে পারেনি।

বাঙ্ক থেকে পা নামিয়ে বুট, জামা আর পিস্তলের বেল্ট পরে নিল সিডনি। তারপর কফির কাপটা নিয়ে শুঁকে দেখল।

'ভয় নেই, ওতে বিষ মেশানো হয়নি,' হেসে বলল পাখির গান। 'রাঁধুনি কফি তৈরি করার সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম। আমাদের এই দুজনের কেউ তোমাকে মারতে চাইলে এর চেয়ে ভাল অনেক সুযোগই আমাদের ছিল।'

'সরি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সিডনি। 'আমিই একটু খুঁতখুঁতে আর সাবধানী হয়ে উঠেছি।' এক চুমুক কফি গিলে সে প্রশ্ন করল, 'আর সব খবর কি?'

'এর মধ্যে অনেক কিছুই ঘটে গেছে।' একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল সে। গত রাতে শহরে কিছু গোলমাল হয়েছে, আর আজ সকালে কোর্টের আর্দালি এসে ডেভকে একটা কাগজ...'

'কিসের কাগজ?'

'আমাকে বলেনি, তবে কর্মচারী সবাইকে ডাকতে পাঠিয়েছে। এতে মনে হচ্ছে ওটা আমাদের বিদায় করার নোটিশ।'

কফি শেষ করে হ্যাট পরে নিল সিডনি।

'আর তোমার জন্যে একটা মেসেজও আছে,' বলে চলল ইণ্ডিয়ান লোকটা। 'লুই কোর্টের লোকটা কি চায় দেখতে গেটের কাছে গিয়ে গেটের ফাঁকে ওই কাগজটা দেখতে পেয়ে নিয়ে এসেছে। আমি জানি ওতে কি লেখা আছে, কিন্তু তুমি নিজেই পড়ে দেখো। ওটা বারান্দায় লুই-এর কাছেই আছে।'

সিডনির শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। স্বপ্নের মাঝে সদ্য দেখা চিত্রগুলো দেখে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছে সে। এনিসের টেলিগ্রাফারের মৃত্যু সম্পর্কেও ওরা যা বলেছে মনে পড়ল।

সু মাতিন আর ধৈর্য ধরে বসে শেরিফের সাজানো খেলা খেলতে রাজি নয়। ব্যারনকে এখনই হত্যা করতে চায় সে।

বারান্দায় বেরিয়ে এল সিডনি। কয়েকজন লোক রয়েছে ওখানে—ডেভ, ওর চেহারাটা বিষণ্ন, রেঞ্জার জারভিস থমাস আর শেরিফ—বিব্রত চেহারা ওর।

'আমাদের কপাল খারাপ, ব্যারন,' বলল শেরিফ। 'আশা করেছিলাম আমার প্ল্যানে কিছু কাজ হতে পারে—কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়।'

দুটো কাগজই ব্যারনের দিকে বাড়িয়ে দিল শেরিফ। একটা ব্যাঙ্কের পাওনা শোধ না করায় কোর্টের থেকে র‍্যাঞ্চের দখল ব্যাঙ্কের হাতে তুলে দেয়ার নোটিশ।

'এতে কর্মচারীদের কিছু করার নেই?' প্রথম কাগজটা পড়ে প্রশ্ন

করল ব্যারন।

'আমি জাজ মেনডিসের সাথে গত রাতে এ'নিয়ে আলাপ করেছি। শুনলাম এটা আইনসম্মত এবং চূড়ান্ত। তার এতে করার কিছুই ছিল না। আজ সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে এখানে যারা আছে তাদের সবাইকে র‍্যাঞ্চ ছেড়ে চলে যেতে হবে। নইলে তারা অনধিকার প্রবেশের আইনে শাস্তি পাবে।'

ভুরু কুঁচকাল ব্যারন। 'মাতিনের কাজ?'

'হতে পারে। জানি না কিভাবে, অসম্ভব নয়। তোমাকে এখান থেকে বের করার চমৎকার একটা সুযোগ।'

দ্বিতীয় কাগজটা পড়ল সিডনি।...'তুমি পালাতেও পারবে না, লুকিয়েও থাকতে পারবে না...বেরিয়ে এসো।'

নিচে দুটো নাম আর ঠিকানাঃ

'রুবি ব্যারন, কেয়ার অব রোজেনথাল ট্রাস্ট, বালটিমোর কনসারভেটরি অব মিউজিক, বালটিমোর, মেরিল্যাণ্ড।' দ্বিতীয়টা 'মিস লিসা রবার্টস, ক্যানসাস।'

শেষ লাইনে লেখা রয়েছে, 'তুমি...নইলে ওরা। বেরিয়ে এসো।'

কোলম্যান আন্তরিক সহানুভূতি নিয়ে সিডনিকে বলল, 'জীবনে আমি অনেক নীচ মনোবৃত্তি দেখেছি—কিন্তু এমন দেখিনি।'

'নোটটা কে পেয়েছে?'

'লুই গেইটে গার্ড ছিল। কোর্টের লোক পৌঁছবার আগেই কেউ কাগজটা ওখানে রেখে গেছে। আমি ওর সাথে কথা বলেছি, কিন্তু এর বেশি কিছু জানতে পারিনি।'

'আমি নিজেও ভাল করে জায়গাটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি, কোন ট্র্যাক নেই—মনে হয় যেন চিঠিটা হাওয়ায় উড়ে এসেছে।'

মাথা ঝাঁকাল সিডনি। ইণ্ডিয়ান লোকটাই যদি কোন ট্র্যাক খুঁজে না পেয়ে থাকে তবে সে'-ও পাবে না।

'দখল নেয়ার দরখাস্তটা কে ফাইল করেছে?'

'ব্যাঙ্ক,' বলল কোলম্যান। 'প্ল্যান্টার্স ব্যাঙ্ক।'

'কিন্তু ব্যাঙ্কের মালিকটা কে?'

'শেলি—জ্যাক বুলের আঙ্কেল।'

'তাই?' ভুরু কুঁচকাল রেঞ্জার।

'শেলি। তাহলে এর পিছনে আসলে কে আছে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। বুল আমাকে তাড়াতে চাচ্ছে।'

একপাশে দাঁড়িয়ে রেলিঙে ভর দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে চেয়ে আছে ফোরম্যান ডেভ ফোলজার্স। 'কর্মচারীদের বেতন পাওনা আছে,' যেন আপন মনেই বলছে মনে হল। 'সবারই।'

'তোমাদের টাকা মার যাবে না,' শেরিফ আশ্বস্ত করল ওকে। 'পাওনা যা আছে তা ওদের দিতেই হবে। তোমার কাছে সব হিসাব আছে না? যার যা পাওনা আছে তার ব্যাঙ্ক ড্রাফট দাও তুমি—ব্যাঙ্ক টাকা দিতে বাধ্য।'

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। তারপর ব্যারন উঠে তার জিনিসপত্র গুছাতে শুরু করল। সবাই ওর দিকে চেয়ে আছে। ফোলজার্স পাখির গানের উদ্দেশে বলল, 'ওর কালো-সাদা ঘোড়াটা কোরালে আছে। তুমি ওটাকে এনে দেবে?'

সম্মতি জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল ইণ্ডিয়ান। 'চমৎকার ঘোড়া। ফ্রেঞ্চি ছাই রঙের যে ঘোড়াটা ব্যবহার করে সেটা আমার পছন্দ—ওটার দাম কত হবে?'

'তোমার যা পাওনা হয়েছে ওই রকমই কিছু হবে,' জবাব দিল

ডেভ।

ইণ্ডিয়ান লোকটা ঘোড়া আনতে কোরালের দিকে এগোল। ডেভ ওকে অনুসরণ করল।

'মোবীটি এখান থেকে বেশ অনেকটা দূরে,' যেন নিজের মনেই কথা বলছে এমন ভাব দেখাল রেঞ্জার। 'ট্রেনে গেলে তিন থেকে চার দিনের পথ। কিন্তু ট্রেনে যাওয়ায় ঝুঁকি বেশি। তাছাড়া অনেক সুন্দর সব প্রাকৃতিক দৃশ্যও ট্রেন থেকে দেখা যায় না।'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল কোলম্যান। 'মোবীটি? মোবীটির সাথে এসবের কি সম্পর্ক?'

'আমি বলিনি কোন কিছুর সাথে এর সম্পর্ক আছে।' এবার মালপত্র গুছিয়ে তার পাশে বসা ব্যারনের দিকে ফিরল রেঞ্জার। 'তুমি বলেছিলে না কখনও ব্যাজ পরোনি?'

'কখনও কারণ ঘটেনি।'

'কারণ অনেক ধরনের হয়। টেক্সাসে কেউ যদি নিজের হাতে আইন তুলে নেয় তবে তার প্রতি আমাকে শক্ত ব্যবস্থা নিতেই হবে। যেমন ধরো নিউট্রাল স্ট্রিপের ঘটনা—অবশ্য ওখানে কোন আইন নেই—কিন্তু টেক্সাসে আছে।'

জিনটা রেলিঙের ওপর রেখে স্যাডলব্যাগগুলো জিনের সাথে ঝুলিয়ে রাখল ব্যারন।

'কাউকে স্পেশাল রেঞ্জার নিযুক্ত করার বিশেষ ক্ষমতা আমার আছে,' জানাল জারভিস।

জিনের তলায় বিছানর কম্বলটা থেকে ধুলো ঝেড়ে বাকি সরঞ্জাম তুলে নিল সিডনি।

'যদিও স্পেশাল রেঞ্জারকে বেতন দেয়ার অথরিটি আমার নেই,'

বলে চলল জারভিস, 'হয় কোন প্রাইভেট পার্টি টাকা দেয় অথবা তারা মাগনাই কাজ করে। কেবল বেতনের দিকটা ছাড়া তাদের ক্ষমতা রেগুলার রেঞ্জারের সমানই থাকে।'

ব্যারন তার সিরেপ আর হ্যাটটা পরে নিল। 'তোমাদের কি আজকাল কোন নতুন ধরনের ব্যাজ দেয়া হয়, যেটা বুলেট ঠেকাতে পারে?' মুহূর্তের জন্যে যেন ব্যারনের চারপাশে নিজের গড়া সরু দেয়ালটায় চিড় ধরল। মিচেল তার ঘন কালো চোখে হাউণ্ডের তাড়া খেয়ে নেকড়ে বাঘ যখন রুখে দাঁড়ায় তেমনি একটা চাহনির ঝিলিক দেখতে পেল। ভাবটা ক্ষণিকের জন্যে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। 'ঠিক আছে, তাহলে আমাকে শপথ করিয়ে তোমাদের দলে ভেড়াও,' বলল সিডনি। 'কিন্তু একটা কথা মনে রেখ আমি কারও আদেশ মেনে চলতে পারব না।' তারপর কোলম্যানের দিকে ফিরে বলল, 'তোমার জায়গায় আমি থাকলে কিছু প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আমি চিন্তা-ভাবনা করতাম। যেমন, যে রেঞ্জার ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে খুন হল, সে ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে কেন এসেছিল? এবং ধরো যে লোকটা ঘাতকের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে সে যদি তোমার এলাকার ভিতরের কোন লোক হয়ে থাকে, কি ধরনের মানুষ সবার অলক্ষ্যে কাজ চালিয়েও তোমাদের সব খবরাখবর রাখতে পারে?'

'তোমার কি এ সম্পর্কে কাউকে সন্দেহ হয়?'

'না, এখনও কিছু দানা বেঁধে ওঠেনি—কেবল অনেক প্রশ্ন জাগছে। যেমন, এই কাউন্টির একশো মাইলের মধ্যে সু মাতিন মাত্র একটা খুনই করেছে। রেঞ্জার বেকার তার সঠিক ঠিকানা খুঁজে বের করে ফেলেছিল বলেই কি তাকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল মাতিন? পেশাদার খুনী মাতিন। বেকারের কোন শত্রু ছিল না—মাতিন নিশ্চয়

টাকার বিনিময়ে ওকে খুন করেনি। তাহলে নিজের পরিচয় গোপন রাখতেই নিশ্চয় বেকারকে খুন করতে বাধ্য হয়েছিল?'

শপথ গ্রহণ করার মাঝেই পাখির গান দুটো ঘোড়া র‍্যাঞ্চের বারান্দার সামনে এনে হাজির করল। ছাই রঙের যে ঘোড়াটা বেতনের বিনিময়ে সে কিনেছে, সেটায় জিন এঁটে যাবার জন্যে তৈরি করেই এনেছে। রেলিঙের সামনে এনে সাদা-কালো মাসট্যাঙ-এর লাগামটা ব্যারনের হাতে ধরিয়ে দিল সে। কয়েকগজ দূরে আরেকজন আরোহী ঘোড়ার পিঠে বসে নীরবে অপেক্ষা করছে। ফিউনারেলে ওই ইণ্ডিয়ান ছেলেটাকে দেখেছিল ব্যারন। লাগাম হাতে নিয়ে ঘোড়াটার কাছে গিয়ে ওর পিঠে হাত বুলাল তারপর শক্ত হাতে ঘাড়ে হাত বুলিয়ে নাকে-মুখে একটু হাত ঘষে দুহাতে শক্ত করে ধরে ঘোড়ার মাথাটা নিজের দিকে ফেরাল। কৌতূহলী চোখে ঘোড়াটা ওকে দেখল। এবার ঘোড়াটার নাকের ভিতর শ্বাস ছাড়ল ব্যারন।

হাসিমুখে ওর কাণ্ড লক্ষ করছিল পাখির গান। 'এটা কোন কোমাঞ্চির কাছ থেকে শিখেছ?'

ব্যারন ঘোড়ার কানে হাত বুলিয়ে ওর কাঁধে গাল ঠেকিয়ে দাঁড়াল। 'সন ও'কিফ নামে এক লোকের কাছে শিখেছি। সে নিউ ইয়র্কের বেলমন্টে ভাল জাতের ঘোড়ার ট্রেইনার ছিল। সে নাকি ঘোড়ার সাথে কথা বলার এই নিয়মটা প্রিন্স অব ওয়েইল্সের কাছে শিখেছে। এখন থেকে ঘোড়াটা আমার।'

'যখন কিনেছ তখন থেকেই তো ঘোড়াটা তোমার,' ভুরু কুঁচকে বলল কোলম্যান।

আড়চোখে ওর দিকে তাকাল ব্যারন। 'আইনগতভাবে তখন থেকেই আমি মালিক হয়েছি বটে—কিন্তু এখন ঘোড়াটাও জানে সে

আমার।'

জিন চাপিয়ে তৈরি করে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল সে।

একটা খোলা দরজায় দেখা দিল হলুদ বিড়ালটা। কিছুক্ষণ ব্যারনের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ছুটে এগিয়ে এল। মাথা নাড়ল ব্যারন। তারপর একটা খাবার রাখা ছালা নিচু করল। বিড়ালটা ওটা বেয়ে জিনের ওপর উঠে বসল। ঘোড়াটা ঘাড় হেলিয়ে বড়বড় চোখে বিড়ালটার দিকে চেয়ে একটু অস্থির হয়ে উঠেছিল। লাগাম টেনে ঝুঁকে ঘোড়ার কানেকানে মৃদু স্বরে বলল, 'ভয়ের কিছু নেই—সব সয়ে যাবে।' আদর করে ঘোড়ার ঘাড় চাপড়ে দিল ব্যারন।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পশ্চিমে রওনা দেয়ার জন্যে তৈরি হল সিডনি।

'আমাদের যাওয়ার বিশেষ কোন জায়গা নেই,' বলল ইণ্ডিয়ান পাখির গান। 'তোমার সাথেই না হয় কিছুদূর একসাথে যাই।' ওর পিছনে ইণ্ডিয়ান কিশোরও স্থির হয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে অপেক্ষা করছে।

'তোমাদের যেখানে মন চায় যাও,' জবাব দিল সিডনি। 'কিন্তু আমার সাথে নয়। সঙ্গ প্রয়োজন নেই আমার।'

কোমাঞ্চি লোকটা কিছুক্ষণ ওর দিকে নির্বিকার চোখে চেয়ে কাঁধ উঁচিয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে রওনা হল। ছেলেটাও ওর পিছু নিল। এমন ছেলে ব্যারন আরও দেখেছে—যেখানেই থাক কেউ ওকে খেয়াল করবে না। একটা সাধারণ কিশোর। খেয়াল করার মত বৈশিষ্ট্য কিছু নেই।

ওরা আশেপাশেই থাকে, কিন্তু মনে হয় থেকেও নেই...মাঝেমাঝে বিশেষ কিছু ঘটলে মানুষ ওদের খেয়াল করতে বাধ্য হয়।

সাদা লোকের শিক্ষাপ্রাপ্ত কোমাঞ্চির সাথে আছে বলে লোকে ওকেও লক্ষ করবে। কিন্তু একা থাকলে নয়।

দুই

এর মধ্যে দু'বার ডিকি হেণ্ডারসন থেমেছে। একবার তার বুলেটের জখমটা বাঁধতে; আর দ্বিতীয়বার ঘোড়া এবং তার নিজেরও ঘন্টাখানেক বিশ্রাম দরকার ছিল বলে থেমেছে। দু'বারই চক্কর দিয়ে ঘুরে এনিসে ফিরে যাবার অদম্য ইচ্ছাটাকে সে জোর করেই দমন করেছে। এর আগেও কয়েকবার হাওয়া যখন গরম, তখন আবহাওয়া ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত সে ওখানেই লুকিয়ে থেকেছে।

কিন্তু এবার সে তা করল না। দু'বারই ওর সহজাত প্রবৃত্তি বলেছে এগিয়ে যাওয়াটাই উচিত হবে। যতটা দূরে সরে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। সে জানে যারা ওর পিছনে ধাওয়া করে আসছে তারা ওকে ধরার সংকল্প নিয়েই বেরিয়েছে। তার পরিচয় হয়ত ওদের জানা নাও থাকতে পারে, কিন্তু ওর ট্র্যাক নিশ্চয় ওরা এতক্ষণে খুঁজে বের করে ফেলেছে।

এর জন্যে আইভানই পুরোপুরি দায়ী, ভাবল সে। আইভান লোকটা একটা বোকা পাঁঠা। পিস্তল চালাবার জন্যে সবসময়েই ওর হাত চুলবুল করে। যেখানে সহজ কোন পথ নেই সেখানেও সে ঝুঁকি নিয়ে শর্টকাট খোঁজে। যদিও ওদের দলটার তেমন কোন নামডাক নেই তবু যোগ্যতা না থাকলেও আইভানকে যেমন করেই হোক দলের নেতা হতেই হবে।

আইভান হয়ত মারাই পড়েছে। একজনকে সে গুলি খেয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে দেখেছে। এমনও হতে পারে ওরা তিনজনই মরেছে। তাই যদি হয় উচিত শাস্তিই পেয়েছে ওরা। কিন্তু এসব ভাবনার মাঝেও সে মনেমনে চাইছে আইভান যেন বেঁচে থাকে। ওর সাথে একটা বোঝাপড়া ডিকির বাকি রয়ে গেছে। ঘোড়াটা একটা শুকনো নালা ধরে এগোল। এখন যে কোথায় সে আছে তা ঠিক না জানলেও ওর ধারণা হাফ মুন ক্রসের দক্ষিণে জনসন কাউন্টির সীমানার কাছে কোথাও আছে। তার পিছু নিয়েছে কেউ এবং ওরা খুব একটা পিছনেও নেই। ওরা এলিস কাউন্টির ল'ম্যান হলে যত জলদি সম্ভব তাকে কাউন্টির সীমানা পেরোতে হবে। ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে যে কি ঘটেছে তা সঠিক কেউ বলতে পারবে না। সবকিছু বিশৃঙ্খলভাবে নিমেষের মধ্যে ঘটে গেল। পিছনের লোকগুলো কাউন্টি ল হলে অন্য কাউন্টিতে ঢুকে তাকে ধরতে আসবে না।

কিন্তু ওরা যদি ল'ম্যান না হয়...সেটা জানতে হলে তাকে অপেক্ষা করতে হবে। একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত, লোকগুলোর ব্যবহার মোটেও সুবিধের নয়।

ঘোড়াটা ক্লান্ত, সেও ক্লান্ত। পুবের আকাশে ভোরের আলোর আভাস দেখতে পেয়ে সরাসরি উত্তর দিকে চলতে শুরু করল ডিকি। সামনের এলাকাটা খুঁটিয়ে দেখল সে। ওর ইচ্ছা ফোর্ট ওয়ার্থ কিংবা দরকার পড়লে আরও উত্তরে ওকলাহোমায় কোথাও একটা নিরাপদ জায়গা বেছে নিয়ে কিছুদিন ঘাপটি মেরে বসে থাকবে। বিপদ কিছুটা কেটে গেলে তখন ভেবেচিন্তে স্থির করবে পরবর্তী প্ল্যান।

একটা টিলার মাথায় উঠে ভোরের আলোয় যতদূর চোখ যায় পিছনদিকটা ভাল করে দেখার চেষ্টা করল ডিকি। কিছুই ওর চোখে পড়ল না। কিন্তু সে জানে ওখানেই কোথাও ওরা আছে। এবং এখন

আলো ফোটার সাথে সাথে ওদের এগিয়ে আসার গতিও বাড়বে। উত্তর-পশ্চিম দিকটাও সে খুঁটিয়ে দেখল। একটা ধোঁয়ার রেখা দেখতে পেল। রেইল রোড! ওদের যদি আরও লোকজন থাকে তবে ট্রেনে চেপে ওরা বিভিন্ন জায়গায় নেমে ওর সামনে এগোনর পথও বন্ধ করে দেবে। বাক্সবন্দী হয়ে পড়বে সে।

একটু হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে, কিন্তু সেই হাসিতে কোন কৌতুক নেই। হারামজাদা আইভান, ভাবল সে। জাহান্নামে যাও তুমি!

দু'শো মাইল দূরে ক্যাপরক্ হিল্স্-এর পশ্চিমটাই হচ্ছে ইণ্ডিয়ান নেশনসের পশ্চিম সীমানা। ব্রেজোর উত্তর সীমানার কাছ থেকে একজন আরোহী মোবীটি থেকে উত্তর দিকে রওনা হল। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ডাবল স্টার র‍্যাঞ্চে পৌঁছে গেল সে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে স্যাডল-ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে উঠান পার হয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের সদর দরজায় নক করল। বিশাল-দেহ একটা লোক দরজা খুলল। ওর কোমরে রূপালী কোল্ট ঝুলছে। আরোহী স্যাড্ল ব্যাগটা বাড়িয়ে দিল। 'আজকের ডাক, সিমন্স্,' নীরব চ্যালেঞ্জে চোখের দিকে চেয়ে থেকে কথাটা বলল আরোহী। 'একটা কিসের প্যাকেজও আছে, ট্রেনের মালগাড়িতে এসেছে ওটা।'

গ্রে সিমন্স্ তার বিশাল হাতে স্যাড্লপকেট দুটোর ভার পরীক্ষা করে দেখল। 'অনেক সময় লাগল তোমার, সায়মন,' নিচু স্বরেই কথাটা বলল সে। কিন্তু সেটা দূরে মেঘের গর্জনের মতই ভয়ানক শোনাল।

'প্যাকেজটা,' এক পা পিছিয়ে গেলেও চাহনির চ্যালেঞ্জটা বজায় রেখে সে বলল, 'ওদের মেইল ডিপো থেকে ছাড়িয়ে আনতে সময় লাগল। ক্লার্কের সই ছাড়া নাকি কিছুই দেয়ার নিয়ম নেই। ক্লার্ক

দেরিতে এসেছে।'

'ঠিক আছে, সায়মন।' চিতাবাঘের গরগর শব্দের মত বিপদ সঙ্কেত ওর স্বরে। 'বয়স বাড়ার সাথে মানুষের জ্ঞানও বাড়ে...যদি বাঁচে।'

বেরিয়ে এসে দরজা ভেজিয়ে দিল সায়মন। রাগে চোয়ালের পেশী দুটো শক্ত হয়ে উঠেছে ওর। নতুন ফোরম্যানের কর্তৃত্ব ওর মোটেও সহ্য হচ্ছে না। লোকটা র‍্যাটল স্নেকের মতই বিষাক্ত। সব সময়েই কুণ্ডলী পাকিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে—কেউ ভুল করলেই ছোবল মারবে।

'সবটাই ধাপ্পা,' নিজের মনেই বিড়বিড় করল সায়মন। পিস্তলবাজ হিসেবে চড়া বেতন দেয় বুড়ো, নইলে...

ডাবল স্টার বিগ ড্রাইভের আগে এমন ছিল না। কিছু খারাপ লোক যে ছিল না তা নয়। এড জনসন আর পোনি বিডওয়েলের মত লোকও ছিল। পোনির সাপের মত ঠাণ্ডা চোখ আর ক্ষিপ্র গতিতে পিস্তল ড্র করার বিশেষ কৌশলের কথা মনে পড়ল। পিটার ছিল তখনকার ফোরম্যান। সেও এড বা পোনির চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। সবাই ওকে মানত। কঠিন কর্মচারীর দল ছিল ডাবল স্টারে—কিন্তু এখন ওদের কেউ আর বেঁচে নেই। বিরাট গরুর পাল নিয়ে ওরা উত্তরে কোয়ারেন্টিন ডাঙার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল—কিন্তু পিস্তলবাজদের কেউ ফেরেনি।

কিভাবে যেন সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। মাত্র কয়েকজন কাউবয় ফিরে আসতে পেরেছিল। ব্যারন নামের এক পাগলা ভবঘুরে লোক নো-ম্যানস-ল্যাণ্ডে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। ক্যানসাসের আইনরক্ষক লোকজন হিগিন স্পেন্সারের মতলব টের পেয়ে বর্ডার সীল করে দিয়েছে। হিগিনের ক্ষমতালোভী নাতি ডন স্পেন্সারও ফেরেনি। সম্ভবত

সেও মারা পড়েছে। যারা বেঁচে ফিরেছিল তারাও কেউ আর থাকেনি তল্পিতল্পা গুটিয়ে যে যার পথ ধরেছে। পিছন ফিরে আর চায়নি।

পুরানো লোক হিসেবে সায়মন রীফ আশা করেছিল বুড়ো হিগিন তাকেই ফোরম্যান করবে। কিন্তু তা হল না। বুড়ো কোথেকে গ্রে সিমসনকে নিয়ে এল। কেন, সে তার থেকে কম কিসে? ওই লোকটাকে ফাস্ট ড্র কাকে বলে সেটা সামনাসামনি দেখিয়ে দেয়ার কথা ইদানীং তার মাথায় ঘোরাফেরা করছে।

খড়ের গুদামে নিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন নামাল সায়মন। জিঞ্জার কুয়ার পাশ থেকে এসে কাছেই একটা বেড়ার সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। 'তোমার সাথে সিমনসের কথার কিছুটা আমার কানে এসেছে। আর কতদিন তুমি এসব সহ্য করবে, সায়মন?' খোঁচানর উদ্দেশ্যে বলল সে।

'তাতে তোমার কি আসে যায়?' আড়চোখে ওর দিকে তাকাল সায়মন। ওখানে অনেকেই জিঞ্জারকে ভয় পায়—এবং তা সঙ্গত কারণেই। কিন্তু সায়মন সেই দলে পড়ে না।

'আমার কিছু না,' নির্বিকার স্বরে বলল জিঞ্জার। 'মোবীটির কোন খবর আছে?'

'যদি জানতে চাও বুড়ো হিগিনের পরবর্তী প্ল্যান কি, সেটা আমার জানা নেই। যখন দরকার সে নিজেই তা জানাবে।'

ওর ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে জিঞ্জার বলল, 'কিংবা সিমনস যখন জানাবে।' দাঁত বের করে হাসল সে। 'সিমনস কঠিনভাবে তোমার পিছনে লেগেছে—তাই না?'

'মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সে টের পাবে।'

'তাই নাকি? কিভাবে?'

'ওকে আমি মেরেই ফেলব।'

হিগিন স্পেন্সার তার র‍্যাঞ্চবাড়িতে ষোলো ফুট লম্বা একটা টেবিলের পিছনে বসে আছে। ওই টেবিলে একটাই মাত্র চেয়ার। চেয়ার বললে ভুল হবে, কারুকাজ করা চামড়ায় মোড়া আসনটাকে সিংহাসনই বলা চলে। বিশাল কামরাটায় অবশ্য আরও লোক আছে—কিন্তু সবাই দাঁড়িয়ে আছে।

বুড়ো লোকটাকে দুর্বল, মাংস চুপসে যাওয়া হাড্ডিসার কঙ্কালের মতই দেখাচ্ছে। তার কুঁজো হয়ে ঝুলে পড়া কাঁধ, কোলের ওপর লেপ, স্থির অনড় হয়ে বসে টেবিলের ওপর রাখা জিনিসটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকা, সব মিলে ওর বার্ধক্য আর জীর্ণতারই পক্ষে সাক্ষী দিচ্ছে।...কিন্তু তার পুরো ভোলটাই হঠাৎ বদলে গেল। মুখ তুলে সামনের বিশাল লোকটার দিকে তাকাল সে।

কোটরের ভিতর ঢোকা চোখ দুটো প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছে। ওই মুহূর্তে কেউ ওর চোখের দিকে চেয়ে ভাবতেও পারবে না লোকটা দুর্বল।

'এনিস,' খনখনে গলায় বলল সে। 'এনিস থেকে ট্রেনে করে পাঠানো হয়েছে, ডাকে আসেনি?'

'মোড়কের ওপরকার ছাপ তো তাই বলে,' সিমন্‌স্ তার সুদৃশ হাতের আঙুল দিয়ে ছাপটার হিগিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করাল। 'কেউ ওটা অফিসের সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর হাতে করে স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল, মোবীটিতে পৌঁছানর আগে ওতে কোন সীল পড়েনি।'

মোড়কের ভিতর থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করল। 'তুমি এই ব্যাজধারীকে পয়সা দিয়ে কিনেছ,' পড়ল সিমন্‌স্। 'তাই এই

ব্যাজের প্রকৃত মালিক তুমি—এটা তোমারই প্রাপ্য।' এইটুকুই লেখা আছে, নিচে কোন সই বা নাম নেই।

চ্যাপ্টা হওয়া পাতের মত পাতলা বিকৃত ব্যাজটার দিকে তাকাল হিগিন। কিছু গাঢ় রঙের দাগ রয়েছে ওটার ওপর—শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ।

'তুমি জানো ওটা কার?' প্রশ্ন করল গ্রে সিমন্স্।

'তেমন কেউ না।' শ্বাস ফেলল হিগিন। 'এনিস শহরের একজন ডেপুটি মার্শাল। নামটাও এখন মনে নেই। না, মনে পড়েছে, লোকটার নাম রজার্স। রয় রজার্স। একটা হাঁদা। আমি ওকে একটা লোকের ওপর নজর রাখতে বলেছিলাম। মনে হচ্ছে লোকটাকে খুঁজে পেয়ে বোকার মত কিছু করে নিজেই মারা পড়েছে।' টেবিলের ওপর রাখা অন্যান্য খোলা ডাকের ভিতর থেকে বেছে শীর্ণ হাতে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের একটা কাগজ গ্রের হাতে তুলে দিল হিগিন। 'এটা পড়ো।'

'"জেনারেল নোটিশ," পড়ল গ্রে। "ব্যারন এখন এই কাউন্টিতে নেই। পশ্চিমে রওনা হয়েছে। ওদিকে খোঁজ নাও।"' কাগজটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল গ্রে।

'এটা কে পাঠিয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'জানার দরকার নেই,' বলে একটা লম্বা শ্বাস নিল হিগিন। 'কথা হচ্ছে এটা অন্তত বিশটা বিভিন্ন কাউন্টিতে পাঠানো হয়েছে। কেউ প্রচার করতে চাচ্ছে লোকটা এখন আর এলিসে নেই।' বলেই সে আবার হাতের ইশারায় গ্রেকে ডাকল। 'না, ওটার আরও একটা মানে আছে। সেটা হচ্ছে একজন যোগ্য পেশাদার লোক ব্যর্থ হয়েছে। সিডনি ব্যারন এখনও জীবিত আছে। লোকটা বেঁচে থাকুক এটা আমি চাই না সিমন্স্।'

'বুঝলাম। এইজন্যেই কি তুমি আমাকে এখানে আনিয়েছ?'

'না। কিন্তু এই কাজটাই এখন বেশি জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাকি পরেও করা যাবে। ক্যাবিনেট থেকে ম্যাপগুলো নিয়ে এসো।'

ম্যাপ রাখার ক্যাবিনেটটা খুলল গ্রে। খোলা ক্যাবিনেটের ম্যাপগুলোর দিকে তাকিয়ে হিগিন বলল, 'বাম দিক থেকে পাঁচ আর ছয় নম্বর ম্যাপ দুটো নিয়ে এসো।' ম্যাপ দুটো আনা হলে সে আবার বলল, 'টেবিলের ওপর খুলে বিছাও ওগুলো।'

ম্যাপ দুটো বিছানো হল। কোনাগুলোতে সবুজ জেড পাথরের আটটা টুকরো রেখে চার্টগুলোর কুঁকড়ে যাওয়া বন্ধ করা হলে সোজা হয়ে বসল হিগিন। হাঁটার লাঠিটা তুলে ম্যাপের একটা এলাকার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নির্দেশ করে বলল, 'এটা এলিস কাউন্টি। আর এনিস শহরটা হচ্ছে এখানে। আর তার একটু উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে ওয়্যাক্সাহ্যাচি। যখন তারবার্তাটা পাঠানো হয়েছে তখন ব্যারন এই লাইনটার পশ্চিমে কোথাও ছিল। এখানে আর এখানে রেইল লাইন আর এগুলো পাবলিক রোড।...তুমি এই এলাকাটা চেনো, গ্রে? এখান থেকে এই পর্যন্ত?'

'হ্যাঁ, চিনি,' হাসল সিমন্স্। 'কেবল ওই এলাকাতেই জনা-সাতেক লোক আমার হাতে মরেছে।'

'ওই এলাকায় একজন মানুষকে খুঁজে বের করতে তোমার কতজন লোক দরকার হবে?'

'সেটা নির্ভর করছে ওকে কেন খোঁজা হচ্ছে তার ওপর।'

'ওকে হত্যা করতে হবে।'

সায়মনের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আমাকে লোক বাছাই করে নেয়ার স্বাধীনতা দিলে বেশি লোকের দরকার পড়বে না।'

'কয়জন?'

'পাঁচজনই যথেষ্ট।'

'কাজ ঠিকমত সারতে পারলে টাকা দেব···বেশ ভাল টাকাই দেব।'

'আমি জানি ভাল কাজের মর্যাদা তুমি দিতে জানো,' বলে একটু হাসল গ্রে।

'লোকটার নাম সিডনি ব্যারন। আমি কখনও ওকে দেখিনি। যারা দেখেছে তারা বলে লোকটা লম্বায় ছয় ফুটের উপরে। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। কালো চুল। এর বেশি কিছু আমার জানা নেই। তুমি কখন কাজ শুরু করতে পারবে?'

'দেরি করার কোন কারণ নেই, আমি এখনই তৈরি হতে পারি। কিন্তু আমি নিজে লোক বাছাই করার অধিকার আর নিজের প্ল্যান মত কাজ করার স্বাধীনতা পাব তো?'

'হ্যাঁ, তা অবশ্যই পাবে। কিন্তু সেইসাথে কিছু উপদেশও দিতে চাই—তুমি যার খোঁজে যাচ্ছ সে সহজ লোক নয়। এতদিনে তার মৃত্যু ঘটা উচিত ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সু মাতিনও তাকে মারতে অক্ষম হয়েছে।'

'মাতিন!' এই প্রথমবারের মত গ্রের গলার স্বর তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য হারাল। 'সু মাতিন···মিস করেছে?'

'সেই রকমই ভাব দেখা যাচ্ছে।' লেপটা টেনে নিজেকে ভাল করে জড়িয়ে নিল স্পেন্সার। 'কথাটা তোমার মনে রাখা ভাল। কে ব্যাগলি ওকে মারতে গেছিল, পরে ওরা ক্যানসাসে একটা কফিনের ভিতর ব্যাগলির মৃতদেহ আবিষ্কার করল। ওয়াইলি ডবিন্‌স্ চেষ্টা করে মারা পড়েছে। মরগান হেজের নাম নিশ্চয় শুনেছ, তোমার আগে সে

এখানকার ফোরম্যান ছিল। সে মারাত্মক রকম জখম নিয়ে স্ট্রিপ থেকে ফিরে বলেছিল ব্যারনকে সে গুলি করে ঘোড়া থেকে ফেলে মেরেছে। কিন্তু শেষে দেখা গেল ব্যারনই বেঁচে আছে—ওর জখম আর সারল না। সে-ই মারা গেল। তারপর সানি বাইডেল...'

'বাইডেল?' ভুরু কোঁচকাল গ্রে।

'সেও মরেছে আমার বিশ্বাস। ফেরেনি সে। এছাড়া এড জনসন, তারপর স্টারডিভান্ট...'

'স্টারডিভান্ট...বড় রাইফেল ছিল যার?'

'নিউট্রাল স্ট্রিপে ওকে একটা গাছে ঝোলানো অবস্থায় পাওয়া গেছে। কেউ ওকে খুব কাছে থেকে গুলি করে মেরেছে। অথচ ওর চারপাশে ব্যবহার করা অসংখ্য গুলির খোলস পড়ে ছিল। এতকিছু তোমাকে বললাম—সাবধান, কোন ভুল কোরো না—ওরা ভুল করেছিল।'

'ভুল আমি করি না,' দৃঢ় স্বরে বলল গ্রে।

স্পেন্সার তীক্ষ্ণ চোখে গ্রের দিকে তাকাল। 'শুনেছিলাম সু মার্তিনও ভুল করে না। কিন্তু ব্যারন এখনও বেঁচেই আছে।'

দুপুরের খাওয়া শেষ হলে গ্রে প্রত্যেক র‍্যাঞ্চ কর্মচারীকে দূর যাত্রার জন্যে যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে তৈরি হয়ে উঠানে তার জন্যে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিল। তারপর নিজে ভাল করে হাত ধুয়ে শুকিয়ে হাতে পাউডার মেখে বেরিয়ে এল। দুপুরের কড়া রোদে ওর কোমরে ঝোলানো রূপা দিয়ে মোড়া কোল্টটা ঝিলিক দিচ্ছে। সবাই জড়ো হয়েছে উঠানে। ওদের মধ্যে নয়জন হচ্ছে পিস্তলবাজ—সবারই নামডাক আছে। ফালতু লোকের জায়গা ডাবল স্টারে নেই। বুড়ো চড়া

বেতন দেয় বটে, কিন্তু প্রত্যেককে সে তাদের যোগ্যতা নিজে যাচাই করে দেখেই রেখেছে। প্রত্যেকেই কঠিন লোক। কেউ টেরিটোরির আউট-ল, কেউ খুন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, কেউ 'পাইনি উড' ঝগড়ার লড়াই থেকে নিজের যোগ্যতায় বেঁচে ফিরেছে। এদের কেউকেউ আবার ফাস্ট ড্র-তে পটু। একে একে সবাইকে দেখার পর সায়মন রীফের ওপর এসে গ্রের চোখ দুটো স্থির হল।

ওদের মধ্যে রীফই সব থেকে ভয়ানক বলে ওর নাম আছে। ফাস্ট ড্র আর নির্বিকারভাবে মানুষ খুন করা—দুটোতেই সে ওস্তাদ। রীফ আশা করেছিল মরগানের মৃত্যুর পর তাকেই ফোরম্যান করা হবে—সেইসাথে ওর বেতনও বাড়বে। কিন্তু বুড়ো হিগিন তার ন্যায্য অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করে গ্রে সিমন্‌স্‌কে তার উপরওয়ালা করে বসাল। তার বদ্ধমূল ধারণা গ্রে তার থেকে কোন দিক থেকেই বেশি যোগ্য নয়। তবু তারই অধীন কর্মচারী হয়ে কাজ করতে হচ্ছে, এটা প্রথম দিন থেকেই সে মেনে নিতে পারেনি। লোকটার ব্যবহারও রূঢ়—বিশেষ করে সায়মনের পিছনেই সে লেগেই থাকে—একটু খুঁত ধরতে পারলেই কথা শোনাতে ছাড়ে না। একটা রেশারেশির ভাব ওদের মধ্যে প্রথম থেকেই গড়ে উঠেছে।

সামান্য হাসল গ্রে। 'আমাদের হাতে একটা কাজ এসেছে,' নিচু স্বরে বললেও কথাগুলো সবার কানেই পৌঁছল। 'একটা লোককে হত্যা করতে হবে। আমি তোমাদের মধ্যে থেকে পাঁচজন সেরা লোককে সাথে নেব।'

'একজনকে মারতে ছয়জন কেন?' খোঁচা দেয়ার সুযোগটা ছাড়ল না সায়মন। 'শুনেছি তুমি নিজেই নাকি খুব বড় পিস্তলবাজ। তাই না?'

গ্রের গলার স্বর পাল্টাল না। 'ওকে প্রথমে খুঁজে বের করতে হবে। তাই আমরা ছয়জন যাব। তোমাকে—আমার দরকার জিঞ্জার,' আঙুল তুলে ইঙ্গিত করল সে। 'আর যাবে বোডিন, বিলিংস, কেইন...এবং সণ্ডার্স। বাকি সবাই আমরা না ফেরা পর্যন্ত এখানে যার যা কাজ সেসব সামলাবে। আমি ছয়টা ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে তৈরি করে আনতে বলেছি—ঘোড়াগুলো এসে পৌছলেই আমরা রওনা হব।'

ভুরু কুঁচকে সবার কাছ থেকে একটু সরে দাঁড়াল সায়মন রীফ। 'তুমি বলেছিলে পাঁচজনকে সাথে নেবে, গ্রে। পাঁচজনের নামও ডাকলে। কিন্তু আমার নামটা কোথায় গেল?'

'হ্যাঁ, তাই করেছি।' গ্রে একটু হাসল। 'তোমাকে আমার যোগ্য বলে মনে হয় না।'

দারুণভাবে খোঁচা খেল সায়মন। পাঁচজন সেরা পিস্তলবাজকে সাথে নেবে বলে পাঁচজনের নাম ডাকা হল—তার নাম পাঁচজনের মধ্যেও উল্লেখ করা হল না! সবার সামনে এভাবে অপমান—গায়ে জ্বালা ধরে গেল তার।

মুখোমুখি হয়ে ঘুরে দাঁড়াল সায়মন। কি ঘটতে যাচ্ছে আঁচ করে একটু কুঁজো হয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়াল সে। 'আমাকে যোগ্য মনে হয় না তোমার?!'

'একটুও না,' ঠাণ্ডা স্বরেই বলল গ্রে। 'আমি তোমাকে কোন দামই দিই না।'

'কুত্তার বাচ্চা...!' নিয়মিত তেল মাখানো খাপে রাখা পিস্তলটা ছোবল দিয়ে বের করার জন্যে ঝট করে হাত বাড়াল সে। বিদ্যুৎ গতিতে পিস্তল বের করল...কিন্তু কোথায় যেন গলদ হয়ে গেছে, অবশভাবে অনুভব করল সায়মন।

সিমন্সের হাতে পিস্তলটার মুখে আগুনের ঝিলিক দেখতে পেল। ফুটে ওঠা একটা লাল গোলাপের মত। হাতটা আর তার কাজ শেষ করতে পারল না…শ্বাস নিতে পারছে না…পারল না…

মুহূর্তে ঘটনাটা ঘটে গেল। পা অবশ হয়ে সায়মনের মৃতদেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বুড়ো আঙুল দিয়ে গুলির খালি খাপটা বের করে ওখানে একটা তাজা গুলি ভরে পিস্তলটা খাপে রাখল গ্রে।

সবার মুখের দিকে একবার চাইল। 'এখন বুঝতে পারছ তো?' বলল সে। 'কারও আর কোন প্রশ্ন আছে…যেকোন বিষয়ে?'

কারও কোন প্রশ্ন ছিল না।

ঘোড়াগুলো এসে হাজির হল, সবাই উঠে বসল। সায়মনের লাশটার দিকে চেয়ে দেখল জিঞ্জার। জিভ দিয়ে চুকচুক করে শব্দ তুলে একটু দুঃখ প্রকাশ করল সে। কে যে বস্ তা সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছে সিমন্স্।

তিন

একজন তোমার জীবন নাশের হুমকি দিয়েছে, মা। লিসাকেও। যে কখনও মিস করে না আমাকে মারতে বিফল হয়েছে। এখন তোমাদের মারার ভয় দেখিয়েছে আমাকে বের করার উদ্দেশ্যে। অচিন্তনীয়? হ্যাঁ, শেরিফের মুখের ভাবেও সেটাই প্রকাশ পাচ্ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা

অবাস্তব মনে হলেও সম্ভব। অত্যন্ত হীন মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে—কিন্তু সু মাতিনের মত নীচ মানুষের পক্ষে খুবই সম্ভব। নির্দয় পাষণ্ড লোকটা আমার মনের ভিতরটা দেখতে পেয়েছে। সে এমন শর্ত দিয়েছে যে সে জানে এই শর্ত আমাকে মানতেই হবে। আমি বেরোলে সে আমাকে খুঁজে বের করবে—তোমাদের পিছনে আর যাবে না এটা কি একটা ধাপ্পা? হতে পারে, কিন্তু আমি সেই ঝুঁকি নিতে পারি না।

ওর সামনের এলাকাটা পাহাড়ী আর দুর্গম হয়ে আসছে দেখে ঘোড়ার মুখ ব্রেজোর দিকে ফেরাল। তবে রেইল লাইন আর ট্রেইল এড়িয়ে এগোচ্ছে সে। এতে মানুষের সাথে দেখা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। জানাজানি যত কম হবে, মাতিনের পক্ষে তাকে খুঁজে বের করা ততই কঠিন হবে।

হাফ মুন ক্রসের পিছন দিক দিয়ে বেরোনর পর এখন পর্যন্ত কাউকে সে দেখেনি। কেবল ফাঁকা জমি, সে আর তার সাদা-কালো ঘোড়া।

আর একটা বিড়াল। মনে পড়ল তার। আপাতত সে নিশ্চিন্ত যে কেউ ভারি রাইফেল নিয়ে কোন ঝোপের আড়ালে তাকে মারার জন্যে তৈরি হয়ে বসে নেই। সারা জীবনের অভিজ্ঞতা আর ইন্সটিংক্ট তাকে তাই বলছে। এই সঠিক অনুমান শক্তির জন্ম হয়েছে ফিলাডেলফিয়ার ওলিগলিতে। ওটা ধীরে ধীরে বেড়ে পরিণতি লাভ করেছে সিগারেট আর চুরুটের ধোঁয়ায় ভরা জুয়ার টেবিলে গোলমালের উৎস খুঁজে বের করার কাজে। শাণিত হয়েছে জীবনের অনিশ্চয়তা আর মৃত্যুর আকস্মিকতায়।

ইন্সটিংক্ট...আর বোধ-শক্তি বেড়েছে কখনও শিকারি আর কখনও শিকার হয়ে। কখনও বা দুটোই একসাথে হয়েছে সে। কিন্তু লোকটা

কোথাও আছে, তাকে খুঁজে ঠিকই বের করবে—এটা সে জানে।

লোকটা কি একাই নাকি আরও ঘাতক রয়েছে? হয়ত বা মেরিল্যাণ্ডে আর ক্যানসাসে খবর পাঠানো হয়েছে, স্বেচ্ছায় সু মাতিনের জালে ধরা না দিলে তারা লিসা আর তার মাকে হত্যা করবে?

ঘোড়াটা চড়াই-এ উঠছে নিশ্চিত পদক্ষেপে। বোঝা যায় দূরত্ব অনায়াসে অতিক্রম করায় সে অভ্যস্ত। চূড়ার কাছাকাছি এসে ঘোড়া থামিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সামনে ওপাশে কি আছে খুঁটিয়ে দেখল ব্যারন। আবছাভাবে ধুলো ওড়ার আভাস চোখে পড়ল বামদিকে প্রায় মাইলখানেক দূরে একটা চূড়ার মাথায়। ওই পথে গিয়েছে অথবা তারই চলার পথের দিকে আসছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কিছুই নড়তে দেখা যাচ্ছে না। ধুলোর সামান্য আভাসটাও প্রায় মিলিয়ে যাচ্ছে। প্রেইরির বাতাস ওটাকে প্রায় অদৃশ্য করে ফেলছে। সামনে কেউ আছে। এগিয়ে চলল সে।

কিন্তু মনে হয় না মাতিনের সাথে আরও লোক আছে। নিজের মনেই ভাবছে সে। তার বিশ্বাস একাই কাজ করছে মাতিন। মেসেজে লেখা ছিল্ বেরিয়ে এসো। বলেনি বেরিয়ে আমার কাছে এসে মরো। লোকটা সামনাসামনি মোকাবিলায় আসবে না। হুমকিটা তাকে বের করার জন্যেই দেয়া হয়েছিল। সুতরাং হাফ মুন ক্রসের বাইরে থাকলে তারই পিছু নেবে মাতিন—হুমকি সে এই মুহূর্তে কার্যকর করার চেষ্টা করবে না। সুতরাং লিসা আর তার মা আপাতত নিরাপদ।

পথ চলতে চলতে ভাবছে সিডনি। তার দৃঢ় বিশ্বাস সু মাতিন একটা দলের নাম নয়—সে একজনই, এবং একাই কাজ করে। নইলে এতদিন পর্যন্ত সবার চোখে ধুলো দিয়ে লুকিয়ে থাকা সম্ভব হত না। লোকটা কোথাও আমার জন্যে ফাঁদ পাতার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

কৌশলে সে আমাকে তার সাজানো খেলায় নামতে বাধ্য করেছে। কিন্তু যতক্ষণ সে আমাকে খুঁজছে ততক্ষণ লিসা আর তার মায়ের বিপদ ঘটার আশঙ্কা নেই। আমার বাঁচার একমাত্র উপায় হয়ত খেলাটা নিজের ছকে সাজিয়ে খেলা—কিন্তু তা কি সম্ভব হবে?

সূর্যটা এখন পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে। একটা চওড়া উঁচুনিচু জমি পার হচ্ছে। সিডার গাছের ঝোপে এলাকাটা ভরা। সামনেই একটা ছোট টিলা। তার পরেরটাই সেই উঁচু চূড়া যেখানে ধুলো দেখতে পেয়েছিল সিডনি। প্রায় চূড়ার কাছাকাছি আসতেই দূর থেকে কতগুলো গুলির আওয়াজ ওর কানে এল। ওই শব্দ সে জীবনভর শুনে এসেছে তাই শব্দগুলো শোনামাত্র চিনতে পারল। বড় চূড়াটা পেরিয়ে কোনাকুনিভাবে নিচে নামতে শুরু করল সিডনি।

জিনের পিছনে বসা বিড়ালটা ঘুম থেকে জেগে আড়মোড়া ভেঙে চারপাশে তাকিয়ে দেখে হঠাৎ লাফিয়ে নিচে নেমে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হল। একবারও পিছন ফিরে চাইল না।

সিডনি ঘোড়াটাকে একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে নিচু করে লাগামটা বাঁধল। ঘোড়া ওখানকার লম্বা থোকাথোকা সবুজ ঘাস খেতে পারবে। স্যাডলব্যাগ থেকে একটা পিতলের টেলিস্কোপ বের করে ঝোপের ভিতরে ঢুকল। ওপাশের জমিটা বেশ ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে। একটা পাথরের ওপর টেলিস্কোপটা রেখে সামনের দিকটা ভাল করে দেখার জন্যে স্থির হয়ে বসল।

প্রথমে ওদের দেখতে পায়নি সে। আবার পরপর দুটো গুলির আওয়াজ বাতাসে ভেসে এল। শব্দ লক্ষ্য করে টেলিস্কোপ ফেরাল সিডনি। বর্ষার সময়ে পানি নিচে নামার জন্যে যে নালার সৃষ্টি হয়েছে সেটা এখন শুকনো। লড়াইটা ওখানেই চলছে। একটা মরা ঘোড়া পড়ে

আছে মাটিতে। একটা ঘোড়ার লাগাম মাটিতে লুটাচ্ছে। ওর কাছেই হাত-পা ছড়িয়ে মরে পড়ে আছে একটা লোক। একটু দূরে, হয়ত পঞ্চাশ গজ হবে কতগুলো লোক পায়ে হেঁটে ছড়িয়ে পড়ে এগোচ্ছে। যতটা সম্ভব আড়াল খুঁজে খুব ধীরে আর সাবধানে এগোচ্ছে ওরা। দেখল নালার একটা পাথরের আড়াল থেকে একটা লোক হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে একটা গুলি ছুঁড়েই আবার আড়ালে লুকাল। আক্রমণকারীদের একজন হাঁটু গেড়ে বসে সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ল।

'গুড শট! ভাল হাত আছে লোকটার,' নিজের মনেই বলল সিডনি। আবার এলাকাটা ভাল করে দেখল সে। লোকগুলোকে দেখল, কে কোথায় আছে, কি করছে দেখল। পাঁচ জন আক্রমণকারী—মাটিতে লুটানো দুজনকে ধরলে সাত জন। এদিকে ওদের বিরুদ্ধে লড়ছে মাত্র একজন। নেহাতই এক তরফা লড়াই চলেছে।

টেলিস্কোপটা ভাল করে ফোকাস করে একজনের চেহারা সে পরিষ্কার দেখতে পেল। স্মিথ! এই টম স্মিথই ক্যাপ্টেন রিচার্ডের ফিউনারেলে গোলমাল পাকানর চেষ্টা করেছিল।

স্মিথ তার দলবল নিয়ে কারও পিছনে লেগেছে। হাফ মুন ক্রসের কোন লোক? ওদের সবাইকেই র‍্যাঞ্চ ছাড়তে হয়েছে। কিংবা কোমাঞ্চি ইণ্ডিয়ান পাখির গান বা ওর সাথের সেই ছেলেটাও হতে পারে।

'আমার কোন ব্যাপার নয়,' বিড়বিড় করে বলল সিডনি। 'লোকটা যে-ই হোক আমার কি আসেযায়?' মুখে ওকথা বললেও সে জানে তাকে যেতেই হবে—এমন এক তরফা লড়াই দেখেও দূর থেকে নীরব দর্শকের ভূমিকা নিতে পারবে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে তাকে ঝাঁপিয়ে পড়তেই হবে। টেলিস্কোপ ভাঁজ করে ঘোড়ার কাছে ফিরে এল সে।

*

ডিকি হেণ্ডারসনের সব গুলি শেষ হয়ে গেছে। মাত্র তিনটে গুলি রয়েছে তার কোল্টে। সিলিণ্ডার ঘুরিয়ে দেখে সে দাঁত বের করে হাসল সে। নিরানন্দ হাসি। আইভান, শালা কুত্তার বাচ্চা, ভাবল সে। ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে তুই মারা পড়ে থাকলেই ভাল। কারণ তোর বোকামির জন্যেই আজ আমাকে এভাবে মরতে হবে।

বাতাস দিক পরিবর্তন করল। নালার উপরে ঝোপের কাছ থেকে কাপড়ের সাথে পাতার ঘষা খাওয়ার একটা খসখস আওয়াজ ওর কানে এল। ওরা কাছে এসে ঘিরে ফেলছে। দু'দিক থেকে গুলি চালিয়ে ওকে খতম করবে। সে এখন জানে ওরা কে। ধূসর ঘোড়াটা পড়ে যাওয়ার সময়ে টম স্মিথকে সে মুহূর্তের জন্যে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে। ওরা আর কয়জন বাকি আছে? ঘোড়াটার পরে দুজন লোক যে মরেছে সেটা সে গুলি ছুঁড়েই বুঝেছে মিস হয়নি।

নিরানন্দ হাসিটা আরও বিষদ হল। তিন জনের বেশিই আছে এটা সে জানে। পিছন ফিরে তাকাল সে। ওর ঘোড়াটা মরে পড়ে আছে ওখানে। ওর কোটটা ঘোড়ার জিনের সাথে ঝুলিয়ে রেখেছিল—ওটার পকেটে বাড়তি গুলি রয়েছে, কিন্তু এখন আর ওগুলো আনতে যাওয়ার উপায় নেই। ঘোড়াটা তার নাগালের বাইরে। নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে ঝুঁকি নিয়ে বেরোলেই তাকে গুলি খেয়ে মরতে হবে। কপাল ভাল থাকলে হয়ত পৌঁছতে পারবে কিন্তু ঘোড়ার নিচে চাপা পড়েছে ওর কোট। ওখান থেকে গুলি উদ্ধার করার মত সময় সে পাবে না। তার আগেই ওদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।

এই লাইনে কাজে না ঢুকে তার অন্য কোন লাইনে কাজ নেয়া উচিত ছিল, ভাবল সে। একটা গুলি তার মাথার ওপর দিয়ে ঝোপের

কিছু পাতা ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। এক ফুট পাশে সরে মাথা তুলে শত্রুরা কোথায় আছে কয়েক ইঞ্চি উঁচু হয়ে দেখার চেষ্টা করল ডিকি। প্রথমে ওরা এত সাবধান ছিল না। ভেবেছিল একজন ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই পারবে না। কিন্তু এখন সংখ্যায় দুজন কমে গেছে। সতর্ক হয়েছে ওরা।

হাত বাড়িয়ে একটা শুকনো সল্টসিডারের ঝোপ নাড়া দিল ডিকি। ঝাঁপিয়ে আড়ালে চলে আসার সময়ে কতগুলো বুলেট শব্দ তুলে ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। মনে হল সবদিক থেকেই গুলি আসছে। প্রথমে ভোমরার গুঞ্জনের শব্দের পরে পাথরে বাড়ি খেয়ে ছিটকে যাওয়ার শব্দটা গুলির আওয়াজে ডুবে যাচ্ছে।

সংখ্যায় যে ওরা তিন জনের বেশিই আছে এতে আর সন্দেহ রইল না ওর মনে। সম্ভবত পাঁচ জন। ছড়িয়ে পড়েছে ওরা—আগের চেয়ে কাছেও এসে পড়েছে।

ডাইনে-বাঁয়ে-সামনে-পিছনে সবদিকেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখার চেষ্টা করল সে। নালাটা এখানে বাঁক নিয়েছে তাই সামনে বা পিছনে বেশিদূর নজর চলে না। আরেকটু দূর পর্যন্ত দেখার চেষ্টায় একটু এগোল। সাথে সাথে পায়ের গোড়ালির কাছে একটা বুলেট এসে বিঁধল।

'সেরেছে!' ফিসফিস করে বলল সে। টাইটওয়াডের লোকজন চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে। মরিয়া হয়ে চারপাশে চেয়ে বেরোবার একটা পথ খুঁজল সে। কিন্তু কোন উপায়ই নেই।

তিনটে মাত্র গুলি আছে। অবশ্য ওদের সেটা জানার কথা নয়। হয়ত জানে না। এখান থেকে সরে যাওয়াটা তার পক্ষে জরুরী হয়ে উঠেছে। এমন জায়গায় সরা দরকার যেখান থেকে কাকে গুলি করছে

দেখতে পাওয়া যায়। তাহলে হয়ত ওরা ভয়ে আর এগোবে না কিংবা দ্বিতীয়বার চিন্তা করবে...

শার্টটা খুলে কিছুক্ষণ ওটার দিকে চেয়ে চিন্তা করল। হাতের মুঠোর সমান একটা পাথর নিয়ে বোতাম বন্ধ করে হাতার ভিতর ঢোকাল। বোতামের কাছে এসে ওটা ক্ষণিক আটকে গলে বেরিয়ে মাটিতে পড়ল। শব্দ হওয়ার সাথে সাথে তিনটে গুলি ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। কাছেই কোথাও একজন হেঁড়ে গলায় ধমকে উঠল, 'আন্দাজে ঠুস্‌ঠাস্ বন্ধ করো! এগিয়ে ওকে দেখতে পেলে তখন গুলি কোরো!'

এবারে আরেকটু বড় পাথর হাতায় ঢুকাল ডিকি। তারপর শার্টটাকে পাথরটার চারপাশে পেঁচাল। এতে কাজ হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। এত সহজে ওদের ধোকা দেয়া... আর এ নিয়ে ভাবল না সে। লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে দলা পাকানো শার্টটাকে নালার ওপাশে একটা ঝোপ লক্ষ্য করে যত জোরে সম্ভব ছুঁড়ে মারল। কিন্তু সোজাসুজি নয় কোনাকুনিভাবে। লিনেনের শার্টটা ভাঁজ খুলে পাথরের পিছনে পতাকার মত বাতাসে উড়তে উড়তে ছুটল। এক ঝাঁক গুলির শব্দ গর্জে উঠল।

এই সুযোগে নালা থেকে বেরিয়ে চড়াই বেয়ে উপরের দিকে ছুটল ডিকি। পাথর ছোঁড়ার আগে বাম হাতে ধরা কোল্টটা এখন ওর ডান হাতে চলে এসেছে। কুঁজো হয়ে এঁকেবেঁকে ছুটছে সে। একটা চিৎকার শুনতে পেল। পরক্ষণেই কতগুলো বুলেট ওর পিছনের ঝোপটার কয়েকটা ছোট ডাল ছেঁটে ফেলল। ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়েই দেখল একটা লোক দু'হাতে দুটো পিস্তল ধরে দাঁড়িয়ে আছে সামনে—কিন্তু পিস্তল ভুল দিকে তাক করা। লোকটা সাড়া পেয়ে অবাক হয়ে

ওর দিকে ফিরে তাকাল। লোকটাকে গুলি করে বাঁক নিয়ে একটা আড়ালের উদ্দেশে ঝাঁপ দিল ডিকি। গড়িয়ে ঝোপটা পার হয়েই আবার এঁকেবেঁকে উপরের দিকে ছুটল।

'বোকা গাধার দল!' ওইপাশ থেকে কেউ চেঁচিয়ে উঠল। 'ও ওখানে নেই, এইখানে...' কথা শেষ করার সুযোগ পেল না লোকটা। ডিকির গুলিতে আধপাক ঘুরে পড়ে গেল। একই সাথে একটা বুলেট ডিকির উরু থেকে কিছুটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল সে। গড়িয়ে কিছুটা সরে চেয়ে দেখল চারপাশে খোলা জায়গা। আশপাশে কোথাও কোন আড়াল নেই।

'এবার পেয়েছি হারামজাদাকে!' চেঁচিয়ে বলল কেউ। 'এসো, ব্যাটা মাটিতে গড়াচ্ছে!'

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল ডিকি, কিন্তু পারল না। ওর ডান পা-টা গুলির আঘাতে অবশ হয়ে গেছে। আবার পড়ে গেল সে। কপাল ভাল বলতে হবে—পড়ে যাওয়াতেই পরের গুলিটা ওর মাথায় না লেগে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'মেরে ফেলো ওকে!' হুঙ্কার দিল টম স্মিথ।

মুখ তুলে তাকাল ডিকি। দুটো পিস্তলের নল ওর দিকে তাক করে আছে। পৈশাচিক উল্লাস প্রকাশ পাচ্ছে-ওদের চেহারায়। একটা সিডার ঝোপ ভেদ করে বেরিয়ে এসে ওদের সাথে যোগ দিল স্মিথ। এখন ওরা তিন জন।

'আশ্চর্য!' বলে উঠল স্মিথ। 'কোথায় সিডনি ব্যারন? এ তো সেলুনের সেই ছেলেটা!'

জবাবটা এল ঢালের উপর থেকে। 'আমি এখানে! পিস্তলগুলো ফেলে দাও!'

তিনজনই মুখ তুলে তাকাল। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে গেছে ওরা। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে স্মিথ গর্জে উঠল। 'ওটাই সেই হারামি...' পিস্তল তুলে জমে গেল সে। উপর থেকে একটা গুলির আওয়াজ শোনা গেল। অবাক বিস্ময়ে স্মিথ একটু এদিক ওদিক চেয়ে শেষে নিজের বুকের দিকে তাকাল, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। 'আমি...' বলল সে।

আবার উপর থেকে আদেশ এল, 'পিস্তল ফেলে দাও।'

হাঁটু গেড়ে পড়ে গেল স্মিথ। এখনও বুকের গর্তটার দিকে চেয়ে আছে সে। বাকি দুজন হতবুদ্ধি হয়ে বিস্ফারিত চোখে স্মিথের দিকে তাকিয়ে দেখছে। তারপর হঠাৎ তারা সক্রিয় হয়ে উঠল। একসাথে দুজনে পিস্তল তুলে পরক্ষণেই উল্টে চিত হয়ে পড়ল। ডিকি আর ব্যারনের বুলেট একই সময়ে ওদের বুকে বিঁধেছে।

টম স্মিথের মুঠো শিথিল হয়ে পিস্তলটা মাটিতে পড়ল। এখনও নিজের বুকের দিকে চেয়ে আছে সে। দমকে দমকে রক্ত বেরোচ্ছে ওর ক্ষত থেকে। তারপর সামনের দিকে উপুড় হয়ে পড়ে স্থির হয়ে গেল স্মিথ।

অসুস্থ বোধ করছে ডিকি। মানুষ সে আগেও মেরেছে—চার বার। তার মধ্যে তিনবার ওরাই প্রথমে গুলি চালিয়েছিল। কিন্তু আজকের ঘটনাটা তাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে। প্রথমে বুঝতে পারেনি, পরে বুঝল। ঢালের উপরের লোকটার বরফের মত ঠাণ্ডা স্বর ওর বুক কাঁপিয়ে দিয়েছে।

উঁচু হয়ে বসে ঢালের উপরের লোকটার দিকে ফিরল ডিকি। তার জখম পা-টা নড়ল না—ওটা পিছনেই রয়ে গেল।

লোকটার পরনে ইণ্ডিয়ানদের তৈরি সিরেপ। হ্যাটের কার্নিসটা ওর

চোখ ছায়ায় ঢেকে রেখেছে। পিস্তল দুটো ওর হাতে নেই, খাপে রাখা রয়েছে। তার ধারণা হল অন্যেরা যখন গুলি করার জন্যে পিস্তল তুলেছিল তখনও ওগুলো ওখানেই ছিল।

'তুমিও,' ঠাণ্ডা স্বরটা আদেশ করল। 'ওটা মাটিতে ফেলে দাও।'

পিস্তলটা ফেলে দিয়ে ওটার থেকে একটু সরে কোনমতে এক পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল ডিকি। অন্য পায়ে এখন কিছুটা সাড়া ফিরে এসেছে। ধীরে ডিকির ঠোঁটের কোনায় হাসি ফুটে উঠল। আগের মত নয়, সত্যিকার খুশির হাসি।

'তুমি অন্তত ওদের থেকে স্মার্ট,' বলল স্নিডনি। 'ওদেরও পিস্তল ফেলে দেয়া উচিত ছিল।'

'ওটা রেখেও আমার কোন লাভ হত না,' জবাব দিল ডিকি। 'ওতে আর একটাও বুলেট নেই। ওদের হাতে আমার মরণ ঘনিয়ে এসেছিল।'

'দেখতে পাচ্ছি তোমার করার যা কিছু ছিল সবই তুমি করেছ, কিন্তু ঘটনাটা কি?' প্রশ্ন করল সে।

'কমন সেন্সের অভাব,' হাসল ডিকি। 'আমার আর ওদের, দুই পক্ষেরই। তোমার সেই বিড়ালটা এখনও আছে?'

এলিস কাউন্টির কোর্ট হাউজে নিজের কামরা থেকে মাথা বের করে ইশারায় চীফ ডেপুটিকে ডাকল শেরিফ। দুজনের ভিতরে ঢোকার পর একগোছা কাগজ বের করল সে। হাতে লেখা লিস্ট, কিছু বিবৃতি আর নির্দেশ। ওগুলো চীফ স্টার্কির হাতে ধরিয়ে দিয়ে কোলম্যান বলল এখন আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। উপরেরটা সাধারণের জন্যে, সবাইকেই এটা জানিয়ে দাও। আমরা কি করছি সেটা গোপন রাখার দরকার নেই।'

'আর বাকিগুলো?'

'তুমি আর আমি ছাড়া আর কারও জানার দরকার নেই। ও দুটো সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে। জ্যাক বুলের কোন খবর পেলে?'

'স্টেশন এজেন্টের কাছে জানলাম সে আজ সকাল আটটা পাঁচের ট্রেনে পাদুকাহ্ ক্রসিঙে গেছে। মেয়রের কাছে জানলাম অবসর পেলেই সে ওখানে যায়। হয়ত ওর আত্মীয়-স্বজন কেউ ওখানে থাকে।'

'পশ্চিমে গেছে,' বলে মাথা ঝাঁকাল শেরিফ। 'ওই ট্রেনে আর কে কে ছিল?'

'তার লিস্ট পাওয়া অসম্ভব। ওটা লোকাল ট্রেন, যে কেউ যে কোন স্টেশন থেকে উঠতে পারে। একেবারে সান্তা ফে পর্যন্ত। কিন্তু স্টেশন এজেন্ট বলল আজ এই স্টেশন থেকে অনেক লোক ট্রেনে উঠেছে—সাধারণত যেমন হয় তারচেয়ে অনেক বেশি। হাফ মুন ক্রসের কিছু লোকও কাজের খোঁজে পশ্চিমে গেছে।'

'ঠিক আছে,' বলল শেরিফ, 'উপরের লিস্টটা ভাগভাগ করে সবাইকে কাজে লাগিয়ে দাও। সিডনি ব্যারন আমাদের জন্যে সু মাতিনকে ধরার একটা বড় সুযোগ করে দিয়েছে। সু মাতিন ব্যারনের খোঁজে বাইরে থাকবে—এই সুযোগে আমরা এদিককার কাজটা সেরে ফেলতে পারব। ব্যারন হয়ত এতটা ঝুঁকি নিতে গিয়ে মারা পড়বে—কিন্তু ওর মৃত্যু আমি বিফলে যেতে দেব না।'

'তোমার ধারণা সু মাতিনের ঘাঁটি এখানেই—তাই না?'

'মনে হয় তার সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে। রেঞ্জারদেরও একই মত। আর ব্যারন আমাকে যা বলেছে তাতে আমার ধারণা আরও পাকা হয়েছে।'

লিস্টে লেখা নামগুলো সব পড়ে শেষ করল স্টার্কি। 'আশ্চর্য! এত

সব সম্ভাবনার কথা আমার মাথায় কখনও আসত না। জারভিসের করা লিস্ট?'

'জারভিস এবং আরও অনেকে মিলে তৈরি করেছে ওটা। রেঞ্জাররা তাদের সহকর্মীর মৃত্যুর তদন্তে কখনও ঢিল দেয়নি। গত তিন বছর ধরেই ওরা নিষ্ঠার সাথে কাজ চালিয়ে গেছে। ওদের তদন্তের ফলাফল এখন আমরা এখানে কাজে লাগাব।'

শেরিফের দিকে চেয়ে হাসল স্টার্কি। 'তুমি যে আমাকে সব কথা খুলে বললে, তুমি কি করে জানো আমি সু মাতিন নই? লিস্ট পড়ে তো মনে হচ্ছে যে কেউ এই সু মাতিন হতে পারে।'

'তোমার মনে আছে তিন বছর আগে রেঞ্জার বেকার যখন মারা যায় তখন তুমি কোথায় ছিলে?'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমি এই অফিসেই জাজ মেনডিস আর তোমার সাথে ছিলাম। ক্লার্ক পিয়ার্সও ছিল আমাদের সাথে।'

'এই কারণেই আমি নিশ্চিত সু মাতিন যে-ই হোক না কেন, সে এই চার জনের কেউ নয়।'

'হ্যাঁ, পিয়ার্সে কথা ওঠায় মনে পড়ল,' লিস্টটার থেকে নজর না তুলেই বলল স্টার্কি। 'ওর একজন টাইপিস্ট আজ আসেনি বলে ওখানকার গোলাগুলির এফিডেভিট আর রিপোর্টগুলো তোমার আর জাজ মেনডিসের চাহিদা মত আজ সব রিপোর্ট সে ফাইল করতে পারবে না। ওর একজন টাইপিস্ট বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে—বাসাতেও সে নেই।'

চার

ব্যারন দক্ষিণে কিছুদূর সরে গিয়ে মিনারেল ওয়েল্স্ শহরটাকে এড়িয়ে গেল। ওই শহরের ভিতর দিয়ে যে রেইল রাস্তাটা গেছে ওটা এড়ানোই ছিল ওর প্রধান উদ্দেশ্য। এলিস কাউন্টিতে ওর সব থেকে বড় বিপদ হচ্ছে ট্রেন থেকে কেউ ওকে দেখে ফেলতে পারে। তার ধারণা সু মাতিন হয়ত এতক্ষণে অনুমান করে নিয়েছে সে কোথায় চলেছে। মাতিন বোকা নয়। সে জানে কে তাকে কাজে নিয়োগ করেছে, এবং ব্যারনও যে সেটা জানে এটাও নিশ্চয় সে বুঝবে।

পশ্চিম দিকে ওকে খুঁজবে মাতিন। ট্রেনের সময়সূচী জেনে পশ্চিমগামী ট্রেনে চেপে ওকে খুঁজে বের করাই একা-কাজ-করা খুনীর জন্যে সব থেকে সহজ উপায়। ট্রেনে চেপে ম্যাপ দেখে ব্যারন ওই সময়ে কতদূর এগোতে পারে হিসেব করে কিছুটা এগিয়ে থেকে যে কোন জায়গায় নেমে ওর অপেক্ষায় থাকতে পারে মাতিন। একবার বা দুবার হয়ত এতে কাজ হবে না—কিন্তু মাতিন জানে উত্তর পশ্চিমে যেতে হলে কোন না কোন সময়ে ব্যারনকে ওকে পেরিয়েই যেতে হবে। এবং সেই সময়েই সে আঘাত হানবে।

মিনারেল ওয়েলস পার হয়ে একটা উঁচু টিলার উপর উঠে ভাল করে চারপাশটা আলো থাকতেই ভাল করে দেখে নিল, কারণ বিকেল

হয়ে আসছে। তার আগে বা পিছনে কেউ থাকলে তাকে আগে থেকেই স্পট করতে চায় সে। সারা দিন যতই এগোচ্ছে এলাকাটা ধীরে ধীরে আরও বন্ধুর আর পাহাড়ী হয়ে উঠেছে। ছোট ছোট ক্যানিয়নগুলো গোলক ধাঁধার মত পাহাড়ী এলাকার ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। আগেকার দিনের লোকজন এই এলাকাটাকে 'ব্রেজোস্ কাউন্টি ফর্ক' নামেই চেনে। এই এলাকাটা পিছনে ফেলে আসা চাষের উপযুক্ত জমি থেকে শুরু হয়ে উঁচু পাহাড় স্কার্প পর্যন্ত বিস্তৃত। স্কার্প এখনও ওখান থেকে একশো মাইল দূরে। স্কার্প থেকে শুরু হয়েছে 'ক্যাপরক' এলাকা। তারও পরে 'লেনো এসটাকাডো'।

তোমার কাছে আর কিছুদিন কোন খবর পাঠাতে পারব না, মা, ভাবল সে। অন্তত এটার একটা নিষ্পত্তি হওয়ার আগে নয়। ফলাফলটা নিশ্চিত নয়, যে কোন পক্ষ জিততে পারে। লিসার কাছেও না। তবে যে পক্ষই জিতুক তোমরা নিরাপদ থাকবে। মরলেও আমি শান্তিতেই মরতে পারব।

মেয়েদের নিরাপদ রাখতে হবে। এটাই সভ্যতার মূল লক্ষ্য। পুরুষের সাথে পুরুষের সভ্যতার প্রয়োজন নেই—নিজের মনেই ভাবছে ব্যারন—অন্তত নিজেদের জন্যে নয়। আইন যেখানে নেই সেখানে একটা পুরুষ আরেকজন পুরুষকে হত্যা করবে—কে বাধা দেবে? শুধু পুরুষ লোক থাকলে তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু মেয়েদের এসব থেকে দূরে রাখতেই হবে।

এটা সে আইনবিহীন নিউট্রাল স্ট্রিপেও দেখেছে। ওখানে পিস্তলের জোরই সব থেকে বড় আইন। কিন্তু সেখানেও পুরুষরা মারপিট করে লড়াই করে মরে কিন্তু মেয়েদের গায়ে কেউ হাত তোলে না। পুরুষ, সে যত খারাপই হোক না কেন ওদের মধ্যেও খুব কম লোকই এমন

আছে যে ইচ্ছে করে কোন মহিলাকে মারবে, হুমকি দেবে বা লজ্জা দেবে। পশ্চিমের এটা একটা অলিখিত নিয়ম। এটা যদি কেউ ভঙ্গ করে তবে তাকে সবাই মিলে খুঁজে বের করে হত্যা করবে। তা সে মিত্রই হোক বা শত্রুই হোক।

সু মাতিন এতই নীচ যে সে ওই অলিখিত আইনটাই ভঙ্গ করেছে! তার মা আর লিসার জীবন নাশ করার হুমকি দিয়েছে!

কিন্তু কে এই সু মাতিন। কোথায় আছে সে?

আমরাই পিছনে—নিজেই সে জানে ওই প্রশ্নের জবাব। হ্যাঁ, আমার পিছনেই লেগে আছে ও। এবং বেশিদিন ওকে এড়িয়ে থাকতে পারবে না সে।

টিলার মাথা থেকে সে যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে একটা গালি দিল ব্যারন। লাল চুলওয়ালা সেই ছেলেটাকে এখনও দেখা যাচ্ছে। ব্যারনকে অনুসরণ করছে ও।

'বোকা,' আওড়াল সে। 'বোকা আর হ্যাঁকড়া।'

ডিকি হেণ্ডারসনকে সে যেখানে দেখেছিল সেখানেই ওর ক্ষতের ওপর ব্যাণ্ডেজ বেঁধে মৃত ঘোড়াটার নিচে থেকে ওর মালপত্র উদ্ধার করতে সাহায্য করে ওকে ওখানেই ছেড়ে এসেছিল ব্যারন। ডিকি যে বেঁচে আছে এটা ওর কপালের জোরেই—এটা তাকে ভাল মতই বুঝিয়ে দিয়ে নিজের পথ বেছে নিতে বলে চলে এসেছিল সে। কিন্তু ডিকি মৃত লোকগুলোর কারও একটা ঘোড়া ধরে সারা বিকেল ওকে অনুসরণ করে চলেছে। লোকটা ব্যারনের উপদেশ অমান্য করে পিছু নেয়ায় ভীষণ রাগ হচ্ছে ওর।

'বোকা ছেলে,' আবার বিড়বিড় করে বলল সে। 'তুমি কি চাইছ? আমাকে যাচাই করে দেখতে চাও? আমাকে গুলি করে মেরে সুনাম

কিনতে চাও?'

এটা সে কোনদিনও ভুলতে পারবে না। তাকে আজ পর্যন্ত চারটা কবর খুঁড়তে হয়েছে। দুঃখজনক। চারটাই চিহ্নহীন কবর। দুটো অ্যারিজোনায়, একটা নিউ ম্যাক্সিকোতে আর চতুর্থটা এল প্যাসো থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে। ওই চারটা কবরের কথা কেবল তারই স্মৃতিতে থেকে যাবে। আর কেউ জানবেও না প্রত্যেকটা কবরেই রয়েছে একটা করে তরুণ যুবকের লাশ। সিডনি ব্যারনের খোঁজেই ওরা বেরিয়েছিল—প্রমাণ করতে চেয়েছিল পিস্তলে ব্যারনের চেয়ে ফাস্ট তারা। কিন্তু ওরা মরে টের পেল, যে যতবড় পিস্তলবাজই হোক না কেন খুঁজতে বেরোলে আরও ভাল পিস্তলবাজের দেখা একদিন মিলবেই।

ওই কবরগুলোর কথা সে কখনও ভুলবে না, এবং ওরকম কবর সে আর কখনও খুঁড়তে চায় না। পিস্তলবাজদের যদি মরতেই হয় তাহলে আর কোন পথ বেছে নিক।

'বোকা,' আবার আওড়াল সে। বোকা আর দুঃখজনক—ভাবল ব্যারন।

কিন্তু ডিকি হেণ্ডারসনের ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা ওকে করতেই হবে।

ঘোড়াটাকে পেয়ে ডিকি অত্যন্ত খুশি হয়েছে। ঘোড়াটার খুরগুলোর কাছে রঙটা সাদা। মনে হয় মোজা পরেছে। আর বাদামী রঙের ঘোড়াটার গলার কাছে রঙটা লালচে। ওটা আরেকটা ঘোড়ার কথা ওকে স্মরণ করিয়ে দেয়—যেটা সে চেয়েছিল কিন্তু পায়নি। ঘোড়ার মালিক ওটাকে কিছুতেই বিক্রি করতে চাইল না। আর এত ভীতু যে

ওকে গুলি করে মারার কোন ওছিলাও খুঁজে পায়নি সে। ঘোড়াটা পেতে হলে ঠাণ্ডা মাথায় ওকে খুন করতে হয়—এটা সে পারেনি।

অত্যন্ত লজ্জাকর পরিস্থিতি। শেষ পর্যন্ত লোকটার কাছ থেকে আঠারো ডলার আর রূপার একটা ঘড়ি নিয়ে ওকে ছেড়ে দিয়েছিল। ওগুলো ডিকির জোর করে ছিনিয়ে নিতে হয়নি, লোকটা স্বেচ্ছায় সব দিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ঘোড়াটাকে সে কোন মতেই হাতছাড়া করতে রাজি হয়নি। বলেছিল জীবন থাকতে সে ঘোড়াটাকে আর কারও হাতে তুলে দেবে না—ওটাই তার সব। আজ পর্যন্ত ডিকি বুঝতে পারেনি একটা ঘোড়া কারও জীবনের থেকেও প্রিয় কি করে হতে পারে?

যাক, এখন সে মনের মত একটা ঘোড়া পেয়েছে। কেউ ওটা দাবি করতে আসবে না। স্মিথের দলের সবাই মারা পড়ার পর ঘোড়াটা ওর মৃত মালিকের পাশেই ঘোরাফেরা করছিল।

পশ্চিমের আকাশে উঁচু মেঘে প্রতিফলিত হয়ে সন্ধ্যার সামান্য আলো এসে পৌঁছাচ্ছে। সূর্য বেশ অনেকক্ষণ আগেই বিদায় নিয়েছে। একটা ছোট টিলার ওপর উঠে সামনে দূরে একটা আলোর মিটমিটি ডিকির চোখে পড়ল। আগুনের আলো...ঝিরঝিরে বাতাসে গরম কফির গন্ধ পাচ্ছে সে। জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে একটু হাসল ডিকি। সে ভাবতে শুরু করেছিল ওই লোকটার কি বিশ্রাম নিতেও একটু থামবে না?

'ওখানেই ক্যাম্প করেছে,' খুশি হয়ে বলে উঠল ডিকি। আশা করছে কফিটা কড়া হবে। কড়া-দুধ-চিনি ছাড়া ব্ল্যাক কফি ওর প্রিয়।

খাপে ভরা পিস্তলটা একটু তুলে ঢিলে করে নিল—দরকার পড়লে চট করে বের করা যাবে। নতুন রাইফেলটা বের করে গুলি ভরা আছে কিনা চেক করে দেখল। 'সাবধান থাকা ভাল,' নিজের মনেই বলল।

আগুন থেকে একশো গজ দূরে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পায়ে

হেঁটে ঘোড়া নিয়ে এগোল।

'ঠিক বাড়ি ফিরে আসার মত লাগছে, তাই না?' পিছন ফিরে ফিসফিস করে বলে মাথা নাড়ল সে। 'আমার মাথা খারাপ হওয়ার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে,' মন্তব্য করল ডিকি। 'জীব-জন্তুর সাথে কথা বলা শুরু করেছি আবার।'

আগুনটা হ্যাটের সাইজ করে সাবধানে ছোট করে জ্বালানো হয়েছে। পাথর দিয়ে ঘেরা। পিছনে তিরিশ ফুট উঁচু চুনাপাথরের দেয়াল খাড়া উঠে গেছে। আগুনটা সোজাসুজি ওটার দিকে না এসে অন্য কোন দিকে গেলে কারও চোখে পড়বে না। খুব সাবধানী লোক, ভাবল ডিকি। লুকিয়ে থাকার কৌশল সবই লোকটার জানা আছে। লোকটার পালিয়ে বেড়ানর অভ্যাস লক্ষ করে সে ভাবল নিশ্চয় লোকটা কারও থেকে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করছে।

অন্ধকারে চোখ কুঁচকে তাকাল সে। আগুনের ওপর কফির কেতলিটা দেখা যাচ্ছে। কফির গন্ধ বাতাসে ভাসছে। আগুনের কাছেই একটা স্যাডল, কয়েকটা ব্যাগ আর তার পাশে একটা বেডরোল দেখা যাচ্ছে। ওদিকে আর একটু দূরে অন্ধকারে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না—মনে হচ্ছে যেন কেউ গাছে হেলান দিয়ে বসে ঘুমাচ্ছে। ডিকি তার ঘোড়ার লাগামটা একটা ডালের সাথে বেঁধে চুপিসারে সামনে এগোল। ওর বাম হাতে রাইফেল আর ডান হাতটা খালি এবং কোল্টের বাঁটের কাছে তৈরি। ছায়ার আকৃতিটা নড়ল না। আরও সামনে এগিয়ে ভাল করে চেয়ে নিশ্চিত হল আশপাশে আর কেউ নেই। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে রাইফেলটা রেখে আগুনের কাছে এসে বসল। একটা টিনের কাপ দেখা যাচ্ছে। ওটাতে আধ কাপ কফি ঢেলে চুমুক দেয়ার আগে একটু ঠাণ্ডা করে নেয়ার জন্যে কাপে ফুঁ দিল।

'তুমি নিশ্চিন্তে তোমার ঘুম পুরো করে নাও,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'আমি কোথাও যাচ্ছি না—এখানেই আছি।'

পিছন থেকে একটা গলার স্বর শুনে যেখানে বসেছিল সেখানেই আড়ষ্ট হয়ে জমে গেল সে। 'তুমি ওই সিরেপটার দিকে পিস্তল তাক করলে তোমাকে সত্যিই আর কোথাও যেতে হত না। কি চাও তুমি?'

খুব ধীরে কফির কাপটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকাল ডিকি। দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে সিডনি ব্যারন।

'আমার যাওয়ার কোন জায়গা নেই,' কাঁধ উঁচাল ডিকি। 'তাই ভাবলাম তোমার সাথেই যাই।'

'রাতের বেলায় আর একজনের ক্যাম্পে ঢুকতে গিয়ে মারা পড়তে চাও? আমি চাই না তুমি আমার সাথে যাও। কথাটা আমি আগেই তোমাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিলাম।'

'সেটা সত্যি,' স্বীকার করল ডিকি। 'স্পষ্ট কথাতেই তুমি আমাকে বলেছিলে। কিন্তু কথা হচ্ছে...'

পঞ্চাশ গজ দূরে বাঁধা ডিকির ঘোড়াটা ভয় পেয়ে একটু লাফিয়ে সরে গেল। একটা ছোট্ট ছায়া ওটার পিঠ থেকে লাফিয়ে মাটিতে নেমে আগুনের দিকে ছুটে এগিয়ে এল।

'দেখতেই পাচ্ছ,' বলল ডিকি। 'আমার করার আর কি ছিল? তুমি তোমার বিড়ালটাকে ওখানেই ফেলে চলে এসেছিলে। তাই ওকে তোমার কাছে পৌঁছে দিতে আমাকে আসতেই হল।'

'ওটা আমার বিড়াল নয়,' তৃতীয় কি চতুর্থ বারের মত কথাটা ডিকিকে বলল ব্যারন। বিরক্তিতে ওর সুরটাও একটু চড়েছে। 'আমার কোন বিড়াল নেই।'

'কিন্তু ওই দেখো, বিড়ালটার ধারণা সে তোমার,' বলে হেসে ফেলল ডিকি।

হলুদ বিড়ালটা ছোট ক্যাম্পটা একবার চক্কর দিয়ে দেখে নিয়ে ব্যারনের জিনের ওপর উঠে আয়েশ করে শুল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

কফি শেষ হলে ডিকি ঘোড়ার পিঠ থেকে নিজের জিনটা খুলে আগুনের পাশে রেখে ওতে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল। আকাশের তারাগুলোর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর হঠাৎ সে প্রশ্ন করল, 'ওই লোকটা তোমাকে মারার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে কেন?'

'কে?'

'তা জানি না, কিন্তু কেউ নিশ্চয় তোমার পিছনে লেগেছে। তুমিই তো বলেছ তোমার থেকে দূরে থাকাটাই আমার জন্যে নিরাপদ হবে। তাই ভাবলাম নিশ্চয় তোমাকে মারার চেষ্টায় আছে কেউ।'

'ওসব জেনে তোমার লাভ নেই। তবে আমি যা বলেছি তা আমি ভাল করে জানি বলেই তোমার ভালর জন্যেই বলেছি।'

'বুঝলাম। কিন্তু কথা হচ্ছে ভাল উপদেশ শুনে চললে আমি এই আউটলর কাজে আদপেই নামতাম না। তাছাড়া তোমার কাছে আমি ঋণী। আমি বড়াই করছি না, কিন্তু গুটিঙে আমার হাত ভাল।'

'তোমাকে আমি অ্যাকশনে দেখেছি, বাছা, এখানে যাদের কথা হচ্ছে তাদের কাছে তুমি শিশু। বিশ্বাস করো, কথাটা সত্যি।'

'তোমার কথা আমি কিছুটা জানি, ব্যারন। ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে কিছু খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে জেনেছি। ওরা বলে বিদ্যুতের চেয়েও দ্রুত চলে তোমার পিসমেকার। ওখানে এক বুড়ো বলছিল তুমিই নাকি পৃথিবীর সেরা ফাস্ট-গান। এটা কি ঠিক?'

'লোকে তো কত কথাই বলে।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু বলো তো ধরো আমার যদি সেটা নিজেই যাচাই করে দেখার ইচ্ছা জাগে, তুমি কি করবে?'

নীরবে বসে রইল ব্যারন। ওর কথার কোন জবাবই দিল না। একটু অপেক্ষা করার পর ডিকি বলল, 'কই, কিছু বললে না?'

'প্রশ্নটা তুমি আগেও একবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে।' ওর দিকে মুখ ফেরাল ব্যারন। অন্ধকারে হ্যাটের কার্নিসের নিচে ওর চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছে না ডিকি। কিন্তু অনুভব করতে পারছে যেন তার ভিতর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে লোকটা। 'উত্তরটা বদলায়নি।'

'বলেছিলে তুমি আমাকে মেরে ফেলবে। তুমি কি এতটা নিশ্চিত তুমি পারবে?'

'হ্যাঁ তাই। তুমি চেষ্টা করলে আমি তোমাকে মেরে ফেলব, কারণ আমি জানি পিস্তলে তোমার হাত ভাল। তাই তোমাকে জখম করে শিক্ষা দেয়ার ঝুঁকি আমি নিতে যাব না। সোজা মেরে ফেলব। তারপর কবরও দেব। কিন্তু দুঃখ হবে যে আর একটা বোকা ছেলে নিজের বোকামির জন্যে মরল। তোমার জন্যে পঞ্চমবারের মত আমাকে কবর খুঁড়তে হবে।'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল ডিকি। 'তুমি চার জনকে মেরেছ। শহরে তো ওরা বলছিল অন্তত বিশ-তিরিশ লোককে...'

'লোকের কথা আমি বলিনি। বলেছি চারজন বোকা তরুণ ছেলের কথা। যাদের কখন নতি স্বীকার করে পিছিয়ে যাওয়া ভাল সেই জ্ঞানটা হয়নি। ওদেরই কেবল কবর দিয়েছি আমি। অন্যদের বেলায় দরকার মনে করিনি।'

'তাহলে এতদিনে তোমার জেল বা ফাঁসি হয়নি কেন?'

মাথা নাড়ল ব্যারন, তারপর উঠে চারপাশটা একবার দেখে আসতে গেল।

ডিকি ওর পিছন ধরল। দারুণ অবাক হয়েছে সে। 'আমাকে তোমার একটুও ভয় করে না, তাই?' সত্যিই আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল সে।

'না, একটুও না। এবার চুপ করো।'

'তাহলে যে ব্যাটা তোমাকে মারার জন্যে পিছনে লেগেছে তাকে ভয় পাচ্ছ কেন?'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ব্যারন। এত দ্রুত যে এক পা পিছিয়ে গেল ডিকি। পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল সে—কিন্তু পরক্ষণেই হাত সরিয়ে নিল। বুঝল লোকটা যা বলেছে সেটাই সত্যি। পিস্তল বের করার চেষ্টা করতে পারে সে, কিন্তু কাজটা শেষ করতে পারবে না—মাঝ পথেই সে শেষ হয়ে যাবে।

'হ্যাঁ,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল ব্যারন। 'হ্যাঁ, আমি ওকে ভয় পাই। জীবনে কাউকে আমি ভয় করিনি, কারণ তাদের সামনাসামনি দেখতে পেয়েছি। কিন্তু এই সু মাতিনকে কেউ কোনদিন দেখেনি। আড়াল থেকে মানুষ খুন করে সে—কখনও মিস করে না। আর সেই জন্যেই বলছি তোমার যদি নিজের ভাল-মন্দ বোঝার সামান্য ক্ষমতাও থাকে তবে তুমি ভোর হওয়ার সাথে সাথেই আমার থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যাবে—পিছন ফিরে চাইবে না। তুমি ভাবো ভাল পিস্তল চালাতে জানলেই বুঝি মানুষের ভয়ের কিছু থাকে না। তাই আমারও ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু তুমি এসব পেশাদার গুপ্তঘাতকদের ব্যাপারে কিছুই জানো না, বাছা। আর সু মাতিন হচ্ছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে চালাক আর ভয়ানক। তুমি জানতেও পারবে না কোত্থেকে বুলেটটা বা ছুরিটা

এল। কখন যে মারা পড়লে সেটাও হয়ত বুঝার সময় পাবে না। সেই জন্যেই বলছি, আমার থেকে দূরে সরে যাও—এবং দূরেই থাকো! তোমার সঙ্গ বা তোমার সাহায্য আমার দরকার নেই।'

হতাশ মনে হতবুদ্ধি ডিকি আগুনের কাছে ফিরে এল। বিড়ালটা জেগে ব্যাগগুলোর ভিতর কি আছে শুঁকে বোঝার চেষ্টা করছে। ডিকিকে দেখে সে পিছিয়ে গেল। ওর দিকে বড়বড় চোখ করে তাকিয়ে দেখছে। রাতের অন্ধকারে বিড়ালের চোখ সোনার দুটো চাকতির মতই দেখাচ্ছে।

'তুমিও দেখছি ব্যারনের মত অদেখা ভূতের ভয়ে অস্থির,' বলল সে। একটা শুকনো মাংসের টুকরা (gerky) ছোটছোট করে কেটে ব্যারনের জিনের কাছে কম্বলের ওপর রেখে আগুনের ধারে গিয়ে বসল সে।

ডিকির দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে জার্কির টুকরাগুলো শুঁকে দেখল। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে খেতে শুরু করল।

'সু মাতিন,' বিড়বিড় করে নামটা উচ্চারণ করল ডিকি। নামটা আগে কখনও শুনেছে বলে ওর মনে পড়ছে না। নামটা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করতে করতে নামটা যেন কেমন চেনাচেনা ঠেকল। কিন্তু এই সু মাতিনের সাথে তার পরিচিত সু মাতিনের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু সু মাতিন তো মেয়েছেলের নাম···ব্যারনের মত লোক একটা কাউকে ভয় পায় এটা ওর কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু যতই ভাবছে ততই মনে হচ্ছে ওই নামটা যেন সে শুনেছে···কিন্তু কোথায় তা মনে পড়ছে না।

কিছুক্ষণ পরে বিছানা পেতে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ব্যারন পুরো এক ঘন্টা ধরে এলাকাটা ঘুরে ঘুরে দেখল। সে জানে

এলাকাটার কোথায় কি আছে। এটাও জানল চারপাশে কয়েক মাইলের ভিতর সে আর ডিকি হেণ্ডারসন ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ নেই।

ভাবছে ব্যারন। রাতের বেলায় পশ্চিমের বাতাসটা বয়ে আনছে সেজ ঝোপের নতুন পাতার গন্ধ। বসন্তের শেষে নতুন পাতা গজাচ্ছে। বসন্তের শেষে ভেজা বাতাসে ক্লোভার আর মিল্কউইডের গন্ধও আলাদা করে চেনা যাচ্ছে। পশ্চিমে হয়ত কোথাও বৃষ্টি হয়েছে, তাই বাতাসটা ভেজা। রাতের পাখিরা মাথার ওপর চক্কর কেটে তারাভরা আকাশে বিভিন্ন নকশা এঁকে চলেছে। কোথায় যেন একটা কয়োটি বিষাদমাখা সুরে দীর্ঘ ডাক ছাড়ল। আকাশের দিকে চেয়ে আরেকটা যেন ওরই জবাব দিল।

এখানকার সুবাস আর শব্দের সাথে এলাকাটা একত্রিত হয়ে যে কি সুন্দর একটা নিরালা উপভোগ্য পরিবেশের সৃষ্টি করেছে এটা প্রায়ই মানুষের নজর এড়িয়ে যায়। এই মিউজিকের সুর শোনা যায় না, অনুভব করতে হয়। প্রত্যেকটা কর্ড আর সরগমের প্রতিটি সুর যেন নিখুঁত।

এখানে সব গন্ধই সুন্দর আর মধুর। যেমন লিসার দেহে গোলাপ-জলের গন্ধ সুমধুর। যেমন জিঞ্জারব্রেড হিলে সেদিন সকালে শার্লির মাখা পারফিউমের মত।

একটু ভুরু কুঁচকাল ব্যারন। সেদিন সকালে শার্লি পারফিউম মেখেছিল কেন? ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক। ভাবতে গিয়ে আরও কিছু ঘটনা তার কাছে বেমানান ঠেকল। মালিক হয়েও কেন সেদিন ওখানে কাজ করা মেয়েদের মত পাতলা জামা পরে ওভাবে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল? সে বলেছিল কিছু বাড়তি টাকা তার হাতে এসেছে। কোন প্রমাণ নেই যে সে নিজেও ওখানে অন্যান্য মেয়েদের মত কাজ করে না—কিন্তু ব্যারনের বিশ্বাস সে তা করে না। সে যদি

ওখানে কাজ করেও...কোন মেয়ে কি স্নান করে কাপড় বদলাবার আগে পারফিউম মাখে? রাতে মাখা বাসী, বা উগ্র পারফিউমও নয়। কোন ভদ্রলোকের সাথে দেখা করতে হলে মেয়েরা যেমন পারফিউম মাখে ঠিক তেমনি।

সে কার সাথে দেখা করার অপেক্ষায় ছিল?

এবং সেই একই গন্ধ সে ওয়্যাক্সাহ্যাচির কোর্টহাউজে শেরিফের ক্লার্কের কাছে বিবৃতি দেয়ার সময়ও সে পেয়েছিল। টাইপিস্টদের কেউ ওই একই সেন্ট ব্যবহার করেছিল।

ক্যাম্পে যখন ফিরল তখন আকাশে অর্ধেক চাঁদ দেখা দিয়েছে। হাফ মুন ক্রসের কথা ওর মনে পড়ল। ওখানকার লোকজনের সাথে সময় ভালই কেটেছে তার।

ওই ইণ্ডিয়ান ছেলেটার কথাও তার মনে পড়ল। একটা ছেলে যার কোন অতীত নেই, নামও নেই। ওর বড় পিস্তলটাতে ব্যবহারের চিহ্ন আছে। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে কেউ ওকে লক্ষ করবে না।

'ঘোড়ার গাড়ির চালককেও কেউ লক্ষ করে না,' বিড়বিড় করে আপন মনেই বলল সে। ওর পোনিটা যখন মারা পড়ে তখন ওখানে একটা ঘোড়ার গাড়ি ছিল। এনিসের রেইল ইয়ার্ডেও সে একটা ঘোড়ার গাড়ি দেখেছে। ওই রাতেই রয় রজার্স মারা পড়েছিল। মারা ঠিক পড়েনি, খুন হয়েছিল। একটা ঘোড়ার গাড়ির কথা তার আবার মনে পড়ল। সে যেখানে দাঁড়িয়ে জাজ কলিনসের কথা মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করেছিল ঘোড়ার গাড়িটাও ঠিক সেখানেই থেমেছিল।

আমি সত্যিই ভয় পেয়েছি, নিজেই স্বীকার করল সে। জীবনে এত বিচলিত আমি কখনও হইনি। অজানাকে আমার ভয় আর ছায়া দেখলেই আঁৎকে উঠছি। কিন্তু সু মাতিন কোথায়? কে সে?

হার্ডির মাথায় কি সত্যিই বুদ্ধি কম? নির্বোধ লোককেও কেউ পাত্তা দেয় না। সবাই জ্যাক বুলের মত রগচটা লোকের কাছ থেকেই বিপদের গন্ধ পায়।

ব্যারনের মন বলছে কোমাঞ্চি পোনিটা মারা যাওয়ার আগের কয়েক দিনের মধ্যেই সু মাতিনকে সে খুব কাছে থেকে দেখেছে। হয়ত বা খুনীটার সাথে তার ছোঁয়াছুয়িও হয়েছে।

এটা অবশ্য তার অনুমান। কিন্তু নিজের অনুমানের দাম দিয়ে সে আজ পর্যন্ত ঠকেনি।

অনেক দূর থেকে একটা ট্রেনের হুইসেল শোনা গেল। শেষ দেখার সময়ে বিদায় নেয়ার মতই বিষণ্ন শোনাল ওটা।

সারাদিন ঘোড়ার পিঠে থেকে ওয়্যাক্সাহ্যাচির পুবে যে কাজে ডেপুটি হেনরিকে পাঠানো হয়েছিল সেটাই তার জীবনে সবথেকে দুঃখজনক কাজ হয়ে দাঁড়াল। রেইল স্টেশনের পিছনে আগাছায় ভরা উঠানে হাঁটু গেড়ে বসে ময়লা কম্বলটা সরিয়ে লণ্ঠনের আলোয় মুখটা দেখল সে। শ্বাসটা যেন গলায় আটকে গেল, থরথর করে কেঁপে উঠল তার সারা দেহ। কষ্টে নিজেকে সামলে শেষে উঠে ঘুরে দাঁড়াল হেনরি।

'ওকে আমি চিনি, চীফ,' বলল সে। 'ওর নাম জলি—মিস্টার পিয়ার্সের একজন টাইপিস্ট। কী…এ একি হল ওর…' হেনরির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল কান্নায়।

চীফ ডেপুটি স্টার্কি সহানুভূতির সাথে একটা বিশাল হাত রাখল ওর কাঁধে। 'কেউ ওকে স্টিলেটো দিয়ে স্ট্যাব করে হত্যা করেছে, হেনরি। দেখে মনে হচ্ছে এটা গত রাত বা আজ ভোরের ঘটনা। ভোর বেলা নাইট ক্লার্ক ডিউটি শেষ করে বেরোবার সময়ে ওকে প্রথম

দেখতে পায়। দুটো কুকুর কম্বলটার চারপাশে ঘোরাফেরা করে শুঁকে দেখছে।

'কিন্তু কেন? জলিকে কেন? কে...কে জলিকে এভাবে হত্যা করবে?'

বিষণ্ন মুখে স্টার্কি লণ্ঠনটা উঁচিয়ে কাছেই একটা ঢাকনাহীন খোলা কাঠের বাক্সের দিকে আঙুল তুলে দেখাল। ওটার আশেপাশে কিছু কাগজপত্র ছড়িয়ে পড়ে আছে। 'মনে হচ্ছে মেয়েটা এই স্টেশনে যার সাথে ওই কাগজপত্রগুলো নিয়ে দেখা করতে এসেছিল এটা তারই কাজ।'

হেনরি কাগজপত্রগুলোর দিকে বোকার মত চেয়ে থাকল। কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

'ওটা আমাদের কোর্টহাউজের একটা ফাইল, বাছা,' ব্যাখ্যা দিল স্টার্কি। 'মিস জলি ওটা কাউকে দেয়ার জন্যেই এখানে এসেছিল। ওতে যেসব কাগজপত্র রয়েছে সেগুলো শেরিফের গোপন রেকর্ড ফাইলের কাগজ।'

পাঁচ

'তাহলে আমরা জানি না মেয়েটা কে ছিল?' ম্যাট কোলম্যানের কাঁধ ক্লান্তিতে কিছুটা কুঁজো হয়ে এসেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টেলিগ্রাফ

মেসেজটা ডেস্কের ওপাশে বসা রেঞ্জারকে ফিরিয়ে দিল।

কামরার ভিতরে বাকি তিনজনেরও শেরিফের মতই ক্লান্ত আর কাহিল অবস্থা। ওদের মধ্যে পিয়ার্সের অবস্থাই সবথেকে খারাপ। জলি সরাসরি তারই অধীনে কাজ করত।

রেঞ্জার থমাস বলল, 'আমরা জানি গত পাঁচ বছর মেয়েটার নাম ছিল জলি ম্যাকার্থি। এখানে বছর তিনেক হল সে কাজ করছে। এর আগে সে ব্রায়েন বিজনেস কলেজে টাইপ আর টেলিগ্রাফ এই দুটো বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছে। এখানেও তার নাম ছিল জলি ম্যাকার্থি—বাড়ি ফোর্ট ওয়ার্থে। তার বাপ-মায়ের যে নাম দেয়া হয়েছে ওই নামের কোন পরিবারই ওখানে নেই।'

'আরও একটা ব্যাপার আমরা জানি,' জাজ মেনডিস বলল, 'আমাদের রেকর্ডে ওর বয়স বাইশ বলে লেখা হলেও করোনারের ধারণা ওর বয়স তিরিশ। এবং মেয়েটা ঠিক ভাল বলা চলে না। করোনারের রিপোর্ট অনুযায়ী মেয়েটা অতীতে যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল, পরে কোথাও চিকিৎসা করিয়ে ভাল হয়েছে।'

'একি শুনছি?' গালে হাত দিয়ে বসল পিয়ার্স। 'মেয়েটা তো চাকরিতে ঢুকে প্রায় এক বৎসর আমাদের বাসাতেই ছিল। পরে ক্রেস্ট হাউসে বাসা পেয়ে চলে যায়।'

'ডেপুটি হেনরি আর টেলর দুজনই খুব বড় একটা ধাক্কা খেয়ে মুষড়ে পড়েছে। ওরা এর আগে কোন মহিলাকে খুন হতে দেখেনি,' জানাল স্টার্কি।

'ডাক্তার বলছে মেয়েটা কোন পেশাদার খুনীর হাতে মারা পড়েছে,' বলে চলল জাজ। 'স্টিলেট্টোর মত কোন অস্ত্র, দুদিকই ধারাল, সম্ভবত সাত ইঞ্চি লম্বা ব্লেড। একটাই মাত্র আঘাতের চিহ্ন আছে মেয়েটার

দেহে। অস্ত্রটা পাঁজরের হাড়ের ঠিক নিচে বাম দিক থেকে সোজা উপরের দিকে ঢুকিয়ে ডান দিকে একটু মোচড় দিয়ে নিচের দিকে চাপ দিয়ে বের করে নেয়া হয়েছে। বাইরে রক্তপাত সামান্যই হয়েছে, ভিতরের রক্তক্ষরণে মেয়েটা মারা গেছে। ডাক্তার বলল, ওই ধরনের ক্ষত মানুষকে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই শেষ করে ফেলে। এবং এনিসের রয় রজার্সকে যেভাবে মারা হয়েছিল একেও ঠিক তেমনিভাবেই মারা হয়েছে।'

'অর্থাৎ একই লোক ওদের দুজনকেই হত্যা করেছে,' বলে বোঝার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রেঞ্জার। 'এবং সেই লোক হচ্ছে সু মাতিন। এটা ওর খুন করার প্রিয় একটা পদ্ধতি।'

'কিন্তু তা কি করে হয়?' মুখ তুলে আপত্তি জানাল পিয়ার্স। 'কোন মানুষ আর একটা মানুষকে সোজা এত কাছে এগিয়ে এসে ছুরি মারার সুযোগ কেন দেবে? এটা অসম্ভব!'

'লোকটা এমন কেউ, যাকে ওরা দুজনেই চিনত,' জবাব দিল শেরিফ। 'এমন পরিচিত কেউ, যাকে ওদের ভয় করার কোন কারণ ছিল না। যাকে ওরা বিশ্বাস করত। ওকে খুনী বলে ভাবতেই পারেনি।' রেঞ্জারের দিকে ফিরল সে। 'তুমি নিশ্চিত যে এগুলো সু মাতিনেরই কাজ?'

'হ্যাঁ। সে আগেও কয়েকজনকে এভাবে খুন করেছে। যে জানে এটা একটা চমৎকার পদ্ধতি। খুব সম্ভব ওর হাতও এতে রক্তাক্ত হয়নি। সে এমন আরও কয়েকটা পদ্ধতি জানে—সবগুলোরই একই ফলাফল দাঁড়ায়। তার শিকার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মারা যায়—একটা টুঁ শব্দ করারও সুযোগ পায় না।'

'কিন্তু ব্যারনকে গুলি করে মারার চেষ্টাটা?'

'সেটাও পরিপাটি আর নিরাপদ,' বলে চলল রেঞ্জার। 'দূর পাল্লার রাইফেল—সম্ভবত টেলিস্কোপ ফিট করা—ঝুঁকি খুব কম। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সরে পড়ার সুযোগ পায় সে। কোন প্রত্যক্ষদর্শী থাকে না। ঠিক রেঞ্জার বেকারের মত। এখন আমরা জানি বেকার এখানে কি কাজে এসেছিল, এবং তা সু মাতিন কিভাবে জেনেছিল—তাই না?'

'হ্যাঁ,' দাঁতে-দাঁত চেপে বলল কোলম্যান। 'বেকার নিজের পরিচয় দিয়েছিল জাজ মেনডিস আর আমার কাছে। সেটা আমার কেস ফাইলেই ছিল।'

'এখনকার মতই তখনও ওসব ফাইল জলি ম্যাকার্থিই গুছিয়ে রাখত,' বলে দুহাতে নিজের মুখ ঢাকল পিয়ার্স।

'এতদিন ধরে ওই মেয়েটার কাছ থেকেই এখানকার সব রিপোর্ট পেয়েছে সু মাতিন,' একটু চিন্তিতভাবেই বলল জাজ। 'ভাবছি আরও কত জন ওর হয়ে এখানে কাজ করছে।'

'ব্রায়েন বিজনেস কলেজে খোঁজ নিলে কেমন হয়?' প্রস্তাব দিল শেরিফ।

'খোঁজ-খবর নিতে বেশ কিছু সময় লাগবে,' বলল জারভিস। 'ওখানে যদি কোন সূত্র পাওয়া যায় সেটা আমরা নিশ্চয় বের করব। তবে ওখান থেকে বিশেষ কিছু জানা যাবে বলে আমার মনে হয় না। কাঁচা কাজ করে না সু মাতিন।'

'ব্যারনের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিলে? তুমি কি সেই নোটিশটা প্রচার করবে?'

'আগামীকাল। সে যদি এখনও বেঁচে থাকে তবে ওই সময়ে বাফেলো ওয়েল্‌সের কাছাকাছি কোথাও ওর থাকার কথা।'

'হ্যাঁ।' কোলম্যানের ঠোঁটের ডান পাশের গোঁফটা আপনাআপনি একটু লাফিয়ে উঠল। 'কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি ওখান থেকে আর আগে বাড়তে পারবে না। ওখানেই ওর মৃত্যু ঘটবে।'

'বিশ বছর আগে এটা ছিল মহিষ চরার জমি,' ব্রেজোসের ক্লিয়ার আর সল্ট ফর্কের মাঝে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত মাঠ আর মেসাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল ব্যারন। সকালের সূর্য মাত্র দেখা দিয়েছে পুব আকাশে। ওদের লম্বা বিকৃত ছায়া দুটো যেন পথ দেখিয়ে আগেআগে চলেছে। 'তখনকার সেই দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। শুনেছি দক্ষিণ থেকে কয়েকশো হাজার মহিষ পুরো এলাকাটা ছেয়ে ফেলত। পঞ্চাশটা বিভিন্ন ট্রাইবের লোকজন তাদের মাংসের চাহিদা মেটাতে এখানে শিকার করতে আসত। উত্তর থেকে কিওয়া, উত্তর-পশ্চিম থেকে শাইয়্যান, কিছু অ্যাপাচিও দেখা যেত পশ্চিমে, টঙ্কাওয়া দক্ষিণ থেকে লাইপানদের এড়িয়ে চলতে পারলে এসে হাজির হত...'

'গরুর জন্যে ভাল জমি,' থুতু ফেলল ডিকি। 'মহিষ লাল চামড়ার লোকজনকে আকর্ষণ করেই যত গোলমাল পাকাত।'

'এখন এটা গরুর রেঞ্জ,' কাঁধ উঁচাল ব্যারন। 'কিন্তু এটা কাউ-রেঞ্জ হওয়ার আগে কেমন ছিল নিজের চোখে দেখতে পেলে আমার তৃপ্তি হত।'

'আমার ওসব দেখার শখ নেই,' নিজের মতামত জানাল ডিকি। 'শোনো, তোমার কাছে হুইস্কি বা ওই রকম কিছু আছে?'

'না, নেই। কেন?'

'আমার পা-টা খুব ব্যথা করছে,' মুখ বিকৃত করল ডিকি। 'মনে হচ্ছে একটু ফুলে উঠতে শুরু করেছে।'

'ইনফেকটেড হয়েছে,' বলল সিডনি। 'তোমাকে আগেই বলেছিলাম ওটা পরিষ্কার রেখ।'

'এই এলাকায় সেটা কিভাবে সম্ভব?'

'তুমি নিজের ইচ্ছায় এদিকে এসেছ, কেউ তোমাকে সাধেনি।' আড়চোখে ওর দিকে তাকিয়ে লাগাম টেনে থেমে ঘোড়া ঘুরিয়ে যুবকের ডান পাশে চলে এল ব্যারন। 'তোমাকে আমার থেকে দূরে থাকতে বলেছিলাম—কিন্তু এখনও তুমি আমার সাথেই রয়েছ।'

ব্যথায় মুখ বিকৃত করে দাঁতে দাঁত ঘষল ডিকি। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, 'তোমাকে তো আগেই বলেছি ভাল উপদেশ মেনে চলা আমার ধাতে সয় না।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ডিকির জখমটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল ব্যারন। টাইটওয়াডের লোকটার বুলেট উরুর মাংস ফুটো করে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু ওর পা কিছুটা ফুলেছে, আর জখমের চারপাশ লাল হয়ে উঠেছে। ঘোড়ার পিঠে উঠে পাদানির ওপর দাঁড়িয়ে উঁচু হয়ে চারপাশের এলাকা দেখে সামনে বাম দিকে একটা জায়গা দেখাল ব্যারন। 'ওই উইলো গাছগুলোর কাছে হয়ত পানি পাওয়া যাবে।' ওদিকে এগোলো সিডনি—ডিকি ওর পিছু নিল। ঢালু জমি দিয়ে নিচের দিকে নামছে ওরা। মাঝেমাঝে সেজ গাছের ঝোপ। মাইলখানেক এগিয়ে উইলো গাছগুলোর কাছে পৌঁছল ওরা। ওখানে চুনাপাথরের নালায় কিছু কিছু গভীর গর্তে বৃষ্টির পানি জমে আছে।

'নিচে নেমে প্যান্টটা খুলে ফেলো,' বলল সিডনি। মোম মাখানো একটা ব্যাগের থেকে হলুদ রঙের একটা সাবান বের করল। 'সামনের পানিতে পা ডুবিয়ে বসে এই সাবান দিয়ে ডলে ক্ষতের ওপরকার জমাট বাঁধা আবরণ পুরোটা তুলে ফেলো।'

'এমনিতেই দারুণ ব্যথা, ঘষাঘষি করলে তো ব্যথা আরও বাড়বে,' বলল ডিকি। কিন্তু ঘোড়া থেকে নেমে ব্যারনের নির্দেশ মত প্যান্ট খুলতে শুরু করল। 'কি করছ তুমি?'

কয়েক গজ দূরে বেল্টে গোঁজা ছুরি বের করে প্রিকলি পেয়ার গাছের (বুনো কাঁটাযুক্ত নাশপাতি) একটা পাতা কাটল সিডনি। ওর প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

খুঁড়িয়ে সব থেকে কাছের অগভীর পানিতে নেমে কিছুটা এগিয়ে বসে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাবধানে ক্ষতের ওপর সাবানটা ঘষতে শুরু করল। কাঁচা ক্ষতের ওপর কঠিন সাবানের ঘষায় অসহ্য ব্যথায় 'উহ্ আহ্' করছে আর দাঁতে দাঁত ঘষছে ডিকি। 'অসহ্য ব্যথা!' প্রতিবাদ জানাল সে।

পানির ধারে এসে গোড়ালির ওপর বসল ব্যারন। 'এমন কিছু ব্যথা না,' সহজ সুরে বলল সে। 'ব্যথাটা বুলেটের ক্ষতের ঠিক মত চিকিৎসা না হলে যেমন হয় ঠিক তেমনই। এটা তোমার লাইনের কাজে তোমাকে শিখতে হবে, বাছা। এর আগে কি কখনও গুলি খাওনি তুমি?'

'আরে না। এর আগে আর কেউ আমার গায়ে গুলি বেঁধানর সুযোগই পায়নি।'

'তাহলে তোমার এখন থেকেই শিখতে হবে, কারণ তোমার কাজে আরও অনেকবার তোমাকে গুলি খেতে হবে। অবশ্য তোমার কপাল ভাল থাকলে জখম না হয়ে একবারে মরেও যেতে পারো। তাহলে আর তোমাকে সাবান আর গাছ-গাছড়ার ওষুধ নিয়ে আর ঝামেলা পোহাতে হবে না।' ক্যাকটাসের পাতা থেকে কাঁটাগুলো বেছে বের করে ফেলল সিডনি।

'ওটা কি ওষুধ নাকি?' নাক সিঁটকাল ডিকি। 'ওটা তো ক্যাকটাস।'

'ঠিক মত ব্যবহার করতে পারলে এটাই ওষুধের কাজ করবে। এখন ভাল করে ঘষে ক্ষতটা পরিষ্কার করে নাও।'

'যথেষ্ট ঘষা হয়েছে, এবার তুমি...' ওর কথা মাঝপথেই থেমে গেল। ব্যারনের হাতের পিস্তলটা ওরই দিকে তাক করা রয়েছে। সরাসরি ব্যারনের দিকেই তাকিয়ে ছিল ডিকি, তবু ঠিক মত বুঝতেও পারেনি লোকটা কখন পিস্তল বের করল। কেবল দেখল খাপে রাখা পিস্তলটা এখন ওর হাতে। হ্যামার টানার 'ক্লিক' শব্দটার প্রতিধ্বনি চুনাপাথরের ক্লিফে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল।

'ভাল করে ঘষো!' আদেশ করল সে।

ঘষে চলল ডিকি। সিডনি যখন সন্তুষ্ট হল যথেষ্ট পরিষ্কার হয়েছে তখন সে ওকে পানি থেকে ওঠার অনুমতি দিল। পাতাটার একপিঠ ছুরি দিয়ে ছিলে ওর হাতে দিয়ে বলল, 'নরম অংশটা ক্ষতের ওপর বসিয়ে ভাল করে বেঁধে ফেলো। আর এর পরে যদি আবার কখনও জখম হও তবে ক্ষতটাকে পরিষ্কার রাখার চেষ্টা কোরো।'

কটমট করে সিডনির দিকে কতক্ষণ চেয়ে থেকে সে বলল, 'গুলি খাওয়ার ব্যাপারে তো অনেক কথাই আমাকে শোনালে। তুমি নিজে গুলিতে জখম হলে বুঝবে কেমন...'

ব্যারনের পিছনের ঝোপটা সশব্দে নড়ে উঠল। শব্দটা ডিকির কানে তখনও পৌঁছেনি। অবাক হয়ে সে দেখল বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ব্যারন—পিস্তল হাতে একটু কুঁজো হয়ে তৈরি হয়েছে সে। এবারেও পিস্তলটা যে কখন সে বের করেছে দেখতে পায়নি ডিকি। দুটো খরগোস ঝোপ থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাল। 'যীসাস ক্রাইস্ট!'

বলে উঠল ডিকি।

পর মুহূর্তেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পিসমেকারটা আবার খাপে ভরে রাখল সিডনি। বিড়ালটা দেখা দিল ঝোপের কিনারে। ওর দাঁতের ফাঁকে একটা কোয়েইল পাখি মরণ কামড় খেয়ে ছটফট করছে। মানুষ দুটোকে উপেক্ষা করে এগিয়ে গিয়ে একটা খালি জায়গা বেছে নিয়ে নিজের ধরা শিকারটাকে ছিঁড়ে খাওয়ার দিকে মন দিল সে।

জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে মাথা নাড়ল ব্যারন। 'সামান্য শব্দেই আঁৎকে উঠতে শুরু করেছি আমি,' নিজেকেই ঠাট্টা করে বলল সে। 'এরপর ছায়া দেখলেই হয়ত গুলি ছুঁড়তে শুরু করব।' ডিকির দিকে ফিরে সে আবার বলল, 'ওটা ভাল করে জড়িয়ে বেঁধে ফেলো, আর কিছু করা লাগবে না। আপনিই ওটা সেরে যাবে।'

'এটা কি করে করলে তুমি?' জানতে চাইল যুবক।

'কি করলাম?'

'এত জলদি পিস্তল বের করা! ওহ, জীবনে কাউকে এত ফাস্ট ড্র করতে দেখিনি আমি!'

'তুমি তো নিজেই বলেছিলে পিস্তলে তোমার হাত খুব ভাল।' ওর দিকে চেয়ে থেকেই সে আবার বলল, 'মনে হচ্ছে মনে মনে দু'একবার তুমি কত উঁচু দরের পিস্তলবাজ সেটা আমাকে দেখিয়ে দেয়ার কথাও ভেবেছিলে।'

মাথা নাড়ল ডিকি। 'না, আমি তোমার বিরুদ্ধে কখনও ড্র করব না। তোমার ড্র দেখার পর বদ্ধ পাগল ছাড়া কেউ তোমার সাথে লড়তে যাবে না। তুমি কি মনে করো আমি পাগল?'

'পাগল না,' বলল সিডনি। 'তোমার মত আরও অনেককেই আমি দেখেছি। পিস্তলে বেশ ভাল হাত, কিন্তু বয়স কাঁচা বলে তারা এখনও

জানে না পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে কেবল ওতেই চলে না—আরও অনেক কিছুর দরকার হয়। তুমি এখন পর্যন্ত কপাল ভাল বলেই টিকে আছ। কিন্তু এভাবে চললে একদিন তোমার থেকে ফাস্ট কারও দেখা মিলবে—সে তোমাকে মেরে ফেলবে।'

'আমাকে শেখাও তুমি কিভাবে ড্র করো।'

'না।'

ওর দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নিল ডিকি। 'যাক, একটা জিনিস আমি বুঝলাম। শহরের লোকগুলো ঠিকই বলেছিল। পৃথিবীতে তুমিই সব থেকে ফাস্ট গান।'

'না, কথাটা ঠিক নয়।' কাঁধ উঁচাল ব্যারন। 'পোনি বিডেলের নাম তুমি শুনেছ? বা এড জনসন? ওরা আমার চেয়ে ফাস্ট ছিল। আর মরগান হেজ...সে ছিল দ্বিগুণ ফাস্ট। ওর থেকে ফাস্ট ড্র আর আমি কাউকে করতে দেখিনি। বিশ্বাস করো। আমি জানি।'

'তুমি কিভাবে জানো? মানে আমি বলছি সেটা জানার তো একটাই মাত্র উপায়...'

'আমি জানি, কারণ আমিই ওদের মেরেছি। ওরা আমার থেকে ফাস্ট ছিল। এই জন্যেই গুলি খেতে কেমন লাগে সেটা আমি জানি। এমন আরও অনেকে আছে, যেমন ক্যাল ফারিঙটন, সে এখন নেব্রাস্কার শেরিফ। উলি হাইগুস, জোসেফ পি মোরলে...'

'মোরলের নাম আমি কখনও শুনিনি—সে আবার কে?'

'সে সাভানাতে একটা শিপিঙ ডক চালাচ্ছে এখন। পিস্তলে ওর সাথে পারার মত লোক আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। পিস্তল সম্পর্কে আমি যা জানি তা ওর কাছ থেকেই শেখা। কখন পিস্তল ব্যবহার করতে নেই তাও সে আমাকে শিখিয়েছে।'

'তাহলে সব থেকে ফাস্ট কে?'

'জানি না। তবে অনেকেই বলে কলোরাডোতে গ্রে সিমন্‌স নামে একজন আছে, সে নাকি সব থেকে ভয়ানক পিস্তলবাজ। তার মানে হয়ত সে-ই সব থেকে ফাস্ট। আমি জানি না।'

ক্ষতটার ওপর ক্যাকটাস পাতা বসিয়ে ওটা বেঁধে প্যান্ট পরে নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে এল ডিকি।

'আমারও জন্ম ওখানেই,' বলল ডিকি। 'কলোরাডো। কিন্তু আমি ছোট থাকতেই দেশ ছেড়েছি।' ওর চেহারাটা কেমন যেন চিন্তামগ্ন হল। 'আমার মনে হয় ওখানেই আমি নামটা শুনেছি, সু মাতিন। মনে হয়...আরে! তুমি চললে কোথায়?'

ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঢাল বেয়ে উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে ব্যারন। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। 'আগে যেখানে যাচ্ছিলাম, সেখানেই যাচ্ছি,' বলল সে। তোমার যেখানে খুশি যাও, আর ঝামেলা এড়িয়ে চলার চেষ্টা কোরো। আমি যা বলেছি সেগুলো নিয়ে একটু ভেবে দেখো। তুমি প্রথম শ্রেণীর গানম্যান নও, আর আউটলর লাইন ছেড়ে অন্য কোন পেশা ধরো। আউটলগিরি তোমার পোষাবে না।'

নালার ঢাল থেকে উপরে উঠে চারপাশ একবার দেখে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ব্যারন।

ডিকি চিৎকার করে উঠল, 'এই! তুমি বিড়ালটাকে ফেলে গেছ!'

ঢালের ওপাশ থেকে জবাব এল, 'আমার কোন বিড়াল নেই!'

সিডনি যেখানে অদৃশ্য হয়েছে সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে রাগে বিড়বিড় করতে করতে বুট পরে নিল। 'ভাল মনে একজনের উপকার করতে চেয়েছিলাম, দেখো তার ফল। লোকটা আমার জীবন বাঁচাল, কিন্তু নিজের বিপদে আমার সাহায্য নিতে অস্বীকার করল। ব্যাটা

খিদেয় মরে যেতে ধরলেও হয়ত আর কেউ তাকে মুরগির মাংস সাধলেও খাবে না। ওর ধারণা আমি ওর ফাইটে কোন সাহায্য করতে পারব না কারণ আমি ওদের তুলনায় স্লো! সে তাই ভাবে সন্দেহ নেই। জাহান্নামে যাক ব্যাটা...কিন্তু আমি যে ওর কাছে ঋণী!'

রেগে আগুন হয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল ডিকি। এতই চটেছে যে পায়ের জখমটার কথাও ভুলে গেছে। 'আমার কপাল ভাল.' বলে সে। 'লাক চিরস্থায়ী হয় না, একদিন ফুরিয়ে যায়, বলল সে। কিন্তু সে নিজেই জানে না তার লাকই ফুরিয়ে এসেছে। উচিত শিক্ষা হবে ওর যদি সে সু মাতিনের হাতে মারা পড়ে। ওই সম্পর্কে আমি যা জানি ওকে বলতে গেছিলাম—কিন্তু আমার কথাই শেষ হতে দিল না। সবটা না শুনেই চলে গেল।' বড় করে একটা শ্বাস নিল ডিকি। 'কিন্তু সেই সু মাতিন আর এই মাতিন এক হতে পারে না।'

রওনা হওয়ার জন্যে লাগাম উঁচিয়েও একটু ইতস্তত করে ফিরে তাকাল। 'লাককেই লোকটা পিছনে ফেলে গেছে,' বিড়বিড় করল সে। তারপর চিৎকার করল, 'এই, বিড়াল! তুমি আসছ, নাকি এখানেই থাকবে?'

বিড়ালটা থাবা ঘষে গালে লেগে থাকা কয়েকটা পালক পরিষ্কার করল। তারপর অলস ভঙ্গিতে দেহটাকে টেনে লম্বা করে আড়মোড়া ভাঙল। তারপর ওর দিকে ছুটে এগিয়ে এল। 'লাক,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'এখানে কেউ নেই যে ওই নাম দাবি করতে পারে। তোমাদের তো শুনেছি নয়টা জীবন আছে—তোমাকেই ওই নাম সাজে। উঠে এসো, লাক। চলো আরও কিছু দেশ ঘুরে দেখে আসি।'

ডিকিকে ছেড়ে উত্তর পশ্চিমে রওনা হল সিডনি। তার মনের নির্ভুল

ম্যাপ অনুযায়ী সে জানে এখন সে কোথায় আছে। এটাও জানে কোথায় যাচ্ছে সে। আরও আশি মাইল দূরে রয়েছে একটা জনহীন পরিত্যক্ত রেইলওয়ে স্টেশন বাফেলো ওয়েল্‌স্। ওখানে দুটো খালি স্টেশন বিল্ডিঙ আর কয়েকটা গুদাম ঘর আর ছাপরা ছাড়া আর কিছুই নেই। ব্রেজোসের সল্ট ফর্কটার ওপর একেবারে ন্যাড়া প্রেইরির কাছে তৈরি করা হয়েছিল্ বাফেলো ওয়েলস স্টেশন। কোম্পানির ক্ষতি হচ্ছে বলে ওটা এখন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। রেঞ্জার জারভিস থমাস আর সে দুজনে মিলে যুক্তি করে ওই জায়গাটা বেছে নিয়েছে। সু মাতিনকে এখানে টেনে আনাই ওদের প্ল্যান। এখানে সু মাতিনকে টেনে আনতে পারলে হয়ত খোলা জায়গায় বেরোতে হবে ওকে। তবে ওরা জানে খোলা জায়গায় ওর বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা খুব কম।

তবু কোন সম্ভাবনা না থাকার চেয়ে ক্ষীণ সম্ভাবনা ভাল। তাছাড়া এতে সু মাতিন তাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে, লিসা বা তার মায়ের ক্ষতি করার হুমকি কার্যকর করতে যাবে না।

লোকটা কি ধরনের মানুষ? প্রশ্নটা তার মনে বারবার ঘোরাফেরা করছে। একজন পেশাদার সফল ঘাতক—যার নাম সবাই জানে—প্রত্যেকটা ল'ম্যান যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—অথচ আজ পর্যন্ত তার সম্পর্কে কোন তথ্যই জানা গেল না। একজন অদৃশ্য খুনী, যাকে কেউ কোনদিন দেখেনি। যারা দেখেছে তারা কেউ বেঁচে নেই যে ওকে সনাক্ত করবে।

এমন খুনী, যে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, এবং কাগজের মাধ্যমেই নিজের সফলতার কথা ঘোষণা করে। খুনীটা পুরোপুরি পেশাদার আর বেপরোয়া। প্রয়োজনে মেয়েদের খুন করতে বা হুমকি দিতেও ওর বাধে না। খুনী লোকটা সম্ভবত ওয়্যাক্সাহ্যাচি বা তার কাছাকাছিই

কোথাও থাকে। এবং সবাই ওকে অন্য কোন নামে চেনে। জারম্যান স্ট্রীট দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়ে হয়ত সে হ্যাট ছুঁয়ে মেয়েদের সম্মান জানায়। হয়ত প্রত্যেক রোববারে চার্চেও যায়।

লোকটার ঘোড়ার গাড়ি আছে। এবং সে দূর পাল্লার রাইফেল ছুঁড়ে দিনের বেলাতেও সফলভাবে গা ঢাকা দিতে পারে। কেউ তাকে দেখতেও পেল না। লোকটা ইদানীং একজন বিপথগামী ল'ম্যান আর একজন নিরীহ টেলিগ্রাফারকে খুন করেছে···এবং চেক্কোর পোনিটাকেও হত্যা করেছে। আরও কত জনকে হত্যা করবে তার কাছে পৌছানর চেষ্টায়?

রেইল ট্র্যাক এতক্ষণ পর্যন্ত সে এড়িয়ে চলেছে। কিন্তু শিগগিরই সে রেল রাস্তার কাছে পৌছবে বাফেলো ওয়েলসে। বাফেলো ওয়েলসে এখন আর ট্রেন থামে না। সে ট্রেনগুলোকে পার হয়ে যেতে দেখতে পাবে।

এবং হয়ত, কপাল যদি খুব ভাল থাকে তাহলে যে ওকে খুঁজছে তার দেখা সে পেয়েও যেতে পারে ওখানে।

ছয়

সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে, কেইন ক্রীকের ফাঁক দিয়ে একজন আরোহী বেরিয়ে এল। ক্লান্তিতে মাথা নিচু করে ঘোড়াটা খুঁড়িয়ে

এগোচ্ছে। লোকটা হাত দিয়ে ঢেকে চোখে ছায়া ফেলে চারপাশটা ভাল করে দেখে নিল। মাইল খানেক দূরে রেইল লাইন একটা রিজের সমান্তরালভাবে ডাইনে এবং বাঁয়ে দু'দিকেই যতদূর চোখ যায় গিয়ে সরু হতে হতে মিলিয়ে গেছে। বিকেলের পড়ন্ত সূর্যের আলোয় রেইল লাইন দুটোকে দূর থেকে হলুদ সুতোর মতই দেখাচ্ছে। পুবের দিকে কিছু কিছু এলাকায় তুলোর চাষ করা হয়েছে। মাঝের ছোটছোট অংশগুলোয় ভুট্টার চাষ। পশ্চিম আর উত্তরের জমি অসমতল এবড়োখেবড়ো ব্রেজোস ফর্কের অসংখ্য উপত্যকাগুলোর দিকে এগিয়ে গেছে।

কিছুটা বৃষ্টি হওয়ায় মাটির রঙ একটু কালচে দেখাচ্ছে। বাতাসটা বৃষ্টির ফলে ধুলোহীন পরিষ্কার হয়েছে বলে পুবের দিকটা বাদে বাকি তিন দিকই অনেক দূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু পুবে এখনও ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে বলে বেশিদূর নজর চলে না।

গত দুটো দিন আইভান সবাইকে ফাঁকি দিয়ে কেবল পালিয়ে বেড়িয়েছে। দূরে কোন নড়াচড়া দেখলেই ভয়ে চমকে উঠেছে। রাতের বেলা ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে ঘুমোতে পারেনি। আইভানকে পেরিয়ে ওদের এগিয়ে গিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করার ভয়ও ছিল। ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে যে আসলে কি ঘটেছে তা সে ঠিক মত জানে না। যে সময়ে ওরা টম স্মিথকে আক্রমণ করতে তৈরি হয়ে অন্ধকারে এগোচ্ছিল সেই সময়ে একটা ছুটন্ত ঘোড়ার সাথে ধাক্কা খেয়ে সে পড়ে যায়। একটা আরোহী বিহীন ঘোড়াকে সামনে দিয়ে যেতে দেখে ওর মাটিতে লুটানো লাগামটা ধরে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে মাথা নিচু করে গোলাগুলির শব্দের ভিতর দিয়ে কোনদিকে না চেয়ে অন্ধের মত ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়েছিল। কোনদিকে যাচ্ছে, কোথায় আছে কিছুই জানত না—ওর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে যত দূরে সম্ভব

সরে পড়া।

এখন সে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত এবং আতঙ্কিত। সারাটা দিন সে হাফ মুন ক্রসের কাছে ওটাকে এড়িয়ে অর্ধচক্রাকারে ঘুরেছে। তার মনে পড়েছিল ডিকি একবার বলেছিল ফিরে আসার জন্যে এনিস একটা চমৎকার শহর। সে তাই করবে বলে ভাবছিল। কিন্তু পরে একটা আরও ভাল বুদ্ধি মাথায় এল। রেল রাস্তার ধারে অপেক্ষা করবে সে—ট্রেইনটা কোনদিকে যাচ্ছে সেটা ভাবার দরকার নেই—প্রথম যেটা আসে সেটাতেই সে চড়ে বসবে। কোন এক নতুন শহরে নতুন করে সব শুরু করবে।

কিন্তু রেল রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে এবার আরেকটা নতুন আইডিয়া তার মাথায় এল। ওদিকে তাকিয়ে একটা চেনা জায়গা ওর চোখে পড়ল—টেন-মাইল-ট্যাঙ্ক। ঘোরাফেরার মাঝে ওখানে এর আগেও একবার সে এসেছিল। এক সময়ে ওই স্টেশনটায় ট্রেন থামত, এখন আর থামে না। তাই স্টেশনটা ফাঁকাই পড়ে আছে।

সে জানে না কখন বা কবে ট্রেন ওদিক দিয়ে যাবে। তার মনেও নেই আজকে কি বার। মনে হল হয়ত বুধবার হতে পারে। টেন-মাইল-ট্যাঙ্কে দুটো সেট লাইন রয়েছে। ট্রেন পারাপারের দরকার হলে একটা ট্রেন পাশের লাইনে এসে থেমে উল্টো দিকের ট্রেন পার না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। এর জন্যে লাইন সুইচ করার গিয়ার রয়েছে। সে যদি সুইচ গিয়ারটা বদলে রাখতে পারে তাহলে ট্রেন ওখানে থামতে বাধ্য হবে। রেল কর্মচারীদের থাকার গুদামে, যেখানে সুইচ গিয়ার রয়েছে, সেখানে কিছু খাবারও হয়ত থাকতে পারে। লুকিয়ে থাকার জন্যেও জায়গাটা ভাল। নিজের ইচ্ছামত ট্রেনও সে বেছে নিতে পারবে। পরে ভেবে ঠিক করা যাবে হিউস্টন, এনিস বা

একেবারে সান্টা ফে পর্যন্ত যাবে।

ক্লান্ত আর খোঁড়া ঘোড়াটাকে স্পারের খোঁচায় গুঁতিয়ে টেন-মাইল-ট্যাঙ্কের দিকে এগোল আইভান।

কাছে এসে সাবধানে চারদিকে চোখ রেখে এগোচ্ছে। কেউ হয়ত ওখানে থাকতে পারে—কিংবা আশেপাশে কোথাও। কিন্তু কোন লোকের সাড়া বা উপস্থিতির চিহ্ন ওর নজরে পড়ল না। স্টেশনটা সম্পূর্ণ নির্জন। পরিত্যক্ত স্টেশনের কেবল দুটো জিনিসই অবহেলায় জীর্ণ হয়নি—নিয়মিত ব্যবহারে রেইল লাইনগুলো চকচক করছে, আর টেলিগ্রাফের তারগুলো। স্টেশন বিল্ডিঙের কাছে উজ্জ্বল তামার দুটো ক্লিপ আঁটা রয়েছে তারের সাথে। ক্লিপের সাথে জোড়া তারগুলো নিচে নেমে এসে স্টেশন বিল্ডিঙের জানালা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে।

কারও উপস্থিতির চিহ্ন না দেখে আইভান দুই সেট রেইল লাইন পার হয়ে গুদাম ঘরটার কাছে এসে ঘোড়া থামাল। ঘোড়ার জিন আর মাথার সাজ খুলে নিয়ে ঢালু ছাদের পুরানো গুদামের কাছে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল।

ওটার খোলা দরজার সামনে এসে থামল সে। হাতের মালপত্র নামিয়ে রেখে পিস্তল হাতে সাবধানে চৌকাঠ পেরিয়ে দরজা দিয়ে ডানপাশ ঘেঁষে ভিতরে ঢুকে দেয়াল ঘেঁষে অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়াল। প্রথম স্টলে একটা ঘোড়া রয়েছে। চমৎকার পুষ্ট পেশীওয়ালা ঘোড়াটার গলায় খাবার ব্যাগ বাঁধা রয়েছে। ঘোড়াটা ঘাড় বাঁকিয়ে ওকে দেখল। তারপর আবার নিজের খাওয়ার দিকে মনোযোগ দিল।

ঘোড়ার স্টলের সাথে একেবারে সেঁটে দাঁড়াল আইভান। হাতের পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে একটু সরে ভিতর দিকে পিছনে কি আছে দেখার জন্যে উঁকি দিল। একটা ঘোড়ার গাড়ি ওর চোখে পড়ল। বার্নিশ করা

গাড়িটা অল্প আলোতেও চকচক করছে। চমৎকার দামী একটা গাড়ি। আরাম-আয়েশের জন্যে টেকসই ডিজাইনে তৈরি। হঠাৎ খেয়াল করল গাড়ির উপরে ক্যানভাসের ঢাকনি বা গাড়ির ওপর ধুলোর কোন চিহ্ন নেই। চাকার স্পোক আর মাডগার্ডে কিছু আধশুকনো কাদা লেগে রয়েছে। কিন্তু ধুলো নেই।

স্টলের ঘোড়াটা মনের সুখে খাবার চিবাচ্ছে। অর্থাৎ কয়েক মিনিট আগেও এখানে কেউ ছিল—সে-ই ঘোড়াটাকে খাবার দিয়েছে। আইভান যখন এদিকে আসছিল তখনও কেউ এখানে ছিল।

এখনও কেউ এখানে আছে!

চারিদিকে সতর্ক নজর রেখে পুরো গুদামটা ঘুরে দেখে গুদামের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল আইভান। পঞ্চাশ ফুট দূরে স্টেশন বিল্ডিংটা দেখা যাচ্ছে। ওর ভিতরে কেউ আছে! সে হয়ত তার জন্যেই অপেক্ষা করছে ওখানে। তাকে আসতে দেখেছে সে। খোঁড়া ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন নামানর শব্দও সে পেয়েছে…লোকটা জানে সে এখানে আছে।

স্টেশন ঘরের জানালাগুলো কাঠের তক্তা বসিয়ে বন্ধ করা রয়েছে। কিন্তু এবার সে খেয়াল করল দরজায় আটকানো তক্তাটা সামান্য ফাঁক করা হয়েছে যেন একজন মানুষ ঢুকতে পারে। কিন্তু তার পিছনে দরজাটা বন্ধ।

একটা বড় শ্বাস নিয়ে মাথা নিচু করে এক ছুটে মাঝের খালি জায়গাটা পার হল আইভান। দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে সেঁটে দাঁড়াল সে। 'ভিতরে কে আছ?' জোরে ডাক দিল যুবক। ভিতর থেকে কোন সাড়া না পেয়ে সে আবার বলল, 'আমার হাতে একটা পিস্তল রয়েছে। এটার ব্যবহারও আমি জানি!'

ভিতর থেকে তবু কোন সাড়া এল না। একটু অপেক্ষা করে ঘুরে

দাঁড়িয়ে কাঁধের প্রচণ্ড ধাক্কায় দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল। দু'হাতে পিস্তল বাগিয়ে ধরে বোর্ড দিয়ে চারপাশ বন্ধ করা ঘরের অল্প আলোয় ভিতরটা ভাল করে দেখার চেষ্টা করল। ভিতরে একমাত্র আলো হচ্ছে একটা ছোট তেলের বাতি। বাইরে বিকেলের আলো থেকে ভিতরে ঢুকে কম আলোয় চোখ সইয়ে নিতে ওর অল্প কিছুটা সময় লাগল। সামনের একটা কাঠের টেবিলের ওপর টেলিগ্রাফের যন্ত্র রয়েছে দেখতে পেল আইভান। পাশে একটা প্যাড। যন্ত্রটা যে ব্যবহার করছে তাকেও দেখতে পেল সে।

'আশ্চর্য ব্যাপার!' বলে উঠল সে। ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের চারপাশটা একবার ভাল করে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে পিস্তলটা খাপে ভরে রাখল। 'আমি ভেবেছিলাম এই এলাকাটা একেবারে জনশূন্য। তুমি এখানে একা কি করছ?'

কৌতূহল নিয়ে টেবিলটার কাছে এগিয়ে গেল সে। অবাক চোখে টেলিগ্রাফ যন্ত্র, প্যাড, কারুকাজ করা কালির দোয়াত আর তার পাশে রাখা স্টীলের কলমটা দেখে আরও কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল। পরক্ষণেই তার চোখ বিস্ফারিত হল। একটা শক্ত হাত ওর কাঁধ চেপে ধরল, অন্য হাত তার বুকে দারুণ জ্বালা ধরিয়ে দিল।

আইভান বুঝতেই পারিনি কখন ছুরিটা পাঁজরের নিচে দিয়ে ঢুকে তার ফুসফুস ফুটো করে কলিজার আর্টারিটা কেটে দিয়েছে। ওর মুখ দিয়ে কোন শব্দই বেরোল না, কারণ স্বর বের করার মত বাতাস এখন আর তার ফুসফুসে নেই। সে একটু ধস্তাধস্তি করারও সময় পেল না। ছুরিটা বের করে নেয়ার পর নিজের রক্তমাখা ছুরিটার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঝপ করে পড়ে মরে গেল আইভান। গ্লাভস পরা দুটো হাত সাড়ে সাত ইঞ্চি লম্বা সুঁইয়ের মত তীক্ষ্ণ ডগাওয়ালা স্টিলেটোটা

লিনেনের একটুকরো কাপড় বের করে মুছে নিল। টেলিগ্রাফ যন্ত্রটা হঠাৎ সক্রিয় হয়ে উঠল। একটা মেসেজ আসছে।

সু মাতিন তরুণ আউটলর দিকে একবার তাকিয়ে ঘুরে তারের মাধ্যমে আসা মেসেজটার দিকে মন দিল।

গ্রে সিমন্‌স্ সহজ প্ল্যান করেছে। ওয়্যাক্সাহ্যাচি আর মোবীটির মাঝামাঝি কোথাও একটা লোক ডাবল্ স্টার র‍্যাঞ্চে হিগিন স্পেন্সারের খোঁজে পশ্চিমে এগোচ্ছে। ওই লোকটাকে ঠেকাতে হবে—চিরদিনের মত। মানুষের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার মাত্র দুটো পথই আছে। ট্রেনে অথবা ঘোড়ার পিঠে চড়ে। লোকটা ট্রেনে ওঠেনি—অন্তত এখন পর্যন্ত ওঠেনি। চারদিকেই হিগিনের লোকজন আছে তাদের সবাইকে চোখ কান খোলা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোথাও যদি সিডনি ট্রেনে ওঠে, কিংবা কোন শহরে ওকে দেখা যায়—সাথে সাথেই খবরটা গ্রের কাছে পৌঁছে যাবে।

রিজার্ভ করা ট্রেনের কামরায় সবাইকে একত্র ডেকে ম্যাপটা খুলল গ্রে। প্রায় মেয়েলি গড়নের সুন্দর আঙুল দিয়ে ব্রেজোসের সল্ট ফর্কের কাছে একটা এলাকা দেখিয়ে সে বলল, 'লোকটা ট্রেনে যখন ওঠেনি সে ঘোড়ার পিঠেই আসছে। এতক্ষণে ওর এই জায়গায় পৌঁছে যাওয়ার কথা। আজকের রাতটা ওখানেই কোথাও কাটিয়ে ভোর বেলাই সে আবার রওনা হবে। কোনাকুনিভাবে উত্তর-পশ্চিমে যাবে।'

'তুমি কিভাবে নিশ্চিত হলে ব্যারন ওইখানটাতেই আছে?' প্রশ্ন করল জিঞ্জার। 'সে তো যে কোন জায়গাতেই থাকতে পারে?'

'আমরা জানি সে কোথায় যাচ্ছে,' বলে চলল গ্রে। 'আমাদের কাজ হচ্ছে সে যেন ওখানে পৌঁছতে না পারে। ট্রাস্ক, তুমি তো রেড রিভার

এলাকাটা খুব ভাল করে চেনো—তুমিই বলো একটা লোক যদি লোকজনের চোখ এড়িয়ে হাফ মুন ক্রস থেকে দুপুরের দিকে বেরিয়ে মোবীটি পৌঁছতে চায় তাহলে সে কিভাবে কোন পথে এগোবে—আর এই সময়ে ওর কোথায় থাকার কথা?'

ট্রাস্ক ম্যাপটার দিকে গভীর চিন্তামগ্নভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ম্যাপে হাফ মুন ক্রস থেকে আঙুল দিয়ে আঁকাবাঁকা একটা পথ দেখিয়ে বলল, 'ট্রেন থেকে কেউ ওকে দেখে ফেলার ঝুঁকি এড়িয়ে যেতে হলে ওর জায়গায় আমি থাকলে এই পথে এগোতাম। আর এই জায়গায় পৌঁছে বিশ্রাম নিয়ে রাত কাটাতাম। তারপর দক্ষিণ ধরেই এগিয়ে বাফেলো ওয়েলস্ পার হয়ে পুরানো "জে হওক" ট্রেইল ধরে পশ্চিমে এগিয়ে "নেশন্স্" পার হয়ে পরে উত্তরে মোবীটির দিকে যেতাম।'

'কোনাকুনি নেশন্স্ কেন পার হতে না? ওটাই তো সহজ পথ?'

'এই মুহূর্তে সেটা বিপজ্জনক হবে। শাইয়্যান স্ট্রিপে কিছুতেই ঢুকতাম না। ওখান থেকে চেরোকিদের বের করা শেষ না হতেই সরকার ওখানে হোয়াইট সেট্‌লার্সদের ঢোকাতে শুরু করেছে—রাজনীতিবিদরা আর তাদের বন্ধু-বান্ধব সবথেকে ভাল জায়গাগুলো বেছে নেয়ার জন্যে হন্যে হয়ে ওখানে ঢুকে পড়ছে। ওই পথে এগোলে এখন রেড স্কিন বা হোয়াইটের হাতে গুলি খেয়ে মরার সম্ভাবনা খুব বেশি। আমার মনে হয় ওসব ঝুঁকি এড়িয়ে চলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল গ্রে। 'আমার মনে হয় ব্যারনের মত অভিজ্ঞ লোক সেটাই করবে এটা ধরে নেয়া যায়। সুতরাং তোমাদের জন্যে কাজটা খুব সহজ হয়ে যাচ্ছে। বাফেলো ওয়েলসের কাছেই কোথাও তোমরা ওর দেখা পাবে। বাফেলো ওয়েল্‌সের কাছে তোমরা ছড়িয়ে পড়ে ওকে খুঁজবে আগামীকাল।'

'আমরা?' প্রশ্ন করল বিলিংস। 'তুমি তাহলে কোথায় থাকবে?'

হ্যাটের কার্নিসের ছায়া থেকে সবাইকে একে একে দেখল গ্রে। নিজের বাম হাতের আঙুলগুলো ডান হাতের ছড়ানো আঙুলের ভিতর ঢুকিয়ে আয়েশ করে গা এলিয়ে বসল। 'আমি পিছনে অপেক্ষায় থাকব। তোমাদের সবার ওপরই আমার বিশ্বাস আছে। তোমরা ওকে মারতে পারলে দশ হাজার ডলার সমানভাবে তোমাদের মধ্যে বেঁটে দেয়া হবে, আর যার গুলিতে সে মারা যাবে সে আরও এক হাজার ডলার বেশি পাবে। বুড়ো হিগিন নিজে আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।'

শিস দিয়ে উঠল জিঞ্জার। 'একজনকে মারার জন্যে ওটা অনেক টাকা। কিন্তু এখনও তুমি আমাদের বলোনি তুমি ওই সময়ে কোথায় থাকবে।'

'অপেক্ষায়,' সহজ স্বরে বলল গ্রে। 'পাদুকাহ্ ক্রসিঙে আমি তোমাদের অপেক্ষায় থাকব। তোমরা ব্যারনকে মেরে ওকে বা ওর যতটুকু অবশিষ্ট থাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আগেই বলেছি তোমাদের যোগ্যতার ওপর আমার বিশ্বাস আছে। কিন্তু তবু সে যদি কোনক্রমে তোমাদের পেরিয়ে আসতে পারে…আমাকে পেরোতে পারবে না সে।'

পাঁচজন পিস্তলবাজ নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাউয়ি করল। তারপর কেইন ভুরু কুঁচকে সিমনসের দিকে তাকাল। 'তুমি কি আমাদের নিয়ে কোন রকম একটা খেলা খেলছ, গ্রে? সে যদি ওখানে থাকে তবে কোনমতেই আমাদের সবাইকে ডিঙিয়ে আসতে পারবে না। সে যে-ই হোক, এত ভাল হতেই পারে না। আমাদের এতজনকে পেরিয়ে আসা কারও পক্ষে অসম্ভব।'

'আমি পারতাম,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল গ্রে। 'ওর জায়গায় আমি থাকলে আমি পারতাম।'

কেউ কোন কথা বলল না। গ্রে যে কি করতে পারে তার চাক্ষুষ প্রমাণ সে রওনা হওয়ার আগেই ওদের দেখিয়েছে। সায়মন রীফের মৃত্যু ওদের স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি।

'লোকটা ওখানেই আছে,' অল্প হেসে ঠাণ্ডা স্বরে বলল সিমন্‌স্। 'এবং আমি আশা করছি তোমরা সফলভাবেই কাজটা শেষ করতে পারবে। কিন্তু আমি ওর সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনেছি যার ফলে এটা আমার প্ল্যান মতই করাটা আমি ঠিক বলে মনে করছি। কারণ এতে ওর পেরিয়ে যাবার আর কোন সুযোগই আমরা রাখছি না। একেবারেই না।'

হ্যাটের ঢাকনার তলা দিয়ে ওদের পাঁচ জনের সরে যাওয়া লক্ষ করল গ্রে। ওরা ব্যারনকে খুঁজে বের করবেই—এতে ওর মনে কোন সন্দেহ নেই। এবং সম্ভবত ওরা তাকে মেরেও ফেলতে পারবে। হয়ত ওদের কেউকেউ বেঁচে ফিরেও আসবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকেই পাদুকাহ্ ক্রসিঙে ব্যারনের মোকাবিলা করতে হবে বলে ওর মনে হচ্ছে। তবে এতে তার সুবিধাটাই হবে সবথেকে বেশি। টাকাটা পুরোই সে পাবে। টাকাটার ভাগ আর কাউকে দেয়ার ইচ্ছা আদপেই নেই। যাহোক, ওরা তার কাজটা একটু সহজ করে তুলবে। মারতে না পারলেও ওকে ক্লান্ত বা জখম তো করতে পারবে ওরা? এতে ওর কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। নিজের হাত দুটোর তালু উপরের দিকে করে তাকিয়ে দেখল গ্রে। হাতের খুব যত্ন নেয় সে। প্রয়োজনে ওই নরম হাত দুটোই বিদ্যুতের গতি লাভ করে প্রতিপক্ষের মরণ ডেকে আনে।

বাছারা, তোমরা যে যার ক্ষমতায় যতটুকু কুলায় করো, ভাবল গ্রে। তোমাদের পার হতে গিয়ে যদি ব্যারন বেঁচেও থাকে আমার বিরুদ্ধে লড়ার মত ক্ষমতা তখন আর ওর থাকবে না।

সাত

থামার কথা ছিল না, তবু কেন যেন পুবের ট্রেনটা আজ বাফেলো ওয়েল্‌স্‌ স্টেশনে থামল। লণ্ঠনের আলোয় পাখির গান দেখল একটা বিশেষ বগি থেকে পাঁচজন লোক নেমে স্টক্-কার থেকে পাঁচটা ঘোড়া নামাল। ইণ্ডিয়ান লোকটা স্টেশনের কাছেই উত্তরে একটা ক্যাপরক মেসার মাথায় বসে ঘটনাটা লক্ষ করল। এখনও সকাল হতে প্রায় দু'ঘন্টা বাকি রয়েছে। পশ্চিমের আকাশে কালো হয়ে মেঘ করেছে। হয়ত বৃষ্টি হবে। সকাল হওয়ার অপেক্ষাতেই ওখানে বসে আছে পাখির গান।

ইণ্ডিয়ান ছেলেটা কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়েছে। তারপর কোথায় যেন গেছে। ছেলেটা ওই রকমই—কখন আসে কখন যায় কাউকে কিছু বলে না। কথাই খুব কম বলে সে। হয়ত আবার ফিরে আসবে, কিংবা হয়ত আর ফিরবেই না। কেউ বলতে পারবে না সে কখন কি করবে। হাফ মুন ক্রসের কেউ কেউ এতে বিরক্ত বোধ করত। কিন্তু পাখির গানের কাছে বসন্তে যেমন কেবল পশ্চিম দিক থেকেই ঝড়-বৃষ্টি আসে, এটা

ঠিক তেমনি—এটা ওর স্বভাব। যেমন বুনো ছাগলকে যদি চারপাশে হলুদ রঙের একটা চক্র এঁকে তার ভিতরে রাখা হয়, তবে ওই বৃত্তের বাইরে ওরা কিছুতেই বেরোবে না। এসবের কারণ খুঁজতে যাওয়া বৃথা। এগুলো যেটা যার স্বভাব তেমনি মেনে নেয় পাখির গান। সে বোঝে এসব প্রশ্নের জবাব নেই।

কৌতূহলী হওয়াটা পাখির গানের একটা স্বভাব। হয়ত এটা ওর কোমাঞ্চি রক্তের প্রভাব, অথবা মেথডিস্ট প্রীচারের শিক্ষা, যে তাকে বিশ বছর আগে ফোর্ট ওয়ার্থে কিশোর বয়সেই 'এডপ্ট' করে নিজের ছেলের মত মানুষ করেছে। অথবা সাদা লোকদের মাঝে থেকেও সারাটা জীবন একঘরে হয়ে থাকারই ফল। টেক্সাসে সে ছিল সাদাদের মাঝে গোত্রহীন একজন ইণ্ডিয়ান, আর কোমাঞ্চিদের কাছে সে সাদা লোকের শিক্ষায় শিক্ষিত একটা লোক—তাই কোমাঞ্চি হয়েও নিজের গোত্রের লোকের কাছেও সে বাইরের লোক। কেবল ভাল কাজ জানে বলেই ক্যাপ্টেন রিচার্ড ওকে কাজে নিয়েছিল—একটা আশ্রয় সে পেয়েছিল। কাউবয়রা ওর কাজ আর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে ওকে সম্মান করত হাফ মুন ক্রসে। ওর মনে ঈশ্বরের পরেই ছিল ক্যাপ্টেন রিচার্ডের স্থান। তার মৃত্যুর পর এখন সে নোঙর ছেঁড়া নৌকার মতই মানুষের সমাজে ভাসছে। স্থায়ী ঠাঁই কোথাও নেই।

সিডনি ব্যারন লোকটাকেও তার ভাল লেগেছে। তার বিরুদ্ধে কথা বলেছিল বলেই লোকটা টম স্মিথকে ফিউনারেলে শায়েস্তা করেছিল। ওর মনে প্রশ্ন জেগেছিল কি ধরনের লোক ওই সিডনি ব্যারন? দেহে এত ক্ষত উপেক্ষা করে কিভাবে একটা লোক নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে, বা ঘোড়ায় চড়তে পারে? ভয়ানক লোক হিসেবে খ্যাতি থাকার পরও কাউহ্যাণ্ডদের সাথে এত সহজে সে কিভাবে মিশতে পারল?

কাউবয়রাও ওকে নির্দ্বিধায় কেন আপন করে নিল?

গানফাইটার, লোকে বলে। কিন্তু পাখির গান ওর হাত দুটো দেখেছে—কড়া পড়া হাত। সৎভাবে খেটে খাওয়া মানুষের হাত দেখেই চেনা যায়। ডেভ ফোলজার্স মানুষ চিনতে ভুল করে না—ডেভ ওর সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছে সেটা সে শুনেছে। তাছাড়া অনেক মানুষ মারলেও অন্যায়ভাবে কিছু করে থাকলে শেরিফ আর রেঞ্জার জারভিস ওর সাথে ওই সুরে কথা বলত না। ওকে স্পেশাল রেঞ্জারও করত না জারভিস।

ভাড়াটে খুনী সু মাতিন ওর পিছনে লেগেছে।

'আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকো,' বলেছিল ব্যারন। 'আমাকে একা থাকতে দাও। কারও সঙ্গ আমি চাই না।' ব্যারনের প্রত্যাখ্যানে অপমানিত বোধ করেনি পাখির গান—বরং ওর প্রতি তার শ্রদ্ধা আরও বেড়েছিল। সে বুঝেছিল সু মাতিনের গুলিতে যদি মরতেই হয় তবে সে একাই মরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সঙ্গী করে আর কারও জীবন বিপন্ন করতে চায়নি বলেই সে সঙ্গী চায়নি—ওকে ঘৃণা করে নয়।

মানুষের যেমন একা থাকার অধিকার আছে তেমনি পাখির গানেরও কৌতূহলী হওয়ার অধিকার আছে।

বর্তমানে বাফেলো ওয়েল্‌স্ স্টেশনে যেখানে ট্রেন থামার কথা নয়, সেখানে কেন ট্রেনটা থামল এবং সশস্ত্র কয়েকজন মানুষ আর ঘোড়াগুলো কেন এমন নির্জন একটা জায়গায় নামল, দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল সে। ওদের দেখেই বোঝা যায় শিকারে যাচ্ছে ওরা। এবং ওদের শিকার যে সিডনি ব্যারনই এটা সে অনুমানে বুঝে নিল।

ভোর হতে এখনও বেশ কিছুটা দেরি আছে। দক্ষিণে রাতের অন্ধকারে একটা ক্যাম্প-ফায়ারের আলো যেখানে ওই লোকগুলো ক্যাম্প করেছে সেটা তার নজর এড়িয়ে যায়নি। পুবের আকাশ একটু

ফিকে হয়ে আসার সাথেসাথে ওরা আগুন নিভিয়ে দিয়ে রওনা হল।

ঠিক এই সময়ে ইণ্ডিয়ান ছেলেটা এসে হাজির হল। ক্যাপরকের ওপর উঠে পাখির গানের পাশে বসল। 'ওরা মোট পাঁচ জন,' বলল সে। 'দুটো ঘোড়ায় ডাবল স্টারের চিহ্ন আছে দেখলাম।'

ছেলেটার দিকে তাকাল না পাখির গান। ছেলেটা যে কি ঘটছে সেটা না দেখে ফিরবে না এটা সে জানত। ছেলেটা ওখানে না গেলেই বরং সে আশ্চর্য হত।

'কাছে গেছিলে তুমি?'

'এত কাছে ছিলাম যে ওদের কথাবার্তাও কিছু শুনতে পেয়েছি। দুজনের নামও জানতে পেরেছি—জিঞ্জার আর ট্রাঙ্ক—চেনা নাম?'

'ট্রাঙ্কের নাম শুনেছি।' ভুরু কুঁচকে ওরা কোনদিকে যাচ্ছে দেখার চেষ্টা করল পাখির গান। এখনও দেখার মত আলো ফোটেনি। 'খুব খারাপ লোক বলে নেশন্‌সে ওর খ্যাতি আছে। ওখানকার কোন মার্শাল ওকে ধরতে পারলে ওকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। আর কিছু শুনলে?'

'গ্রে সিমন্‌স্‌ নামে একটা লোকের প্রতি ওদের প্রসন্ন মনে হল না। আর ওরা এখানে সিডনি ব্যারনকে খুন করতে এসেছে।'

'আশ্চর্য ব্যাপার! একটা লোককে হত্যা করার জন্যে এত লোক লাগানো হয়েছে!'

'মনে হল ওরা মোটামুটি জানে ব্যারন এখন কোথায় আছে। তোমার কি মনে হয় ওরা সত্যিই জানে?'

কাঁধ উঁচাল পাখির গান। 'দেখেছ ওদিকে ওরা কিভাবে ছড়িয়ে এগোতে শুরু করেছে?' আঙুল তুলে দেখাল সে। 'ওদের কাজকর্ম দেখে মনে হচ্ছে ওরা ঠিকই অনুমান করেছে।'

ছেলেটা কোন কথা বলল না। এক মাইল দূরে থেকে ছোট ছোট

দেখাচ্ছে ছায়ার মত শিকারি মানুষগুলোকে। কিছুক্ষণ ওরা দুজনেই নীরবে বসে ওদের দেখল। ইণ্ডিয়ান দুজনেরই ভোরের আলোয় বহুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাওয়ার মত চোখ আছে। অল্পক্ষণ পরে, 'আহ্,' বলে দক্ষিণ পুবে কয়েক মাইল দূরে একটা ছোট টিলার দিকে ইঙ্গিত করল পাখির গান। টিলার মাথায় একটা নড়াচড়া চোখে পড়েছে ওর। মাত্র মুহূর্তের জন্যে দেখা দিয়েই অদৃশ্য হল। কিন্তু ওরা দুজনেই জানে ওরা কি দেখেছে। একজন আরোহী, সাবধানে চলাফেরায় অভিজ্ঞ, যেখানে সম্ভব নিজেকে আড়ালে রেখে এগোচ্ছে। ছোট টিলাটা পার হওয়ার সময়ে কেবল মুহূর্তের জন্যে বাধ্য হয়ে দেখা দিয়েছিল।

'আমার ধারণা ওটাই ব্যারন,' পাখির গান বলল। দূরের ওই এলাকাটার দিকেই চোখ রাখল সে। দু'একমিনিট পর আবার ক্ষণিকের জন্যে ওকে নড়তে দেখল। 'সে এদিকেই আসছে,' বলে পিছন ফিরে দেখল সে একাই বসে আছে ওখানে। কিছুটা দূরে পুবে ফ্যাকাসে চুলের ইণ্ডিয়ান ছেলেটাকে ক্যাপরকের ঢাল বেয়ে নিচের দিকে অদৃশ্য হতে দেখল সে।

না বলেই আবার চলে গেল। এটাই ওর স্বভাব। কাঁধ ঝাঁকিয়ে দক্ষিণে যেসব ঘটনা নাটকীয় পরিণতির দিকে মোড় নিচ্ছে সেদিকে মনোযোগ দিল। শিকারিরা সুবিধাজনক উঁচু কয়েকটা জায়গা বেছে নিয়ে নজর রেখেছে। ওদিকে ওদের শিকার নিজের অজান্তে ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে। ওকে দেখতে পেলেই শিকারিরা ওর জন্যে ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করবে।

ক্যাপরকের কিনারের দিকে এসে পাখির গান দেখল ছেলেটা তার ঘোড়ার পিঠে চড়ে দক্ষিণ দিকে ছুটে এগোচ্ছে।

তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে ভুরু কুঁচকাল পাখির গান। ছেলেটার ঘোড়ার

জিনের সাথে কি যেন একটা ঝুলছে—ওটা আগে সে ওর কাছে কখনও দেখেনি। মনে হল ওটা যেন একটা বড় বোরের দূর পাল্লার রাইফেল। এত কম আলোয় ঠিক বোঝা গেল না।

পাখির গান অবাক হয়ে একটু ভাবল ছেলেটা ওই জিনিস কোত্থেকে জোগাড় করল। তারপর আবার দক্ষিণের পাহাড়গুলোর অবস্থা নড়াচড়ার দিকে মনোযোগ দিল। ছেলেটাকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। ছেলেটা সত্যিই আশ্চর্য। এমন সব কাণ্ড ঘটিয়ে বসে যা ওর কাছ থেকে কেউ আশাই করতে পারবে না। তাজ্জব একটা ছেলে—অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু করে মানুষকে হতবাক করায় ওর জুড়ি নেই। এটাই ওর স্বভাব।

পশ্চিম দিক থেকে বয়ে আসা বাতাসে বৃষ্টির ভেজা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। হঠাৎ পাখির গানের মনে একটা অশুভ অনুভূতির উদয় হল। ছেলেটার কাছে বড় রাইফেল···এবং ছেলেটা সিডনি ব্যারনের দিকেই এগোচ্ছে। পশ্চিমের মেঘ প্রায় তার মাথার ওপর পৌঁছে গেছে এখন···কোমাঞ্চি লোকটার কানে কানে বাতাস ফিসফিস করে যেন কি বলল। ওরা বলছে মরণ এগিয়ে আসছে।

বাফেলো ওয়েল্‌স্‌ যখন মাত্র তিন ঘন্টার পথ একটা সরু শুকনো নালার ভিতর ক্যাম্প করল সিডনি। ঘোড়ার যত্নের জন্যেই সে পুরো একঘন্টা কাটাল—ঘোড়াটার গা ব্রাশ দিয়ে ভাল করে ডলে দিল—ছোট্ট আগুন জ্বেলে ঘোড়ার নালগুলো সব ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখল, ওকে ওখানকার চমৎকার সবুজ ঘাস খাওয়ার ফাঁকে সাথে আনা দানা খাবারও কিছু খাওয়াল। ঘোড়াটার ন্যায্য পাওনা এটা। বৃষ্টিতে জমা পানির কাছে ডিকি হেণ্ডারসনকে ছেড়ে আসার পর থেকে হারানো

সময়টা পুরিয়ে নেয়ার জন্যে ঘোড়াটাকে সারাটা দিন বিশ্রাম না দিয়ে একটানা চালিয়ে এগিয়েছে। সন্ধ্যার পরেও থামেনি। রেঞ্জারদের চারদিকে টেলিগ্রাফ মেসেজ পাঠানর আগেই বাফেলো ওয়েলসে পৌঁছতে হবে ওকে। সু মাতিনের আগে তাকে যে করেই হোক ওখানে পৌঁছতে হবে। রেঞ্জাররা পরে আসবে। এই কারণেই সে অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পরও দশ মাইল পথ অতিক্রম করে শেষে থেমেছে।

ঘোড়া চিনতে ওর ভুল হয়নি। খুব শক্ত ঘোড়া—কঠিন পরিশ্রম করেও বিশেষ ক্লান্ত হয়নি। লম্বা সফরে ঘোড়াটা অভ্যস্ত। তবে এখনও অনেক দূর তাকে যেতে হবে। অবশ্য বাফেলো ওয়েলসের খেলায় যদি সে বাঁচে। তাই ঘোড়াটার যত্ন নিয়ে ওকে সুস্থ আর সবল রাখতে হবে। বাফেলো ওয়েল্‌স্‌ থেকে মোবীটির দূরত্ব অনেক।

সু মাতিনের হাত থেকে যদি পালাতেও পারে—বা সবথেকে ভাল হয় ওকে যদি প্ল্যান অনুযায়ী খোলা জায়গায় এনে মেরে ফেলাও হয়, তবু হিগিন স্পেন্সার বেঁচে থাকতে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি কখনও হবে না। এমন একটা সময় ছিল যখন হিগিনকে পরাজিত করেই সে ক্ষান্ত হত। কিন্তু এখন আর তা হয় না...অনেক নিরীহ মানুষ ওই লোকটার কারণে মারা পড়েছে। হিগিন যদি দাবানলে তার যা ক্ষতি হয়েছে সেটা মেনে নিয়ে প্রতিশোধ নেয়ার জিদ না ধরত, তাহলে আর ব্যারনকে মোবীটি যেতে হত না।

সে কেবল তার বাবা ফ্রীম্যানের ব্যাজটা তার পুরানো বন্ধুর কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল—এবং পুরো ব্যাপারটা ওইখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু তা হবার নয় ডাক্তার ওয়াইলি মারা পড়েছে, টেলিগ্রাফার মারা পড়েছে, আরও কত ভাল লোক মারা পড়বে তার ঠিক নেই।

প্যানহ্যাণ্ডেলে নিজের একটা আলাদা রাজত্ব গড়ে তোলার স্বপ্ন ওই

দাবানলের সাথেই যে শেষ হয়ে গেছে এটা সে ভাল করেই জানে—তবু নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে ভাইপারের মত ছোবল মারতে চাইছে। এখন খেলাটা শেষ পর্যন্ত খেলতে হবে ব্যারনকে—হয় তাকে, বা হিগিনকে—একজনকে মরতে হবে।

কিছু খেয়ে নিয়ে কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়ে বিশ্রাম নিল ব্যারন। ঘোড়াটা মনের সুখে ঘাস খাচ্ছে।

ঘুমাল বটে কিন্তু একে ঠিক ঘুম বলা চলে না। দুঃস্বপ্ন, আধোঘুম আধো-জাগরনের মাঝে ওর মাথায় নানান চিন্তা ঘুরছে। তিন বছর আগে রেঞ্জার বেকার সু ম্যাতিনের খোঁজে ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে এসে খুনীটার পরিচয় জেনে ফেলেছিল বলেই ওকে খুন হতে হল।

ওয়্যাক্সাহ্যাচি। একজন পেশাদার খুনীর জন্যে এর থেকে ভাল ঘাঁটি আর কোথায় হতে পারে? এত মানুষের মাঝে মিশে গিয়ে সে অদৃশ্য হয়ে আছে। নিশ্চয় ওখানে সে অন্য কোন নামে পরিচিত। হয়ত তার অন্য কোন ব্যবসা বা পেশা আছে যেটা সে এর পাশাপাশি একই সাথে চালিয়ে যাচ্ছে।

সু মাতিন যে তার আসল নাম নয় এ সম্পর্কে সে নিশ্চিত। ওই মেয়েলি নামটাই যেন একটা মেসেজ…অপমান? একটা খোঁচা দেয়া হচ্ছে সমাজকে?

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে, আর কাজ শেষ করে করে সেটা কাগজে ছাপিয়ে জাহির করে যেন ঠাট্টাই করছে…বলছে, 'আমাকে কোনদিন তোমরা ধরতে পারবে না, কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যাও। ওই নাম গ্রহণ করে তোমাদের একটা সূত্র দিলাম…।'

সু মাতিন। ওই নামের মধ্যেই কি কোন ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে? ওই

ছদ্মনামটার অর্থ কি? পেশাদার দোতলার মেয়েরা সাধারণত এই ধরনের ছদ্ম নাম নেয়।

লেডভিলে শার্লির সাথে যখন তার প্রথম দেখা হয় তখন তার আসল নাম জানত না ব্যারন। তখন ওর নাম ছিল লিলি ডিলাইট।

শার্লি তিন বছর যাবত ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে আছে। সে কি সু মাতিনকে চেনে? ওর সাথে কি সু মাতিনের মাঝেমাঝে দেখা হয়? রাস্তায়, ব্যাঙ্কে, বা মার্কেটে? সু মাতিন অদৃশ্য বটে...কিন্তু ওকে সবাই চেনে...অন্য কোন নামে।

রয় রজার্স তাকে চিনত। তাই সে ওর এত কাছে ঘেঁষে স্টিলেটো ঢুকিয়ে ওকে মারার সুযোগ পেয়েছিল। রজার্সের মত শক্তিশালী আর সতর্ক লোককে স্টিলেটো ব্লেড ঢুকিয়ে হত্যা করা ঘাতক সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত না হলে অসম্ভব।...এনিসের টেলিগ্রাফারও ওকে চিনত। তাকেও একই উপায়ে হত্যা করেছে সু মাতিন।

চিন্তাটা ওকে বেশ বিব্রত করে তুলেছে। যতই ভাবছে তার ধারণা ততই দৃঢ় হচ্ছে শার্লি সু মাতিনকে চেনে...হয়ত তার বন্ধুও...কিংবা আরও নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে ওর সাথে।

অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করা সম্ভব? প্রথমে ব্যারনের তাকে দেখতে হবে। বলা যায় না ক্যাপ্টেন জারভিসের প্ল্যান মত সব চললে হয়ত বাফেলো ওয়েলসে তার দেখা মিলতে পারে। আর কপাল যদি ভাল থাকে বেঁচে বেরিয়েও আসতে পারবে।

সু মাতিন জানে লিসা এবং তার মা কে কোথায় থাকে। লোকটা যদি ওদের পিছনে লাগে ওরা দুজনেই মরবে। ওরা সিডনি ব্যারন নয়—মাতিনের বিরুদ্ধে ওরা কোন সুযোগই পাবে না—ওদের অসহায় অবস্থায় মরতে হবে। ওরা জানতেও পারবে না কোত্থেকে কি হল।

হঠাৎ চমকে ঘুম ভেঙে উঠে বসল ব্যারন।...ঘামছে সে।

গা ঝাড়া দিয়ে ঘুমঘুম ভাবটা কাটিয়ে নিজের পিস্তলটা চেক করে দেখল। তারপর সাদা-কালো ঘোড়াটার পিঠে জিন চাপাল। এখনও সকাল হয়নি, তারার আলো ছাড়া আর কোন আলো নেই। পশ্চিম আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে না। বাতাসে বৃষ্টির ভেজা গন্ধ।

ঘণ্টাদুই পথ চলার পর সকালের আলো যখন মাত্র ফুটেছে, একটা ছোট টিলা পার হওয়ার সময়ে দূরে বাফেলো ওয়েলস-দেখতে পেল। ভোরের আলোয় দেখে যদিও মনে হচ্ছে মাত্র দু'তিন মাইল পথ, সে জানে ওটা চোখের ভুল, আসলে এখনও অন্তত পনেরো মাইল পথ বাকি রয়েছে পৌঁছতে।

অল্প কিছুদূরে এগোনর পরে হঠাৎ একটা জিনিস খেয়াল করে লাগাম টেনে থেমে দাঁড়াল ব্যারন। স্টেশনটাকে আর দেখা যাচ্ছে না এখন, কারণ মাঝে বেশ কিছু উঁচুনিচু জমি রয়েছে। কিন্তু ক্যাপরক মেসার ওপর গোলাকার একটা ধোঁয়ার রিঙ দেখা যাচ্ছে। একটু পরে আবার একটা একটা রিঙ বাতাসে ভেসে উপর দিকে উঠল...তারপর তৃতীয় একটা। দূর থেকে দেখা ধোঁয়া আর কারও কাছে হয়ত একটাই মনে হতে পারত—কিন্তু যে এর মানে বোঝে তার কাছে নয়।

চেকো তাকে একবার নিজে আগুন জ্বেলে তাতে কাঁচা পাতা চাপিয়ে ধোঁয়া সৃষ্টি করে দেখিয়েছিল কম্বল দিয়ে ঢেকে আর চট করে কম্বল সরিয়ে নিয়ে কিভাবে ওই ধোঁয়ার রিঙ সৃষ্টি করা হয়। সে বলেছিল কোন উঁচু জায়গা থেকে যদি অমন রিঙ দেখা যায় তবে বুঝতে হবে ওটা একটা কোমাঞ্চি সঙ্কেত। কয়টা রিঙের কি অর্থ সেগুলোও ওকে বুঝিয়েছিল।

তিনটে রিঙ দেখা যাচ্ছে। তার মধ্যে তৃতীয় রিঙটা প্রথম দুটোর

থেকে কিছুটা বামে—অর্থাৎ সামনের ট্রেইলটা বোঝাচ্ছে—ওটার পিছনে একটা নয় কয়েকটা রিঙ পরপর বাতাসে ভাসল। ওগুলোকে দূর থেকে কতগুলো বিন্দুর মত দেখাচ্ছে।

বিপদ! সঙ্কেতটা জানাল ওকে। সামনে অ্যামবুশ!

স্থির হয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে কিছুক্ষণ ভাবল সে। তারপর ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে কাছাকাছি সবথেকে উঁচু টিলাটার ওপর উঠল। চূড়া থেকে কয়েক ফুট নিচে ঘোড়া থামিয়ে পাদানির ওপর দাঁড়িয়ে উঁচু হয়ে চূড়ার উপর শুধু মাথাটা বের করে ওপাশে সামনের কয়েক মাইলের মধ্যে কোথায় কিং আছে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখে মুখস্থ করে নিল। সামনে কতগুলো চড়াই-উতরাই আছে, কোথায় কতটা আড়াল পাওয়া যাবে, এবং কোথায় কয়টা খাঁজ আছে সবই ভাল করে দেখে মনে গেঁথে নিল। তারপর চূড়া পার হয়ে ধীর গতিতে এগোল। ওখানে যদি কেউ থেকেও থাকে ব্যারন ওদের দেখতে পায়নি। কিন্তু একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত ওখানে যে বা যারাই থাকুক, ওরা তাকে পাহাড় পার হওয়ার সময়ে ঠিকই দেখেছে এবং সে চূড়া থেকে নামার সময়ে কোন ট্রেইল ধরেছে তাও দেখেছে।

ট্রেন থেকে ঘোড়াগুলো নামানো হলে ট্রাঙ্কই নেতৃত্ব দিয়ে বাকি সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। কারণ এই এলাকাটা সে-ই সবথেকে ভাল করে চেনে। এটা যদি টেক্সাসের পুবের 'পাইনি উডস্' এলাকা হত তবে নেড বোডিন নেতৃত্ব নিত কারণ সে ওই এলাকারই মানুষ এবং ওখানকার প্রত্যেকটা ট্রেইল তার চেনা। ল্যানো এসটাকাডোতে হলে জিঙ্গার বা বিলিংস পথ দেখাত।

বিলিংস ভোরের আলো ফোটার আগে কফি-ক্যাম্প ছাড়ার পর

থেকেই মুখ ভার করে রয়েছে। ট্রেন থেকে নামার পর—সে বলে—আর ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে রওনা হওয়ার মাঝামাঝি কোন এক সময়ে তার বড় ব্যোরের রাইফেলের প্যাকটা খোয়া গেছে। কিন্তু বাকি সবার ধারণা সে ওটা ট্রেনেই ছেড়ে এসেছে। কিন্তু তাতে কি? তার তো আর যা কিছু এই সময়ে দরকার সবই রয়েছে।

পশ্চিম টেক্সাসের বর্ডার এলাকায় হলে কেইন হত ওদের লীডার। কিন্তু এখানে ব্রেজোস ফর্ক আর রেড রিভার এলাকার এক্সপার্ট ট্রাস্ক।

আলো ফুটতেই সে সবাইকে দক্ষ গেরিলা ক্যাপ্টেনের মত সবথেকে সুবিধার্জনক জায়গাগুলো বেছে দিয়ে ছড়িয়ে দিল। এক ঘণ্টার মধ্যেই ওর অভিজ্ঞতার ফল হাতেনাতে পাওয়া গেল। গ্রে ঠিকই বলেছিল। ব্যারন এই এলাকাতেই আছে এবং তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

বিলিংস ট্রাস্ককে দেখাল কোন পাহাড়ের চূড়ায় ব্যারনকে দেখা গেছে আর ওখান থেকে নামার সময়ে সে কোন পথ ধরেছে তাও জানাল।

'এবার ওকে ভালমত বাগে পাওয়া গেছে,' খুশি হয়ে বলে উঠল ট্রাস্ক। 'এমন একটা ট্রেইল সে ধরেছে যে আমাদের ফাঁদ থেকে ওর আর পালাবার কোন পথ নেই।'

দূরের টিলার মাথা থেকে যে পথে নেমেছিল সেটা এসে একটা শুকনো ক্যানিয়নে ঢুকেছে। ওটা আরও গভীর আর সরু হয়ে এগিয়ে অপেক্ষাকৃত চওড়া একটা পাথুরে নালার সাথে মিশেছে। ওখান দিয়ে একটা ক্রীক বয়ে চলেছে সিডার আর কটনউড গাছের পাশ দিয়ে। ক্রীকের বাঁকগুলোয় রয়েছে উইলো গাছের সারি।

'ঠিক ওই জায়গায়,' আঙুল তুলে দেখাল ট্রাস্ক। 'ওইখানে বাঁকটা

সব থেকে সরু। ওখানে দু'পাশের ক্লিফগুলো চেপে এসেছে। ওকে ওই পথে আসতেই হবে নইলে ওকে উপরে উঠে খোলা জায়গা দিয়ে সবাইকে দেখা দিয়ে এক মাইল পথ চলতে হবে—এতটা ঝুঁকি সে নেবে না। ওই বাঁক ঘুরেই ওকে আসতে হবে। ওখানেই আমরা ওর জন্যে অপেক্ষা করব। চলো।'

চমৎকার সুবিধামত জায়গাটা দেখে বিলিংসের ক্ষোভ আরও বেড়ে গেল। রাইফেলে ওর হাত খুব ভাল। 'আমার বড় রাইফেলটা থাকলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যেত,' বলল সে। 'এমন টার্কি শূটিঙ রেঞ্জ আর এই সময়েই কিনা আমার বড় রাইফেলটা খোয়া গেল।' ব্যারনকে যে মারতে পারবে তার বাড়তি এক হাজার ডলার পাওয়ার কথা। রাইফেলটা থাকলে সে নিশ্চিত হত তার আগে কেউ ব্যারনকে মারতে পারবে না। পুরো এক হাজার ডলার এভাবে তার হাতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার দুঃখটা সে ভুলতে পারছে না।

জিঙ্গার পরিস্থিতিটা বিচার করে দাঁত বের করে হাসল। সিডনি ব্যারনের দ্রুত পিস্তল ড্র করার ক্ষমতার গল্প সে অনেক শুনেছে। তাই ওর মনে বেশ কিছুটা দুশ্চিন্তা ছিল। শুনেছে কিভাবে মরগ্যান আর পোনি বিডেল ওর হাতে মারা পড়েছে। কিন্তু লোকটা এখন এমন একটা ফাঁদে পড়েছে যে ওর আর কিছুতেই নিস্তার নেই। লোকটা জানতেও পারবে না কিভাবে বেঘোরে ওর জানটা গেল। মরার আগে সে জানতেও পারবে না এখানে কেউ ওকে মারার জন্যে ফাঁদ পেতে বসে আছে।

'টাকাটা কষ্ট করে রোজগার করতে হল না,' মন্তব্য করল জিঙ্গার। 'সেধেই সে চলে আসছে আমাদের হাতের মুঠোয়।'

সার বেঁধে একে একে কোনাকুনিভাবে পাহাড় থেকে নামছে ওরা।

ক্রীকটা যেখানে চুনাপাথরের খাড়া দেয়াল দুটোর মাঝে বাঁক নিয়েছে সেদিকে এগোচ্ছে ওরা। ওই দেয়াল দুটোর মাঝখান দিয়েই সিডনি ব্যারনকে বেরোতে হবে। পশ্চিমের মেঘটা এখন সারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। ওরা নিচে পৌছার আগেই সুক্ষ্ম দানায় ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল।

ট্রাস্ক সবার আগে নিচে পৌছে খাঁড়ির ফুট-খানেক পানির ভিতর দিয়ে ডান দিকের সরু বাঁকটার দিকে এগোল। বাকি সবাই ওকে অনুসরণ করছে। সামনেই বাঁকটা। অভিজ্ঞ চোখে সে দুদিকের দেয়ালের সিডার ঝোপ, উইলো গাছ, দেয়ালগুলো ভাল করে একবার দেখল। বাঁকের মুখেই, সিদ্ধান্ত নিল সে। যেখানে বাঁকটা প্রায় নব্বই ডিগ্রি কোণ করে ঘুরেছে অ্যামবুশটা ওখানেই হওয়া উচিত। লোকটা বাঁক ঘুরে এপাশে কি আছে দেখার জন্যে ওখানে দাঁড়াবে। ওই সময়েই আঘাত হানতে হবে।

বোডিন কয়েক গজ এগিয়ে গেছিল। ট্রাস্ক ডাক দিয়ে ওকে ফিরিয়ে আনল। 'তাড়াহুড়ার কিছু নেই,' বলল সে। 'ওর এখানে পৌছতে এখনও বিশ তিরিশ মিনিট সময় লাগবে। সহজ সুন্দরভাবে কাজটা আমাদের সারতে হবে।'

'যে ওকে মারতে পারবে সে এক হাজার বেশি পাবে,' সন্দেহ প্রকাশ করল জিঞ্জার। 'তুমি কি আমাদের এমন ভাবে সাজাতে চাচ্ছ যেন তুমিই প্রথম শটটা পাও?'

'টাকাটা আমারই পাওনা ছিল রাইফেলটা থাকলে,' ক্ষোভে ফেটে পড়ল বিলিংস।

বিরক্তির সাথে ওর দিকে তাকাল জিঞ্জার। 'প্যানপ্যানানি থামাবে তুমি?' নিজের উইনচেস্টারটার কুঁদোয় চাপড় মেরে সে বলল, 'এর

বেশি আর আমাদের কিছু লাগবে না।'

'গ্রে আমাদের নিয়ে খেলছে,' গর্জে উঠল ট্রাঙ্ক। 'বাড়তি হাজারের কথা ভুলে আমরা সবাই মিলেই ওকে মারব। কারও আপত্তি আছে?' সবার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকাল ট্রাঙ্ক। জিঞ্জার আপোষেই কথাটা মেনে নিয়ে চুপ করে থাকল।

'যুক্তিসঙ্গত কথা,' স্বীকার করল বিলিংস। 'এতে সবারই কাজের দিকে মন থাকবে।'

মাথা ঝাঁকাল জিঞ্জার। উইনচেস্টারটা বের করার জন্যে খাপের মুখ খুলে সে বলল, 'এতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

সবাই সম্মতি জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

ঘোড়াগুলোকে হাঁটিয়ে বাঁকের একেবারে কাছে এসে পড়ল ওরা। ওদের হ্যাটের কার্নিস থেকে ফোঁটা-ফোঁটা পানি ঝরছে। লুকোবার জায়গা খুঁজতে মুখ তুলে তাকাল সবাই।

'দু'জন বাঁকের ভিতরের দেয়ালে আর তিন জন বাইরের দেয়ালে থাকব আমরা,' বলল ট্রাঙ্ক। 'পিছনে বেরিয়ে আছে যে পাথরটা, ওটার আড়ালে ঘোড়া লুকিয়ে রেখে এসে নিজের নিজের জায়গায় বসে অপেক্ষা করব। ও যখন আমাদের মাঝখানে এসে পড়বে, তখন পার্টি শুরু হবে।'

হঠাৎ জিঞ্জার মাথা উঁচিয়ে শক্ত হাতে লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল। 'ওটা কিসের শব্দ? তোমরা শুনতে পাচ্ছ...?'

ক্যানিয়নটা হঠাৎ করে শব্দে ভরে উঠল। ঘোড়ার ছুটে আসার তীক্ষ্ণ শব্দ ক্যানিয়নের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলে বিভ্রমের সৃষ্টি করছে। তিরিশ গজ দূরে একজন আরোহীকে দেখা গেল। লোকটা লম্বা, একটা সাদা-কালো ঘোড়ার পিঠে চার্জ করে দ্রুতবেগে

ছুটে আসছে। জলপ্রপাতের মত শব্দটা এবার পিসমেকারের গুলির শব্দে বাজ পড়ার মত আওয়াজে পরিণত হল।

আট

কালো-সাদা ঘোড়াটা দেখতেও যেমন বিরাট তেমনি শক্তিশালী। হাফ মুন ক্রসে ওটা কেনার সময়েই ব্যারন এটা জানত। ঘোড়াটার যত্ন নেয়ার সুফল এখন সে পেল। ওকে যারা অ্যামবুশ করবে তারা সে পৌঁছবার আগেই জায়গা মত পজিশন নিয়ে ওর পৌঁছানর অপেক্ষায় থাকবে।

এটা হতে দিলেই তার বিপদ। ও যে কোন পথে আসছে সেটা ওদের পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়ার পর ন্যাড়া টিলা থেকে নিচে নেমে ঘোড়া ছুটাল ব্যারন। ঘোড়াটা ছুটতে পারে বটে। প্রায় দেড় মাইল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটার পর ঘোড়ার মুখে ফেনা উঠেছে দেখে গতি কিছুটা কমাল ব্যারন। শুকনো ক্যানিয়নটা যে আর আধ মাইল পরে একটা খাঁড়ির সাথে গিয়ে মিশেছে এটা সে জানে। কিন্তু এটা জানে না ওরা ঠিক কোথায় তাকে অ্যামবুশ করার প্ল্যান নিয়েছে। কিন্তু অ্যামবুশ করার কৌশলগুলো তার ভালই জানা আছে। তাই সে জানে ওকে যখন প্রথম দেখেছে তখন ওর চলার গতি যা ছিল সেই হিসেবেই তার ওখানে পৌঁছতে কতক্ষণ সময় লাগতে পারে অনুমান করে সে পৌঁছানর

অল্পক্ষণ আগেই ওরা পজিশন নেবে। নিজে বিবেচনা করে কানা গলি, ঝোপঝাড় বা অতর্কিতে অ্যামবুশ করা যেসব জায়গায় সম্ভব সেইসব দিকে বিশেষ নজর রাখল।

গতি কমালেও যতটা সম্ভব দ্রুতই এগোল ব্যারন। ওরা আশা করার আগে অ্যামবুশের জায়গায় পৌঁছে ওরা তৈরি হওয়ার আগে অপ্রস্তুত অবস্থায় ওদের চমকে দেয়াই ওর উদ্দেশ্য।

তুমি এতে খুব আনন্দ পেতে চেকো—নিজের মনেই ভেবে হাসল সে। পানি ছিটিয়ে ক্রীকের মাঝখান দিয়ে ছুটল ওর ঘোড়া। সামনের বাঁকটা দেখে বুঝল অ্যামবুশের জন্যে ওটা চমৎকার জায়গা। ওদের জায়গায় সে থাকলে অ্যামবুশ করার জন্যে সামনের বাঁকটাই বেছে নিত।

তলপেটে বুটের চাপে ওর মতলব বুঝে ঘোড়াটা পানি ছিটিয়ে ক্রীকের ভিতর দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটল। ব্যারন তার সিরেপটা পিছনে ঠেলে দিয়ে কোল্ট পিসমেকারটা হাতে নিয়ে এগোল। ঠিক সামনেই ক্রীকটা প্রায় নব্বই ডিগ্রি বাঁক নিয়ে ডাইনে বেঁকে গেছে। গতি একটুও না কমিয়ে ঘোড়াটা বাঁয়ের ঢাল ধরে ডাইনে কাত হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাঁক নিয়ে চার্জ করে ছুটল। বাতাসে চেকোর নিচু কোমল স্বর যেন ওকে বলল, 'ওদের এক হাত দেখিয়ে দাও, বন্ধু!

সামনে মোট পাঁচ জন লোক। চারজন একত্রে জড় হয়েছে, একজন কয়েক ফুট দূরে। বিস্ফারিত চোখে ব্যারনের দিকে দেখল ওরা। এত জলদি ওকে কেউই আশা করেনি। বিস্ময় কাটিয়ে পিস্তল বের করল ওরা। ব্যারনের কানের পাশ দিয়ে একটা বুলেট শিস তুলে বেরিয়ে গেল, সাথে সাথে পিসমেকারটা জবাব দিল। বজ্রের মত আওয়াজ ক্যানিয়নের দুই দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ফিরে ফিরে প্রতিধ্বনি তুলছে।

সবথেকে কাছের লোকটা দ্রুত পিস্তল বের করে গুলি ছুঁড়েছিল। সে ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে উল্টে পড়ল। দুহাত উঁচিয়ে পড়ার সময়ে পিছনের লোকটার সাথে ধাক্কা খেল। পিছনের লোকটার ঘোড়াটা লাফিয়ে ওঠায় ওর গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। ব্যারনের দ্বিতীয় বুলেট ওর গলা ফুটো করে দিল। বাকি তিনজনও গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে। ব্যারন বুঝল ওরা সবাই অভিজ্ঞ লোক। বেঁচে থাকার কৌশল আর মানুষ খুন করার দক্ষতা দুটোই ওদের আছে। সম্ভবত ডাবল স্টারের লোক। এরা পোনি বিডেল...এড জনসন...মরগ্যান হেজের মতই ডাবল স্টারের পিস্তলবাজ।

পিসমেকারটা গর্জে চলেছে। দুজন আগেই পড়েছে, তৃতীয়জন এবার জিনের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। মাথা নিচু করে প্রায় জিনের সাথে মিশে আছে ব্যারন। মুহূর্তে ওর ঘোড়াটা অল্পক্ষণ আগেও যেখানে অস্ত্রধারী আরোহীরা ছিল তার ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে গেল। ওর ডান দিকের আরোহীটা তার আতঙ্কিত ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে মাথা নিচু করে গুলি ছুঁড়ল। সিরেপ ফুটো করে সিডনির বাম হাতে হুল ফুটিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা। পিছন ফিরে ঘোড়ার লেজের ওপর দিয়ে উত্তর দিল ব্যারন। লোকটা ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল। ওর একটা পা পাদানিতে আটকে রইল। ঘোড়াটা ভয়ে ছুটে পালাল—লোকটার মৃতদেহটা পাথুরে ক্রীকের ওপর দিয়ে হেঁচড়ে ঘোড়ার সাথে সাথে চলল।

চারজন শেষ। ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেল সিডনি। কিন্তু পিছন ফিরে চেয়ে নিজের ভুলটা সে বুঝতে পারল। ওদের ভিতর দিয়ে পার হয়ে বেরিয়ে না এসে ওখানেই শেষ পর্যন্ত থাকা তার উচিত ছিল। যে লোকটাকে একটু পাশে সরে দাঁড়ানো দেখেছিল, সেই অবশিষ্ট

বিশালদেহী লোকটা এখনও সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে, পঞ্চাশ বা ষাট গজ পিছনে। পিস্তলের রেঞ্জের প্রায় বাইরে। কিন্তু ওর কাঁধে ঠেকানো রাইফেলটা তাক করছে সে।

এবারের গুলির আওয়াজটা—এতক্ষণ গোলাগুলিতে যতটা শব্দ হয়েছে তার সবগুলোকে ছাপিয়ে তোপের মত শোনাল। সিডনির দিকে যেই লোকটা রাইফেল তুলে গুলি করার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল, তার বুকে হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ ঘটল। ফাটা তরমুজের মণ্ডের মত দেখাচ্ছে। পিচকারির মত ছিটকে রক্ত বের হল। মুখ থুবড়ে ঘোড়ার পিঠে উপুড় হয়ে পড়ল লোকটা। আতঙ্কিত ঘোড়াটা লাফিয়ে পিছনের দু'পায়ে উঠে দাঁড়াল। লোকটার লাশ উল্টে ডাইভ দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে ক্রীকের তলায় বাড়ি খেয়ে পড়ল। ওর দেহের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া পানিটা ধীরে লালচে হয়ে উঠল।

ঘোড়ার চলার গতি কমিয়ে হাঁটিয়ে কাছের পাড় ধরে সিডার গাছের সারি পার হয়ে উপরে উঠে এল সিডনি। ইতিমধ্যে পিসমেকারে নতুন কার্তুজ ভরে নিয়ে আবার সিডার গাছের আড়াল দিয়ে পিছন দিকে ফিরে চলল সে। পিসমেকারটা ওর হাতে, চোখদুটো ক্যানিয়নের চারপাশে কোথাও ওদের কেউ লুকিয়ে আছে কিনা খুঁজে দেখছে। সামনের থেকে একজনের কথা শুনে আশ্বস্ত হয়ে পিস্তল নামাল।

'মোট পাঁচ জন ছিল,' স্বরটা চিৎকার করে জানাল। 'এখন আর কেউ বেঁচে নেই।'

স্বরটা আগেও শুনেছে সিডনি। ওটা হাফ মুন ক্রসের সেই ইণ্ডিয়ান ছেলেটার গলা। তবু আড়াল থেকে বেরোল না। শেষ গুলিটা ভুল বোঝার উপায় নেই। বড় বোরের দূর পাল্লার রাইফেল ওটা।

একই ধরনের শব্দ সে শুনেছিল ওয়্যাক্সাহ্যাচির রাস্তায়…সু

ম্যাতিনের রাইফেল? নিশ্চিত হতে পারছে না সে।

'বেরিয়ে দেখা দাও,' চিৎকার করে বলল সিডনি।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর পাথরের ওপর বুটের আওয়াজ শোনা গেল। সত্তর গজ দূরে ছেলেটা খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল। ওর হাতের ওপর রাইফেলটা ঝুলছে। শার্পস্ .৫০, মহিষ শিকার করার রাইফেল।

ছেলেটা প্রথমে সিডনির দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে ক্রীকের মরা লোকগুলোর দিকে দেখল। 'আমরা এই লোকগুলোকে ওদিকের ক্যাপরকের ওপর থেকে দেখেছি—আমি আর পাখির গান। ট্রেন থেকে নামার পর থেকেই ওদের ওপর নজর রেখেছিলাম। তুমি ঠিক আছ তো? তোমার শার্টে রক্ত দেখা যাচ্ছে।'

আড়চোখে নিজের দিকে তাকাল সিডনি। ওর জামার বাম হাতাটা রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। কনুই'য়ের সামান্য নিচে। হাতা উঠিয়ে পরীক্ষা করে দেখে বলল, 'সামান্য আঁচড় লেগেছে, আমি ঠিকই আছি।' তারপর একটু থেমে প্রশ্ন করল, 'তুমি এখানে কেন? পাখির গান তোমাকে পাঠিয়েছে?'

সত্তর গজ দূরে হলেও ছেলেটার অবাক হওয়ার ভাবটা স্পষ্ট দেখতে পেল সিডনি। একটু ইতস্তত করে রাইফেলটা দুহাতে মাথার ওপর তুলে দেখাল সে। 'পাখির গান আমাকে কিছুই বলেনি। এই রাইফেলটা কেমন সেটা পরীক্ষা করে দেখতে এসেছিলাম আমি। এত বড় রাইফেল আমি কোনদিন ছুঁড়ে দেখিনি।'

'এটা ওদেরই একজনরে জিনিস,' কথায় কথায় বলল ছেলেটা। 'কার তা ঠিক জানি না। কফি ক্যাম্প করার সময়ে ভেড়ার চামড়ার ব্যাগে

এটা আর কিছু গুলি অযত্নে পড়েছিল—আমি কখন তুলে নিয়েছি ওরা টেরও পায়নি।'

ছেলেটা প্রথমে তার ঘোড়াটা নিয়ে এল। তারপর ক্রীক থেকে মৃতদেহগুলো টেনে উঠিয়ে আনতে সাহায্য করল ব্যারনকে। ওদের মধ্যে দুজনকে চিনতে পারল সিডনি। জিঞ্জার আর বিলিংস-এর খুব ভয়ানক লোক বলে খ্যাতি আছে। ফাস্ট-গান হিসেবে জিঞ্জার আর দূর থেকে গুলি করে মানুষ হত্যা করার ওস্তাদ ছিল বিলিংস।

'যে রাইফেলটা তুমি পেয়েছ, সেটা ওই লোকের,' বিলিংসকে দেখিয়ে বলল সিডনি। 'শুনেছি দূর পাল্লার রাইফেলে ওর ভাল হাত ছিল।'

'এখন আর নেই,' এটুকুই বলল ছেলেটা।

একজনের কাছে একটা উইনচেস্টার .৭৩ পাওয়া গেল তেল মাখানো খাপে। ব্যারন ওটা নিজের ঘোড়ার জিনের সাথে ঝুলিয়ে নিল।

এবার দুজনে মিলে উত্তরে রওনা হল। আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন। কখনও বৃষ্টি ঝিরঝির করে একটু পড়ছে আবার থেমে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে মিনিটে মিনিটে মেঘ তার সিদ্ধান্ত পাল্টাচ্ছে।

'তোমার পাখির গানকে নিজের পথ দেখতে বলাটা ঠিক হয়নি,' প্রায় মাইলখানেক নীরবে চলার পর মন্তব্য করল ছেলেটা। 'সে কোমাঞ্চি। ওকে যা বলা হয় সেটা সে শোনে না—সাধারণত।'

'সেটা নিয়ে তর্ক করা এখন আর আমার সাজে না,' বলল সিডনি। 'আমার বিশ্বাস ক্যাপরক থেকে ওই আমাকে স্মোক-সিগনাল দিয়ে সাবধান করেছিল। তাই না?'

'আমি যখন ওকে ছেড়ে আসি তখন ওখানে আর কেউ ছিল না।'

'পঞ্চম লোকটাকে সময় মত গুলি করার জন্যে আমি তোমার কাছে

কৃতজ্ঞ।'

আড়চোখে ব্যারনের দিকে তাকাল ছেলেটা, ওর চোখের ভাষা পড়া অসম্ভব.। 'হ্যাঁ, তা ঠিক। নইলে তুমি মরতে।'

'তোমার কোন নাম আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

একঘন্টা পরে ওরা দূরে বাফেলো ওয়েলস স্টেশন দেখতে পেল। দুপুরের দিকে ওরা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পাখির গানকে দেখে নড্ করল। লোকটা পরিত্যক্ত স্টেশনের পাশের ছাপরাটাকে নিজের বাড়ি বানিয়ে মাটির পাত্রে কি যেন রান্না করছে।

'এবারেও তুমি মরোনি দেখছি,' বলে সিডনির দিকে চেয়ে হাসল পাখির গান। 'তুমি কিছু খেতে চাও? আমি আগেই খেয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি ওতে বিষাক্ত কিছু আছে কিনা।'

'চমৎকার প্রস্তাব। কিন্তু তুমি এখানে এসেছ কেন?'

'আসব না কেন?' ব্যারনের ঘোড়া নিয়ে গুদামঘরের দিকে এগোল সে। 'তুমিও এসেছ।'

'আমি তোমাকে হাফ মুন ক্রসেই বলেছি আমার থেকে দূরে থাকাই ভাল।'

থেমে ঘুরে দাঁড়াল পাখির গান। 'শোনো, সাদা মানুষ···আমি জানি তোমার নিজস্ব অনেক সমস্যা আর বিপদ আছে। লোকজন হন্যে হয়ে উঠেছে তোমাকে মারার চেষ্টায়। কিন্তু আমারও একটা সমস্যা আছে। ক্যাপ্টেন রিচার্ড ছাড়া সারা টেক্সাসে আর একজনও র‍্যাঞ্চার নেই যে একজন কোমাঞ্চিকে কাজে নেবে। ক্যাপ্টেন রিচার্ড আর নেই। নেশনসে আমার কোন দাবি নেই। আর টেরিটরিতে এমন অনেক ইণ্ডিয়ান আছে যারা আমাকে দেখামাত্র গুলি করবে কারণ তারা ভাববে

আমি ইউটে বা অ্যাপাচি।'

হাত ওঠাল সিডনি, কিন্তু থামল না ইণ্ডিয়ান লোকটা। 'আমার কথা শেষ করতে দাও! আমার বয়স এখন চল্লিশের কাছাকাছি অথচ পৃথিবীতে আমার নিজের বলতে কিছুই নেই, আছে শুধু সাদা মানুষের কাছে পাওয়া শিক্ষা যেটা প্রকাশ করলে আমাকে বিপদেই পড়তে হয়, আর আছে আমার গর্ব—যাকে শ্রদ্ধা করি তার কাছে ছাড়া আর কারও কাছে আমি মাথা নত করি না। এই পৃথিবীতে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে আমার কোন অধিকার আছে। তাই আমি কোথায় যেতে পারব বা পারব না এ নিয়ে কেউ আমাকে কিছু বলতে পারে না। তুমি একটা ভাল কাজ করেছিলে—ক্যাপ্টেনের ফিউনারেলে কোন গোলমাল বাধতে দাওনি—সেজন্যে আমি তোমার কাছে ঋণী ছিলাম। কিন্তু এখন আমি ঋণমুক্ত। এখন আমি নিজের ইচ্ছেমত যেখানে খুশি যাব। তাতে যদি আমি মারা পড়ি হয়ত তখন আমি জানতে পারব নরকেও আমাকে ঠাঁই দেয়া হবে কিনা।'

আবার ঘুরল সে। রাগের সাথেই।

'হায়, ঈশ্বর!' মাথা নাড়ল ব্যারন। 'এমন বক্তৃতা দেয়া তুমি কোথায় শিখলে?'

'একজন মেথডিস্ট প্রীচারের কাছে,' না ঘুরেই জবাব দিল সে। 'লোকটা শেষ পর্যন্তও আমার মাকে বিয়ে করার মত সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি। তবে আমাদের দেখাশোনা করতে তার অনেক যাতনা সইতে হয়েছে। হয়ত সে নিজের দোষটা মনে মনে অনুভব করেছিল। জানি না।'

ছেলেটা নিজের ঘোড়ার ব্যবস্থা নিজেই করে ফিরে ব্যারনের পাশ দিয়ে খাবার পাত্রটার দিকে এগোল। 'মাঝেমাঝে পাখির গান এরকম

সেন্টিমেন্টাল হয়ে ওঠে,' বলল সে।

সবাই মিলে ভাগ করে খাবার খেল। খরগোস, সিমের বীচি, আর চুকো আটার রুটি। বাফেলো ওয়েল্‌স্‌ ক্রমবর্ধমান রেইলরোডে আরও অনেক স্টেশনের মত এখন আর স্টেশন হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু মাঝে মাঝে রেল কর্মচারী বা ক্বচিৎ কোন ইন্সপেক্টর এলে তাদের থাকার জন্যে সুযোগ সুবিধাগুলো রাখা হয়েছে। বাঙ্ক শেডটা বর্তমানে জনসাধারণের জন্যেও খোলা। দরজার পাশে একটা কাঠের ফলকে লেখা রয়েছে, "পথিক, চলার পথে এখানে বিশ্রাম নেও। প্রয়োজনে যতদিন খুশি থাকো। যাওয়ার সময়ে দরজাটা বন্ধ করে যেয়ো—এবং নিজে যেমন পেয়েছিলে তেমনি রেখে যেয়ো।"

দরজায় কড়া থাকলেও তালা মারা হয়নি—চামড়ার দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে। রেল কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা নেয়ার পর থেকে তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে কেউ মজুদ খাবার লুট করে কেউ ওটাকে লণ্ডভণ্ড করেনি।

খাওয়ার সময়ে পাখির গান নীরব থেকে একটু দূরত্ব বজায় রাখল। ওর কোমাঞ্চি চেহারায় কোনরকম ভাব প্রকাশ পেল না। তারপর খাওয়ার শেষে কড়া কফিতে চুমুক দিয়ে হঠাৎ ওর চেহারায় হাসি ফুটে উঠল, চোখ দুটো কৌতুকে চকচক করছে।

'নেশনসে একটা গল্প চালু আছে,' বলল সে। একটা সাদা লোক তার দুটো ছুটে যাওয়া ঘোড়ার খোঁজে একজন ইণ্ডিয়ানকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এদিকে দুটো ঘোড়া ছাড়া পেয়ে কোথাও ঘুরে বেড়াতে দেখেছ? দুটোই ভাল ঘোড়া—এমন ম্যাচ করা একজোড়া ঘোড়া আমি আর পাব না। এগুলো হারালে আমি খুব দুঃখ পাব।" ইণ্ডিয়ানটা বলল, "ওরা যদি দুটো একই রকম হয় তবে ওদের আলাদা করে চেনো কিভাবে?" সাদা লোকটা জবাব দিল, "খুব ভাল করে খেয়াল করলে

দেখবে সাদা ঘোড়াটা কালোটার চেয়ে এক মুঠ উঁচু।" '

ব্যারন আর ইণ্ডিয়ান ছেলেটা দুজনেই ওর দিকে চেয়ে থাকল।

ওদের দুজনের মুখের দিকে চেয়ে কাঁধ উঁচাল পাখির গান। 'রসটা বুঝলে না? কোমাঞ্চি ভাষায় এটা খুব হাসির শোনায়।'

ছেলেটা কফি শেষ করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। পিছনে ফিরে তাকাল না। অল্পক্ষণ পর ব্যারন বলল, 'বুঝতে পারছি তোমার কাছে আমার ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত। এটা তোমার পাওনা।'

'তোমার কাছে কিছুই আমার পাওনা নেই,' বলল পাখির গান। 'কেবল আমি কোথায় যাব না যাব সে সম্পর্কে আমাকে কিছু বলতে যেয়ো না। ছেলেটা বলছিল ওখানে ওরা পাঁচ জন ছিল। কেউ বাকি আছে?'

'না।'

'সেটা ভাল। ধারণা করছি সু মাতিন ওদের ভিতর ছিল না। ছিল?'

'না, এরা একটা ভিন্ন দল। ডাবল স্টার থেকে হিগিন স্পেন্সার ওদের পাঠিয়েছিল। সু মাতিন একা কাজ করে।'

'তাহলে তোমার সামনে ওই ঝামেলাটা থেকেই গেল?'

'হয়ত শীঘ্রি এর একটা নিষ্পত্তি হবে। টেলিগ্রাফের তারে আমি এখানে আছি বলে চারদিকে খবর পাঠানো হয়েছে। মনে হয় না ওর এখানে পৌঁছতে বেশি দেরি হবে।'

ভাবনা-মগ্ন চোখে ব্যারনের দিকে তাকাল সে। 'একটা চ্যালেঞ্জ?'

'টোপ,' বলল সিডনি। 'স্কার্পের এপ্যাশে এই একটা জায়গাই আছে যেখানে ওর আগে আমার ওকে দেখতে পাওয়ার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা রয়েছে। এর চেয়ে ভাল বুদ্ধি আর কিছু আমার মাথায় আসেনি। ব্যাপারটার পুরো নিষ্পত্তি করতে হলে মোবীটিতে গিয়ে ওই বুড়োর

সাথে একটা শেষ বোঝাপড়া আমাকে করতে হবে।'

'ও, তাহলে এই জন্যেই তুমি কারও সঙ্গ চাইছ না?' বুঝল পাখির গান।

'মাতিন পথে কাকে খুন করল সেটার তোয়াক্কা সে করে না। কিন্তু তার আসল টার্গেট আমি। এখানে আর কেউ থাকলে সে আরও ভাল সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে। অথবা এখানে যারা আছে সবাইকেই মেরে ফেলবে। জানি না, তবে এক্ষেত্রে আমার একা থাকাই সবথেকে ভাল।'

'বুঝতে পারছি,' মাথা ঝাঁকাল পাখির গান। 'কিন্তু আরও কেউ নজর রাখলে হয়ত তোমার সুবিধাই হবে।'

ছেলেটা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। 'কেউ আসছে,' বলল সে। 'তোমরা কেউ দেখতে চাও?'

বৃষ্টি কিছুটা কমেছে। দূরে ঝিরঝিরে বৃষ্টির ফাঁকে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে একজন নিঃসঙ্গ আরোহী ধীর গতিতে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

ওদিকে তীক্ষ্ণ নজরে চেয়ে ব্যারন মুখ বাঁকাল। 'মনে হচ্ছে লোকের ভিড়ে এখানে টেকাই যাবে না,' বিড়বিড় করে বলল সে।

'ওই লোকটাই যদি তোমার পিছনে লেগে থাকে, কোন ঝামেলা নেই,' বলল ছেলেটা। 'আমি এখান থেকেই ওই বড় রাইফেলটা দিয়ে ওকে ফেলে দিতে পারব।'

'ওকে আসতে দাও।' বিরক্তির সাথে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ব্যারন। 'ওর নাম ডিকি হেণ্ডারসন। তোমাদের দুজনের মত ওকেও আমি পিছু ছাড়াতে পারছি না।'

ব্রেজোস পাহাড়গুলোর কাছে যেখানে পাহাড় কেটে রেল রাস্তা বসানো

হয়েছে তারই কাছে একটা বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি একটা টেলিগ্রাফ পোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দামী কাঠের তৈরি মজবুত সুন্দর গাড়িটার সামনে একটা বলিষ্ঠ ভাল জাতের ঘোড়া গাড়ি টানার জন্যে জুড়ে রাখা রয়েছে। ক্যানভাসের ঢাকনির নিচে গাড়িতে একজোড়া গ্লাভস পরা হাতে একটা কাগজ ধরা রয়েছে। ওতে পরিচ্ছন্নহাতে পেনসিলে লেখা হয়েছে এইমাত্র পাওয়া একটা টেলিগ্রাফ মেসেজ। ওতে লেখা রয়েছেঃ "B---WAIT FOR ESCORT---BUFFALO WELLS---BE CAREFUL---M."

ঘোষণাটা ওয়্যাক্সাহ্যাচি থেকে এসেছে। ওয়্যাক্সাহ্যাচির পশ্চিমে সবখানেই মেসেজটা পাঠানো হয়েছে। এবং পশ্চিমের প্রত্যেকটা পাবলিক নোটিশ বোর্ডে ওটা টাঙিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

একটা ফাঁদ? সম্ভবত। কিন্তু রেঞ্জাররা এখন ওর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে। মৃত চাইপিস্টকে নিশ্চয় এতক্ষণে খুঁজে পাওয়া গেছে। এখন ওরা জানে ওই মেয়েটার কাছ থেকেই সু মাতিন রেঞ্জার বেকারের সম্পর্কে জানতে পেরে ওকে খুন করেছে। ওরা এটাও জানে ব্যারনের কোন পথে কোথায় যাওয়ার কথা আছে সেই টাইপ করা কাগজটাও এখন সু মাতিনের হাতে। তাই হয়ত ওকে সাবধান করার চেষ্টা করছে ওরা। কিন্তু বাফেলো ওয়েলস? ওটার কোন উল্লেখ ওতে ছিল না।

এসকোর্ট? সম্ভবত কোন রেঞ্জার। ওকে ওয়েকোতে ওদের হেডকোয়ার্টারে বা অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে প্ল্যান করে সু মাতিনকে ফাঁদে ফেলে ধরার চেষ্টা করবে···অবশ্য ওরা আগেও ওরকম একটা প্ল্যান করে থাকতে পারে।

কিন্তু ব্যারনকে এখন মোবীটি যেতেই হবে। মেয়েদের জীবন নাশের হুমকি দেয়ায় ওর সোজা মোবীটিতে না গিয়ে কোন উপায়

নেই। ওই মেসেজ পেয়ে সে কি মত পাল্টে বাফেলো ওয়েলসে যাবে, নাকি পশ্চিমেই এগোবে?

সিডনি ব্যারন যদি মোবীটি পৌছে হিগিন স্পেন্সারকে মেরেও ফেলে তাতে সু মাতিনের কিছুই আসে যায় না। অন্যান্য কাস্টমারদের মত স্পেন্সারও ব্যারনকে খুন করার জন্যে ওকে অগ্রিম টাকা দিয়েছে। ওর কপালে কি ঘটে তা নিয়ে মাতিনের মাথাব্যথা নেই। প্রধান বিবেচ্য বিষয়টা হচ্ছে পেশাগত নীতি। একটা কাজের জন্যে টাকা গ্রহণ করলে কাজটা শেষ করতেই হবে। নইলে তার গর্ব খর্ব হবে। পাঁচ বছরে যে সুনাম সে অর্জন করেছে—সু মাতিন কখনও বিফল হয়নি—সেটা ধুলোয় মিটিয়ে যাবে।

বর্তমানে কাজ শেষ করার কর্তব্য পালন করতে ব্যারনের পিছুপিছু মোবীটি পর্যন্ত ধাওয়া করে যাওয়ার ইচ্ছে ওর নেই। ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে ওই অ্যাক্সিডেন্টটা না ঘটলে এত কিছুর কোন দরকারই হত না। ব্যারনের উদ্দেশে ছোঁড়া গুলি বোকা ঘোড়াটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে নিজেই ঠেকিয়ে মারা পড়ল। এতে তার পুরো প্ল্যানটাই পাল্টে মিছেমিছি অনেক সময় নষ্ট করতে হয়েছে। আর দেরি সহ্য করা যায় না।

এবার লোকটার লাক ফুরিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে।

বাফেলো ওয়েলস বেশি দূরে নয়। মাত্র কয়েক মাইল রেইল লাইনের পাশাপাশি রাস্তাটা ধরে এগোলেই বাফেলো ওয়েলস। কিন্তু রাস্তা ধরে না গিয়ে গোপনে ব্যাক ট্রেইল ধরে গেলে কয়েক মাইল বেশি। তবে তাতে দূরে একটা সুবিধা মত জায়গা খুঁজে নিয়ে আড়াল থেকে ওকে রাইফেলের পাল্লার মধ্যে পাওয়া সহজ হবে।

গ্লাভস পরা হাতগুলো গাড়ির সীটের তলা থেকে কালো চামড়ার খাপে ভরা বড় রাইফেল বের করে আড়াআড়িভাবে কোলের ওপর

রেখে খাপ থেকে ওটা বের করল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সূর্যের আলো যেটুকু আসছে তাতেই ওটার ব্যারেলটা একটু ঠাণ্ডা ঝিলিক দিয়ে উঠল। বাঁটের অল্প দূরেই টেলিস্কোপিক সাইট বসানর ব্যবস্থা রয়েছে।

অ্যালেকজাণ্ডার হেনরি– ·৪৫৩ ক্যালিবার—ম্যাগাজিন ফিট করার ব্যবস্থা থাকায় পরপর অনেকগুলো গুলি করার সুবিধা রয়েছে। একটা সাত কার্তুজের ম্যাগাজিন শেষ হলে ওটা বের করে আরেকটা ভরে নেয়া মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। ব্যস, আবার সাতটা গুলি ছোঁড়ার জন্যে তৈরি হয়ে যাবে ওটা। অ্যালেকজাণ্ডার হেনরি সব থেকে ভাল দূর পাল্লার রাইফেল।

রাইফেলটাকে আবার খাপে মুড়ে সীটের তলায় রেখে দিল সে। গ্লাভস পরা হাতের লাগামের চাপড় ঘোড়ার পিঠে পড়ল। বাফেলো ওয়েলসের দিকে ব্যাক ট্রেইল ধরে রওনা হল সু মাতিন।

বাফেলো ওয়েলসে পায়ের কাছে ঘোরাফেরা করা হলুদ বিড়ালটাকে উপেক্ষা করে ডিকি হেণ্ডারসনের দিকে তাকাল ব্যারন।

সু মাতিনের নামটা আমি কোথায় শুনেছি সেটাই বলতে ধরেছিলাম তুমি রওনা হওয়ার আগে,' কৈফিয়ত দেয়ার সুরে বলল ডিকি। 'আমি যখন বেশ ছোট তখন কলোরাডোতে ওই নাম শুনেছি। কিন্তু যে সু ম্যাতিন তোমার পিছনে লেগেছে সে একই মানুষ হতে পারে না। কারণ সে মারা গেছে। আমি শুনেছি বছর পাঁচেক আগে মেয়েটাকে একটা লোক পিটিয়েই হত্যা করেছিল লেডভিলে।'

নয়

না চাইলেও হার্ডিকে শেরিফের অফিসে ঢুকতেই হল। তার মন বলছে শার্লি কথাটা জানতে পারলে তার ওপর ভীষণ চটে যাবে। কিন্তু এই অবস্থায় সাহায্যের জন্যে আর কার কাছেই বা যাবে সে? কিন্তু দিনের পর দিন পার হয়ে যাচ্ছে শার্লির কোন খবর নেই। শহরে এসে কোর্টহাউসে ঢুকল সে।

'আমরা-আ-আমরা জানি না সে কোথায় আছে,' বিশাল লোকটা ডেপুটি চীফ স্টার্কিকে বলল। 'কয়েকদিন হল সে বেরিয়েছে। আমি শুনলাম একটা মেয়ে নাকি খুন হয়েছে। তাই যখন চীনা মেয়েটা আমাদের ওখানে খোঁজ নিতে এল তখন…আহ্…আমি ভাবলাম মিস শার্লির…মানে কেউ তার কোন ক্ষতি…'

স্টার্কি হাতের ইশারায় হার্ডিকে একটা চেয়ার দেখিয়ে শেরিফকে ডাকার জন্যে হেনরিকে পাঠাল। যদি আরও একটা খুন হয়ে থাকে বা হবার সম্ভাবনা থাকে কোলম্যানের কানেই কথাটা প্রথমে যাওয়া দরকার। স্টার্কির মনে হয় জলি ম্যাকার্থি খুন হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত শেরিফ এক ফোঁটা ঘুমোবার সুযোগ পায়নি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেরিফ এসে পৌঁছল। হার্ডিকে নিয়ে ওরা দুজনে শেরিফের কামরায় ঢুকল।

'বলো, প্রথম থেকে সব কথা বলো,' সোজাসুজি বলল কোলম্যান।

'শার্লিকে তো তুমি চেনো, শেরিফ,' বলল স্টার্কি। 'পুরানো ম্যাকিনটায়ারের বাড়িতে থাকে—জিঞ্জারব্রেড হিলের কটিলিয়ন ক্লাবের মালিক।'

'আমি জানি,' বলল শেরিফ। 'ওকে নিয়ে শহরে অনেক কানাঘুষাও আমার কানে এসেছে। কি হয়েছে তার?'

'হার্ডি তার কর্মচারী। মানে তার কাজ-কর্ম সব দেখাশোনা করে।'

'আমি তার হয়ে কটিলিয়ন ক্লাবটার দেখাশোনা করি। কেউ যেন তার ক্লাবের শান্তি নষ্ট না করে এটা দেখাই আমার কাজ। শার্লি ব্যানার গোলমাল পছন্দ করে না—সুন্দর পরিচ্ছন্ন ক্লাব চালায় সে।'

'হার্ডি বলছে মিস ব্যানারকে কয়েকদিন যাবত কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না,' ব্যাখ্যা করল স্টার্কি। 'তাই চিন্তিত হয়ে উঠেছে সে।'

'কতদিন হয় ওকে পাওয়া যাচ্ছে না?'

'ওহ,...চার দিন হবে।' হার্ডির মুখটা কঠিন চিন্তায় আরও এবড়োখেবড়ো দেখাচ্ছে। 'হয়ত পাঁচ দিনও হতে পারে। লিঙ ভাবছিল, মিস ব্যানার হয়ত ক্লাবে আছে, আর আমি ভেবেছি সে বাড়িতে আছে। আমরা কেউ বুঝতে পারিনি...লিঙ খোঁজ নিতে আসায় ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো...মানে...'

'লিঙ?'

'চীনা মেয়ে,' বলল স্টার্কি। 'মিস ব্যানারের বাসার কাজের মেয়ে। ম্যাকিনটায়ার বাড়িতে থাকে।'

'মিস ব্যানারের এভাবে একা বাইরে যাওয়াটা ঠিক না,' বলল হার্ডি। ওর চোখ দুটো যেন একটু ছলছল করে উঠল। 'আমি তাকে অনেকবার বলেছি। কেউ—মানে একা পেয়ে কেউ হয়ত...কিছু করতে পারে। কিন্তু সে বলে ভয়ের কিছু নেই নিজেই সে সব সামলাতে পারে। কিন্তু এবার আমার কেমন যেন মন ঘাবড়াচ্ছে। কিছু কথাও আমার

কানে এসেছে।

'কি কথা?'

'খুন খারাবির কথা। লোকে বলে কেউ এনিসের ডেপুটি মার্শাল খুন হয়েছে...তাছাড়া শুনলাম একটা মেয়েও নাকি...এই শহরেরই মেয়ে...তাকেও নাকি কে মেরে ফেলেছে।'

'ওটা অন্য মেয়ে, হার্ডি,' আশ্বাস দিল স্টার্কি। 'শার্লি ব্যানার নয়।'

'কিন্তু আমার খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে।' হার্ডি তার হাতে ধরা হ্যাটের কার্নিসে হাত বুলাচ্ছে। 'যেদিন ব্যারন মিস ব্যানারের সাথে দেখা করতে এল, সেদিন থেকেই আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছিল...কেন যেন মনে হচ্ছিল কেউ মারা পড়বে।'

কোলম্যান আর স্টার্কি আড়চোখে দৃষ্টি বিনিময় করল।

'ব্যারন কি মিস ব্যানারকে চেনে?'

'হ্যাঁ, মিস ব্যানার বলেছিল অনেক দিন আগে ওদের লেডভিলে পরিচয় হয়েছিল। ব্যারনের হয়ত মনে নেই—সে কয়েকজনের সাথে আমাকেও বেদম পিটিয়েছিল। পিটানর পরে বলেছিল আমার প্রতি ওর ব্যক্তিগত কোন রোষ নেই, আমি খারাপ দলের সাথে ভিড়েই মারটা খেলাম। তার কিছুদিন পর ওই দল ছেড়ে আমি মিস ব্যানারের কাজে যোগ দিই।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ব্যারনের সাথে তোমার একটা বোঝাপড়া বাকি রয়ে গেছে—তাই?' প্রশ্ন করল কোলম্যান।

'না, স্যার। ওদের সাথে ব্যারন আমাকেও মেরে ফেলতে পারত। না মেরে সে আমাকে দয়াই করেছে—ওই লোকগুলো সত্যিই খারাপ ছিল। ওকে খুন করার চেষ্টা করেই ওরা মরেছে। ব্যারনের কোন দোষ ছিল না।'

'তুমি মিস ব্যানারকে শেষ কবে দেখেছ?'

'আমি? আ…যেদিন ব্যারন এল সেই দিন সকালের পরে আর দেখিনি। ব্যারন যাওয়ার পরপরই মিস ব্যানারও বেরোল। আমি নিজে তার গাড়িটা পিছন থেকে সামনের দরজায় এনে দিই। ওটায় আগে থেকেই ঘোড়া জুড়ে রাখা ছিল।'

'তাহলে ব্যারন যাওয়ার পরই সেও বেরিয়ে যায়, এবং তুমি তাকে আর এর পরে দেখোনি?'

'আজকাল আর সে…আ…কাটিলিয়ন ক্লাবে বড় একটা আসে না। আমি ধরে নিয়েছিলাম সে বাড়িতেই ফিরে গেছে।' একটু চিন্তা করে সে আবার বলল, 'ক্যাপ্টেন রিচার্ডের ফিউনারেল যেদিন ছিল, এটা সেইদিনের ঘটনা।'

স্টার্কির সাথে শেরিফের আবার দৃষ্টি বিনিময় হল। কোলম্যান মাথা ঝাঁকাল। স্টার্কি উঠে কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিল। একজন ডেপুটিকে সামনে দেখতে পেয়ে সে বলল, 'মিস শার্লি ব্যানারকে খোঁজার জন্যে কয়েকজন লোক লাগিয়ে দাও। শহরে আর জিঞ্জারব্রেড হিলে দুই জায়গাতেই খোঁজ নিতে হবে…খোঁজ নাও ইদানীং কেউ তাকে দেখেছে কিনা বা কোথায় গেছে বা যেতে পারে সব খবর নাও।'

'এখনই আমি সেসব ব্যবস্থা করছি, চীফ,' বলল সে। 'তুমি কি বাইরে কোথাও যাচ্ছ?'

'টেলিগ্রাফ অফিসে যাচ্ছি। কলোরাডোর লেডভিল থেকে আমাদের কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। কেন, তোমার কিছু বলার আছে?'

'এইমাত্র ক্যাপ্টেন জারভিসের নামে ওয়েকোর হেডকোয়ার্টার থেকে একটা টেলিগ্রাম এসেছে, কিন্তু আজ সকালেই সে পশ্চিমের ট্রেনে উঠে কোথায় যেন গেছে। আমি কি ওটা তাকে ফিরে এলে দেব, নাকি শেরিফকে দেব?'

'জানি না, ওতে কি লেখা আছে?'

কাঁধ উঁচাল ডেপুটি। 'ওতে ওরা জানিয়েছে প্যানহ্যাণ্ডেলে হিগিন স্পেন্সার নামে এক বড় র‍্যাঞ্চার মারা গেছে। হয়ত জারভিস ওর ওপর কিছু কাজ করছিল।'

'স্পেন্সার?' হাত বাড়াল স্টার্কি। ডেপুটি ভাঁজ করা হলুদ কাগজটা ওর হাতে তুলে দিল। ওতে লেখা আছে, "হিগিন স্পেন্সারকে মোবীটির উত্তরে তার ডাবল স্টার র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টারে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। স্বাভাবিক কারণেই স্ট্রোকে তার মৃত্যু ঘটেছে।"

পড়া শেষ হলে ওটা ডেপুটির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে হার্ডির সাথে শেরিফের কথা শেষ হলেই শেরিফের হাতে ওটা পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে গেল স্টার্কি।

নিজের কামরায় বসে শেরিফ ওই মুহূর্তে হার্ডিকে প্রশ্ন করছিল, 'সেদিন সকালে ওখানে আর কে কে ছিল? মানে ব্যারন যখন এসেছিল তখন?'

'বেশি কেউ ছিল না,' মনে করার চেষ্টা করল সে। 'সকালে বিশেষ কেউ থাকে না। আমি আর বাঁধুনী। মেয়েরাও ছিল—কিন্তু ওরা ছিল উপরের তলায়। আর ব্যারনের সাথে একটা হলুদ বিড়াল ছিল।'

'আর কেউ?'

'না, আমার...ওহ হ্যাঁ, মার্শাল জ্যাক বুলও ছিল। তবে ব্যারন ঢোকার পথেই সে বেরিয়ে গেছিল।'

শেরিফের গোঁফের ডান পাশটা একটু লাফিয়ে উঠল। ওর নিজস্ব গোপন তদন্তের লিস্টে জ্যাক বুলের নামটাও আছে।

পাদুকাহ্ ক্রসিঙে নেমে স্যুটকেসটা প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে রেখে আড়মোড়া ভেঙে লম্বা যাত্রার জড়তা কাটাবার সময়ে স্টেশনে উপস্থিত

লোকগুলোকে বুল এক নজরে দেখে নিল। কিছু পরিচিত এবং অপরিচিত চেহারা দেখতে পেল। এই সমস্ত জায়গা অনবরত বদলাচ্ছে। একই জায়গা, কিন্তু প্রতিবারই যখন আসে ওর চোখে একই রকম মনে হয় না। একটা নগণ্য জায়গা, এখানে বৃষ্টি খুব কমই হয়। তবে বেশ বাতাস বয়। পাহাড়ের গায়ে ঝোপগুলো আর ঘাসের ওপর ধুলো জমে ধূসর দেখায়। চারপাশের জমি শুকনো আর নিরানন্দ—নিঃসঙ্গ। মলিন চেহারার পাহাড়গুলো উত্তর দিকে উঁচু হয়ে আবার উঁচু সমতল ভূমি হয়ে এগিয়ে গেছে। দক্ষিণ দিকটা নিচু হয়ে গিয়ে ছোট-ছোট ঝোপের সংখ্যা কমতে কমতে মরু অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

প্রতিবারই যখন আসে, ক্লান্ত-বিষণ্ণ চেহারার এলাকাটা তাকেও ক্লান্ত করে তোলে। বিশেষ করে চ্যাপ্টা নিচু পাকা দালানটার দিকে যখন তার চোখ পড়ে। ওখানে এখনও ক্যাটলমেনস ব্যাঙ্কটা রয়েছে। ওই দালানটাকে ঘিরে একটা তিক্ত স্মৃতি জড়িয়ে আছে তার মনে। এই তিক্ততাটা বাতাসে ওড়া ধুলোয় ওই দালানের গায়ে ক্ষয়ে যাওয়া বুলেটের অস্পষ্ট গর্তগুলোর মতই পুরানো। অনেক দিন আগের ক্ষত ওগুলো। ক্ষয়ে দাগগুলো প্রায় মিলিয়ে এলেও, স্মৃতিগুলো আর হারানর ব্যথা এখনও ওর মনে রয়ে গেছে।

তার দেহে শিরদাঁড়ার কাছে গাঁথা পুরানো বুলেটটার মত, যেটা এত বছর পরেও ওখানে বসে সর্বক্ষণ একটা ভোঁতা ব্যথা দিয়ে নিজের উপস্থিতির কথা ওকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, ঠিক তেমনি।

রাস্তা ধরে একটু এগোলেই একটা ছোট দালান। ওটা এক সময়ে মার্শালের অফিস ছিল—এখন ওটা একটা ফীড্ স্টোর। কিন্তু ওটার দেয়ালের আস্তরে প্রতিটি চিড়…কাঠের মেঝেতে কোন তক্তার ওপর পা ফেললে ককিয়ে ওঠে সবই তার জানা।

রাস্তার শেষ মাথার ছোট বাড়িটাও তার চেনা। এখান থেকে দেখা

যাচ্ছে না—ভালই হয়েছে—দেখলে পুরানো স্মৃতি নতুন করে চাড়া দিয়ে উঠবে। তখন সে এখানকার টাউন মার্শাল। ওরই বাড়ি ছিল ওটা। ট্রিশাকে বিয়ে করে ওখানে ছোট্ট সংসার পাতার স্বপ্ন ছিল ওদের মনে।

দক্ষিণের এক ছন্নছাড়া ভবঘুরে এল শহরে। হয়ত পালাবার পথেই একদিনের জন্যে এখানে থেমেছিল। লোকটার হয়ত খারাপ কোন মতলব ছিল না—হয়ত কারও ক্ষতি করতে সে চায়নি—তার যে কি উদ্দেশ্য ছিল সেটা কেউ কখনও জানবে না। কিন্তু যারা ওর পিছনে ধাওয়া করে ওকে অনুসরণ করছিল তাদের মতলব যে খারাপ ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই।

পুরানো স্মৃতিগুলো অ্যাসিডের মতই মনে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। ব্যাঙ্ক বিল্ডিঙটার দিকে তাকাল সে। ঠিক ওটার সামনেই লোকটার শত্রুরা ওকে দেখতে পেয়ে গুলি ছোঁড়া শুরু করল।

সেদিনের অলস দুপুরে রাস্তার ওপর মানুষ মরল। সেদিনের স্মৃতি কোনদিন সে ভুলতে পারবে না।

একাই লোকটা ওদের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত লড়েছিল। সহজে মরেনি ও। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে অনেক গুলি খেয়ে পড়ার মুহূর্তেও ওর পিস্তলের গুলিগুলো প্রত্যেকটা সে কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু ওর বিরুদ্ধে যারা লড়ছিল তারা এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ল।

জ্যাক বুল এখনও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে...এদিক সেদিক গরম সিসার গুলি উড়ছে। শত্রুদের কয়েকজন হাত-পা ছড়িয়ে রাস্তার ওপর পড়ে রয়েছে...সংখ্যায় ওরা অনেক...যারা বেঁচে আছে তারা গুলি ছুঁড়েই চলেছে।

একটা গুলি আমার গায়ে বেঁধার আগে একটা গুলিও ছুঁড়িনি, তিক্ততার সাথে ভাবল জ্যাক। হয়ত তা করলে...

দ্বিতীয় গুলি খেয়ে পড়ে গেছিল সে। মনে পড়ল মার্শালের

অফিসের সামনে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে আকাশের দিকে চেয়ে যারা তখনও বেঁচে ছিল তাদের ঘোড়া ছুটিয়ে পালাবার শব্দ সে শুনতে পেল। চিৎকার আর আর্তনাদের শব্দে কি ঘটেছে দেখার জন্যে কোনমতে একটু উঁচু হয়ে চারপাশে তাকাল।

অনেক লোক পড়ে রয়েছে রাস্তায়। এই ঘটনার সাথে তাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। কিন্তু ভবঘুরে লোকটার এখানে উপস্থিতির কারণেই ঘটনার ফল ওদের ভোগ করতে হল।

এবং ওইসব লাশের ভিতর নীল জামা পরা একটা মেয়েকেও দেখতে পেল সে। পাশেই পড়ে আছে পিকনিক বাস্কেটটা। দুপুরে দুজনে একসাথে লাঞ্চ করার কথা ছিল। পিকনিক বাস্কেটে দুজনের লাঞ্চ নিয়ে তারই কাছে আসছিল ট্রিশা।

কাছেই কার যেন গলার স্বর শুনে সংবিৎ ফিরে পেল বুল। এক মুহূর্ত বোকার মত সামনে দাঁড়ানো লোকটার দিকে চেয়ে থাকল সে। লোকটা বয়সে তার চেয়ে বড়। লোকটা হাসল—এবার জ্যাক ওকে চিনতে পেরে নড্ করল।

'হ্যালো, মিক্,' বলল সে। 'একটু স্মৃতি রোমন্থন করছিলাম। বিশেষ কিছু বদলায়নি, তাই না?'

'এখানে কিছুই বদলায় না,' বলল মিক্। 'বেশ অনেকদিন পরে তোমাকে দেখলাম, জ্যাক।'

'ব্যস্ত ছিলাম।' স্যুটকেসটা তুলে নিল জ্যাক। 'তোমার বৌ-ছেলে-মেয়ে সব ভাল তো?'

'মোটামুটি চলে যাচ্ছে,' জবাব দিল মিক। 'আবার একটু ঘুরে দেখতে এসেছ?'

'রাতটা কাটিয়ে কালকের ট্রেনেই আবার ফিরে যাব।' ডিপোর পিছনে দোতলা হোটেলের দিকে রওনা হয়েই ছায়ায় দাঁড়ানো একটা

লোককে তীক্ষ্ণ চোখে ট্রেনের ওপর নজর রাখতে দেখে থামল। বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। জামা-কাপড় দেখেই বোঝা যায় লোকটা নবাগত—স্থানীয় কেউ নয়। কেন যেন লোকটাকে পরিচিত মনে হল ওর।

'লোকটা কে?' মিককে প্রশ্ন করল সে।

'ওর কথা বলছ? লোকটা দুদিন হল এখানে এসেছে। রাস্তা আর ট্রেনগুলোর ওপর নজর রাখে। অদ্ভুত ধরনের লোক। গলার স্বর একটু ফ্যাসফ্যাসে কিন্তু হাত দুটো এত নরম যে কোনদিন খেটে খেয়েছে বলে মনে হয় না। লোকে বলে ও নাকি একজন গান-ফাইটার। কিন্তু কারও সাথে কথা বলে না। মনে হয় কারও জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'বাজে কথা ছাড়ো, মিক। আমি জানি এখানকার সব খবরই তোমার কানে আসে। লোকটার নামটা কি?'

'সিমন্‌স্। গ্রে সিমন্‌স্। অন্তত হোটেল রেজিস্টারে তাই লেখা আছে।'

ভুরু কুঁচকাল বুল। নামটা কোথায় শুনেছে মনে করার চেষ্টা করছে সে। চেহারাটাও কোথায় যেন দেখেছে…কিন্তু মনে করতে পারছে না।

আবার হোটেলের পথ ধরল বুল। মিকও ওর পাশেপাশে এগোল। চলতে চলতে সে হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'তুমি কি কখনও এখানে ফিরে আসার কথা ভেবে দেখেছ? মানে এখানে থাকার জন্যে? এখানে অনেকেই তাতে খুশি হবে।'

নীরবেই এগিয়ে চলল জ্যাক। জবাব দিল না।

কাঁধ উঁচাল মিক। 'থাক, বলতে হবে না। আমি বুঝি কেন তুমি এখানে থাকতে চাও না—কিন্তু তবু বারবার ফিরেও আসো।'

'আমি একটা কারণেই এখানে আসি, মিক। একটাই কারণ।' গলার স্বরটা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল জ্যাক। গলাটা বুজে আসতে

চাইছে। 'আমি এখানে ট্রিশার কবরের পাশে কিছুটা সময় কাটা আসি।'

হোটেলের দরজার সামনে এসে সে থমকে দাঁড়াল। 'সিমন্স্?'

'গ্রেঁ সিমনস্,' মাথা ঝাঁকাল মিক। 'ওকে চেনো তুমি?'

'ওর কথা শুনেছি। একজন ওস্তাদ গানফাইটার। কেউ কেউ বলে জেস ম্যাকয়ের পরে সে-ই নাকি ফাস্ট ড্রতে বর্তমানে সবার সেরা।' ডিপোর দিকে ফিরে তাকাল জ্যাক। 'ও এখানে কেন এসেছে, মিক?'

'তা আমি কিভাবে জানব, জ্যাক?'

'মিক!' শাসাল বুল।

আবার কাঁধ উঁচাল লোকটা। 'সে ডিপোর এজেন্টকে ব্যারন নামে একটা লোকের কথা জিজ্ঞেস করেছিল। ব্যস, এইটুকুই আমি জানি।'

ব্যারন! আবার সেই পুরানো স্মৃতিগুলো নতুন করে মনে পড়ছে তার। সেই দিনের ঘটনায় সব হারানর ব্যথাটা আবার চাড়া দিয়ে উঠল।

সিডনি ব্যারন। একজন ভবঘুরে লোক—যার অনেক শত্রু। আগেকার সেই লোক নয়, কিন্তু পরিস্থিতিটা একই রকম। আগের মতই দুই পক্ষ লড়বে যাদের পিস্তল ড্র এতই ফাস্ট যে চোখে দেখা যায় না। হয়ত সেই আগের জায়গাতেই লড়াই চলবে। নির্দোষ মানুষের লাশ ছিটিয়ে পড়ে থাকবে রাস্তায়।

'বিল্ ক্রফট্ কি এখনও এখানকার টাউন মার্শাল?' প্রশ্ন করল বুল।

'সে-ই আছে, কিন্তু দু'এক সপ্তাহের জন্যে সে বাইরেই থাকবে মনে হয়। কেন?'

'ওর জায়গায় আর কেউ নেই?'

'বর্তমানে কাউকেই সে ভার দিয়ে যায়নি। এখানে তেমন কিছুই ঘটে না, জ্যাক।'

রাস্তা ধরে উদাস চোখে দূরের দিকে তাকাল জ্যাক। 'অতীতে একটা সময় গেছে,' বিড়বিড় করে বলল জ্যাক, 'তখন অনেক কিছু ঘটেছিল।'

অনেক পুবে, বাফেলো ওয়েলসে সিডনি ব্যারন নিচের দিকে চেয়ে দেখল হলুদ বিড়ালটা তার বুটের চারপাশে ঘোরাফেরা করছে। অস্ফুট স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করে কি যেন বলল সে।

ভ্রূকুটি করে ওর দিকে ফিরে তাকাল ডিকি। 'তোমার যদি বিড়ালটাকে এতই অপছন্দ হয়, তাহলে আমিই ওকে সাথে করে নিয়ে যাব,' একটু রাগের সাথেই বলল সে। 'আমার বিশ্বাস বিড়ালটা গুড লাক। আমি ওর নাম রেখেছি "লাক"।'

'তোমার সাথেই ওকে নিয়ে যাও,' জবাব দিল ব্যারন। 'বিড়ালের আমার দরকার নেই—বিড়াল আমি চাই না—আমার কোন বিড়াল নেই। তুমি যা খুশি করো, কিন্তু ওই ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে পড়ো। আমি তোমাকে বলেছি, সু মাতিন জানে আমি এখানে আছি। যে কোন সময়ে সে দেখা দিতে পারে।'

'তোমার সাথে মানিয়ে চলাটা সত্যিই খুব দুষ্কর ব্যাপার,' বলে আপত্তি জানিয়ে কাঁধ উঁচিয়ে একটা অপারগ ভঙ্গি করে ঘোড়ার কাছে ফিরল সে। 'ওই ইণ্ডিয়ান লোক দুজনও তোমার পাশে থেকে তোমাকে সাহায্য করত। আমিও হয়ত করতাম, যদি জানতাম তুমি এর জন্যে কোনদিন আমাকে একটা ধন্যবাদ জানাবে। কিন্তু না। তোমার একাই ওর মোকাবিলা করা চাই। আমার মনে হয় এটা তোমার নিছক হ্যাঁকড়ামি। কিন্তু কি করা যাবে? তোমার স্বভাবই এমন।'

'লোকটা যে সে কেউ নয়, স্বয়ং সু মাতিন,' মাথা নাড়তে নাড়তে

একটু বিরক্তির সাথেই বলল ব্যারন। তরুণ ছেলেটা কিছুতেই বুঝবে না যে এমন বিপদও থাকতে পারে যা সে কখনও কল্পনাই করতে পারবে না।

'সু মাতিন,' ব্যঙ্গ করে বলল ডিকি। 'এক বন্দুকবাজ মরা বেশ্যার নাম ব্যবহার করছে। আমি তোমার মত উন্নত মানের পিস্তলবাজ না হলেও একেবারে ফেলনা নই—নিজেকে সামলে চলার মত ক্ষমতা আমার আছে।'

ব্যারন অন্যদিকে মুখ ফেরাল। ওকে বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা। তরুণ রক্ত বইছে ওর দেহে—ব্যারন কি বলতে চাইছে সেটা উপলব্ধি করার মত অভিজ্ঞতা ওর নেই। ডিকি জানে না এখানে থাকলে সে যে কখন মারা পড়ল না বুঝেই মরবে। যাহোক, পাখির গান তর্ক করেনি। নিজের ঘোড়া নিয়ে সে কোন প্রতিবাদ না করেই চলে গেছে। আর ছেলেটা যে কাউকে কিছু না বলে কখন চলে গেছে তা কেউ জানেও না। এটাই ওর স্বভাব। যদি সু মাতিন আসে...মানে যখন সু মাতিন দেখা দেবে...ব্যারনের মন বলছে খুনীটা কাছেই কোথাও আছে...আশেপাশে কেউ থাকলে তারা বেঘোরে প্রাণ হারাবে।

তার নিজের কপালেও হয়ত তাই ঘটবে, তবে মরতে হলে সে একটা ভাল ফাইট না দিয়ে সহজে মরবে না।

গুদামের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ডিকি ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে পেটি এঁটে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। রুষ্ট চোখে ব্যারনের দিকে একবার তাকাল সে। ব্যারন যে ওকে উপযুক্ত পুরুষ বলে প্রমাণ করার সুযোগ দিল না, এজন্যে যে ব্যারনকে সে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না—সেটা ওর চাহনি দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল।

অবুঝ ছেলে, ভাবল সিডনি। এখান থেকে জলদি সরে পড়ো, তাহলে অনেকদিন বাঁচতে পারবে। এখানে থাকলে সুবিধার চেয়ে

আমার অসুবিধাই বেশি হবে। 'যাও,' তাড়া দিল সে। 'এখান থেকে সরে পড়ো।'

ডিকি নিচের দিকে চেয়ে ঝুঁকে বিড়ালটাকে ডাকল। 'চলে এসো, লাক। যেখানে আমাদের কোন সমাদর নেই সেখানে আমরা থাকব না।'

বিড়ালটা একটু ইতস্তত করল, তারপর লাফিয়ে ঘোড়ার জিনের পিছনে উঠে বসল। অপরিচিত শব্দে ঘোড়াটা ঘাড় কাত করে আড়চোখে পিছনদিকে তাকাল। শক্ত হাতে লাগাম ধরে ঘোড়াকে স্থির রাখল ডিকি।

ইচ্ছে করেই পিছন ফিরে ব্যারনের দিকে তাকাল না। টুপিটা টেনে কাত করে নিচে নামিয়ে লাগামে ঝাঁকি দিয়ে ঘোড়াটাকে আগে বাড়ার নির্দেশ দিল যুবক। ছাপরার আড়াল থেকে বেরিয়ে পশ্চিমে এগোল সে। 'অপেক্ষা করো, লাক,' দাঁতে দাঁত চেপে বিড়ালটাকে সান্ত্বনা দিল যুবক, 'আমরা এমন জায়গায় যাচ্ছি যেখানে সমাদর...'

একটু অস্বস্তি বোধ করেই ব্যারন ছাপরার কোনায় এসে দাঁড়াল। বাতাসে কিসের যেন একটা আভাস পাচ্ছে সে।

আধ মাইল দূরে মেসার তলায় খাঁড়ির পাশে কিছু গাছপালা জন্মে ক্রীকটাকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। দুটো কবুতর হঠাৎ বাসা ছেড়ে ডানা মেলে আকাশে উড়ল। পিছনের পাহাড়ের গায়ে দুটো বিন্দুর মত দেখা যাচ্ছে।

'ডিকি!' চিৎকার করে উঠল ব্যারন। 'মাটিতে শুয়ে পড়ো!'

অবাক হয়ে পিছন ফিরে তাকাল সে...পর মুহূর্তেই জিন থেকে ছিটকে নিচে পড়ল। যেন কেউ ওকে প্রচণ্ড ঘুসি মেরে ফেলে দিল। ওখানেই পড়ে রইল ডিকি একটুও নড়ছে না। উজ্জ্বল লাল রক্ত বেরিয়ে ওর পাশের মাটি রাঙিয়ে তুলল। ঘোড়াটা অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে

রক্তের গন্ধ পেয়ে ছুটে পালাল। বিড়ালটা ওর পিঠ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আড়াল খুঁজে লুকিয়ে পড়ল।

দূর থেকে বাতাসে একটা গুলির শব্দ ভেসে এল। দূর পাল্লার রাইফেলের ভারি আওয়াজ। ছাপরার আড়ালে পিসমেকার হাতে দাঁড়িয়ে আছে ব্যারন। বুঝতে পারছে তার হাতে ধরা কোল্ট পিসমেকারটা এই পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ অকেজো। 'এক হাজার গজ,' আন্দাজ করে বলল সে নিজের মনেই। 'একটাই অব্যর্থ শট...কি ধরনের রাইফেল ওটা?'

ডিকি হেণ্ডারসন মাত্র বারো গজ দূরে পড়ে আছে, কিন্তু ওর জন্যে এখন আর তার কিছুই করার নেই। রাগে ওর চোখ জ্বলছে। পিস্তলবাজির ব্যবসা ছেড়ে ছেলেটা যখন সৎ পথে চলার জন্য মনে মনে তৈরি হচ্ছিল, পিস্তলবাজির চরম মূল্য তাকে ঠিক সেই মুহূর্তেই দিতে হল। নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস। সে পথ বদলে ভাল পথে চলার আর সুযোগ পেল না। ডিকি হেণ্ডারসন এখন মৃত। অকালেই তাকে বিদায় নিতে হল।

আধমাইলেরও কিছুটা দূর থেকে অ্যালেকজাণ্ডার হেনরি রাইফেলের উপরে বসানো টেলিস্কোপটার ভিতর দিয়ে ভাল করে দেখে মুখ বাঁকাল সু মাহিন। দূর থেকে এক ঝলক দেখে যাকে সিডনি ব্যারন মনে করেছিল—এবং হলুদ বিড়ালটাও যার পিছনে বসা ছিল—সেই মরা লোকটা আসলে ব্যারন নয়। বিড়ালটাকে দেখেই ভুলটা করেছে সে। আবার গুলি করার জন্যে তেপায়ার ওপর বসানো রাইফেলটা নিয়ে তৈরি হল সে। ব্যারন ওখানেই আছে, একসময়ে দেখা দিতেই হবে ওকে। একটা সুবিধামত শট—ব্যস সব শেষ। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে ওর পিছনে—টাকা যা পেয়েছে সেই তুলনায় অনেক বেশি খাটতে হয়েছে ওকে। আজই কাজটা শেষ করতে হবে।

ছাপরাটার ধারে একটা মুখ মুহূর্তের জন্যে দেখা দিয়েই সরে গেল। বুলেট পৌঁছতে পুরো এক সেকেণ্ড সময় লাগবে। খুব দ্রুত সরে যাওয়ায় গুলি ছোঁড়ার সময় পেল না সু ম্লাতিন। কিন্তু টেলিস্কোপিক সাইটে ওর মুখটা পরিষ্কার দেখতে পেল। হ্যাটের কার্নিসের ছায়ায় ওর কালো চোখ দুটো দেখা গেল না বটে, কিন্তু চৌকো চিবুক আর ছোট করে ছাঁটা গোঁফ...ওটা সিডনি ব্যারন এতে কোন সন্দেহ নেই। রইফেলটা ওদিকে তাক করে অপেক্ষায় রইল সে।

অ্যালেকজাণ্ডার হেনরি রাইফেলের বুলেট এক হাজার গজ পৌঁছতে এক সেকেণ্ড সময় নেবে। এক সেকেণ্ডের জন্যে সিডনি ব্যারনকে খোলা জায়গায় দেখতে চায় মাতিন।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই পুবের নিচু জমি পেরিয়ে একটা ট্রেনের ডাক বহুদূর থেকে বাতাসে ভেসে এল।

দশ

ছাপরাটার পিছনে চুপ করে নিচু হয়ে বসে আছে ব্যারন। সে জানে যতক্ষণ অদৃশ্য থাকছে ততক্ষণই কেবল সে নিরাপদ। ছাপরার সরু বোর্ডের দেয়াল ভারি রাইফেলের গুলির গতি কমাতে পারবে না।

একবার সে ঝুঁকি নিয়ে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছিল লোকটা কোথায় আছে বোঝা যায় কিনা। কোন নড়াচড়া বা একটা ঝিলিক...কিন্তু সে জানত ওসব কিছুই দেখা যাবে না। এক ঝলক

দেখেই সরে এসেছিল—কারণ বলা যায় না ওই মুহূর্তে হয়ত একটা বুলেট ওর দিকেই ছুটে আসার মাঝপথে রয়েছে, কিছুই বলা যায় না। সু মাতিন যে-ই হোক না কেন সে পুরোপুরি পেশাদার। বেশিক্ষণের জন্যে উঁকি দিয়ে ওদিকে চেয়ে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কিন্তু কিছুই ঘটল না। মাতিন ভাল করেই জানে ওখান থেকে পালাবার ওর কোন রাস্তা নেই। পেশাদার লোক আন্দাজে গুলি ছুঁড়ে গুলি নষ্ট করবে না।

কিন্তু এখন কি করবে সে? ভাল সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকবে? ওই রাইফেলের গুলি কোন বাধাই মানবে না—মিসও করবে না। কিন্তু ওটা কি ধরনের রাইফেল? আবার ভাবল ব্যারন। দুবার ওই শব্দটা শুনেছে—মনের কোথায় যেন একটা অস্পষ্ট স্মৃতি রয়েছে—ঠিক মনে পড়ছে না। শব্দটা পরিচিত। ইণ্ডিয়ান ছেলেটার রাইফেলের মত ভারি জোরালো নয়। অনেকটা চাবুকের তীক্ষ্ণ আওয়াজের মত।

ক্যানসাসের প্রাক্তন আউটল 'ল অফিসারের' রাইফেলের মত। এবার মনে পড়ল লোকটার নাম। স্টুডিভ্যান্ট। স্টুডিভ্যান্ট ছিল কাজের লোক। আইনবিহীন এলাকায় আইন প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আউটল জেনেও জাজ তাকে নিয়োগ করেছিল।

স্টুডিভ্যান্টের একটা অ্যালেকজাণ্ডার হেনরি রাইফেল ছিল। ওর হাতেই দ্বিতীয়বার সে ওই রাইফেল দেখেছে। ঠিক চাবুক ফোটার মত শব্দ।

কিন্তু এমন নিখুঁত শুটিঙ এত দূর থেকে? আধমাইলেরও বেশি। স্টুডিভ্যান্টের হাত ভাল ছিল, কিন্তু এত ভাল নয়।

টেলিস্কপিক সাইট? ভাবল সে। মাতিন তাই ব্যবহার করছে। কিন্তু টেলিস্কপিক সাইট ব্যবহার করে এত দূরে জায়গামত গুলি লাগানো খালি হাতে অসম্ভব। নিশ্চয় শুটিঙ স্ট্যাণ্ড বা ট্রাইপড ব্যবহার করছে

মাতিন।

খালি হাতে ধরা রাইফেলের মত এত সহজে ওটার দিক বদলানো সম্ভব নয়।

ঝুঁকি নেয়ার সময় এসেছে। দেয়ালের সাথে সেঁটে দাঁড়িয়ে পিস্তলটা খাপে ভরল সে। তারপর দু'আঙুলে অন্য হাতের কব্জিতে হার্টবিট গুনে এক সেকেণ্ড কতটা সময় সঠিক ভাবে আঁচ করে নিল। এবার ছাপরার আড়াল থেকে বেরিয়ে ঢালের উপরের ঝোপগুলোর দিকে চেয়ে দেখল আবার। এক-দুই-তিন! দ্রুত গুনেই ঝপ করে মাটিতে শুয়ে পড়ল। রাগী ভোমরার মত শব্দ তুলে একটা বুলেট ওর ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে থাকলে ওর বুক ফুটো হয়ে যেত ওই গুলিতে। একটু পরেই গুলির তীক্ষ্ণ শব্দটা শোনা গেল।

হামাগুড়ি দিয়ে আবার ছাপরার আড়ালে এসে পড়ল ব্যারন। তার ধারণাই ঠিক—তেপায়া ব্যবহার করছে লোকটা। এবারে পঞ্চাশ গজ দূরে ডিপো বিল্ডিঙের দিকে ছুটল ব্যারন।

আরেকটা বুলেট তার পাশ দিয়ে বাতাস কেটে শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল। বুঝল এবার স্ট্যাণ্ড ছেড়ে রাইফেলটা হাতে তুলে নেওয়া হয়েছে। বুলেটটা আগের মতই মারাত্মক হলেও সঠিক তাক করা কঠিন হয়ে উঠেছে।

দালানের আড়ালে পৌঁছেই আবার বেরিয়ে এসে ঝোপগুলোর দিকে তাকাল ব্যারন। মুহূর্তে কোন ঝোপটার থেকে একটু ধোঁয়া উঠেছে দেখে নিয়েই আবার চট করে আড়ালে সরে গেল। একটা শক্তিশালী বুলেট ওর পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে ছোট একটা পাথর চৌচির করে দিল।

পরেরবারও গুলিটা পার হওয়ার প্রায় সাথে সাথেই শব্দ এসে পৌঁছল। কিন্তু এবার দুটো শব্দ শোনা গেল। শার্পস .৫০-এর শব্দটা অ্যালেকজাণ্ডার হেনরির আওয়াজকে ছাপিয়ে গর্জে উঠেছে।

আবার বেরিয়ে একটু ডান দিকে মেসার ধারটার দিকে তাকাল সিডনি। যা ভেবেছিল ঠিক তাই। মেসার কিনারে সেই নামবিহীন ছেলেটা দাঁড়িয়ে আবার গুলি ছোঁড়ার জন্যে রাইফেল তুলে প্রস্তুত হচ্ছে। মাতিনের ঝোপটার থেকে ছেলেটার দূরত্ব কিছু কম হলেও অন্তত পাঁচশো গজ হবে। মেসার ওপর থেকে নিচের দিকে গুলি ছুঁড়েছে সে।

'লুকিয়ে পড়ো, বাছা!' দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিসিয়ে বলল ব্যারন। 'ওর সাথে লাগতে যেয়ো না।'

আবার শার্পস থেকে গুলি ছুঁড়ল ছেলেটা। অ্যালেকজাণ্ডার হেনরি তার জবাব দিল ঝোপের ভিতর থেকে। ঘুরে পড়ে গেল ছেলেটা। ওর রাইফেলটা হাত থেকে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল। পড়ে যাওয়ায় ওকে আর দেখতে পাচ্ছে না সিডনি। দ্বিতীয় বুলেটটা মেসার ওপর একটা পাথরে বাড়ি খেয়ে শব্দ তুলে অন্যদিকে চলে গেল। হলুদ বিড়ালটা হঠাৎ ছুটে খোলা জায়গাটা পার হয়ে ডিপোর বারান্দার তলায় আশ্রয় নিল। বিড়ালটা রাগে গজরাচ্ছে, ডিপোর আড়াল থেকে শুনতে পাচ্ছে ব্যারন। নিচু হয়ে বিড়ালটার দিকে তাকাল সে—ওর ওত পেতে বসার ভঙ্গিটা কেন যেন জিঞ্জার ব্রেড হিলে যখন শার্লি ওকে আদর করেছিল সেই সময়ের কথাই মনে করিয়ে দিল।

হঠাৎ ব্যারন বুঝল, রাগে নয়, ভয় পেয়েই বিড়ালটা অমন করছে।

দূর থেকে পুবের ট্রেইনের হুইস্‌ল্ শোনা গেল। ব্যারনের ধারণা হল ব্যাপারটার সম্ভবত কোন চূড়ান্ত মীমাংসা এখন আর হবে না। যতক্ষণ আড়ালে রয়েছে ততক্ষণ সে নিরাপদ। ওখানে সু মাতিনের একটা নিশ্চিত শটের সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকা ছাড়া আর উপায় নেই। ট্রেইন চলে না যাওয়া পর্যন্ত সে কি অপেক্ষা করবে? নাকি নিচে আরও কাছে নেমে এসে কাজটা শেষ করতে চাইবে?

ব্যারনের পিসমেকারের রেঞ্জের ভিতরে আসার ঝুঁকি কি সে নেবে?

বড় কোল্টটা মূলত একশো গজ পর্যন্ত মারাত্মক। কিন্তু যোগ্য লোকের হাতে এর দ্বিগুণ ওটার রেঞ্জ। সামান্য মুখ বের করে ওই ঝোপ আর ডিপোর মাঝের এলাকার জমিটা দেখে বুঝল ওখান থেকে নিজেকে আড়ালে রেখে অনেক দূর পর্যন্ত মাতিনের পক্ষে এগিয়ে আসা সম্ভব। পিস্তলের রেঞ্জের বাইরে থেকেও খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসে সে ব্যারনকে খুঁজে বের করে হত্যা করার চেষ্টা করতে পারে। তিন, চার বা পাঁচশো গজ দূরে পিসমেকারের রেঞ্জের বাইরে থেকে চক্কর দিয়ে ঘুরে ইচ্ছা করলে সে ব্যারনকে খুঁজে বের করে খুন করতে পারবে। ওভাবে পুরো স্টেশন এলাকাটা চক্কর দিলে নিশ্চয় সুবিধামত একটা জায়গা এক সময়ে ওর মিলবেই—যদি একটা সময় সে পায়। ট্রেন পৌঁছতে এখনও বেশ কিছু সময় লাগবে। ব্যারনের পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল বিড়ালটা। একদৃষ্টে সে ওই ঝোপটার দিকে চেয়ে আছে। এবার হুইসেলের ডাক শোনা গেল। ওটার দূরত্ব আন্দাজ করে সে বুঝল এখনও মাতিনের হাতে সময় আছে। ইচ্ছা করলে এখনও মাতিন একটু ঝুঁকি নিলে ওকে খুঁজে বের করতে পারবে।

বিড়ালটা বারান্দার তলা থেকে বেরিয়ে সিডনির কাছাকাছি এসে পায়ের কাছে ওত পেতে বসল। কান দুটো মাথার সাথে সেঁটে আছে। গোঁফসহ উপরের ঠোঁটটা কুঁকড়ে উপরে উঠে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে।

'তুমি জানো ওখানে কে আছে?' বিড়বিড় করল সিডনি। আসলে ওর নিজের মনেই একটা অস্পষ্ট ধারণা দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

আবার ট্রেনের ডাক শোনা গেল। ওটার দূরত্ব অনুমান করে বুঝল এখনও সু মাতিনের হাতে অনেক সময় আছে। ওখান থেকে নেমে এসে তাকে মেরে ট্রেন এসে পৌঁছার আগেই গা ঢাকা দেয়ার যথেষ্ট সময় সে পাবে।

একটা গুলির আওয়াজ শোনা গেল। সিডনি চমকে মাথা তুলল। শার্পস .৫০-এর আওয়াজ! ছেলেটা তাহলে মরেনি। বেঁচে আছে এবং গুলিও ছুঁড়ছে!

'মাথাটা সাবধানে আড়ালে রেখো, বাছা,' আপন মনেই বলল সিডনি। 'খেলাটা হয়ত এখনও শেষ হয়নি।'

তিরিশ গজ দূরে গুদাম ঘর। ওখানে ওর ঘোড়ার পিঠে রয়েছে ডাবল স্টারের মৃত গানম্যানের থেকে সংগ্রহ করা উইনচেস্টারটা। রাইফেলটা বড় বোরের নয়, কিংবা বেশি দূর-পাল্লারও নয়, কিন্তু পিস্তলের থেকে ওটার রেঞ্জ অনেক বেশি। সে যদি ওই রাইফেলটা হাতে পায়...

মেসার ওপর থেকে শার্পস রাইফেলটা আবার গর্জে উঠল। জবাবে চাবুক ফোটার আওয়াজ এল অ্যালেকজাণ্ডার হেনরির থেকে। লাফিয়ে ডিপোর আড়াল থেকে বেরিয়ে সিডনি গুদামের দিকে ছুটল। দূর থেকে শার্পসের আওয়াজ শোনা গেল আবার। কিন্তু কোন বুলেট ওর দিকে এল না। গুদামে ঢুকে রাইফেলটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল সে। বেরোবার আগেই লিভার টেনে গুলি ছোঁড়ার জন্যে রাইফেলটাকে তৈরি করে নিয়েছে।

ক্যালিবার ৪৪—৪০, খুব শক্তিশালী কিছু নয়। অ্যালেকজাণ্ডার হেনরি বা ইণ্ডিয়ান ছেলেটার শার্পসেরও সমকক্ষ নয়—কিন্তু রাইফেল তো বটে? গুদামের কোনা থেকে মাথা বের করে প্রায় অসম্ভব দূরত্বে ওই ঝোপটার দিকে তাক করে রাইফেলের মাথাটা প্রায় এক ফুট উঁচু করে ট্রিগার টিপে দিল ব্যারন। লক্ষ্য ভেদ করার আশা নিয়ে গুলি করেনি সে। কিন্তু সু মাতিনকে এখন দ্বিতীয়বার বিবেচনা করে দেখতে হবে। হাজার গজ দূর থেকে উইনচেস্টার মারাত্মক না হতে পারে, কিন্তু ব্যারন ওর তিনশো গজের মধ্যে পৌঁছতে পারলে বিপদের সমূহ

সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া দুদিকে একসাথে তাল রাখাও কঠিন ব্যাপার।

'আগে বেড়ে এদিকে আসার কথা ভুলে যাও, মাতিন,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'যেখানে আছ, সেখানেই থাকো। আমিই তোমার কাছে আসছি।' ঈশ্বরের আশীর্বাদ যে ওই বুনো ছেলেটা ওই জায়গায় রয়েছে। ও ওখানে থাকায় মাতিনের প্ল্যানটাই মাটি হয়ে গেছে।

সু মাতিন ফাইটার নয়। লোকটা গুপ্তঘাতক—সামনা-সামনি যুদ্ধে অভ্যস্ত নয় আন্দাজ করছে সিডনি। প্রত্যেকটা খুনই সে গোপনে তার শিকারকে কোন রকম সুযোগ না দিয়ে অতর্কিতে হত্যা করেছে।

অ্যালেকজাণ্ডার হেনরির থেকে মিনিটখানেকেরও বেশি হয়ে গেল কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। ছেলেটার শার্পসের শেষ গুলিটার পর আর সু মাতিন তার জবাব দেয়নি। আবার গুলি ছুঁড়ল ব্যারেন। .৪৪ গুলিটা ওর গায়ে না বিঁধলেও অন্তত ধারে কাছে কোথাও পড়বে। ছুটে গুদামের উল্টো পাশ দিয়ে বেরিয়ে খোলা জায়গা দিয়ে এঁকেবেঁকে দৌড়ে ঝোপটার দিকে আগে বেড়ে চলল সিডনি। পথে যেটুকু আড়াল পেল সেগুলোও ব্যবহার করছে। সব সময়ে সতর্ক চোখ রেখেছে ঝোপের আশেপাশে ধোঁয়া দেখলেই চট করে সরে যাবে কিংবা ঝপ করে শুয়ে পড়বে। সামনে একটা সরু দু'ফুট গভীর বর্ষার পানি যাবার শুকনো নালা। মাথা নিচু করে ওটা ধরেই প্রথমে একশো, তারপর আরও দুশো গজ এগিয়ে গেল সে। একটু মাথা তুলে ঝোপটার সাথে নিজের অবস্থানের দূরত্বটা যাচাই করে দেখল। এখনও সাতশো গজ মত রয়েছে। তবে এখন কাভারের সংখ্যা বেশি। নালা থেকে বেরিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে বেশ খানিকটা এগিয়ে একটা আরও গভীর নালা দেখতে পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিচে। চারপাশের নীরবতায় একটু অবাকই হল সে। এতক্ষণ প্রতি মুহূর্তে সে আশা করছিল একটা

শক্তিশালী বুলেট তার দিকে ছুটে আসবে—কিন্তু আসেনি। তবে কি সু মাতিন ইণ্ডিয়ান ছেলেটার গুলিতে মারা পড়েছে? কেন যেন সেটা বিশ্বাস হচ্ছে না তার। কিন্তু তাহলে মাতিন এতক্ষণ গুলি করেনি কেন? এতক্ষণ প্রায় ফাঁকা এলাকায় তাকে গুলি করে মারা মাতিনের পক্ষে যতটা সহজ ছিল এখন আর ততটা সহজ হবে না। এখান থেকে আড়ালের সংখ্যা অনেক বেশি। বড় নালাটা ধরে একশো একশো করে আরও তিনশো গজ এগিয়ে গেল সিডনি। এখান থেকে ঝোপটা ৪৪—৪০ রাইফেলের জন্যে রেঞ্জের প্রায় শেষ সীমায় হলেও টার্গেট দেখতে পেলে সিডনির পক্ষে এখান থেকে টার্গেটে গুলি বেঁধানো এখন আর অসম্ভব নয়। ভিজে ওয়াশের সাথে উপর দিক থেকে একটা শুকনো নালা এসে মিশেছে। ওটা বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল সিডনি—প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকতে হচ্ছে ওকে। আরও একশো গজ এগোল। একটু থেমে মুহূর্তের জন্যে মাথা সামান্য উঁচু করে দেখল সু মাতিন যে বড় ঝোপটার আড়াল থেকে গুলি করছিল তারই প্রায় কিনারে পৌঁছে গেছে ও। মাথা নিচু করে আরও কিছুটা এগোল। এখনও সম্পূর্ণ নীরবতা! একটা সম্ভাবনার কথা ওর মনে জাগছে। এবারে মাথা উঁচু করে ঝোপের ভিতরটা খালি দেখে ডান দিকে মেসার মাথার দিকে তাকাল সে। ওখানে ইণ্ডিয়ান ছেলেটাকে তার দিকে চেয়ে হাত নাড়তে দেখে অবাক হল না সিডনি।

ইশারাটার মানে পরিষ্কার। সু মাতিন আর এখানে নেই। দু'দিক থেকে গুলি শুরু হওয়ায় বেগতিক দেখে সরে পড়েছে মাতিন। আপাতত গেছে বটে, কিন্তু সে এখনও বহাল তবিয়তেই আছে—এখনও অচেনা—অদৃশ্য। আপাতত বিপদ কাটলেও বেপরোয়া লোকটা তার পিছু ছাড়বে না—আবার একটা সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে। মেসার ওপর থেকে ছেলেটা খুঁড়িয়ে এক পায়ে লাফিয়ে অদৃশ্য হল।

একটু পরেই সে আবার ঘোড়ার পিঠে চড়ে দেখা দিল। আবার হাত নাড়ল ছেলেটা—ব্যারনও হাত নেড়ে জবাব দিল।

একটু খুঁজেই খুনীর আস্তানাটা দেখতে পেল ব্যারন। ওখান থেকেই জমিটা ধীরে ধীরে নিচে নেমে গেছে। ওখান থেকে নিচের সব কিছুই পরিষ্কার দেখা যায়। তেপায়াটার চিহ্ন দেখতে পেল সে। পাশেই পড়ে আছে পিতলের আগার দিকে সরু হয়ে আসা লম্বা কয়েকটা গুলির খোল। বোতলের গলার মত অনেকটা। দূরপাল্লায় নিখুঁত শুটিঙের জন্যে বিশেষ যত্নের সাথে তৈরি বুলেট ওগুলো।

ওগুলো তুলে দেখে গন্ধ শুঁকল। অল্পক্ষণ আগেই ব্যবহার করা গুলি থেকে কড়া নাইট্রো-সেলুলোজ পাউডারের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। হাতে গুলি নিয়ে কি যেন ভাবছে সে—একটা পরিচিত সুগন্ধের ক্ষীণ একটু আভাস যেন বাতাসে ভাসছে।

ট্রেইনের হুইস্‌ল্‌টা আবার শোনা গেল। এবার অনেকটা কাছে। আরও কিছুক্ষণ ভাল করে চারপাশটা ঘুরে দেখল ব্যারন—কিন্তু নতুন কোন সূত্র পাওয়া গেল না। এবার পরিত্যক্ত বাফেলো ওয়েল্‌স্ স্টেশনের দিকে ফিরে চলল সে।

ইণ্ডিয়ান ছেলেটা মেসা ঘুরে পুব দিকে নিচে নামার একটা সহজ পথ পেয়ে ওই পথেই নেমে এল। স্টেশনে পৌঁছে ব্যারন দেখল ছেলেটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে আসছে—নেতিয়ে পড়েছে, কিন্তু তবু কোনমতে টিকে আছে।

খোলা উঠানে হলুদ বিড়ালটা ডিকি হেণ্ডারসনের লাশটার চারপাশে ঘুরছে। সাবধানে কৌতূহল নিয়ে ঘটনাটা বিচার করে দেখার চেষ্টা করছে। ব্যারন মৃতদেহটার পাশে গিয়ে বসল। যুবক যে মুহূর্তের মধ্যেই মারা গেছে এতে সন্দেহ নেই। মরার আগে আধমাইল দূর থেকে ছোঁড়া গুলির শব্দটাও হয়ত সে শুনতে পায়নি।

তরুণ ছেলেটার খোলা চোখ দুটোর পাতা বন্ধ করে দিল সিডনি। কৌতূহলী বিড়ালটা কাছে ঘেঁষে এসেছিল। হাত নেড়ে ওকে দূরে তাড়িয়ে দিল সে।

'লাক, না?' বলল সে। 'তুমি বিড়ালটার নাম রেখেছিলে লাক।' হ্যাট দিয়ে ওর মুখটা ঢেকে দিয়ে উঠে দাঁড়াল ব্যারন। ব্যথিত চোখে ডিকির দিকে চেয়ে আছে সে। আরও একটা কবর তাকে খুঁড়তে হবে। এই লোকটারও পিস্তলে ভাল হাত ছিল। তবে পরিস্থিতিটা এর বেলায় একটু ভিন্ন। ওকে সে নিজে মারেনি—সেদিক থেকে ঘটনাটা ভিন্ন হলেও তার মনের ব্যথাটা বরং এক্ষেত্রে আরও একটু বেশি। বিড়ালটাকে পিছনে নেয়াতেই তার বদলে ওকে প্রাণ দিতে হল। বিড়ালটাকে দেখেই সু মাতিন ডিকিকে ব্যারন বলে ভুল করেছিল। এবং ব্যারনের বদলে ডিকিকেই মেরে বসল।

'মনে হচ্ছে "লাক" আসলে তোমার লাক ছিল না,' অস্ফুট স্বরে বলল সিডনি। 'বরং সে হয়ত আমারই লাক। এই দ্বিতীয়বার সে আমার প্রাণ বাঁচাল। প্রথমবার চেক্যোর ঘোড়া আর এবার তোমার বিনিময়ে।'

ইণ্ডিয়ান ছেলেটার ডান পাশে একটা গর্ত রেখে গেছে সু মাতিনের গুলি। ক্ষতটা এমন মারাত্মক কিছু না—বেশি রক্তও বেরোচ্ছে না। গরম পানি করে জায়গাটা ভাল করে পরিষ্কার করে বেঁধে দিল ব্যারন।

'আশ্চর্য, কাউকে এমন গুলি ছুঁড়তে আমি দেখিনি,' অবাক হয়ে বলল ছেলেটা। 'কত দূর হবে, অন্তত সিকি মাইল?'

'হ্যাঁ, ওই রকমই হবে। তুমি দেখতে পেয়েছিলে লোকটা কে?'

'কিছুই দেখতে পাইনি। শব্দ আর ধোঁয়া দেখে শুধু বুঝেছিলাম কোথায় আছে আর কার দিকে গুলি করছে। কিন্তু কি ধরনের রাইফেল ওটা? এত জোর?'

'অ্যালেকজাণ্ডার হেনরি রাইফেল। খুব কমই দেখা যায়। আমি আজ পর্যন্ত মাত্র দুটো দেখেছি। একটা ক্যানসাসে, আর অন্যটা বহুদিন আগে কলোরাডোতে।'

'খারাপ লাগছে যে ওকে তাড়ানর বেশি আর কিছুই করতে পারিনি আমি। ভেবেছিলাম আমার পাওয়া বড় রাইফেলটা দারুণ জিনিস। কিন্তু লোকটা যখন গুলি শুরু করল তখন বুঝলাম ওটার কাছে আমারটা খেলনা।'

'ওটা তোমার দোষ নয়, বাছা, ওর রাইফেলে টেলিস্কোপ ফিট করা ছিল। ওটার ভিতর দিয়ে লোকটা তোমাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল।'

ব্যাণ্ডেজ করা শেষ করে ওকে বারান্দায় বসতে দিয়ে সিডনি প্রশ্ন করল, 'লোকটা কোনদিকে গেছে দেখেছ?'

'ওদিকে ঝোপের আড়ালে একটা ঘোড়ার গাড়ি লুকানো ছিল। ওদিক দিয়ে একটা পুরানো রাস্তা আছে। আমি বুঝতেই পারিনি সে ঝোপ ছেড়ে চলে গেছে। যখন আড়াল ছেড়ে বেরোল তখন সে এত দূরে যে আমার করার কিছু ছিল না। দেখলাম গাড়িতে উঠে সে চলে গেল।'

'পুবের দিকে গেল?'

'হ্যাঁ।' মুখ তুলে তাকাল ছেলেটা। 'তুমি কি করে জানলে?'

'আন্দাজ করলাম। যাক, তুমি এখানে বিশ্রাম নাও। আমি সিগনাল দিয়ে রেখেছি—ট্রেনটা এখানে থামবে। আমি ওখানে আছি,' দিক নির্দেশ করল ব্যারন। 'আমার এক বন্ধুকে কবর দিতে হবে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ছেলেটা। 'পাখির গান ভাবছে আমার সাথে পশ্চিমে কোথাও আবার দেখা হবে। আমি অবশ্য ওকে বলিনি ওকে আবার ধরে ফেলব। কিন্তু প্রতিবারই আমি তাই করেছি। হয়ত সে এটাই আশা করবে।'

'ওকে তুমি ঠিকই ধরতে পারবে আবার। ট্রেনটা পশ্চিমেই যাচ্ছে।

যন্ত্রপাতি রাখার বাক্স থেকে গাঁইতি আর কোদাল বের করে তরুণ আউটলর শেষ শয্যার একটা পছন্দ মত জায়গা বেছে নিল। ঢালের ওপর। কাছেই কিছুটা নিচে দিয়ে ট্রেন যাওয়া-আসা করে, এমন একটা জায়গাই পছন্দ করল সে।

মনে মনে ঠিক করেছে পিস্তলটা সহই ডিকিকে কবর দেবে ব্যারন। কারণ সম্ভবত ওই পিস্তলটার জোরেই সে নিজেকে অন্যের সম্মান পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করত। পিস্তল ছাড়াও জীবনে যে আরও অনেক কিছু আছে···সেটা জানার সুযোগ সে আর পেল না।

সু মাতিন এখন পুবের দিকে রওনা হয়েছে। ব্যারনের কাছে ওর টাইপ করা মেসেজ লেখা কাগজটা নেই বটে—ওয়্যাক্সাহ্যাচির শেরিফ ওটা রেখে দিয়েছে। কিন্তু হাফ মুন ক্রসে পাওয়া মেসেজটা তার মুখস্থ।

'সিডনি ব্যারন,' লেখা ছিল ওতে। 'পালিয়ে বা লুকিয়ে তুমি থাকতে পারবে না। বেরিয়ে এসো।'

তারপরে দুটো নাম আর ঠিকানা। লিসা এবং তার মায়ের।

এবং শেষ লাইনে লেখা ছিল, 'তুমি···বা ওরা। বেরিয়ে এসো।'

শব্দগুলো যেভাবে সাজানো হয়েছে তার মধ্যে একটা বিশেষত্ব লক্ষ করেছে সিডনি। চিঠিটা টাইপ করে লেখা হলেও টেলিগ্রাফিক ভাষায় লেখা।

এখন সু মাতিন পুবে রওনা হয়েছে। ব্যারন তাকে ফাঁকি দিয়ে তার হাত থেকে ফস্কে বেরিয়ে বেঁচে গেছে। সুতরাং এবার তাকে তার হুমকিটা কার্যকর করতে হবে। সু মাতিনের একটা পেশাগত সুনাম আছে যার মূল্য অনেক টাকা। সেটা একবার নষ্ট হলে লোকে আর তাকে নির্দ্বিধায় মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে কাজে নিয়োগ করবে না।

তাই ব্যারন জানে ধাপ্পা সে দেয়নি। যা লিখেছিল সেই অনুযায়ী তাকে কাজ করতে হবে—কারণ তার এতদিনের অর্জিত পেশাগত সুনাম তাকে রক্ষা করতেই হবে।

আর এই সুনামের জোরেই একটা মৃত বেশ্যার নাম ব্যবহার করে অনেক টাকা সে রোজগার করেছে।

সে জানে কোথায় প্রথম অ্যালেকজাণ্ডার হেনরিটা সে দেখেছিল। এবং আজ যে রাইফেলটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা সেই একই অ্যালেকজাণ্ডার হেনরি। এতে ব্যারনের মনে আর কোন সন্দেহ নেই।

ট্রেনটা ব্যারনের কবর খোঁড়া শেষ হওয়ার পরপরই বাফেলো ওয়েলসে এসে থামল। ডিকি হেণ্ডারসনকে কবর দিতে কয়েকজন প্যাসেঞ্জারের সাথে ক্যাপ্টেন জারভিস থমাসও ব্যারনকে সাহায্য করল।

'মনে হচ্ছে তোমার মোবীটি যাওয়ার আর দরকার নেই,' বলল রেঞ্জার জারভিস। 'রেঞ্জার স্টেশন থকে খবর এসেছে হিগিন স্পেন্সার মারা গেছে। খবরটা শেরিফ কোলম্যান আমাকে রিলে করে জানিয়েছে।'

ব্যারন তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

'স্বাভাবিক মৃত্যু,' কাঁধ উঁচাল জারভিস। 'একটা অদ্ভুত জিনিস মৃত্যুর সময়ে ওর হাতে পাওয়া গেছে। একটা চ্যাপ্টা তামার ব্যাজ। মনে হয় ট্রেনের তলায় পড়ে চ্যাপ্টা হয়েছে ওটা।'

'ছোট্ট একটা স্মৃতি চিহ্ন,' বলল ব্যারন।

'হ্যাঁ, জানি। তুমি ওটার সাথে যে নোটটা পাঠিয়েছিলে সেটাও ওরা পেয়েছে।'

নতুন কবরটার দিকে তাকাল ব্যারন, এখনও ওটাকে ঘিরে কিছু লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। পুবে ফিরে দিগন্তের দিকে চাইল সিডনি

ব্যারন। 'তুমি কি পশ্চিমেই যাচ্ছ, জারভিস?'

'এখন আর আমার কোন তাড়া নেই,' জবাব দিল সে। 'তোমার কি কোন নির্দিষ্ট প্ল্যান আছে?'

'আমাকে এবার পুবে যেতে হবে।'

'আমার ঘোড়াটা ওই স্টক-কারে রয়েছে,' আঙুল তুলে স্টক কারটার দিকে দেখাল জারভিস।

ইণ্ডিয়ান ছেলেটাকে পার্লার-কারে আগেই তোলা হয়েছে। ব্যারন ওর সাথে বিদায় নেয়ার আগে আবার দেখা করতে এগোল। জারভিসও সাথে গেল।

'তুমি আজকে আমার জীবন বাঁচিয়েছ, বাছা,' বলল ব্যারন। 'এই নিয়ে দুবার হল। আমি কৃতজ্ঞ।' জারভিসের দিকে ফিরল সে, 'ওই ডাবল স্টার র‍্যাঞ্চটার এখন কি হবে?'

'ডাবল স্টার?' কাঁধ উঁচাল রেঞ্জার। 'নিলামে উঠবে বলেই আমার বিশ্বাস। বিক্রি করার মত আছেই বা কি? গরুগুলো তো বেশিরভাগ প্রেইরির দাবানলেই মরেছে। র‍্যাঞ্চ চালাবার লোকজনও সব চলে গেছে।'

'তোমার লোকজন নিলামটা কয়েকদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না?'

'না পারার কোন কারণ নেই। তদন্ত চলছে বা যে কোন অজুহাত দেখিয়েই ওটা ঠেকিয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু তোমার মতলবটা কি?'

'এদিকের ঝামেলাটা শেষ করে ওটা আমিই কিনে নেব।' আবার ছেলেটার দিকে ফিরল ব্যারন। 'তুমি পাখির গানকে খুঁজে বের করে মবীটির উত্তরে ডাবল স্টারে নিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমি ডেভ ফোলজার্স আর হাফ মুন ক্রসের অন্যান্য সবাইকে খবর দিয়ে ওখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। অমন একটা র‍্যাঞ্চ চালাতে হলে কিছু

সত্যিকার কাউবয় দরকার।'

বাফেলো ওয়েলস স্টেশনে দাঁড়িয়ে রেঞ্জার আর ব্যারন-ট্রেনটাকে রওনা করিয়ে দিয়ে নিজেদের ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল।

'এখনও তুমি সু মাতিনকে ধরতে চাও তো?' প্রশ্ন করল ব্যারন।

'নিশ্চয়, সেই কারণেই তো আমি তোমার সাথে জুটেছি!'

'ঠিক আছে, কিন্তু ওর সাথে তোমার আমাকে প্রথম বোঝাপড়া করতে দিতে হবে।'

'কিন্তু টেক্সাসে এটা স্টেটের ব্যাপার।'

'তার মানে?'

'অর্থাৎ ওর খোঁজ যদি তোমার জানা থাকে তাহলে ব্যাপারটা রেঞ্জারদের হাতে চলে যাচ্ছে।'

'আমি একজন রেঞ্জার,' মনে করিয়ে দিল ব্যারন। 'তুমিই আমাকে শপথ করিয়ে রেঞ্জার করেছিলে।'

'তুমি জানো খুনীটাকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'আমার তাই বিশ্বাস।' সিরেপটাকে কিছুটা নিচু করল ব্যারন। ওটা বেয়ে বিড়ালটা জিনের পিছনে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। 'কপাল ভাল থাকলে শিগগিরই ব্যাপারটার মীমাংসা হবে।'

এগারো

হেনরি আর টেলর দুজনে মিলে ওয়্যাক্সাহ্যাচি শহর থেকে শুরু করে

চারপাশ মিস শার্লি ব্যানারের খোঁজে পুরোটাই চষে ফেলেছে। শহরের প্রান্তে ক্রীকের একটু উপরের দিকে ওরা একটা খালি ঘোড়ার গাড়ি দেখতে পেল। ওই এলাকাটা 'জিন অ্যালি' বলে পরিচিত। যখন পেল তখন রাত হয়েছে। হেনরিকে এলাকাটা ভাল করে খুঁজে দেখতে পাঠিয়ে গাড়ির ভিতরটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখল টেলর। গাড়িটা দুটো গুদামের আড়ালে লুকানো রয়েছে। বিশাল একটা ঘোড়া গাড়ির সাথে আঁটাই রয়েছে।

হেনরি ফিরে এলে সে কি আবিষ্কার করল জানতে চাইল টেলর। জবাবে জানতে পারল সে উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখেনি।

'এদিকেও সেই একই অবস্থা,' বলল টেলর। 'গাড়ির ভিতরে বা বাইরে কিছুই নেই। আমি যা বুঝতে পারছি, গাড়িটা এখানে অনেকক্ষণ যাবত দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়াটার গা একেবারে শুকনো—মোটেও ঘামেনি। কোথায় মোড় নিয়ে ঘোড়াটা গাড়ি নিয়ে এখানে ঢুকেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে। হয়ত বেচারা বেরোবার একটা পথ খুঁজছিল। ওদিকের আস্তাবল থেকে ওকে আমি পানি আর কিছু খাবার খেতে দিয়েছি।'

'গাড়িতে কিছুই নেই?' ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখল হেনরি। তারপর বসে গাড়ির তলাটা দেখল। যত্নের সাথে তৈরি দামী গাড়ি। ওটার তেল মাখানো চামড়ায় মোড়া স্প্রিঙ আর পালিশ করা বডি দেখে প্রশংসা না করে পারল না।

'আমি তো কিছুই পেলাম না,' আবার বলল টেলর। 'আমি সবটাই ভাল করে খুঁটিয়ে দেখেছি। ছাড়া পেয়ে পালিয়ে এসেছে তাও হতে পারে না। লাগামটা এমনভাবে বাঁধা রয়েছে যে বোঝাই যাচ্ছে ইচ্ছে করেই কেউ এটাকে এখানে রেখে গেছে। কিন্তু তুমিও কিছু পেলে না?'

'নাহ, কিচ্ছু না। মিস ব্যানারের কোন চিহ্নই কোথাও নেই।

এদিকে কোন মহিলারই দেখা আমি পাইনি। তবে একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম ওই গুদামটার পিছনে একটা শেডে খুব চড়া স্টেকে জুয়া খেলা হচ্ছে। ভিতরে অনেক লোক। দরজার বাইরে দু'জন গার্ডও রয়েছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম ওরাও মেয়েটাকে দেখেনি।'

'আমার মনে হয় গাড়িটা আমাদের কোর্টহাউসে নিয়ে যাওয়াই উচিত,' সিদ্ধান্ত নিল হেনরি। 'গাড়িটা যদি ওই মহিলার হয়ে থাকে তবে নিশ্চয় কেউ ওটা চুরি করেছে।'

গাড়িটা নিয়ে কোর্টহাউসের আস্তাবলে ফিরে এল ওরা।

'তুমি যাও, গিয়ে রিপোর্ট করো,' বলল হেনরি। 'আমি জিঞ্জারব্রেড হিল থেকে ঘুরে আসছি।'

ওই প্রস্তাবে ভুরু কুঁচকাল টেলর। 'ডিউটিতে থেকে জিঞ্জারব্রেড হিলে যাওয়ার নিয়ম নেই এটা তুমি ভাল করেই জানো।'

'কিন্তু এটা তো অফিসের কাজ,' স্বপক্ষে যুক্তি দেখাল টেলর। 'এই ঘোড়ার গাড়িটা শার্লি ব্যানারের কিনা সেটা সনাক্ত করা দরকার—ওখানে কাটিলিয়ন ক্লাব থেকে কাউকে নিয়ে আসতে হবে না?'

'ঠিক আছে, কিন্তু তুমি কেন?' সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে চটে উঠল। 'এক কাজ করো, তুমিই কোর্টহাউসে রিপোর্টটা দাও—এতদূর পথ আমিই নাহয় কষ্ট করে যাই।'

'বোকার মত কথা বোলো না, মাথাটা একটু খাটাও। ওখানে ঘোড়ার গাড়িটা পাওয়ার পর তুমিই চারপাশ ঘুরে দেখেছ, ওখানকার লোকজনের সাথে কথা বলেছ।'

'আমি কিছু পাইনি সেটা তো তোমাকে আগেই বলেছি। যাদের সাথে কথা বলেছি ওরা তো দুই ব্লক দূরে চড়া স্টেকে জুয়া খেলায় দরজা পাহারা দিচ্ছিল। ওদের সাথে এর কি সম্পর্ক? বরং তুমিই ঘটনাস্থলে ছিলে, গাড়িটা পরীক্ষা করে দেখেছ, ঘোড়াকে খাইয়েছ।'

'কিন্তু কথা হচ্ছে আমাকে ওদের দরকার নেই, কারণ ঘোড়া আর গাড়ি দুটোই এখানে আস্তাবলে রয়েছে। ইচ্ছে করলে ওরা নিজেরাও দেখতে পারবে—কিন্তু ওই লোক দুজনকে পাবে কোথায়?' অকাট্য যুক্তি দিল টেলর। 'এখন তুমি গিয়ে ওদের রিপোর্টটা দাও, আমি জিঞ্জারব্রেড হিলে যাচ্ছি।'

ক্ষুণ্ন মনে দাঁড়িয়ে পার্টনারের ঝলমলে আলো আর আনন্দময় কটিলিয়ন ক্লাবের পথে জিঞ্জারব্রেড হিলের দিকে রওনা হতে দেখল হেনরি। 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে' কথাটা কোর্টহাউসে যাওয়ার পথে মনে পড়ল ওর। গাড়িটাকে সনাক্ত করতে কটিলিয়ন ক্লাবের মেয়েদের কাউকে আনার কোন দরকার ছিল না। এখানে ম্যাকিনটায়ার বাড়িটা কাছেই—ওই চীনা মেয়েটাই বলতে পারবে ওটা কার গাড়ি।

যেই ভাবা সেই কাজ—ম্যাকিনটায়ার বাড়ির দিকে রওনা হল হেনরি।

বাড়িটা অন্ধকার। ঘোড়াটা বাইরে বেঁধে রেখে ভিতরে ঢুকে দরজায় নক করল সে। ভিতর থেকে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

আবার জোরে নক করল সে। তারপর হাতল ঘুরিয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে দেখল দরজাটা বন্ধ। বারান্দা দিয়ে এগিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দিল হেনরি। পরীক্ষা করে দেখল জানালাও বন্ধ। ঘুরে পিছনের দরজার সামনে চলে এল সে। একটা অস্পষ্ট শব্দ ওর কানে এল। মনে হল যেন পিছনের কামরায় কেউ আছে। হাতলের দিকে হাত বাড়িয়েও থেমে গেল সে। আরেকটা শব্দ ওর কানে ধরা পড়ল, কিন্তু শব্দটা কোত্থেকে এল ঠিক বুঝতে পারল না। পিছনের দরজার সামনে একটা ছোট্ট বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত চিন্তা করে হাতল ঘুরিয়ে দরজা ঠেলে পুরোটা খুলে ফেলল হেনরি। তারপর একটু ইতস্তত করে পিস্তল হাতে ভিতরে ঢুকল।

'হ্যালো,' ডাক দিল সে। 'এখানে কেউ আছ?'

এবারেও কোন সাড়া এল না। পিস্তলটাকে দুহাতে বাগিয়ে ধরে আর এক পা আগে বাড়ল সে। 'শেরিফের অফিসার!' হাঁকল সে। 'এখানে যে আছ সাড়া দিয়ে বেরিয়ে এসো!'

আবার একটা শব্দ এল—এবার তার পিছন থেকে। অর্ধেক ঘুরে এক ঝলকের জন্যে দরজায় একটা মানুষের ছায়া দেখতে পেল। পরক্ষণেই মাথায় শক্ত কিছুর একটা আঘাত পড়ল। তারপর সব অন্ধকার হয়ে গেল।

গত চার রাত হল সন্ধ্যা পার হলেই একটা লিনেনের কোট পরা লোক ঘোড়ার পিঠে নিঃশব্দে শহরে ঢুকে চোখের ওপর টেনে নামানো হ্যাটের আড়াল থেকে চারদিকে সতর্ক চোখ রেখে ঘুরে বেড়ায়। ওর ধরন দেখে মনে হয় যেন শিকারী গোপনে তার শিকারের খোঁজে বেরিয়েছে। কারও সাথে কথা বলে না। যতটা সম্ভব অন্ধকার ছায়ায় নিজেকে গোপন রেখে ঘোরাফেরা করে। লোকটা লম্বা, কাঁধ দুটো একটু নিচের দিকে নামানো, রুক্ষ চেহারা। কঠিন জীবন ধারার ছাপ রয়েছে ওর মধ্যে। আর জামা কাপড়ে কাঠের ধোঁয়ার গন্ধ।

প্রত্যেক দিন সে কোন সেলুনের সামনে ঘোড়া বেঁধে ভিতরে ঢোকে। সেলুনেই সাধারণত বিভিন্ন খবরের আদান-প্রদান করে মানুষ। যতক্ষণ সেলুনে লোকজন থাকে, কথাবার্তা বলে, ততক্ষণ সেও থাকে। কিন্তু কোন কথায় সে অংশ গ্রহণ করে না। এক মগ পানি মেশানো রাই হুইস্কি সামনে নিয়ে একটা অন্ধকার কোনা বেছে নিয়ে সে বসে থাকে।

চতুর্থ রাতে লিবার্টি বেল সেলুনে বসে ছিল সে। এবং ধৈর্যের সুফল পেল।

বারের লম্বা তক্তার একপাশে দাঁড়িয়ে চারজন লোক কথা বলছিল। বারটেণ্ডার ওদের সবাইকে ভাল করেই চেনে—প্রত্যেকের ডাক নামও সে জানে লক্ষ করল লোকটা। ওরা চার জনেই কোর্টহাউসের কর্মচারী। ডিউটি শেষ করে বাড়ি ফেরার আগে একটু গলা ভেজাতে এসেছে।

অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে ল'ম্যানদের সাথে যারা কাজ করে তারা নিজেকে জাহির করার জন্যে যেসব কথা বাইরের লোককে জানানো উচিত নয় সেসব কথাও বলে ফেলে।

কান পেতে ওদের কথা শোনায় অল্পক্ষণের মধ্যেই সে যা জানতে চায় সেই খবরটা পেয়ে গেল।

'ভবঘুরে লোকটা আবার ফিরে আসছে,' বলছিল বারে দাঁড়ানো লোকটা। 'চীফের মুখ থেকেই কথাটা শুনেছি আমি—পিয়ার্সকে বলছিল চীফ।'

তার পাশের জন বিয়ারে একটা চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ভবঘুরে লোকটা আবার কে?'

'যাকে গুলি করে মারার চেষ্টা করেছিল সু মার্তিন, সেই সিডনি ব্যারনের কথাই বলছি।'

'তাই নাকি? মার্শাল বুল কিন্তু এই খবরে মোটেও খুশি হবে না। আমি তাকে সবার সামনে বলতে শুনেছি ব্যারন যেখানে যায় সেখানেই কোন না কোন গোলমাল ঘটে। লোকটার নাকি ঝামেলার সাথে চুম্বক আর লোহার সম্পর্ক।'

'কিন্তু জ্যাক বুল এখন শহরে নেই—পশ্চিমে কোথায় একটা জায়গায় গেছে। প্রায়ই লোকটা ওখানে যায়। আমি ভেবেই পাই না সে ওখানে কিসের টানে বারবার ফিরে যায়।'

'ভালই হয়েছে জ্যাক এখানে নেই,' তৃতীয় ব্যক্তি বলল। 'আমার সামনেই জ্যাক শেরিফকে বলছিল ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে গোলাগুলিতে যে

চারজন লোক মারা পড়ল তার প্রধান কারণই নাকি ব্যারন।'

ওদের কথাবার্তা চলতে থাকল। কিন্তু রন কিঙ এবার উঠে পড়ল। তার যা জানার দরকার ছিল সেটা তার জানা হয়ে গেছে।

রন কিঙের ক্যাম্পটা ক্রীকের ধারে। তার ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে আসার মূল কারণই ছিল সিডনি ব্যারনকে খুঁজে বের করা। মালিঙ্গভিলে তার তিন ভাইকে হত্যা করেছে ওই সিডনি ব্যারন। ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতেই সে ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে এসেছে। আজ তার মনটা খুশিতে ভরে উঠেছে। তাকে আর বেশি অপেক্ষা করতে হবে না। ব্যারনের মরণ ঘনিয়ে এসেছে।

শেরিফ ম্যাট কোলম্যান যখন কোর্টহাউসে পৌছল তখন সূর্য অনেকটা উপরে উঠেছে। দেখল তার এলাকা, অর্থাৎ কোর্টের দক্ষিণপাশটা লোকে লোকারণ্য। এত লোক সে আশা করেনি।

কেউ সাক্ষী, কেউ নালিশ জানাতে এসেছে—বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন অভিযোগ। কিন্তু সব কিছুর মূলে একটাই ঘটনা—গত সপ্তাহের অন্ধকার স্কোয়্যারের পুব পাশে গোলাগুলি। খবরের কাগজে ফলাও করে হেড-লাইন নিউজ দিয়েছে 'শহরের রাজপথে তুমুল গোলাগুলি।' ওখানে কিছু টাইটওয়াডের লোকজন রয়েছে। দুজন উকিল এসেছে এনিস থেকে, কয়েকজন স্থানীয় উকিলও রয়েছে। সেলুনের একজন স্বেচ্ছাসেবক মারা যাওয়ায় সেলুন থেকেও অনেক লোক এসেছে—এছাড়া শেরিফের লোকজন তো আছেই।

উপর তালার দুটো কোর্টরুমই আজ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন জাজ সবার সাক্ষী আর নালিশ শুনে এত সবের পিছনে আসল ঘটনাটা কি সেটা নির্ধারণ করার চেষ্টা করছে।

বিভিন্ন কেসের কাগজপত্র গুছিয়ে একাই দুটো কোর্টে সরবরাহ

করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে পিয়ার্স।

কোর্ট কেসের লোকগুলোকে দেখে নয়, কোলম্যান অবাক হল শহরের মেয়র আর কমিশনার শেলিকে ওখানে উপস্থিত দেখে। কয়েকজনকে নড করে অভিবাদন জানিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের অফিসে গিয়ে ঢুকল শেরিফ।

'শেষ পর্যন্ত একটা রাত শান্তিতে ঘুমাতে পেরেছ তো, শেরিফ?' চীফ ডেপুটি প্রশ্ন করল।

'তা ঘুমিয়েছি বটে, কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আমার এখানে থাকাই দরকার ছিল। ওখানে এত লোকের ভিড় কিসের?'

'বেশিরভাগই কোর্টের কেস,' বলল স্টার্কি। তারপর কয়েকটা টাইপ করা রিপোর্ট বাড়িয়ে দিল শেরিফের দিকে। 'আরও কয়েকটা ঘটনাও আছে। মেয়রের ঘোড়ার গাড়িটা কেউ নিয়ে গেছে। ঘটনায় রেগে আগুন হয়ে আছে সে।'

'কোন খবর পাওয়া গেছে?'

'এখন পর্যন্ত না। এখনও খোঁজ নেয়ার সময় পাওয়া যায়নি। মাত্র ঘন্টাখানেক আগে সে টের পেয়েছে ওটা খোয়া গেছে।'

'ওর বাড়ি থেকেই খোয়া গেছে?'

'না, স্যার। গাড়িটা হারিয়েছে এটুকুই বলেছে—কিন্তু কোথা থেকে হারিয়েছে সেটা পরিষ্কার করে কিছুই বলছে না।'

'সারা রাত বাইরে সে কি করতে গেছিল?'

হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করেও পারল না স্টার্কি। হেসে বলল, 'এখন পর্যন্ত ওই ব্যাপারে সে কোন মন্তব্য করতে নারাজ। কিন্তু এমন সুন্দর গাড়িটা হারিয়ে খুব খেপে আছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল কোলম্যান। 'সমস্যার পর সমস্যা, একটা দিনও একটু নিশ্চিন্ত থাকার উপায় নেই। আর কি খবর?'

'প্রোবেশনাল ডেপুটি নিয়ে সমস্যা,' জানাল স্টার্কি।

'ওদের কাকে নিয়ে সমস্যা?'

'দুজনকে নিয়েই। টেলর গতরাতে জিঞ্জারব্রেড হিলে গেছে—কেন, তার কারণ এখনও জানা যায়নি। ওখানে স্থানীয় মস্তানদের সাথে তার ঘুসাঘুসি হয়েছে।'

'কোন্-কোন্ লোক ছিল?'

'প্রায় সবাই। ওদের কথা হচ্ছে ডেপুটিই তাদের প্রথমে আক্রমণ করেছিল—ওরা আত্মরক্ষা করেছে মাত্র। একজন নিরপেক্ষ লোক সাক্ষী দিয়েছে এখানকার টাইপিস্ট সম্পর্কে একজন বাঁকা মন্তব্য করাতেই ছেলেটা খেপে উঠেছিল।'

দাঁতে দাঁত ঘষল কোলম্যান। 'ওর এখন কি অবস্থা?'

'মার খেয়েছে বেশ। কিন্তু সেরে উঠবে। এরপর আসছে ডেপুটি হেনরির কথা। এখনও ডাক্তারের চিকিৎসায় আছে ও। শক্ত কিছুর বাড়ি খেয়ে ওর মাথা ফুলে উঠেছে। এখনও কিছুটা ঘোরের মধ্যে আছে ও। যেটুকু বোঝা গেছে সেটা হচ্ছে গতরাতে সে ম্যাকিনটায়ার বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে খোলা পিস্তল হাতে চাকরদের ঘরে ঢুকেছিল। মিস শার্লি ব্যানারের কালা মালী ওকে চোর বা ডাকাত ভেবে একটা শাবল দিয়ে মাথায় আঘাত করেছে।'

'ঈশ্বর!' প্রায় বিলাপের মত শোনাল কোলম্যানের মন্তব্য। 'ওরা দুজনে মিলে কি যে করছে তা তুমিই জানো।'

'আমার বিশ্বাস ওরা একটু সুস্থ হয়ে যখন কথা বলতে পারবে তখন সব ঘটনা আমরা জানতে পারব। আপাতত কিছুই বোঝার উপায় নেই।'

'এই কি সব, নাকি আরও দুঃসংবাদ আছে?'

'আমি যতদূর জানি হুইটওয়াডের কিছু লোক অস্ত্র নিয়ে মারমুখো

হয়ে রয়েছে। টম স্মিথ ওদের ফসল বিক্রির টাকা তুলতে ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে এসেছিল। কিন্তু সেই গোলাগুলির পর থেকে ওর এবং আরও ছয় জনের কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। নিরুদ্দেশ হয়েছে লোকগুলো। স্মিথকে খুঁজে বের করতে চায় ওরা। বলছে আমাদের হাতের সব কাজ ফেলে স্মিথকে খুঁজে বের করাই আমাদের প্রথম কাজ হওয়া উচিত।'

আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল কোলম্যান। 'আর কিছু?'

'বাকি সব অন্যান্য দিনের মতই ঘটনা,' বলল স্টার্কি। 'ব্যাঙ্ক হুমকি দিচ্ছে ওরা তোমার বিরুদ্ধে কেস করবে যে তুমি থাকতেও কেমন করে হাফ মুন ক্রসের কিছু ঘোড়া ওরা বিক্রি করতে সাহস পেল।'

'ব্যাঙ্ক তো ওদের টাকা পেয়েছে!'

'হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাঙ্কার বলছে ওরা নিলামে আরও ভাল দামে পেতে পারত। কিন্তু সবাই র‍্যাঞ্চ খালি ফেলে চলে যাওয়াতেই দাম কম পেয়েছে ওরা।'

'বাস্টার্ড!' বিড়বিড় করে কোলম্যান অস্ফুট স্বরে বলল। 'ব্যাঙ্কেরই নির্দেশ ছিল বিকেলের মধ্যে র‍্যাঞ্চটা খালি করে দিতে হবে। যাকগে, কমিশনারকে বাইরে দেখলাম বলে মনে হল?'

'সে পিয়ার্সের টাইপিস্টদের দিয়ে নিজের ক্যামপেইন লেটারগুলো টাইপ করাতে চায়। পিয়ার্স রাজি হয়নি। তাই সে তোমাকে দিয়ে পিয়ার্সকে বলাবার জন্যে বসে আছে।'

কোলম্যান উঠে জানালার সামনে বাইরের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, স্টার্কি, ওখানে কি একজনও আছে যে সত্যিই দরকারি কোন কাজ নিয়ে এসেছে?'

'না, স্যার। সবাই যে যার ধান্দায় আছে।'

'ঠিক আছে, ইন্টারেস্টিং কোন খবর থাকলে বলো।'

এরই অপেক্ষায় ছিল স্টার্কি। 'রেঞ্জারের কাছ থেকে একটা মেসেজ এসেছে, শেরিফ। সু মাতিন তোমাদের প্ল্যান মাফিক ঠিকই বাফেলো ওয়েলসে হাজির হয়েছিল। একজন মারা গেছে আর একজন আহত হয়েছে, কিন্তু ব্যারনের কিছু হয়নি। সে আর রেঞ্জার জারভিস এখানে ফিরে আসার জন্যে রওনা হয়ে গেছে—ব্যারন নাকি জানে সু মাতিন কোথায় আছে।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল কোলম্যান। 'কোথায়?'

'সেটা সে বলেনি। তবে এখানেই আশেপাশে কোথাও। ক্যাপ্টেন জারভিস তোমাকে দুজন ভাল লোককে নিয়ে অপেক্ষায় থাকার অনুরোধ জানিয়েছে।'

বারো

জ্যাক বুলের ভাল ঘুম হয়নি। কিন্তু পাদুকাহ্ ক্রসিঙে এসে ওর কখনোই ভাল ঘুম হয় না। ওর সব স্মৃতিগুলো জেগে দুঃস্বপ্ন দেখার মতই জীবন্ত হয়ে ওঠে।

ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে বারবার সে জেগে ওঠে। ঘেমে ভিজে যায় ওর জামা—অন্ধকারের মধ্যে মুখগুলো ভেসে ওঠে। দেখতে পায় তার সাধের প্রেমিকা ধুলোয় মরে পড়ে আছে।

তারপর, হঠাৎ সে সিডনি ব্যারনের মুখ দেখতে পেল। ভবঘুরে,

ব্যারন, যাকে সে আগে কখনও দেখেনি। মাত্র কয়েকদিন আগেই ওকে সে প্রথম দেখেছে। কিন্তু ওকে ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে দেখেছে, পাদুকাহ ক্রসিঙে নয়। ওকে সে জীবনে আর কখনও সত্যিই দেখতে চায় না। তবু চোখের সামনে দেখতে পেল ক্যাট্‌ল্‌মেনস ব্যাঙ্কের সামনে আবার সেই আগের মত বাতাসে গুলি উড়ছে।

কিন্তু এবারে সেই আগের ভবঘুরে লোকটার জায়গায় রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে সিডনি ব্যারন।

দুঃস্বপ্ন মিলিয়ে গেল, জেগে উঠল জ্যাক। খুনীদের চেহারাগুলো এখনও ওর চোখের সামনে ভাসছে। একজনকে চিনতে পারল সে। তখন চেহারা চিনলেও ওর নাম জানত না—কিন্তু এখন সে নামটা জানে।

লোকটা গ্রে সিমনস!

ঘুম ভাল হয়নি বটে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। স্বপ্নে যা দেখেছে তা স্পষ্ট মনে আছে ওর। এবং সে জানে তাকে কি করতে হবে। জীবনভর সে ওই ভবঘুরে লোকটাকেই ঘটনার জন্যে ভুল করে দায়ী করে এসেছে। কিন্তু আজ লোকটার চেহারা সে চিনেছে—লোকটা ভয়ঙ্কর একজন আউটল। শেরিফ কোলম্যান তাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেছে যে ভাল পিস্তলবাজ হলেও ব্যারন আউটল নয়। স্বপ্নে লোকটার চেহারা দেখে বুঝল ভবঘুরে লোকটা নয় ওই আউটল দলটাই আসলে তার প্রেমিকার মৃত্যুর জন্যে দায়ী। সেই আগের লোকটার মত ব্যারনও আসলে নির্দোষ।

হাত-মুখ ধুয়ে বাইরে বেরোবার পোশাক পরল জ্যাক। তারপর দরজায় তালা লাগিয়ে ভোর বেলায় রাস্তায় নামল। পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে ভোরের সূর্য মাত্র উঁকি দিয়েছে। রাস্তা ধরে এগিয়ে ডাইনে ঘুরে একটু পরেই আবার ডাইনে ঘুরল সে।

বহু বছর ধরেই ওখানে ওই গুদাম আর আস্তাবলটা রয়েছে। ওটাই এখানকার একমাত্র আস্তাবল।

'গতকাল চোস্ত জামা-কাপড় পরা একজনকে দেখলাম,' রাতের ডিউটির আস্তাবলরক্ষীকে বলল সে। 'মিক বলল লোকটার নাম গ্রে সিমনস। ওর ঘোড়া কোনটা?'

হাই তুলে লোকটা ভাল জাতের শক্তিশালী ঘোড়ার দিকে আঙুল তুলে দেখাল। 'চমৎকার ঘোড়া,' হাই তোলা শেষ হলে বলল সে।

অল্পক্ষণ ঘোড়াটাকে এক নজর দেখে জ্যাক বলল, 'আমার একটা জিন চড়ানো ঘোড়া কিছুক্ষণের জন্যে দরকার হবে, বিল।'

লোকটার চোখে সহানুভূতির ছায়া পড়ল, 'নিশ্চয়, প্রতিবারের মতই, অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ, ঠিক আগের মতই।' ধীর পায়ে হেঁটে আস্তাবল থেকে বাইরে বেরিয়ে দাঁড়াল জ্যাক। এক অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে ওর—মনে হচ্ছে সে যেন এখন আর তার দেহের মধ্যে নেই—পাশে বা উপরে দেহের সাথে ভেসে বেড়াচ্ছে। উপরের দিকে তাকিয়ে টেলিগ্রাফের তার দেখতে পেল সে। জ্যাক যখন পাদুকাহ্ ক্রসিঙে ছিল তখন এই ছোট্ট শহরে টেলিগ্রাফের তার ছিল না। তার কোথায় গেছে দেখেই বুঝল ওর চাবিটা কোথায়।

ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন অফিসটা মাত্র খুলেছে। ঘুম জড়ানো চোখে অপারেটর ভিতরে আলো ঢোকার জন্যে জানালাগুলো খুলে দিল। জ্যাক নিঃশব্দে শুধু একটা নড্ করে অভিবাদন জানিয়ে কাউন্টারে গিয়ে প্যাডে একটা মেসেজ লিখল। ওতে এলিস কাউন্টি শেরিফকে কেবল দুটো প্রশ্ন করা হয়েছে। কাগজটা অপারেটরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'এটা এক্ষুণি পাঠাতে পারবে তুমি?'

'নিশ্চয়,' বলে আড়চোখে লেখাটা পড়ে টেলিগ্রাফ যন্ত্রটার সামনে

বসল। 'তুমি কি উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করবে?'

'আমি আশেপাশেই আছি,' মাথা ঝাঁকাল সে। 'নামটা ওখানেই লেখা আছে, বুল। জ্যাক বুল।'

হোটেলের কাছে একটা ধোঁয়াময় দোকানে বসে নাস্তা সেরে আস্তাবলে ফিরে গেল। আস্তাবলরক্ষী একটা ঘোড়া ওর জন্যে জিন চাপিয়ে পেটি এঁটে তৈরি করেই রেখেছিল। কোন কথা না বলে ঘোড়ার পিঠে চেপে দক্ষিণ-পশ্চিমে রওনা হল জ্যাক।

পুরানো কবরস্থানটা মাত্র এক মাইলের পথ, কিন্তু তবু প্রতিবার হেঁটে না এসে ঘোড়ায় চড়েই আসে সে। এতে সেই আগেকার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে—বহুবার ওরা দুজনে কবরখানার পাশ দিয়ে এগিয়ে প্রতি রোববার সকালে ক্রীকটার ধারে গিয়ে বসত। কটনউড গাছগুলোর পাশেই ওরা পিকনিক করত।

কবরস্থানের সামনে এসে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ট্রিশার কবরের পাশে গিয়ে হ্যাট খুলে হাতে নিয়ে দাঁড়াল। পাশে বসে সে বলল, 'আমি এসেছি, ট্রিশা। তোমার সাথে শেষবারের মত কথা বলতে আমাকে আসতেই হল।'

ঘোড়াটার মাটিতে খুর ঘষার শব্দ, নিঃসঙ্গ বাতাসের ফিসফিসানি আর ওপাশে মাঠের মেডোলার্ক পাখির ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। কিন্তু জ্যাক পরিষ্কার ট্রিশার গলার স্বর শুনতে পাচ্ছে।

'হয়ত এটাই আমাদের শেষ দেখা হতে পারে,' বলল সে। 'ঈশ্বর জানে কতবার তোমাকে আমি ভুলতে চেয়েছি, নতুন ভাবে জীবন কাটানর চেষ্টা করেছি—কিন্তু পারিনি। তাই বারবার তোমার কাছেই ফিরেফিরে এসেছি। আমরা দুজনেই জানি সেই আগেকার দিনগুলো আমরা আর কোনদিন ফিরে পাব না। কিন্তু এর বেশি আর আমার কি করার আছে?'

বাতাস ফিসফিসিয়ে কি যেন বলল। মাথা নত করল জ্যাক।

'কিন্তু হয়ত এর পরে আমি আর কোনদিন ফিরে আসব না,' নরম সুরে বলল সে। 'শহরে একটা লোক এসেছে আমি জানি লোকটা কে। আমি জানি না ওর গুলিতেই তোমার মরণ হয়েছিল কিনা-কিন্তু লোকটাকে আমি ওই দলের সাথে দেখেছি। সম্ভবত তোমাকে আমার মুক্তি দিয়ে দেয়াই উচিত—কিন্তু আগে পারিনি। এটা আমি কিছুতেই সইতে পারিনি কারণ সেদিন আমার চোখের সামনে ওরা তোমাকে মেরে ফেলল অথচ এর কোন প্রতিকার আমি করতে পারিনি।

'যখনই আমি পিস্তল কোমরে কোন নবাগত পথিককে দেখি তখনই আমার মনে হয় হয়ত ওকে ওর শত্রুরা খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং ভয় হয় হয়ত আমার শহরেই আবার ওরা তাকে খুঁজে পাবে। তখন তোমার মত আরও অনেক মানুষ মারা পড়বে। এটা যদি ঘটে যায় তখন আর আমার করার কিছু থাকবে না। তাই আমি জানি এবার আমার কি করা দরকার।'

বাতাস, মেডোলার্ক...এবং ওদের মাঝেই চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যাওয়া ট্রিশার মধুর স্বর শুনতে পেল সে।

'ওই লোকটা একজন বিশেষ লোকের অপেক্ষায় আছে। সেই লোকটা যদি এখানে এসে হাজির হয় এই লোকটা তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করবে। হয়ত সে তাকে মারতে পারবে কিংবা পারবে না—কিন্তু ওদের লড়াইয়ের মাঝে পড়ে আর কে মারা পড়বে? এবার এটা আর আমি ঘটতে দেব না বলে মনোস্থির করে ফেলেছি। আমি যদি আমার চেষ্টায় বিফল হই তবে আর এর পরের ঘটনাগুলো জানতে পারব না কিন্তু আমি ওই লোকটার চেয়ে ভাল হলে আমি ওর পিস্তলবাজি চিরদিনের জন্যে ছাড়িয়ে দেব। যা-ই ঘটুক,' আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল সে, ভাবাবেগ সামলাতে চেষ্টা করছে ও। 'যা-ই ঘটুক আমি

আর কোনদিন এখানে ফিরে আসব না। তুমি আর আমি পরস্পরকে বহুদিন ধরে রেখেছি—আমি আর তোমাকে ধরে রাখতে চাই না, তাই আজ তোমাকে চির-বিদায় জানিয়ে মুক্তি দিচ্ছি।'

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে একবারও পিছন ফিরে না চেয়ে ঘোড়ার কাছে ফিরে এল। হ্যাট মাথায় পরে ঘোড়ায় চড়ে পাদুকাহ্ ক্রসিঙে ফিরে গেল জ্যাক।

ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নে খোঁজ নিয়ে জানল ওর টেলিগ্রামের জবাব এসে পৌছেচে। মেসেজটা বেশ বড়, ওটা পড়ার সময়ে টেলিগ্রাফার কৌতূহল নিয়ে ওর দিকে দেখছিল।

'তুমি কি এখানকার লম্যান, মিস্টার বুল?' প্রশ্ন করল সে।

'ছিলাম, কিন্তু এখন আর নেই। এখন আমি একজন সাধারণ নাগরিক।'

হোটেলে ফেরার পথে সে ভাবল, প্রত্যেক লম্যানই নিজের এলাকার বাইরে সাধারণ নাগরিক মাত্র।

তাতে কতটুকুই বা তফাত? নিজের এলাকাতেও, যেখানে সে ব্যাজ পরে, নিজের ডিউটি পালন করে, সেখানেও তো সে একজন নাগরিক।

একজন নাগরিকের যা দায়িত্ব লম্যানেরও তাই। এইটুকুই তফাত যে লম্যান তার কাজের জন্যে বেতন পায়।

হোটেলে নিজের কামরায় ঢুকে শার্টটা বদলে কোমরে পিস্তলের বেল্টটা পরল। এক মুহূর্ত ব্যাজটার দিকে তাকাল সে। ওতে লেখা আছে—টাউন মার্শাল, ওয়্যাক্সাহ্যাচি, টেক্সাস।

ওয়্যাক্সাহ্যাচি পাদুকাহ্ ক্রসিঙ থেকে অনেক দূরে। ব্যাজটাকে ওখানেই রেখে ব্যাগ বন্ধ করল। তার কেন যেন মনে হল এখানে সাধারণ নাগরিক হওয়াটাই উচিত হবে।

গ্রে সিমনস যখন তার দৈনিক রাস্তার ওপর নজর রাখার কাজে বেরোবার জন্যে তার ঘোড়া নিতে স্টলের দিকে এগোল জ্যাক তার সামনে এসে দাঁড়াল। ওর জন্যেই আস্তাবলে অপেক্ষা করছিল সে।

'মিস্টার সিমনস?' নিচু স্বরে প্রশ্ন করল সে। 'গ্রে সিমনস?'

পিস্তলবাজ ওকে খুঁটিয়ে দেখল, একটা ক্ষীণ হাসির আভাস ফুটে উঠেছে ওর চেহারায়। 'জানতে চাইছে কে?'

'আমিই,' নির্বিকার স্বরে বলল জ্যাক। 'চলো ওদিকে সুইচবক্সটার কাছে যাওয়া যাক—তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।'

'তোমার সাথে কথা বলার কোন আগ্রহ আমার নেই,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল গ্রে। 'সরো, পথ ছাড়ো।'

'কিন্তু সিডনি ব্যারনে তোমার যথেষ্ট আগ্রহ আছে, তাই না?'

আবার ওকে যাচাই করে দেখল পিস্তলবাজ। 'আছে, কিন্তু এটাও জানি তুমি ব্যারন নও। কি চাও তুমি?'

'ওপাশে গিয়ে গোপনে ওর সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই।'

হঠাৎ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল গ্রে। 'ওখানে কেন?'

'আর কেউ শুনে ফেলুক এটা আমি চাই না,' বলল জ্যাক। এবং সম্ভবত ওখান থেকে শহরটা পিস্তল রেঞ্জের বাইরে থাকবে, ভাবল সে।

একটু ইতস্তত করে কাঁধ উঁচিয়ে ঘুরল সে। আত্মবিশ্বাসে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত। নিজেই আগে আগে পথ চলে দু'শো গজ দূরে যেখানে দুটো রেইল লাইন একসাথে মিশেছে তার পাশে স্টীলের বাক্সে তালা দেয়া সুইচবক্সটার দিকে এগোল। জ্যাক নীরবে ওর পিছু নিল। দেখল গ্রে একবারও পিছন ফিরে তাকাল না। ভয়ের কোন চিহ্নই ওর মাঝে দেখা গেল না।

সুইচবক্সের পাশে থেমে ঘুরে দাঁড়াল গ্রে। 'এবার বলো তোমার কি বলার আছে। প্রথমে বলো তুমি কে?'

কোটের নিচের অংশটা ঠেলে পিছনে সরাল জ্যাক। ওর কোমরে ঝোলানো পিস্তলের বাঁটটা এখন দেখা যাচ্ছে।

'আমার নাম জ্যাক বুল,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'আমার কথাটা হচ্ছে খুনের দায়ে তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করছি।'

চোখের পাতা ফেলল গ্রে। তারপর দাঁত বের করে হাসল। 'তুমি? তুমি "আমাকে" অ্যারেস্ট করতে চাও?'

'ঠিকই বুঝেছ।' জ্যাকের কেবল ঠোঁট দুটো নড়ল। 'আমার বিশ্বাস তুমি আমার প্রেমিকাকে হত্যা করেছ। দলবল নিয়ে তুমি এক ভবঘুরে লোককে এই শহরেই হত্যা করতে এসেছিলে আর একবার—সেই গোলাগুলিতে ট্রিশাও মারা পড়েছিল। এখন আমি বলছি নিজের ভাল চাইলে তোমার গানবেল্টটা খুলে মাটিতে ফেলে দাও।'

গ্রের হাসি আরও বিশদ হল। যা শুনছে তা তার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না। গ্রে সিমনসকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হুমকি দিচ্ছে একটা লোক! এরচেয়ে অবিশ্বাস্য আর কি হতে পারে? 'তুমি জানো না কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছ, মিস্টার। আমি চাইলে মুহূর্তে তোমাকে মেরে ফেলতে পারি—কখন যে মরলে টেরও পাবে না তুমি! তোমার পিস্তলটা খাপে না থেকে তোমার হাতে থাকলেও একই জিনিস ঘটবে। পিস্তলটা বের করো...' তাচ্ছিল্যের সাথে খোঁচা দিল সে। 'ওটা বের করো, সে সুযোগ আমি তোমাকে দেব, তাহলে ওদিক থেকে যারা আমাদের দেখছে তাদের মনে আর কোন সন্দেহ থাকবে না কে আগে পিস্তল ড্র করেছে। সুযোগ তো পেলে, বের করো!'

জ্যাক খাপ থেকে পিস্তল বের করল খুব ধীরে। কিন্তু গ্রের দিকে তাক না করে খেলার ছলে আকাশের দিকে উঁচিয়ে সে বলল, 'তোমাকে বলছি এখন কি ঘটতে যাচ্ছে, মিস্টার সিমনস। না। আগে আমার কথাটা শুনে নাও, তারপর তুমি যা খুশি তাই কোরো। দুটোর একটা

ঘটনা এখানে আজ ঘটবে। সম্ভবত আমি তোমার দিকে পিস্তল তাক করার আগেই তুমি আমাকে গুলি করবে—হ্যাঁ, আমি জানি তুমি তা পারিবেও—আমি গুলি ছোঁড়ার আগেই একটা, দুটো বা তিনটে গুলি হয়ত ছুঁড়তে পারবে তুমি। কখন গুলি ছুঁড়লে সেটা হয়ত আমি দেখতেও পাব না, এবং আমি মারাও যাব এটাও ঠিক। কিন্তু আমার মৃত্যুটাই হবে তোমার শেষ দেখা, মিস্টার সিমনস। কারণ গুলি আমি আগেও খেয়েছি এবং জানি কতটা সহ্য করার ক্ষমতা আমার আছে। এত কাছে থেকে আমার মিস হবে না।

'পিস্তল ড্রতে আমি স্লো, অন্তত তোমার চেয়ে স্লো। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। আমি মরার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছি—কিন্তু মরার আগে আমি এটা নিশ্চিত করে যেতে চাই যেন তুমি আর কাউকে গুলি করার সুযোগ কোনদিন না পাও। এটাই আমার শেষ ইচ্ছা।'

গ্রের হাসিটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। 'তোমার মাথা খারাপ!'

'সম্ভবত,' বরফ শীতল কণ্ঠে জ্যাক বলল। এমন শান্ত আর ঠাণ্ডাভাবে কাউকে কোনদিন কথা বলতে শোনেনি গ্রে। 'সম্ভবত আমি তাই। তোমার কি ধারণা তুমি এমন পাগল একজনকে মারতে পারবে, সিমনস? নিজে না মরে?'

পিস্তলটা উপরের দিকে তাক করেই গ্রের দিকে একপা-একপা করে আগে বাড়তে শুরু করল বুল। 'আমি তৈরি, সিমনস। তোমার যদি সেই ইচ্ছাই থাকে তো গুলি করো।'

সিমনসের হাত অ্যাকশনে যাওয়ার ভঙ্গিতে একটু ঝাঁকি খেল—কিন্তু পর মুহূর্তেই সে থেমে ইতস্তত করল। লোকটা দশ ফুটও দূরে ছিল না…তারপর আট, এখন পাঁচ। পিস্তলবাজের ঠোঁট দুটো শুকনো ঠেকছে। চোখের পাতা ঘনঘন পড়ছে। ওর সমস্ত রিফ্লেক্সই মনে হচ্ছে অকেজো হয়ে গেছে। এটা অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা ঘটছে, এমন

কখনও ঘটেনি...এমন ঘটনা ঘটার কথা ছিল না। 'থামো...' ওর স্বরটা ভাঙা শোনাল।

আরেক পা আগে বাড়ল জ্যাক। এখন হাত বাড়ালে একে অন্যকে ছুঁতে পারবে। সিমনসের বিস্ফারিত চোখ দুটো জ্যাকের আকাশের দিকে তাক করা পিস্তলটার সাথে যেন আটকে গেছে। লোকটা তার দিকে তাক করছে না কেন? কিংবা তাক করার জন্যে নামাতে শুরু করলে তাহলে হয়ত তার পাল্টা প্রতিক্রিয়া হত।

'আরেকটা পথ তোমার সামনে খোলা আছে,' নির্বিকার ভাবে বলল জ্যাক, 'তুমি নিজের গানবেল্টটা খুলে নিচে ফেলতে পারো—যেমন আমি বলেছিলাম। সেটা করলে আমরা কেউই মরব না। কিন্তু অন্য পথ নিলে দুজনেই মরব। এখন দেখো তোমার কোনটা পছন্দ।'

সিমনস জোর করেই জ্যাকের পিস্তলের থেকে চোখ নামিয়ে ওর চোখের দিকে তাকাল। জ্যাক সরাসরি ওর চোখের দিকেই চেয়ে আছে, কিন্তু ওর চোখের কোন ভাষা নেই। চোখ দুটো মরা মানুষের চোখের মত। হঠাৎ করেই চূড়ান্তভাবে সে বুঝতে পারল জ্যাক যা বলছে তা অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। হয় কেউ নয়, নতুবা দুজনেই। আর ওই মরা মানুষের চোখ দুটোর কি ঘটবে তার তোয়াক্কা মোটেও নেই। ধীরে, কম্পিত হাতে, গ্রে সিমনস তার গানবেল্ট খুলে পায়ের কাছে ধুলোয় ফেলে দিল।

জ্যাক এবার একপাশে সরে গিয়ে বলল, 'এবার তোমার হাত দুটো পিছন ফিরে সুইচবক্সের ওপর রেখে দাঁড়াও। হাত দুটো বেশ খানিকটা তফাতে রাখো যেন আমি দেখতে পাই। পা দুটোও ফাঁক করে কিছুটা পিছিয়ে এসো।'

পিস্তলবাজ হাত-পা ছড়িয়ে স্টীলের সুইচ-গিয়ার বাক্সের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল।

পিছন থেকে সিমনসের পিস্তলটাও তুলে নিয়ে দুটো পিস্তলই লোকটার দুটো হাতের দিকে তাক করে একসাথে ট্রিগার টিপে দিল।

প্রথমে সুইচবক্সের ওপর হুমড়ি খেয়ে, পরে নিচে পড়ল সিমনস। নিজের হাত দুটোর দিকে চেয়ে আছে সে। সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে ওর দুটো হাতই। গ্রের ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটা অমানুষিক আওয়াজ বেরিয়ে এল। ফ্যাঁসফাঁসে আওয়াজে শব্দটা শুরু হয়ে বেড়ে শেষে আতঙ্কগ্রস্ত চিৎকারে পরিণত হল।

জ্যাক নিজের পিস্তলটা খাপে ভরে গ্রের খালি খাপসহ পালিশ করা বেল্টটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে বলল, 'আমি তোমাকে বলেছিলাম, সিমনস। নিজে মরলেও আর কোন নির্দোষ মানুষকে গুলি করার উপায় আমি রাখব না।'

কয়েক মিনিট পার হয়ে গেল, সিমনসকে নিয়ে শহরের দিকে রওনা হল জ্যাক। 'হ্যাঁ, একটা কথা, তুমি হয়ত এখনও খবর পাওনি, বর্তমানে তুমি বেকার। তোমার ডাবল স্টারের বস্ হার্টফেইল করে মারা গেছে। কিন্তু তাতে তোমার থাকা খাওয়ার কোন অসুবিধা হবে না। শহরের হাজতে আমি তোমার সব ব্যবস্থা করে দেব। ডাক্তার তোমার হাত দুটোও ব্যাণ্ডেজ করে দেবে। কিন্তু ওই হাতদুটো স্টীলের বাক্সের ওপর থাকায় '৪৫ এর গুলিতে ওগুলো যেভাবে থেঁতলে ভর্তা হয়ে গেছে যে ওগুলো আর কোন কাজেই ব্যবহার করতে পারবে না। সম্ভবত স্টীলের বাক্সে বাড়ি খেয়ে ফিরে আসার সময়ে গুলির টুকরোগুলো আরও বেশি ক্ষতি করেছে।' কিন্তু এত বেশি কথা বলছে কেন সে? সত্যিই কি তার মাথা বিগড়ে গেল নাকি? ভাবল জ্যাক।

'এটা করার কোন অধিকার তোমার নেই!' হিসহিসিয়ে বলল সিমনস। 'কি ধরনের ল...?'

'আমি ল নই মিস্টার সিমনস,' জবাব দিল জ্যাক। 'অন্তত এখানে

না। এখন আর এখানে থাকিও না আমি।'

'ল…না? তাহলে কি…?'

'একজন সাধারণ নাগরিক, মিস্টার সিমনস। এখানে আমি তাই… নিছক সাধারণ নাগরিক।'

'তুমি একটা বদ্ধ পাগল!'

'হয়ত,' স্বীকার করল জ্যাক। কিন্তু বিষাদময় বাতাসটা তার কানে কানে ফিসফিস করে কি যেন বলল। তার মনে হল—এতদিনই সে পাগল ছিল…এখন আর নয়। এখন আর তার মনে কোন অস্থিরতা নেই। মনটা প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে।

তেরো

'এই দুটো ঘোড়ারই খাওয়া দরকার,' মন্তব্য করল রেঞ্জার। সন্ধ্যা হয়েছে। ওয়্যাক্সাহ্যাচির রাস্তা ধরে জারভিস আর ব্যারন কোর্টহাউসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। 'বাফেলো ওয়েলস থেকে অনেক মাইল পথ। খুব কম সময়ে এসেছি।'

ওদের দুটো ঘোড়াই ক্লান্ত হলেও শক্ত। এখনও মাথা উঁচু রেখে কান খাড়া করে চলছে।

'আমি ঘোড়া দুটোর ব্যবস্থা করছি,' প্রস্তাব দিল ব্যারন। 'তুমি কোর্টহাউসে গিয়ে তোমার দরকারি কাজগুলো সেরে নাও। আমি অপেক্ষা করব।'

'কথা দিচ্ছ তো?' পাশ ফিরে ব্যারনের চেহারা দেখে ওর মনোভাব বোঝার চেষ্টা করল জারভিস।

'কথা দিলাম,' জানাল ব্যারন।

'রেঞ্জার বেকারও কাউকে জানায়নি কে সু মাতিন—তুমিও বলছ না—ব্যাপারটা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।'

'কথাটা তুমি আগেও আমাকে বলেছ।'

'শেরিফও এটা পছন্দ করবে না।'

'সেটাও তুমি বলেছ।'

'কথা হচ্ছে তুমি কাউকে না জানিয়ে একা ওর পিছনে গিয়ে মারা পড়ো, তবে আমরা সেই আগের মতই অন্ধকারে থেকে যাব। জানতেও পারব না লোকটা কে ছিল। আমাকে জানালে তোমার কি ক্ষতি?'

'বললাম তো আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব,' আবার একই কথা বলল সে। 'কিন্তু কাজটা আমি নিজের মত করেই করব—আমাদের চুক্তিতে ওই কথাই ছিল।'

বড় একটা শ্বাস নিয়ে হতাশভাবে জোরে নিঃশ্বাস ফেলল সে। অনেক চেষ্টা করেও লোকটার থেকে কোন কথাই বের করতে পারেনি রেঞ্জার। বাক্ফেলো ওয়েলস থেকে গত দু'দিনের কঠিন পথ চলার মাঝে চেষ্টার ক্রটি করেনি ও। আর কিই বা করতে পারত সে? ব্যারনের রেঞ্জারের ব্যাজ ফেরত নিয়ে নেবে? কিন্তু তাতে সিডনি ব্যারনের কি আসে যায়?

রজার্স স্ট্রীটের বাতিগুলো একে একে জ্বলে উঠছে। কোর্টহাউসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। ডানদিকে একটা রাস্তা দেখিয়ে রেঞ্জার বলল 'ওদিক দিয়ে একটু এগোলেই কোর্টহাউস আর কাউন্টির আস্তাবল।' ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে লাগামটা ব্যারনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে কাছেই কোর্টহাউসের দিকে এগোবার আগে জারভিস আবার বলল, 'কথা

দিয়েছ; মনে থাকে যেন! তবে রওনা হওয়ার আগে কোনদিকে যাচ্ছি সেটা তো অন্তত জানাতে পারতে?' শেষ চেষ্টা করল রেঞ্জার।

'এখনও আমি শিওর না।' জবাবটা এড়িয়ে গেল ব্যারন। 'হয়ত তোমরা এলে পরে রওনা হবার আগে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারব।'

একটু বিরক্ত মনে, আর লম্বা পথ ঘোড়ার পিঠে চলার ফলে একটু আড়ষ্টভাবেই হেঁটে সে শেরিফের অফিসের দিকে এগোল। ঘোড়ার পিঠে চড়েই তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা আস্তাবলের গেটের সামনে নামল ব্যারন।

গেটে রেঞ্জারের ব্যাজটা দেখাল সিডনি। এই প্রথম সে ওই ব্যাজটা ব্যবহার করল। এবং সম্ভবত এটাই হবে শেষ…যদি তার ধারণা ঠিক হয়।

মনে মনে হাসল সে। একটা টেক্সাস রেঞ্জারের ব্যাজ সে জীবনে একবারই ব্যবহার করল, কিন্তু কি কারণে? দুটো ঘোড়ার খাবার আর ফ্ল্যানেল দিয়ে ঘোড়ার গা ডলে দেয়ার সার্ভিসটা বিনা পয়সায় পাওয়ার জন্যে!

'অল্পক্ষণ পরেই এই ঘোড়াগুলো আবার আমাদের দরকার হবে,' আস্তাবলের লোকটাকে জানাল সে। তারপর পিছনে ভিতর দিকে চোখ পড়তেই দেখল বিভিন্ন ঘোড়া আর নানান কিছুর মধ্যে একটা পালিশ করা বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে—ওটার পাশেই একটা স্টলে গাড়ি টানার বিশাল একটা ঘোড়া দেখা যাচ্ছে। 'ওটা কার?' আঙুল তুলে দেখিয়ে প্রশ্ন করল সিডনি।

কাঁধ উঁচাল লোকটা। 'কে জানে? মনে হয় কেউ ওটাকে কোন কারণে আটক করেছে। আমাদের এখানে কেউ কিছুই জানায় না। হয়ত চুরির মাল. কিংবা ছাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কে বলতে পারে?

এখানকার কোন কিছু জানতে হলে তোমাকে কোর্টহাউসে গিয়ে খবর নিতে হবে।'

'ঠিক আছে, ঘোড়া দুটোকে একঘন্টার মধ্যেই রেডি করে রেখো,' বলল সিডনি। 'জরুরী রেঞ্জার বিজনেস।'

লোকটা ওর দিকে একটু অসন্তুষ্টভাবে তাকাল। 'বিড়ালটাকেও একটু ডলে দেব নাকি?' টিপ্পনি কাটল লোকটা।

আস্তাবল থেকে বেরিয়ে কোর্টহাউস পার হয়ে উত্তরে কিছুটা গিয়ে পুবে জ্যাকশন অ্যাভিনিউ ধরল তারপর আবার উত্তরে গেল। বিশাল কারুকাজ করা বাড়ির সারি রয়েছে এখানে—এক কথায় পশ্ এরিয়া। বিরাট বাগান, ঘোড়ার গাড়ির গ্যারাজ সবই আছে ওখানে।

অন্ধকার আরও ঘনিয়ে এলে ফিরতি পথ ধরল সিডনি। সে এখন জানে। তার ইন্সটিংক্ট, যুক্তি আর সহজাত ধারণা ওকে বলে দিল—কোথায় সু মাতিনকে পাওয়া যাবে।

সে জানে। তবু ওর একটা অংশ বলছে এমন না হলেই যেন ভাল হত। আন্দাজ না করতে পারলে বা ওকে ঠেকাতে বাধ্য না হলেই ভাল ছিল।

কোর্টহাউসের প্রতিটি কোনায় সেলুনগুলোতে উজ্জ্বল বাতি রয়েছে বটে কিন্তু লোকের ভিড় এখন কম। ট্রেইলে গরু চলাচল এই সময়ে নেই বলে কাউবয়দের ভিড় ওখানে জমেনি।

লিবার্টি বেল এর পরে রাস্তাটা প্রায় অন্ধকার। এবং নিশ্চুপ। কোর্টহাউসের আস্তাবল থেকে কেবল সামান্য আলো দেখা যাচ্ছে।

এক ব্লক এগিয়ে আস্তাবলের গেটে এসে থেমে দাঁড়াল ব্যারন। গেটটা খোলা এবং কেবল একটা কজার সাথে ঝুলছে। আস্তাবলরক্ষী কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

একটা হালকা আওয়াজ শুনে সেদিকে ঘুরল সিডনি। গেটের পাশে

আগাছার ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে থাকা একটা বুটসুদ্ধ পা ঝাঁকি দিয়ে নড়ে উঠল। ঝোপের ভিতর থেকে কেউ একজন অস্ফুট গোঙানির শব্দ করল। লোকটা গেটরক্ষী। উবু হয়ে লোকটার গলার পাশে ছুঁয়ে পালস্ দেখে বুঝল লোকটা জীবিতই আছে কিন্তু অজ্ঞান।

সাবধানে উঠে চারপাশে তাকিয়ে দেখল ওদিকে আস্তাবলের জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। লোকজনের সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে। ঘোড়া সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে ওরা ব্যস্ত। কেউ ঘোড়ার গা ডলছে, কেউ খড় তোলার আঁকশি দিয়ে খড় সরাচ্ছে—সবই স্বাভাবিক আস্তাবলের কর্মব্যস্ততার শব্দ।

নিঃশব্দে উঠানটা পার হয়ে সদর দরজার দিকে এগোল সিডনি। দরজাটা বন্ধ, কিন্তু ফাঁক দিয়ে ভিতরের আলোর একটা চিলতে এপাশ থেকে দেখা যাচ্ছে। একটু আগে বেড়ে থেমে কান পেতে কিছুক্ষণ শুনল সে। তারপর দরজার হাতলের দিকে হাত বাড়াল।

শক্ত আর ঠাণ্ডা কিছু একটা ওর পিঠের সাথে ঠেকল। সেইসাথে নিচুস্বরে কেউ বলল, 'স্থির হয়ে দাঁড়াও, মিস্টার গানফাইটার। এই পিস্তলটা গুলি ভরে কক করা আছে।'

স্থির হয়ে জমে গেল সিডনি। হাত দুটো দুপাশে সরিয়ে নিজের পিস্তলের থেকে দূরে সরিয়ে নিল। 'কে তুমি?' না ঘুরে স্থির থেকেই প্রশ্ন করল সে।

'তুমি আমাকে চেনো না বটে, কিন্তু আমি তোমাকে চিনি,' নিচু স্বরটা বলল। 'একমাস আগে আমার তিনতিনটে ভাই ছিল, কিন্তু এখন একজনও নেই। কিন্তু তোমাকে আমি ঠিকই খুঁজে বের করেছি। এবার আমি তোমাকে সোজা জাহান্নামে পাঠাব। ওখানে পৌঁছে তুমি ওদের বলতে পারবে রন কিও তোমাকে পাঠিয়েছে।'

কাঁকর বিছানো পাথরের ওপর লোকটার বুট ঘষার শব্দ হল।

আরও কাছে ঘেঁষে এসে পিস্তলের শব্দটা যথাসম্ভব রাখাই ওর উদ্দেশ্য ছিল। হঠাৎ বাতাস চিরে একটা বিকট তীক্ষ্ণ আর্তনাদ চারদিক কাঁপিয়ে তুলল। কিঙের চমকে আঁতকে ওঠার শব্দের সাথে পিঠে ঠেকানো পিস্তলটাও একটু আলগা হল টের পেল সিডনি। মুহূর্তে ঘুরে এক হাত দিয়ে ঠেলে পিস্তলটা সরিয়ে অন্য হাতে লোকটার কব্জি ভালুক ধরার ফাঁদের মত শক্ত মুঠোয় ঠেসে ধরল। গর্জে উঠল পিস্তল। আস্তাবলের দরজার চৌকাঠ থেকে কাঠের ছোট ছোট টুকরো চারপাশে ছিটকে পড়ল। প্রথমে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে লাথি মারল লোকটা। কিন্তু পরক্ষণেই ওর বিশাল দেহটা মাটি ছেড়ে কিছুটা শূন্যে উঠে গেল। পাথরের মত কঠিন মুঠিতে প্রচণ্ড একটা ঘুসি ওর দাড়ি ভেদ করে থুতনির ওপর মেরেছে সিডনি। সেই সাথে হাতের কব্জি মুচড়ে ঝাঁকি দিয়ে পিস্তলটা ওর হাত ছাড়া করে পরপর আরও দুটো ঘুসি পাঁজরের নিচে মারল। আরও একটা মারল চোয়ালের ওপর। প্রত্যেকটা ঘুসির ওজনে দিশেহারা হয়ে নেশাগ্রস্তের মত বুঁদ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিঙ। কোথা দিয়ে কি ঘটে গেল বুঝে ওঠার আগেই কণ্ঠার ওপর একটা খোলা হাতের কোপ খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

লোকজনের চিৎকার আর উত্তেজিত কথাবার্তার আওয়াজ কাছে এসে গেছে। কিঙের পিস্তলটা তুলে নিয়ে ওর অচেতন দেহটা সার্চ করে দেখল আরও কোন অস্ত্র ওর কাছে আছে কিনা। তিনটে পাওয়া গেল—একটা পকেট গান আর দুটো ছুরি। ছুরি দুটোর একটা বেল্টে গোঁজা—অন্যটা বুটের ভিতর। ঘটনাটা বলতে অনেক সময় লাগলেও মুহূর্তের মধ্যেই সব শেষ হল।

উঠে দাঁড়াল সিডনি। আস্তাবলের দরজাটা প্রথমে সামান্য ফাঁক হল, তারপর পুরো খুলে সবাই বেরিয়ে এসে অবাক চোখে অজ্ঞান

মানুষটার দিকে চেয়ে রইল।

গুলির শব্দ কোর্টহাউসেও পৌঁছেচে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওখান থেকেও লোকজন এসে পৌঁছল।

কেন যেন আমার মনটাই বলছিল এটা তোমারই কাজ,' মন্তব্য করল জারভিস। 'ও কি মরে গেছে?'

'একটু বিশ্রাম নিচ্ছে,' ওকে আশ্বস্ত করল সিডনি।

ম্যাট কোলম্যান উঁকি দিয়ে লোকটার দিকে দেখল।

'সু মাতিন?'

'না, ওর নাম রন কিঙ,' জানাল সিডনি। 'মালিঙ্গভিলের সেই তিন জনের কথা তো তুমি জানো। ওরা ছিল এর ভাই। প্রতিশোধ নিতে এসেছিল। হয়ত সক্ষমও হত যদি মাঝপথে বিড়ালের লেজে ওর পা না পড়ত।'

আস্তাবলের খোলা দরজা দিয়ে বিড়ালটাকে ভিতরে ঢুকতে দেখা গেল।

'এরই নাম লাক,' বলল কোলম্যান।

'তা ঠিক। আমার জন্যে ও সত্যিই লাকি।' ডিকির কথা মনে পড়ল ওর। 'কিন্তু যে ওর নাম রেখেছিল লাক, তার জন্যে লাকি ছিল না সে। বিড়ালটাকে জিনের পিছনে দেখে ওকেই আমি মনে করে গুলি করেছিল মাতিন।'

আরও লোক এসে জড়ো হল উঠানে। কোলম্যান হাতের ইশারায় লোকটাকে দেখিয়ে বলল, 'তোমরা কয়েকজনে ওকে ধরাধরি করে নিয়ে জেলে ভরে রাখো।' ব্যারনের দিকে তাকাল সে, 'চার্জ কি হবে? অ্যাটেম্পটেড মার্ডার?'

'মারপিট। ও ওদিকের গেটরক্ষীকে মেরে অজ্ঞান করে ঝোপের ভেতর ফেলে রেখে এসেছে।'

'কিন্তু সে তোমাকে খুন করতে এসেছিল! তুমি একজন সাক্ষী, ব্যারন!'

'আমি ওকে কাউকে খুন করার চেষ্টা করতে দেখিনি। ওকে আমি আগে কখনও দেখিইনি। গেটরক্ষীর মাথায় আঘাত করে ওকে অজ্ঞান করার জন্যে আমি ওকে আটক করেছি।' এইসব সাক্ষীটাক্ষীর ঝামেলায় জড়াতে চায় না সিডনি। মিছে সময় নষ্ট।

ভুরু কুঁচকে সিডনির দিকে তাকাল কোলম্যান। 'ব্যারন, তুমি...'

একজন কেতাদুরস্ত জামা-কাপড় পরা লোক ভিড় ঠেলে খোলা আস্তাবলের দরজার দিকে এগোল। ডান হাত তুলে আঙুল তুলে ঘোড়ার গাড়িটা দেখিয়ে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, 'ওই তো!' রীতিমত চিৎকার করছে সে রাগে। 'ওইটা আমার গাড়ি...আর পাশে আমার ঘোড়াটা! এখানে কেন? তোমরা ওগুলো কোথায় পেলে?'

শেরিফ একটু মুচকি হেসে মাথা নাড়ল। তারপর লোকটাকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, 'দেখেছ, মেয়র? আমি বলেছিলাম না তোমার গাড়ি আমরা খুঁজে বের করবই? এখন থেকে শেরিফ সম্পর্কে কোন সমালোচনা করতে হলে কিন্তু তোমার একটু বুঝেশুনে করা দরকার। নইলে জিন অ্যালির জুয়ার আড্ডার সামনে তোমার গাড়িটা সারারাত কি করছিল এসব অপ্রীতিকর প্রশ্ন হয়ত আমি তুলতে পারি।'

আর একটা কথাও না বলে নিজের গাড়িটা নিয়ে বিদায় হল মেয়র।

আবার ব্যারন আর ক্যাপ্টেন জারভিসের কাছে ফিরে এল শেরিফ।

'ওহ্, তোমাকে বলব মনে করে আর বলাই হয়নি, ক্যাপ্টেন,' বলল সে। 'তোমার মনে পড়ে শহরে কয়েক দিন আগে যে বড় গোলাগুলিটা হয়ে গেল—নিশ্চয় খবরটা পেয়েছ তুমি...যেটাতে টাইটওয়াডের

লোকজন জড়িত ছিল?'

'হ্যাঁ, কিন্তু পরের খবর আর কিছু পাইনি।'

'গতকাল খবর পেলাম এখান থেকে দুই কাউন্টি পশ্চিমে টম স্মিথ আর তার ছয় জন সঙ্গীর লাশ পাওয়া গেছে। ঘটনা যে আসলে কি ঘটেছে তা হয়ত আর কোনদিন জানা যাবে না। মনে হচ্ছে ওখানে একটা গোলাগুলির যুদ্ধ হয়েছিল। কাকে যে ওরা ঘেরাও করে মারতে চেয়েছিল বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু চিহ্ন দেখে মনে হয় টাইটওয়াডের লোকগুলোই লড়াই শুরু করেছিল—কিন্তু আর কেউ ওটা শেষ করেছে।'

'অর্থাৎ কি বলতে চাও তুমি?' প্রশ্ন করল জারভিস।

'মানে ওটা আমার এলাকার আওতার বাইরে। কিন্তু যদি রেঞ্জাররা কেউ ব্যাপারটা তদন্ত করে এর সাথে জড়িত হতে চায়...'

জারভিস আড়চোখে একবার ব্যারনের দিকে তাকাল। তারপর মাথা নাড়ল। 'একজন রেঞ্জার ওতে জড়িত ছিল বলেই আমার বিশ্বাস,' কাঁধ উঁচাল সে।

কোলম্যান এবার বলে উঠল, 'তাহলে মনে হচ্ছে তুমি কোর্টহাউসে আমাকে যা জানিয়েছ ওইভাবেই আমাদের চলতে হবে।' কথাটা জারভিসের উদ্দেশে বললেও ব্যারনের দিকে তাকিয়েই কথাটা বলল সে।

'আর কোন পথ নেই,' বলল সিডনি। 'নইলে আমি নিজের পথ ধরব।'

'মেনেই নিলাম,' বলল কোলম্যান। 'কিন্তু সু মাতিনকে আমার চাই।'

আস্তাবলের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে আস্তাবলরক্ষীকে দেখতে পেয়ে ব্যারন জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের ঘোড়া দুটো তৈরি তো?'

তৈরি, কেবল এনে হাজির করতে হবে।' সহকর্মী একজনকে ইশারা করতেই লোকটা ঘোড়া দুটোকে নিয়ে এল।

ব্যারন ঘোড়া দুটো নিয়ে বেরিয়ে ক্যাপ্টেন জারভিসের মুখোমুখি দাঁড়াল। 'আমার ইচ্ছা মত কাজ হবে তো?'

'তাই হবে,' স্বীকার করল ক্যাপ্টেন। 'কেবল এইটুকু অনুরোধ—ভুল কোরো না।'

এক মুহূর্ত ক্যাপ্টেনের দিকে চেয়ে থেকে সিডনির চোখ দুটো দূরের পানে চেয়ে কেমন যেন বিষাদময় আর উদাস হয়ে উঠল। 'যদি ভাবতে পারতাম ভুল করছি তাহলে সত্যিই সুখী হতাম, ক্যাপ্টেন,' বলল সিডনি।

কথাটা জারভিস আর কোলম্যান দুজনের কাছেই হেঁয়ালীর মত শোনাল। কিন্তু ওর মুখের ভাব দেখে কেউ আর কোন প্রশ্ন তুলল না।

চোদ্দ

জিঞ্জারব্রেড হিলের ব্যবসার ধরনটাও কিছুটা মৌসুমী। আজ রাতে ট্রেইলে গরু নেই, আর এনিস থেকেও কোন র‍্যাঞ্চ কর্মচারীর দল আসেনি। তাই রাস্তার রঙচঙে পানশালা, জুয়ার আড্ডা বা মেয়েদের ব্যবসা কিছুই জমে ওঠেনি। একঘন্টা পার হয়ে গেছে, নতুন কেউ কটিলিয়ন ক্লাবে ঢোকেনি। ওটার সামনে বাঁধা ঘোড়ার সংখ্যা কমতে

কমতে তিন-এ এসে ঠেকল। কিছুক্ষণ পরে দুই—তারপরে শেষ কাস্টমারও ঘোড়া নিয়ে বিদায় নিল।

আরও কিছুক্ষণ ক্লাবটার ওপর নজর রেখে শেষে সিডনি রাস্তা পার হয়ে ভিতরে ছোট পথটার শেষে কয়েকটা সিঁড়ি উঠে বারান্দায় ব্যাট-উইঙ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল। বড় বৈঠকখানায় মাত্র দুজনকে দেখা যাচ্ছে। দুজনেই মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল। আয়না লাগানো বারের কাছে এগিয়ে কনুই-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে এপ্রোন পরা লোকটাকে বুড়ো আঙুল দিয়ে পিছন দিকে দেখিয়ে বলল, 'তুমি বাইরে যাও।'

লোকটাকে ইতস্তত করতে দেখে সিরেপটা একটু পিছনে ঠেলে দিল। কোমরে ঝোলানো পিসমেকারটা এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। 'যাও,' আবার শান্ত স্বরেই বলল সে। 'সোজা সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও। এক্ষুণি!'

কয়েক ফুট দূরে হার্ডি নীরবে ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আর দ্বিরুক্তি করল না বারটেণ্ডার। বারের কোনা দিয়ে বেরিয়ে সোজা দরজার দিকে রওনা হলো। ও বেরিয়ে গেলে ব্যাট-উইঙ দরজা দুটো একটু দুলে আবার স্থির হলো।

বোবার মত সিরেপ পরা মানুষটার দিকে তাকিয়ে আছে হার্ডি।

'হ্যালো, হার্ডি,' বললো সিডনি।

'আহ্,...হ্যালো, মিস্টার...আহ্...ব্যারন। কি ব্যাপার? কি চাও তুমি?'

'তোমার কোটের বোতাম খুলে দুহাতে বুকের সামনে থেকে ওটা দুপাশে ফাঁক করে দাঁড়াও। যা বলছি তাই করো।'

বিশাল লোকটা সিডনির কথা মত তাই করল। ওর কাছে এগিয়ে

গিয়ে বাম হাত দিয়ে ওর ফতুয়ার পকেট থেকে একটা ছোট ডাবলব্যারেল পিস্তল বের করে নিজের পকেটে ভরল সিডনি। কিন্তু ওর চোখ দুটো সর্বক্ষণ হার্ডির চোখের ওপরই রয়েছে। 'ওসব চিন্তাও কোরো না, হার্ডি,' সাবধান করল সে। 'গতবারের কথা মনে রেখ।'

এবড়োখেবড়ো চেহারার লোকটা মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল। ওর চোখ দুটোয় বিস্ময়ে বিমূঢ় ভাব। 'তুমি...আহ্...তুমি কি আমার ওপর কোন কারণে রেগেছ, মিস্টার ব্যারন? আমি...আহ্...আমি তো...'

'স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো, হার্ডি। একটুও নড়বে না। বুঝেছ?'

'ওহ...বুঝেছি, স্যার।'

'চমৎকার।' পিছিয়ে গিয়ে ভিতরের দরজা দিয়ে বাঁকানো সিঁড়িটার মাথায় দোতলার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে আবার বারের কাছে ফিরে এল সে। ওদিকে পিছনে কিছুটা দূরে একটা বন্ধ দরজা দেখা যাচ্ছে। মাথাটা ওদিকে হেলিয়ে সে প্রশ্ন করলো, 'অফিস ঘর?'

'আহ...হ্যাঁ, ওটা...'

'দরজা তালা দেওয়া?'

'অবশ্যই। আহ...সব সময়েই ওটা তালা দিয়ে রাখাই নিয়ম।'

'ওটা খোলো, হার্ডি।'

আতঙ্কে চোখ বিস্ফারিত হলো লোকটার। 'তা আমি পারব না, আহ...মিস্টার ব্যারন। আমার মানা আছে। কিন্তু তুমি নক করতে পারো।'

'আমি বলছি, ওটা খোলো।'

মাথা নাড়ল সে। কিন্তু ব্যারনকে ওর দিকে এগোতে দেখে ভীত স্বরে বলল, 'কিন্তু আমার ওপর কঠিন নির্দেশ আছে...'

'খোলো।'

অগত্যা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হার মেনে ফতুয়ার পকেট থেকে একটা চাবি বের করে বার ঘুরে এগোল। সিডনি ওর পিছনে। সাবধানে চাবি ঢুকিয়ে তালা খুলে হাতলের দিকে হাত বাড়াল। ব্যারনের শক্ত মুঠো ওর কব্জি চেপে ধরল। 'হয়েছে, হার্ডি,' বলল সিডনি। 'এবার তুমি সরে যাও।'

পিছিয়ে গেল হার্ডি।

'এবং এই ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না—এটা তোমার ব্যাপার নয়।'

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সিডনি!

শার্লি ব্যানার গাঢ় মেরুন রঙের চমৎকার স্যাটিনের ইভনিং-ড্রেস পরেছে। কলার আর হাতার কব্জির কাছের লেস চুলের রঙের সাথে ম্যাচ করা। ভিতরের কিছু সুক্ষ্ম কাজ তার নীল চোখের সাথে সুন্দর ম্যাচ করেছে। ঘরের ভিতর সুন্দর একটা সুবাস। পালিশ করা একটা টেবিলে স্তূপ করা টাকা আর কিছু কাগজপত্র নিয়ে শেড দেয়া দামী কাঁচের বাতিতে মেয়েটা কাজে মগ্ন। ওর পিছনে দেখা যাচ্ছে কাঁচের বিরাট ফ্রেঞ্চ-উইনডো।

দরজা খোলার অস্পষ্ট শব্দ আর ঘরে আর কারও উপস্থিতি অনুভব করে চোখ তুলে তাকাল শার্লি। 'হার্ডি, কতবার না তোমাকে বারণ করেছি···তারপর বাতির আলো থেকে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে ভাল করে চেয়ে দেখল। কয়েক মুহূর্ত কেবল তাকিয়ে রইল মেয়েটা। তারপর বিরক্তির চিহ্ন দূর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে ডেস্ক ছেড়ে এগিয়ে এল। 'সিড! সত্যি একটা প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ দিলে তুমি। আমি তো ভেবেছিলাম অনেকদিন আগেই তুমি চলে গেছ।'

'হ্যালো, শার্লি,' বলল সিডনি। 'আমি ফিরে এলাম। তুমি জানতে আমাকে আসতেই হবে।'

বড় ডেস্কটার কোনায় একটু থামল সে, আশ্চর্য হওয়ার ভাব ফুটে উঠল ওর চেহারায়। কিন্তু সেটা ক্ষণিকের জন্যে। পরক্ষণেই হাসিটা আবার ফিরে এলো—শিল্পীর নিখুঁত হাতে খোদাই করা চেহারায় চোখ ধাঁধানো হাসি। 'তুমি ফিরে আসবে এমন কথা আমি কিভাবে জানব বুঝলাম না। কিন্তু তোমাকে দেখে আমি খুশি হয়েছি। এখন ভাল বোধ করছ তো?'

'আগের চেয়ে ভাল আছি। আর আগের থেকে ভাল বুঝতেও শিখেছি বলে আমার বিশ্বাস। তুমি জানতে আমি আসব কারণ তুমি জানতে তোমাকে আমার খুঁজে বের করতেই হবে। আমার মা আর লিসার ঠিকানা সহ নোটটা—ওটা দিয়েই তুমি আমাকে টোপ খাইয়েছিলে, তাই না? তুমি আমাকে খুঁজে না পেলেও জানতে যেভাবে হোক আমিই তোমাকে খুঁজে বের করব।'

'কি সব আবোল-তাবোল বকছ, সিড?' হাসল সে। 'তোমার হয়েছেটা কি...'

'স্লাইমিকে আমার মনে আছে,' শান্ত স্বরে সে বলল। 'পাঁচ বছর আগে কলোরাডোয়ায় হয়ত তোমার জীবন আমি রক্ষা করেছিলাম। একটা মেয়েকে পিটিয়ে মেরে ফেলে তোমাকে যখন পেটাতে এসেছিল তখন আমি ওকে ঠেকিয়েছিলাম। কিন্তু ওকে হত্যা করিনি আমি। কারণ তার দরকার ছিল না। তার আর কোন মেয়েকে পেটাবার অবস্থা আমি রাখিনি। তোমার বান্ধবী সুকে সে যেভাবে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল তেমন করে আর কাউকে মারার ক্ষমতা ওর ছিল না। ওটাই ছিল তার নাম, তাই না, শার্লি? সু মাতিন?'

সিডনির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। মুখের হাসিটা একটু একটু করে মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। হাসিতে উজ্জ্বল চোখ দুটোও সিডনির কথাগুলো শুনতে শুনতে ভাব পরিবর্তন করল।

'স্নাইমিই কি ছিল তোমার প্রথম শিকার? যাকে তুমি প্রথম হত্যা করেছিলে? স্বীকার করতেই হবে ঘটনাটায় রসবোধের অভাব ছিল না—পোয়েটিক জাসটিস—ওর রাইফেল দিয়েই ওকে হত্যা! জানো? জীবনে ওই প্রথম অ্যালেকজাণ্ডার হেনরি রাইফেলের সাথে আমার পরিচয়? ওরই ডেস্কের পিছনে দেয়ালে ওটাকে ঝুলতে দেখেছিলাম আমি।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। ওর চোখের ভাষা আর এখন পড়া যাচ্ছে না।

'তুমি বলেছিলে কিছু টাকা তোমার হাতে এসেছিল। বিশ্বাস যোগ্য কথা। একটা মানুষকে শুধু খুন করার জন্যে দশ হাজার ডলার অনেক টাকা। আর অনেক মানুষই তো আজ পর্যন্ত মরেছে! এসব কি শুধু টাকার জন্যে? নাকি তোমার এই পেশায় তুমি বিশেষ একটা আনন্দও পাও? সু মাতিন তোমার অত্যন্ত প্রিয় বান্ধবী ছিল বলেই আমার বিশ্বাস। তাই না? এমন বান্ধবী যার স্থান কোন পুরুষ কখনও পুরণ করতে পারবে না। এটাই কি এই গত পাঁচ বছরের খুনগুলো করার একটা কারণ? ওসব খুন কি তুমি বিনা পয়সায় খুশি মনেই করতে, কারণ তারা পুরুষ? টাকাটা কেবল উপরি পাওনা? তাই না?'

'চুপ করো!' চিৎকার করে উঠল সে। চোখ দুটো সিডনির দিকে আগুন ঝরাচ্ছে। 'কোন সাহসে তুমি...'

'এই পরিণতি নিয়তিরই লেখন, শার্লি। তোমাকে খুঁজে বের করতে আমাকে আসতেই হলো। আমার জন্যে আর কোন উপায় খোলা রাখোনি তুমি।'

'জাহান্নামে যাও তুমি,' খেপে উঠল শার্লি। 'তুমি আমার প্রিয় হতে পারতে। তুমি যখন এখানে এসেছিলে তোমাকে আমি প্রস্তাবও দিয়ে-ছিলাম। তোমাকে লিস্ট থেকে বাদ দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বোকা

বলেই তখন প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করেছিলে। বুঝতে পারোনি। এখনও সেটা তুমি পারো—এখনও তুমি আমার বিশেষ বন্ধু হতে পারো—যাকে আমি কোনদিন...'

চোখ দুটো ভিজে উঠল শার্লির। সিডনির দিকে এগিয়ে হাত বাড়াল সে।

দড়াম করে শব্দ করে দরজাটা খুলে গেল। ছুটে সিডনির পাশ দিয়ে ঘুরে এসে হার্ডি দুজনের মাঝখানে দাঁড়াল। 'ওর কাছ থেকে সরে যাও তুমি! ভাল চাইলে...'

হার্ডির চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো। হা করে খাবি খেল লোকটা। এক মুহূর্ত সিডনির দিকে চেয়ে থেকে ওর চোখ দুটো সরে গেল। বিশাল লোকটার মুখ থেকে দম আটকে যাওয়ার অস্ফুট শব্দ বেরোল। আধপাক ঘুরে একটু টলে উঠে পড়ে গেল সে। ওর পিঠে ছোট্ট একটা ক্ষত। ক্ষতটা শার্লির হাতের হার্ডির রক্তে লাল স্টিলেটোটার মাপেই সরু।

সিডনির উদ্দেশেই স্টিলেটোটা চালিয়েছিল শার্লি। কিন্তু আচমকা হার্ডি মাঝখানে এসে পড়ায় ওকেই মরতে হল।

শার্লির কব্জি মুচড়ে ধরল সিডনি। হাত থেকে ছুটে ওটা হার্ডির মৃতদেহের পাশে পড়ল।

মেয়ে হলে কি হবে, অনেক পুরুষের থেকে সে বেশি শক্তিশালী। একটু অসাবধানতার সুযোগে এক ঝটকায় নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পিছনে সরে গেল শার্লি। ওর চোখ দুটো বিড়ালের চোখের মত জ্বলছে—উজ্জ্বল, পাশবিক আর মারাত্মক।

হার্ডির মৃতদেহটার দিকে তাকাল সিডনি। 'ইশ্, একটা লজ্জাকর ঘটনা ঘটে গেল,' বলল সিডনি। লোকটা তোমাকে ভালবাসত। তোমার জন্যে জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিল সে... অবশ্য দিলোও তাই।'

'ড্যাম ইউ!' সাপের মত হিস্ করে উঠল ওর স্বর—ভয়ঙ্কর।

'এমনকি ওই বিড়ালটাও তোমার সম্পর্কে আমাকে সাবধান করার চেষ্টা করেছিল, শার্লি। ওই বিড়ালটাকে আমি কাউকে ভয় করতে দেখিনি—কিন্তু সে তোমাকে ভয় পেয়েছিল। বাফেলো ওয়েলসে সে বুঝেছিল কে গুলি ছুঁড়ছে। ও কি করে টের পেল ভাবতেও অবাক লাগে। হয়ত তোমার পারফিউমের গন্ধ থেকে সে তোমাকে চিনতে পেরেছিল। সেই একই পারফিউম মাখত সেই মৃত টাইপিস্ট মেয়েটা। সেই একই গন্ধ আমিও পেয়েছিলাম দুটো খালি কার্তুজের গায়ে। পিতলের গন্ধ ধরে রাখার ক্ষমতা বেশি। আমি বুঝি রয় রজার্সকে তুমি কেন মেরেছিলে—সে তোমার কাজে বিঘ্ন ঘটাচ্ছিল। আর টেলিগ্রাফার তোমাকে স্বেচ্ছায় ঠিকনাগুলো দিতে রাজি হয়নি বলে ওকেও তোমার মারতে হয়েছে। কিন্তু মেয়েটা কি দোষ করেছিল? ওকে কেন মারলে? সে কি বুঝে ফেলেছিল ফাইলগুলো তোমার কি কারণে দরকার?

'হ্যাঁ!' আবার হিস্ করে উঠল সে। আরও পিছনে সরে ডেস্কের কিছুটা আড়ালে চলে গেল ও। 'মেয়েটা ওই লোকগুলোকে বলতে শুনে ফেলেছিল সু মাতিন তোমার পিছনে লেগেছে। সে জানত আমি কোন ফাইলগুলো চাই—সে আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে চেয়েছিল।'

'তাই তুমি আর ওকে বাঁচিয়ে রেখে ঝুঁকি নিতে চাওনি,' মাথা ঝাঁকাল সিডনি। 'সত্যি তোমাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। পুরো পাঁচটা বছর, অথচ কেউ তোমাকে সন্দেহও করতে পারল না। কেউ জানল না সু মাতিনের পরিচয় কি। অত্যন্ত স্মার্ট।'

খুব ধীরে আর এক পা পিছনে সরলো মেয়েটা। মাথা নাড়ল সিডনি। তুমি ওদিক দিয়ে পালাতে পারবে না, শার্লি। শেরিফ কোলম্যান আর তার ডেপুটিরা বাড়িটা ঘিরে রেখেছে। আর রেঞ্জারদের একজন ক্যাপ্টেন দোতলায় অপেক্ষা করছে। কিন্তু ওরা তোমাকে

শহরে নিয়ে যাওয়ার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে? কেন, শার্লি? কেন ওই সু মাতিন নাম?

রোষের সাথে চেয়ে আছে মেয়েটা। ওর চোখে জ্বালাময় ঘৃণা। 'কারণ ওকে আমি ভালবাসতাম!'

'আমি তাই আশা করেছিলাম।' বুঝে মাথা ঝাঁকাল সিডনি। 'আর একটা প্রশ্ন। আমি যদি ফিরে না আসতাম তবে কি তুমি সত্যিই লিসা আর মাকে খুন করতে?'

রাগে আগুন জ্বলছে ওর চোখে। হঠাৎ ফ্রেঞ্চ উইনডোর পর্দা সরিয়ে সে আবার ঘুরে দাঁড়াল। 'হ্যাঁ, তাই করতাম!' বলে উঠল সে। ওর হাতে লম্বা টেলিস্কপিক সাইট বসানো একটা ভারি রাইফেল। শক্তিশালী সমর্থ দুটো হাত অ্যালেকজাণ্ডার হেনরি রাইফেলটা অনায়াসে তুলে ধরল।

রাইফেলটা সিডনির দিকে লেভেল হল, তারপর ঝাঁকি খেয়ে একপাশে সরে গেল। বোমা ফাটার মত আওয়াজ হল ঘরে। পিসমেকারটা একবারই কথা বলল। কিন্তু ওটার মেসেজ ফাইনাল। শার্লি ব্যানার ছিটকে পড়ল কাঁচের ফ্রেঞ্চ উইনডোর ওপর। জানালা ভেঙে ওর দেহটা নিচে অন্ধকারে অদৃশ্য হল।

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওখানে। বেদনার্ত চোখে ভাঙা জানালাটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। মানুষ চেনা দায়—যার জীবন সে একদিন বাঁচিয়েছিল—সেই মানুষটাই কিনা তার আর তার প্রিয়জনদের জীবন নাশ করার সঙ্কল্প নিয়েছিল!

পিসমেকারটা খাপে ভরে সিরেপ দিয়ে ঢেকে দিল সিডনি। আজ তার সমস্ত সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হয়ে গেল। পিসমেকারটা ব্যবহার করার হয়ত আর কখনও প্রয়োজন হবে না।

'গুডবাই, শার্লি,' ফিসফিস করে উচ্চারণ করল ব্যারন।

পনেরো

ওয়াক্সাহ্যাচি স্টেশনে আরও লোকের সাথে ডজন খানেক লোক একত্রে জড়ো হয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর পশ্চিমগামী ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছে। ওদের সবার সাথেই রয়েছে একটা করে ব্যবহৃত জিন আর সামান্য কিছু মালপত্র। দেখেই বোঝা যায় ওরা কাজ থাকলে কঠিন কাজ করে, কিন্তু যাত্রার সময়ে খুব কম জিনিসই সাথে নেয়। ওদের মধ্যে একজন ক্রাচে ভর দিয়ে রয়েছে। লোকটা ষাঁড়ের হাত থেকে ক্যাপ্টেন রিচার্ডকে বাঁচাবার চেষ্টায় আহত হয়েছিল।

'তোমরা তো সবাই জানো কোথায় যাচ্ছ, আর তোমাদের কি করতে হবে,' রেঞ্জার জারভিস ওদের বলল। 'ওই র‍্যাঞ্চটার নাম ডাবল স্টার। কিন্তু ওটার ব্যাপারে কোর্টের কিছু কাজ বাকি রয়েছে। তবে তাতে তোমাদের কোনো অসুবিধে নেই। যতদিন ওটা নিলাম না হচ্ছে ততদিন কোর্ট থেকেই তোমাদের বেতন দেয়া হবে।'

ডেভ ফোলজার্স রেঞ্জারের দিকে তাকাল। চোখে কৌতূকের আভাস। 'এই প্রথম আমরা কেউ কোর্টের কর্মচারী হয়ে কাজ করব।' বলল সে। 'তবে সেটাও যখন কাউবয়েরই কাজ চাবি কে ঘোরাচ্ছে, দেখার দরকার আমাদের নেই। কাজ পেলেই আমরা খুশি।'

'আর একটা কথা—ব্যারন আমার কাছে কাগজে সই করে ওর পক্ষ

নিয়ে নিলামের সময়ে ডেভকে আইন-সম্মতভাবে ডাকে অংশ নেয়ার অধিকার দিয়ে গেছে। যত দামই উঠুক র‍্যাঞ্চটা সে কিনতে চায়। তবে র‍্যাঞ্চটা ওর হলেও র‍্যাঞ্চ থেকে যা লাভ হবে তার ভাগ সব কর্মচারী সমান ভাবে পাবে। আরেকটা কথা—তোমরা ওখানে পৌঁছে আরও দুজন লোককে দেখতে পাবে—একজন ইণ্ডিয়ান, আর একটা নাম না জানা ছেলে।'

মাথা ঝাঁকাল ডেভ। 'বুঝেছি,' বলল সে। 'এর মধ্যেও সিডনি ব্যারনের হাত রয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস।'

'হতেই পারে,' কাঁধ উঁচাল রেঞ্জার। 'অন্যের ভাল-মন্দ দেখা লোকটার একটা স্বভাব।'

'কোথায় সে? এখনও শহরেই আছে?'

'মনে হয় না। শেষ যখন ওর সাথে আমার দেখা তখন সে তার সাদা-কালো ঘোড়াটার পিঠে জিন চাপাচ্ছে। আমার বিশ্বাস এতক্ষণে সে রওনা হয়ে গেছে।'

'কোথায় গেছে?'

ট্রেনটা এসে স্টেশনে থামল। এঞ্জিনের থেকে গরম স্টীম আসতে দেখে একটু পিছিয়ে দাঁড়াল জারভিস। 'আমাকে বলেনি। এবার তোমরা সবাই উঠে পড়ো অল্পক্ষণের মধ্যেই ট্রেন ছেড়ে দেবে।'

শহরের প্রান্তে থেমে বুক ভরে পশ্চিম থেকে বয়ে আসা পরিষ্কার তাজা বাতাসটা আয়েশ করে উপভোগ করল সে। সকালের রোদটা মিঠে লাগছে। বড় ঘোড়াটার ঘাড় চাপড়ে একটু আদর করে দিল সিডনি।

আজকের দিনটা সুন্দর, ভাবল সে। যে কোন কিছু করার জন্যেই সুন্দর দিন। আজ সে সব ঝামেলার সমাপ্তি ঘটিয়ে লিসার কাছে যাচ্ছে।

'এখনও অনেকটা পথ তোমাকে চলতে হবে,' ঘোড়াটাকে বলল

সে।

লাগাম তুলে রওনা হতে গিয়েও পিছন থেকে একটা হাল্কা শব্দ শুনে ফিরে তাকাল সে।

'তুমি আর আমার পিছন ছাড়বে না?' নিচের দিকে চেয়ে হলুদ বিড়ালটাকে প্রশ্ন করল সে। 'কি ব্যাপার। ওই সারা শহরটায় তোমার পছন্দ মত একটা লোকও মিলল না?'

বিড়ালটা ওর দিকে অল্পক্ষণ চেয়ে থেকে তৈরি হয়ে ওর সিরেপ লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল। ওকে জিনের ওপর উঠে আসতে সাহায্য করল সিডনি। বিড়ালটা নিজের পছন্দমত জায়গাটা নিজেই বেছে নিল।

'লাক,' বিড়বিড় করে বলল সে। গোড়ালির সামান্য চাপ দিয়ে ঘোড়াকে আগে বাড়ার ইঙ্গিত দিল। 'জানি না, হয়ত সত্যিই তুমি তাই।'

—শেষ—